ত্রিপিটক গ্রন্থমালা—৫

থের-গাথা

(স্থবিরগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত সমেত)

অনুবাদক—স্থবির

প্রকাশক—শশধর

ত্রিপিটক গ্রন্থমালা—৫

থের-গাথা

(স্থবিরগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত সমেত)

অনুবাদক—স্থবির

পাহাড়তলী নিবাসী

শ্রীযুত শশধর বড়ুয়ার অর্থানুকূল্যে

প্রকাশিত

১ম সংস্করণ

বৌদ্ধ-মিশন প্রেসে মুদ্রিত

২৪৭৯ বুদ্ধাব্দ

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ

ভূমিকা

স্থবির পুঙ্গবগণের মধ্যে কেহ মার্গ-ফলসুখ বর্ণনা প্রসঙ্গে, কেহ প্রীতিভাব প্রদর্শনে, কেহ সমাধিবিহার ভাষণে, কেহ জিজ্ঞাসু প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রসঙ্গে, কেহ পরিনির্ব্বাণ সময়ে ও কেহ বুদ্ধ-শাসনের ভবিষ্যৎ অবস্থা দর্শনে গাথাগুলি ভাষণ করিয়াছেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতিতে সঙ্গীতাচার্য্য অর্হৎ স্থবিরগণ প্রধান প্রধান স্থবিরগণের ভাষিত গাথাগুলি অনুক্রমে যোজনা করিয়াছেন ও প্রয়োজনবোধে স্থলবিশেষে তাঁহারাও কতকগুলি গাথা সংযোজন করিয়াছেন।

এই স্থবির-ভাষিত গাথাসমূহ বিনয়-সূত্র-অভিধর্ম্ম পিটকত্রয়ের মধ্যে **সূত্রপিটকের** অন্তর্গত।

দীঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, সংযুত্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় ও খুদ্দকনিকায় এই পঞ্চ নিকায়ের মধ্যে **খুদ্দকনিকায়ের** অন্তর্গত।

সুত্তং, গেয়্যং, বেয়্যাকরণং, গাথা, উদানং, ইতিবুত্তকং, জাতকং, অব্ভুতধম্মং ও বেদল্লং এই নবাঙ্গ শাস্তা-শাসনের মধ্যে **গাথার** মধ্যে পরিগণিত।

৮৪ হাজার ধর্ম্মস্কন্ধের মধ্যে কতিপয় **ধর্ম্মস্কন্ধ** সংগ্রহ।

এক হইতে ক্রমান্বয়ে এক একটি করিয়া চৌদ্দ নিপাত, (পনর নিপাত নাই) ষোড়শ নিপাত, বিংশতি নিপাত, ত্রিংশ নিপাত, চত্বারিংশ নিপাত, পঞ্চাশ নিপাত, ষষ্ঠি নিপাত ও সপ্ততি নিপাত ভেদে সাত নিপাত। সর্ব্বমোট

২১টি নিপাত। নিপাতন বা নিক্ষেপন করে বলিয়া নিপাত নামে কথিত।

এখানে একক নিপাতে ১২টি বর্গ, এক এক বর্গে দশ-দশটি করিয়া ১২০ জন স্থবির। গাথাও ১২০টি। তাই গাথায় কথিত হইয়াছে :—

"বীসুত্তরসতং. থেরা কতকিচ্চা অনাসবা,
এককম্হি নিপাতম্হি সুসঙ্গীতা মহেসীহি।"

(নিপাত)	(স্থবির)	(গাথা)
একক নিপাতে	১২০	১২০
দ্বিক "	৪৯	৯৮
তিক "	১৬	৪৮
চতুক্ক "	১২	৫২
পঞ্চক "	১২	* ৬০
ছক্ক "	১৪	৮৪
সত্তক "	৫	৩৫
অট্‌ঠক "	৩	২৪
নবক "	১	৯
দস "	৭	৭০
একাদস "	১	১১
দ্বাদস "	২	২৪
তেরস "	১	১৩
চুদ্দস "	২	২৮
সোলস "	২	৩২
বীসতি "	১০	২৪৫
ত্তিংস "	৩	১০৫
চত্তালীস "	১	৪২
পঞ্ঞাস "	১	৫৫

* (উদান গাথায় ৬৫টি লিখিত)

(নিপাত)	(স্থবির)	গাথা)
সট্‌ঠি "	১	৬৮
সত্ততি "	১	৭১

"সহস্সং হোন্তি তা গাথা তীণি সট্‌ঠি সতানি চ,
থেরা চ দ্বে সতা সট্‌ঠি চত্তারো চ পকাসিতা।"

২৬৪ জন স্থবির ১৩৬০টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

উপসম্পদা পাঁচ প্রকার :—সরণগমন, ওবাদপটিগ্‌গহণ, পঞ্‌হব্যাকরণ, ঞত্তিচতুত্থ ও এহিভিক্‌খু। তৎমধ্যে অঞ্‌ঞাকোণ্ডঞ্‌ঞ' প্রমুখ পঞ্চবর্গীয় স্থবির, যস স্থবির প্রমুখ বিমল, সুবাহু, পুন্নজি, গবম্পতি, অপর পঞ্চাশজন স্থবির, ত্রিশজন ভদ্রবর্গীয় স্থবির, উরুবেল কশ্যপ প্রমুখ এক সহস্র জটিল, দুই অগ্রশ্রাবক ও তাঁহাদের পরিষদ ২৫০ জন, অঙ্গুলিমাল স্থবির প্রভৃতি 'এহি ভিক্‌খু' উপসম্পদা লাভ করিয়াছেন।

তাঁহারা ব্যতীত তিনশত অন্তেবাসী সহিত শেল ব্রাহ্মণ, এক সহস্র অমাত্য সহিত রাজা মহাকপ্পিন, শুদ্ধোদন রাজা কর্তৃক কপিলবাস্তু হইতে প্রেরিত দশহাজার পুরুষ, বাবরিয় ব্রাহ্মণের অন্তেবাসী অজিত প্রমুখ ষোল হাজার পুরুষ 'এহি ভিক্‌খু' উপসম্পদা লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান এহি ভিক্‌খু বা আস ভিক্ষু বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলে স্বয়ং চীবর আসিয়া যাহার শরীর আবৃত হয়, হাতে পাত্র আসে, দীর্ঘ কেশ দুই অঙ্গুলে পরিণত হয়, তাহাকে 'এহি ভিক্‌খু' উপসম্পন্ন বলে। অপর চারি প্রকার উপসম্পদাকে 'ন এহি ভিক্‌খু' উপসম্পদা বলে।

শ্রাবক ত্রিবিধ :—অগ্রশ্রাবক, মহাশ্রাবক ও প্রকৃতি শ্রাবক। তৎমধ্যে সারীপুত্র ও মোগ্‌গল্লান এই দুইজন অগ্রশ্রাবক।

(অশীতি মহাশ্রাবক)

"অঞ্‌ঞাত কোণ্ডঞ্‌ঞো, বপ্পো, ভদ্দিয়ো, মহানামো, অস্সজি, নালকো, য়সো, বিমলো, সুবাহু, পুন্নজি, গবম্পতি, উরুবেলকস্সপো,

নদী কস্সপো, গয়া কস্সপো, সারীপুত্তো, মোগ্গল্লানো, মহাকস্সপো, মহাকচ্চানো, মহাকোট্‌ঠিতো, মহাকপ্পিনো, মহাচুন্দো, অনুরুদ্ধো, কঙ্খারেবতো, আনন্দো, নন্দকো, ভগু, নন্দো, কিম্বিলো, ভদ্দিয়ো, রাহুলো, সীবলি, উপালি, দব্বো, উপসেনো, খদিরবনিয় রেবতো, পুণ্ণো মন্তানিপুত্তো, পুণ্ণো সুনাপরন্তকো, সোণো কুটিকণ্ণো, সোণো কোলিবীসো, রাধো, সুভূতি, অঙ্গুলিমালো, বক্কলি, কালুদায়ী, মহাউদায়ি, পিলিন্দবচ্ছো, সোভিতো, কুমারকস্সপো, রট্‌ঠপালো, বঙ্গীসো, সভিয়ো, সেলো, উপবানো, মেঘিয়ো, সাগতো, নাগিতো, লকুণ্টকা ভদ্দিয়ো, পিণ্ডোল ভারদ্বাজো, মহাপন্থকো, চুলপন্থকো, বকুলো, কোণ্ডধানো, দারুচীরিয়ো, যসোজো, অজিতো, তিস্সমেত্তেয়্যো, পুণ্ণকো, মেত্তগু, ধোতকো, উপসিবো, নন্দো, হেমকো, তোদেয়্যো, কপ্পো, চতুকপ্পি, ভদ্রাবুধো, উদয়ো, পোসালো, মোঘরাজা, পিঙ্গিয়ো" এই ৮০ জন মহাশ্রাবক।

মহাশ্রাবকগণের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা যে কোন বুদ্ধের নিকটে প্রার্থনা করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘকাল পারমিতা পূর্ণ করিয়া থাকেন। অগ্রশ্রাবকদ্বয়ও মহাশ্রাবকের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু তাঁহারা লক্ষকল্পাধিক এক অসংখ্য কল্প পারমিতা পূর্ণ না করিয়া অগ্র-শ্রাবক হইতে পারেন না। তাই তাঁহাদের শ্রাবক পারমী জ্ঞান সঞ্চয় করিতে সুদীর্ঘ কালের প্রয়োজন। প্রকৃতি শ্রাবকের ততকালের প্রয়োজন হয় না। অর্হৎমাত্রেই শীল বিশুদ্ধি প্রভৃতি সম্পাদন করেন, চারি 'সতিপট্‌ঠান' ভাবনায় চিত্ত অভিনিবিষ্ট করেন, সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত চিত্ত হন, মার্গানুক্রমে অগ্রফল লাভ করিয়া থাকেন। তথাপি অর্হৎগণের মধ্যে জ্ঞানের তারতম্য ভেদে কেহ প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত, কেহ সড়াভিজ্ঞ, কেহ ত্রিবিদ্য, কেহ সূক্ষ্ম বা শুষ্ক বিদর্শক। তাই গাথায় বর্ণিত হইয়াছে :—

পটিসম্ভিদা চতস্সো বিমোক্খাপি চ অট্‌ঠিমে,
ছল্‌ভিঞ্ঞা সচ্ছিকতা কতং বুদ্ধস্স সাসনং।

এই প্রকারে পারমী প্রাপ্তভেদে ৫ প্রকার, অনিমিত্তাদি ভেদে ৬ প্রকার, শ্রদ্ধাধুর ও প্রজ্ঞাধুর ভেদে ২ প্রকার, অপ্রনিহিত বিমুক্ত ও প্রজ্ঞানিমিত্ত ভেদে ২ প্রকার, অনিমিত্ত বিমুক্তাদি ও পর্য্যায় বিমুক্ত ভেদে ৭ প্রকার, ধুর প্রতিপ্রদা ভেদে ৮ প্রকার, শূন্যতা বিমুক্ত্যাদি ভেদে ২৪০ প্রকার ও ইন্দ্রিয়াধিক ভেদে ১২০০ প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। মার্গস্থ-ফলস্থ আর্য্য শ্রাবকগণের মধ্যে গুণানুসারে বহুল প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন শ্রদ্ধাবানের মধ্যে বক্কলি, বীর্য্যবানের মধ্যে সোণ কোলিবীস, স্মৃতি-মানের মধ্যে সাগত, সমাধিলাভীর মধ্যে চুলপন্থক ও প্রজ্ঞাবানের মধ্যে আনন্দ স্থবির শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু মহাজ্ঞানীর মধ্যে বুদ্ধের দ্বিতীয় আসন সারীপুত্র স্থবিরই প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই থের-গাথায় অর্হৎ স্থবিরগণের ভাষিত গাথাগুলি বড়ই গম্ভীর ও কবিত্ব পূর্ণ। ইহার অর্থকথা 'পরমত্থ দীপনী' গ্রন্থে কোন কোন গাথার ব্যাখ্যা এত সুবিস্তৃত যে, উহার সম্পূর্ণ অংশ অনুবাদ করিলে গ্রন্থের আয়তন বিপুলাকার ধারণ করে। তাই কেবল ভাবার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনুবাদ করিতে হইয়াছে। যাঁহারা মনোযোগ সহকারে পালি গাথাগুলি পাঠ করিয়া অনুবাদের সারাংশ গ্রহণের চেষ্টা করিবেন, তাঁহারা স্থবিরগণের গাম্ভীর্য্যভাবে তন্ময় হইতে পারিবেন। আমি প্রথমে কেবল সগাথানুবাদ ছাপিব মনে করিয়াছিলাম, পরে পরমত্থ দীপনী ও স্থবির গণের জীবন চরিত পাঠ করিয়া এতই মুগ্ধ ও পুলকিত হই যে, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী টুকু পাঠকের নিকট উপস্থিত না করিয়া পারিলামনা।

এই দুইশত চৌষট্টিজন স্থবিরের পারমার্থিক ভাবধারা এতই পরিস্ফুট যে, আমার ন্যায় অর্ব্বাচীনের হাতে পড়িয়া, কতদূর যে ইহার অর্থ বিপর্য্যয়

ঘটিয়াছে, তাহা পালিভাষাভিজ্ঞ জ্ঞানীমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। আমি ১৯৩১ ইংরেজীতে যখন কলিকাতায় ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে বর্ষাবাস করি, তখন মিলিন্দ-প্রশ্নের অনুবাদ শেষ করিয়া ৩১ শে জুলাই থের গাথার অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। অপরাপর কার্য্যের দরুণ দুই বৎসর অনুবাদ কার্য্য স্থগিত থাকে। এ বৎসর কানাই মাদারী বিদর্শনারামে বর্ষাবাস করিয়া আবার অবশিষ্টাংশ অনুবাদ করি। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহ অনুবাদ-কালীন আমি আকিয়াব বঙ্গীয় বৌদ্ধ বিহারে ভীষণ রোগাক্রান্ত হই। এবার থের-গাথা অনুবাদ কালেও পীড়ার কবল হইতে মুক্তি পাইতে পারি নাই। তথাপি স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলাম বলিয়া আনন্দানুভব করিতেছি।

চট্টগ্রাম পাহাড়তলী নিবাসী শ্রীযুত শশধর বড়ুয়া একজন শ্রদ্ধাবান ধার্ম্মিক উপাসক। তিনি বার্ম্মা রেলওয়েতে বর্ত্তমানেও চাকরী করেন। তিনি দানে যেমন মুক্ত হস্ত, তেমন শীলবান, শান্ত ও অমায়িক। তাঁহার অকাতর দানের ফলে থের-গাথা প্রকাশিত হইল। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে তাঁহার ন্যায় সদ্ধর্ম্ম প্রচারক ও ধর্ম্ম প্রাণ দাতা পাওয়া গেলে শাসন-সমাজের চিরকল্যাণ সাধন করা কিছুতেই অসম্ভব হইবে না। আমরা আশাকরি ধনাঢ্য বঙ্গীয় বৌদ্ধ উপাসকগণ বদান্য প্রবর শশধর বাবুর সদনুকরণ করিয়া বুদ্ধ-ভাষিত ত্রিপিটক গ্রন্থ গুলির ব্যাখ্যা প্রকাশকল্পে অবহিত হইবেন।

এই পুস্তকের প্রুফ-পাণ্ডুলিপি সংশোধন কল্পে শ্রীমান শীলালঙ্কার স্থবির, শ্রীমান সুবোধি রত্ন স্থবির ও শ্রীমান ধর্ম্মপ্রিয় ভিক্ষু যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে, আমি তাহাদের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী
২১ শে ভাদ্র
বিদর্শনারাম

স্থবির

শ্রীশশধর বড়ুয়া
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

সূচী-পত্র

একনিপাত বর্ণনা

সূচী-পত্র

সূচী-পত্র

দুক নিপাত বর্ণনা

তিক নিপাত বর্ণনা

চতুক্ক নিপাত বর্ণনা

(নিদান) (পৃষ্ঠাঙ্ক)

পঞ্চক নিপাত বণ্ণনা

ছক্ক নিপাত বণ্ণনা

সত্ত নিপাত বণ্ণনা

অট্‌ঠ নিপাত বণ্ণনা

নব নিপাত বণ্ণনা

দস নিপাত বণ্ণনা

অশুদ্ধি-শোধন ।*

১২, ১৬—একো ; ১৪, ৫—সো ; ১৮, ১৬—আধ্যাত্মিক ; ২৮, ৯—ককুদ্ ; ৪৬, ২০—পরিবর্ত্তন ; ৯০, ২২—শুশ্রূষা ; ১১২. ১৭—পরিভোগ ; ১ ০. ১৩—"আমি" (১টিবেশী) ১৫৫, ৫—মনঃস্তাপ, ২০—আমি ; ২০৪, ১৫—বিদ্রূপ ; ২০৬. ৪—উপযোগী ; ২১৩, ৭—কিছু (কোন স্থলে) ; ২৫৬, ৬—ভাবিয়া ; ২৬৯, ১—বিস্ময় ; ২৭০, ২৩—উপদেশ ; ২৭১. ২—গাথার ; ২৭৬, ৫—নীতি ; ৩০০. ৩—হয় ; ৩১৫, ১২—নির্ব্বাণপ্রদ , ৩৪৪. ২৩—বুদ্ধগুণের ; ৩৫৭, ৭—যাওয়ার ; ৪১৩, ১৯—রাজ্ঞা ; ৪১৮, ২—দৃষ্টি ; ৪২৭, ১৩—হস্তীর ; ৪২৯. „ —পুণ্যক্ষেত্র ; ৪৪৫, ২৩—শাস্ত ; ৪৫৮, ১৩—ভাবনা ; ৪৬৫, ১৪—লাগিল যে ; ৪৬৬, ৮—তাহারা ; ৪৬৭, ২১—দেব-মনুষ্যগণ ; ৪৭৬, ২৩—সম্পাদন ; ৪৭৯, ৫—উপদেশ প্রসঙ্গে ; ৪৮৬, ১—নিপাতো ; ৪৯৫, ১৬—বহুল ভাবে ; ৫০৯, ১৪—মনস্তত্ত্ববিদ ; ৫১০, ১১—ভেজুতেও ; ৫২২, ২৫—ভাগিনেয়কে ; ৫২৩, ১৪—কামাদিযোগক্ষীণ ; ৫২৪, ২৪—ব্রহ্মলোক ; ৫৩৯, ১৩—বহুলভাবে ; ৫৪১, ২১—পাইতেছ ; ৫৪৩. ১০—পুঙ্গব ; ২০,২২—প্রাজ্ঞ ।

* সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা ও পংক্তি বোধক ।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন

সী—সিংহল গ্রন্থে।

সি—শ্যাম ,,

ব—বার্ম্মা ,,

সুত্তন্ত পিটকে খুদ্দক নিকায়স্স

থের-গাথা

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

নিদান গাথা বণ্ণনা

১। সীহানং'ব নদন্তানং দাঠীনং গিরিগব্ভরে,
সুণাথ ভাবিতত্তানং গাথা † অত্তূপনায়িকা।

২। য়থা নামা য়থা গোত্তা য়থা ধম্মা বিহারিনো,
য়থাধিমুত্তা সপ্পঞ্ঞা বিহরিংসু অতন্দিতা।

৩। তত্থ তত্থ বিপস্সিত্বা ফুসিত্বা অচ্চুতং পদং,
কতন্তং পচ্চবেক্খন্তা ইমমত্থং অভাসিংসু।

"প্রথম সঙ্গীতিকালে আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবিরগণের গুণ বর্ণনা করিয়া এই নিদান-গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন"—

১। দন্তধর সিংহ যেমন গিরি-গুহায় গর্জ্জন করিয়া থাকে, তেমন চারি মার্গধর, বিবেক-গুহায় অভীতনাদী ভাবিত চিত্ত স্থবির সিংহগণের স্বীয় ভাবিতা গাথা শ্রবণ করুন।

২।৩। যেই যেই নাম-গোত্রে পরিচিত, ধ্যানশীল রত, শ্রদ্ধা-প্রজ্ঞা-বিমুক্তিজ্ঞান প্রাপ্ত, বীর্য্য পরায়ণ, সপ্রজ্ঞ, অরণ্য-বৃক্ষমূল-শূন্যাগারে নাম-রূপ ভাবনাবলে বিশুদ্ধি সম্পাদন পূর্ব্বক নির্ব্বাণ লাভ করিয়া যেই স্থবিরগণ অবস্থান করিয়াছেন, সেই নির্ব্বাণদর্শী স্থবিরেরা এই লৌকিয় লোকোত্তর অর্থ সংযুক্ত স্থবির গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

† সি— অথ্‌পনায়িকা।

একক নিপাতো

পঠম বগ্‌গো

সুভূতি স্থবির। ১

পদুমুত্তর বুদ্ধ ধরাতলে অবতীর্ণ হইবার আরও লক্ষকল্প বাকী, এমন সময় হংসবতী নগরে জনৈক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ-গৃহে এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। তাঁহার নাম হইল নন্দমানব। তিনি ত্রিবেদে কোন সার না পাইয়া ৪৪ হাজার শিষ্যবর্গ সহিত পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অষ্ট সমাপত্তি ও পঞ্চ অভিজ্ঞান লাভ করিলেন। শিষ্যবর্গও তাঁহার প্রদত্ত নিয়মে ধ্যান লাভ করিলেন। তৎপর পদুমুত্তর বুদ্ধ হংসবতীতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানে নন্দ তাপসের শিষ্যবর্গের অর্হত্ব ফল প্রাপ্তি ও তাপসের শ্রাবকপদ প্রার্থনা জানিতে পারিয়া পাত্র-চীবর গ্রহণ পূর্ব্বক একাকী গগনমার্গে তাপসাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন তাপসের শিষ্যগণ ফল আহরণার্থ বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাপস গগনমার্গ হইতে বুদ্ধকে নামিতে দেখিয়া তাঁহার লক্ষণ সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিলেন—"ইনি নিশ্চয় বুদ্ধ হইবেন।" তখন সসম্ভ্রমে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক বন্দনা করিলেন এবং বসিবার আসন দিয়া নিজেও একস্থানে আসন গ্রহণ করিলেন।

সেই সময় তাপস-শিষ্যগণ ফল আহরণ পূর্ব্বক আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখিলেন—তাঁহাদের আচার্য্যের আসনের চেয়ে বুদ্ধের আসন শ্রেষ্ঠতর। তখন আচার্য্যকে বলিলেন—'আচার্য্য, আমরা আপনার চেয়ে মহৎ পুরুষ এ জগতে আর নাই বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি—এই

মহাপুরুষ আপনার চেয়ে সুমহৎ।' তাপস বলিলেন—'শিষ্যগণ, তোমরা সর্ষপের সহিত সিনেরু পর্ব্বতের তুলনা করিতে চাও কি? সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের সহিত আমাকে তুলনা করিও না।' তাপসের উপমায় শিষ্যগণ বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধকে বন্দনা করিলেন ও ফল দানে পরিতৃপ্ত করিলেন।

তখন বুদ্ধ 'ভিক্ষুসঙ্ঘ আসুক' বলিয়া চিন্তা করিলেন, তৎক্ষণাৎ একলক্ষ অর্হৎ সেই তাপসাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাপসগণ বুদ্ধের ও শ্রাবকগণের উপযোগী পুষ্পাসন রচনা করিয়া দিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘ সহিত বুদ্ধ সেই পুষ্পাসনে সপ্তাহকাল ধ্যান-মগ্ন রহিলেন। নন্দতাপস প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে সপ্তাহকাল বুদ্ধের শিরোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিলেন। ভগবান ধ্যান-হইতে উত্থিত হইয়া একজন ভিক্ষুকে ধর্ম্মোপদেশ করিতে আদেশ করিলেন। পরে ভগবানের ধর্ম্মোপদেশে ৪৪ হাজার তাপস অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু নন্দতাপস চিত্তের বিতর্কতা নিবন্ধন অর্হৎ হইতে পারিলেন না। কারণ তিনি ধর্ম্মদেশক ভিক্ষুর ন্যায় শ্রাবকপদ প্রার্থী, তাই বুদ্ধের নিকট শ্রাবকপদ প্রাপ্তির জন্য আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন—"তুমি গৌতম বুদ্ধের শাসনে এই পদ লাভ করিবে।" এই বলিয়া শাস্তা সশিষ্য গগনমার্গে চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে নন্দতাপস মরিয়া ব্রহ্মলোকে জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেই হইতে ক্রমান্বয়ে আরও পাঁচশত জন্ম প্রব্রজিত হইয়া অরণ্যে ধ্যান করিয়াছিলেন। তিনি কশ্যপ বুদ্ধের সময়েও প্রব্রজিত হইয়া ২০ হাজার বৎসর অরণ্যবাস করিয়াছিলেন। তৎপর "তাবতিংস" স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করিলেন। পুনঃ দেবলোকহইতে মনুষ্যকুলে শত শত বার জন্মগ্রহণ করিয়া চক্রবর্ত্তী রাজা ও প্রাদেশিক রাজা হইয়াছিলেন। যখন গৌতম বুদ্ধ ধরাতলে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি শ্রাবস্তীর সুমন শ্রেষ্ঠীর গৃহে অনাথপিণ্ডিকের কনিষ্ঠ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল সুভূতি।

ভগবান রাজগৃহ সমীপে শীতবনে বাস করিবার সময় অনাথপিণ্ডিক

তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হন। শ্রেষ্ঠী জেত-যুবরাজহইতে ভূমি ক্রয় করিয়া বিহার নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যেই দিন ভগবানকে দান করিলেন, সেই দিন সুভূতি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ভগবানের নিকট শ্রাবকপদ প্রাপ্ত হন।

তৎপর তিনি জনহিত সাধন মানসে বিচরণ করিতে করিতে রাজ-গৃহে উপস্থিত হন। রাজা বিম্বিসার একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে—"ভন্তে, আপনি এখানে বাস করুন, আমি আপনার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিব।" তিনি স্থবিরকে প্রার্থনা করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু বাসস্থান নির্ম্মাণের কথা ভুলিয়া গেলেন। স্থবির বাসস্থান অভাবে খোলা মাঠে বাস করিতে লাগিলেন। স্থবিরের প্রভাবে দেবগণ বৃষ্টি নিবারণ করিলে, ইহাতে জনসঙ্ঘের অতিশয় দুঃখ হইল। তাই তাহারা রাজদ্বারে আসিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। রাজা প্রজা-বৃন্দের আর্ত্তনাদের কারণ পরীক্ষা করিতে করিতে স্থবিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি সহসা পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে—"ভন্তে, আপনি এই পর্ণকুটীরে বাস করুন।" যখন স্থবির পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া বসিলেন, তখন সামান্য সামান্য বৃষ্টি পড়িতে লাগিল. এই স্বল্প বৃষ্টি জনহিত সাধনের উপযোগী নহে দেখিয়া উপদ্রব নিবারণার্থ মেঘকে সম্বোধন করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১। "ছন্না মে কুটিকা সুখা নিবাতা
বস্স দেব! য়থাসুখং;
চিত্তং মে সুসমাহিতং বিমুত্তং,
আতাপী বিহরামি, বস্স দেবাতি।" ১

ইত্থং সুদং আয়স্মা সুভূতি থেরো গাথং অভাসিত্থাতি।

আমার দেহরূপ পর্ণশালায় কাম-দ্বেষ-মোহ প্রবেশ না করিবার জন্য

প্রজ্ঞারূপ আচ্ছাদনে উহা আচ্ছাদিত হইয়াছে। তাই ক্লেশ দুঃখের অভাবে পবিত্র সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি, মান-বায়ু দেহরূপ পর্ণশালায় প্রবাহিত হয় না, আমার বাহ্যিক উপদ্রব বিনষ্ট হইয়াছে। হে মেঘ! তুমি যথারুচী বর্ষণ কর। আমার চিত্ত একাগ্রতা নিমিত্তে অবস্থিত ও সর্ব্বক্লেশ বিমুক্ত। আমি বীর্য্য সহকারে অবস্থান করিতেছি, আভ্যন্তরিক উপদ্রব আমার বিনষ্ট হইয়াছে, হে মেঘ! তুমি বর্ষণ কর।

এই প্রকারে আয়ুষ্মান সুভূতি স্থবির গাথা ভাষণ করিলেন।

কোট্‌ঠিত স্থবির। ২

এই স্থবির পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরে এক ধনাঢ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতার মৃত্যুর পর ইনি সাংসারিক কাজে আবদ্ধ হন। একদা হংসবতী নগরের উপাসক-উপাসিকাদিগকে গন্ধমালা হস্তে ত্রিরত্ন পূজা করিতে যাইতেছেন দেখিয়া, তিনি তাঁহাদের সঙ্গে বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন বুদ্ধ জনৈক ভিক্ষুকে শ্রাবকপদ দিতেছেন। তিনিও সেই পদের প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া সপ্তাহকাল সশ্রাবক বুদ্ধকে দান দিলেন। তৎপর বিনীতভাবে শ্রাবকপদ প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন যে—"তুমি ভবিষ্যতে গৌতম বুদ্ধের শাসনে সেই পদ প্রাপ্ত হইবে।" তিনি সেই হইতে বহু জন্ম নর দেবকুলে পুণ্যধন সঞ্চয় করিতে করিতে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ অশ্বলায়ণের ঔরসে মাতা চন্দ্রাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম রাখিলেন কোট্‌ঠিত। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে ত্রিবেদে ও ব্রাহ্মণ-শিল্পে দক্ষতা লাভ করিলেন। তাঁহার আচার্য্য মোদ্গল্লায়ন ও উপাধ্যায় সারীপুত্ত স্থবির ছিলেন। একদা বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে যাইয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রাবকপদ লাভ করিয়া নিম্নোক্ত উদান গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন।

২। উপসন্তো উপরতো মন্তভাণী * অনুদ্ধতো,
ধুনাতি পাপকে ধম্মে দুমপত্তং'ব মালুতো। ২।

ইত্থং সুদং আয়ুস্মা মহাকোট্‌ঠিতো থেরো গাথং † অভাসি।

আমার ষড়েন্দ্রিয় ও ত্রিবিধ কায়-দুশ্চরিত উপশান্ত, সমস্ত পাপ ও ত্রিবিধ মনোদুশ্চরিত উপরত; ত্রিবিধ বাক্য-দুশ্চরিত ত্যাগ করিয়া আমি মিতভাষী ও ঔদ্ধত্যাভিমানাদি ত্যাগ করিয়া অনুদ্ধত হইয়াছি। যেমন বৃক্ষের হরিদ্বর্ণ পত্র বায়ু তাড়িত হইয়া পড়িয়া যায়, তেমন আমার পাপ-ধর্ম্ম সমূহ ধুনিত বা সমূলে ধ্বংশ হইয়াছে।

আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিত স্থবির এই গাথা ভাষণ করিলেন।

কঙ্খারেবত স্থবির। ৩

এই স্থবির হংসবতী নগরে পদ্মমুত্তর বুদ্ধের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া লক্ষকল্পকাল দেব-মানবকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৌতম বুদ্ধ ধরাতলে অবতীর্ণ হইলে শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্যকুলে উৎপন্ন হন। একদা ধর্ম্ম শ্রবণার্থ জনসঙ্ঘের সহিত বিহারে গমন পূর্ব্বক সভাসদের একপ্রান্তে অবস্থিত হইলেন এবং ধর্ম্ম শ্রবণান্তে প্রব্রজিত হইলেন। তৎপর তিনি ধ্যানবলে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। প্রায় জন্মে জন্মে তাঁহার চিত্তে নানা প্রকার সন্দেহ উৎপন্ন হইত। তিনি এখন যাবতীয় সন্দেহ অতিক্রম করিয়া "ধ্যানী-শ্রেষ্ঠ শ্রাবকপদ" প্রাপ্ত হইলেন এবং ভগবানের প্রজ্ঞাবলকে প্রশংসা করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

* সী—অনুদ্ধটো। † সি—অভাসিত্থ।

৩। পঞ্ঞং ইমং পস্স তথাগতানং
অগ্গি য়থা পজ্জলিতো * নিসীথে,
আলোকদা চক্খুদদা ভবন্তি
য়ে আগতানং বিনয়ন্তি কঙ্খন্তি। ৩

Paññam imam ... tathāgatā...
aggi yathā pajja... nisīthe
ālokadā cakkhudad...
ye āgatānam vi... kaṅkhan...

ইত্থং সুদং আয়স্মা কঙ্খারেবতো থেরো গাথং অভাসি।

যেমন নিশীথকালে প্রজ্জলিত অগ্নি ঘনান্ধকার দূর করিয়া আলোক দান ও সমীপস্থ ব্যক্তিকে চক্ষুদান করে, তেমন তথাগতগণ প্রজ্ঞালোকে মোহান্ধকার দূর করিয়া সত্ত্বদিগকে জ্ঞানালোক দান ও জ্ঞানচক্ষু দান করিয়া থাকেন। সেই তথাগতগণের এই দেশনাজ্ঞান দর্শন কর। তাঁহাদের নিকট যাঁহারা আগমন করেন, তাঁহাদের আর্য্যমার্গ উৎপাদন পূর্ব্বক সন্দেহ বিনয়ন করিয়া থাকেন।

আয়ুষ্মান কঙ্খারেবত স্থবির এই গাথা ভাষণ করিলেন।

পুণ্ন মন্তানিপুত্ত স্থবির। ৪

পদ্মুত্তর বুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব্বে ইনি হংসবতী নগরে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। যখন পদ্মুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হন, তখন উহার নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন। তৎপর দেব-নরকুলে বহু জন্মগ্রহণ করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিতে থাকেন। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে কপিলবাস্তু নগরের অনতিদূরে দ্রোণবাস্তু নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই অঞ্ঞাকোণ্ডঞ্ঞ স্থবিরের ভাগিনেয়। তাঁহার নাম রাখিলেন পুণ্ন। যখন তাঁহার মাতুল কোণ্ডঞ্ঞ স্থবির রাজগৃহে ছিলেন,

* সি—নিসীথে।

||3||. aggi A, aggi BCD - nisīve. Sometimes nisīve corrected into

তখন তিনি রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া মাতুলের নিকট প্রব্রজিত হন। কিছুদিন পরে বুদ্ধ দর্শনের ইচ্ছা করিয়া মাতুল স্থবিরের সহিত কপিল-বাস্তুতে আসিয়া পৌছেন। সেইখানে একাকী বাস করিয়া অর্হত্ব ফল লাভ করেন।

পঞ্চশত কুলপুত্র এই পুণ্ণ স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হন। তাঁহারাও স্থবিরের উপদেশে অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং উপাধ্যায়ের নিকট বুদ্ধ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন ভগবান রাজগৃহে ছিলেন। গুরুর আদেশে সকলে ৬০ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন্ স্থান হইতে আসিতেছ?" "ভগবন্, আমরা জন্ম স্থান হইতে আসিতেছি।" "কে তোমাদের উপদেষ্টা?" "ভন্তে, পুণ্ণ স্থবিরই আমাদের আচার্য্য।" সারীপুত্ত স্থবির তাঁহার গুণাবলী শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভগবান রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। পুণ্ণ স্থবিরও দশবলের আগমন সংবাদ শুনিয়া তাঁহার গন্ধকুটীরে সাক্ষাৎ করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ করিলেন। তিনি বিবেক-সুখবিধায় অন্ধবনে প্রবেশ পূর্ব্বক এক বৃক্ষমূলে দিবা বিহার করিতে লাগিলেন। সারীপুত্ত স্থবির তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন ও সপ্তবিশুদ্ধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও প্রত্যুত্তর দানে স্থবিরকে সন্তুষ্ট করিলেন। তখন ভগবান ধর্ম্মকথিক ভিক্ষুদের শ্রেষ্ঠাসনে তাঁহাকে স্থান দিলেন। একদা তিনি ভগবানের অনন্ত গুণের প্রশংসাচ্ছলে 'বুদ্ধের মত সৎপুরুষের সঙ্গলাভে বহু উপকার সাধিত হয়' এই প্রীতিভরে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৪। "সব্ভিরেব সমাসেথ পণ্ডিতেহত্থদস্সিহি,
অত্থং মহন্তং গম্ভীরং দুদ্দসং নিপুণং অণুং;
ধীরা সমধিগচ্ছন্তি অপ্পমত্তা বিচক্খণাতি।"

ইত্থং সুদং আয়স্মা পুণ্ণো মন্তানিপুত্তো থেরো গাথং অভাসি। ৪

পণ্ডিত, অর্থদর্শী বৃদ্ধ প্রভৃতি সৎপুরুষগণের সহিতই বাস করিবেন। অপ্রমত্ত, বিচক্ষণ বুদ্ধি সম্পন্ন ধীরগণ মহৎ, গম্ভীর, দুর্দর্শ. নিপুণ, সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম নির্ব্বাণার্থ তাঁহাদের সংসর্গেই লাভ করিয়া থাকেন।

আয়ুষ্মান মন্তানিপুত্র পুণ্ণ স্থবির এই গাথা ভাষণ করিলেন।

দব্ব স্থবির। ৫

এই দব্ব স্থবিরও পদ্মমুত্তর বুদ্ধের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বহু জন্ম পরিগ্রহের পর কশ্যপ বুদ্ধের শাসনের পরিহীন সময়ে প্রব্রজিত হন। তখন তাঁহারা সাতজন ভিক্ষু শাসনের প্রতি সাধারণের অগৌরব দর্শন করিয়া ভাবিলেন—"আমরা এই অধার্ম্মিকগণের সহিত কি করিব, একপ্রান্তে যাইয়া শ্রমণ ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক দুঃখের অবসান করাই ভাল মনে করি।" তখন সকলে একমত হইয়া অত্যুচ্চ পর্ব্বতে উঠিবার জন্য একখানি সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিলেন এবং পর্ব্বতোপরি উঠিয়া সিঁড়িখানি ফেলিয়া দিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে একজন পঞ্চমদিবসে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ঋদ্ধিবলে উত্তর কুরুতে গমন করিয়া ভিক্ষান্ন আনিলেন, কিন্তু ঐ অন্ন কেহই গ্রহণ করিলেন না। সকলেই দৃঢ়বীর্য্যের সহিত ধ্যান করিতে লাগিলেন। অন্য একজন সপ্তম দিবসে অনাগামী ফল প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন। অপরাপর স্থবিরগণ বহু জন্ম পরে কেহ গান্ধার রাজ্যে, কেহ মধ্যন্তিক রাজ্যে, কেহ বাহিয় রাজ্যে, কেহ রাজগৃহে ও এই দব্ব স্থবির দব্বরাজ্যে অনুপিয় নগরে এক মল্লরাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে গর্ভে লইয়া তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। সেই মৃত-শরীর শ্মশানে দাহন করিবার সময়ে অগ্নিতেজে উদর ফাটিয়া গেলে, এই পুণ্যবান বালক এক 'দব্ব' স্তম্ভে গিয়া পতিত হয়। তাহার পিতামহী

তাহাকে লালন পালন করিল। সেই হইতে বালকের নাম হইল দব্ব কুমার। যখন তাহার বয়স সাত বৎসর, তখন বুদ্ধ-দর্শনে বালকের প্রব্রজ্যা ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। কাজেই সে পিতামহীর নিকট গিয়া প্রব্রজ্যা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করে। পিতামহী কুমারের বচনে সাধুবাদ দিয়া বুদ্ধকে প্রব্রজ্যা দিতে অনুরোধ করে। বুদ্ধ এই প্রব্রজ্যার ভার একজন ভিক্ষুর উপর দিলেন। ভিক্ষু কুমারকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়া "ত্বক পঞ্চক" কর্ম্মস্থান সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিলেন। কুমার পূর্ব্বাভ্যস্ত ধ্যানকর্ম্ম প্রভাবে প্রথম ক্ষুরের টানে যেই কেশ পতিত হইল, উহা দেখিয়া স্রোতাপন্ন, দ্বিতীয় টানে সকৃদাগামী, তৃতীয় টানে অনাগামী ও সমস্ত কেশ ছেদনের পর অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। তখন শ্রামণের দব্ব বিবেক স্থানে বসিয়া চিন্তা করিলেন—"আমি সঙ্ঘের শয্যাসন নির্দ্দেশকাজে ও ভোজনকাজে নিজকে নিযুক্ত করিব।" ভগবান তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যের সাধুবাদ দিয়া 'এই বালক অল্প বয়সে মহৎ কাজে আত্মসমর্পণ করিয়াছে' তাই তাঁহাকে সাত বৎসর বয়সে উপসম্পদা দিলেন। সেই হইতে তিনি মনোযোগ সহকারে ও দরকার হইলে ঋদ্ধিবলে সঙ্ঘসেবা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে মেত্তিয়-ভুম্মজক ভিক্ষুরা তাঁহার বিরুদ্ধে দোষারোপণ করিলে সঙ্ঘ এই বিষয়ের মীমাংসা করিলেন। তদনন্তর স্থবির নিজের গুণাবলী প্রকাশের ইচ্ছায় নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৫। "যো + দুদ্দময়ো দমেন দন্তো,
দব্বো সন্তুসিতো বিতিণ্ণকঙ্খো,
বিজিতাবি অপেতভেরবো হি
দব্বো সো পরিনিব্বুতো ঠিতত্তোতি।" ৫

ইত্থং সুদং আয়স্মা দব্বো থেরো গাথং অভাসি।

+ সী—দুদ্দমিয়ো।

যেই দব্ব ভিক্ষু পূর্ব্বে দুর্দ্দান্ত ছিল, ভগবান তাহাকে উত্তমরূপে দমন করিলেন। সে বস্তু-ধ্যান-মার্গলাভে সন্তুষ্ট, সন্দেহ শূন্য, ক্লেশ বিজয়ী ও ভয়শূন্য হইল। তাই সেই দব্ব ক্লেশক্ষয় করিয়া পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত ও লোকধর্ম্মে অকম্পিত হইল। ৫

আয়ুষ্মান দব্ব স্থবির এই গাথা ভাষণ করিলেন।

শীতবনস্থ সম্ভূত স্থবির। ৬

১১৮ কল্প পূর্ব্বে অর্থদর্শী বুদ্ধ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘসহ এক গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে এই স্থবির গৃহপতিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহপতি বুদ্ধ দর্শনে আপ্যায়িত হইয়া বুদ্ধ বন্দনা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন—'ভন্তে, আপনি গঙ্গার অপর পারে গমন করিবেন কি?' "হাঁ গৃহপতি, যাইব।" তখন তিনি নৌকা আনয়ন করিলেন। ভগবান তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সহিত নৌকায় উঠিলেন। তিনি নিরাপদে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে গঙ্গার অপর পারে নিয়া গেলেন ও দ্বিতীয় দিনে দান দিলেন। সেই পুণ্য কর্ম্ম প্রভাবে বহু জন্ম সুখভোগ করিয়া ১১৩ কল্প পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী রাজা হন। তৎপর ৯১ কল্পে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে প্রব্রজিত হইয়া ধূতাঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক শ্মশানে বাস করিতেন। পুনরায় কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে তিনজন বন্ধুর সহিত প্রব্রজিত হইয়া ২০ হাজার বৎসর শ্রমণ ধর্ম্ম পালন করেন। তৎপর দেব-নরকুলে বহু জন্ম গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম রাখিলেন সম্ভূত। বয়ঃপ্রাপ্তে ব্রাহ্মণ-শিল্পে দক্ষতা লাভ করিয়া ভূমিজ, জয়সেন ও অভিরাধন এই তিন বন্ধুর সহিত ভগবানের ধর্ম্ম শ্রবণ পূর্ব্বক প্রব্রজিত হন।

তৎপর সম্ভূত স্থবির ভগবানের নিকটে 'কায়গতাস্মৃতি' কর্ম্মস্থান

গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা শীতবনে বাস করিতে লাগিলেন। সেই কারণে তাঁহার নাম হইয়াছিল 'শীতবনীয় স্থবির'। একদা রাজা বেস্‌সবন জম্বুদ্বীপের দক্ষিণদিকে আকাশ পথে যাইতেছিলেন। তখন তিনি স্থবিরকে খোলা-মাঠে কর্ম্মস্থান ভাবনায় উপবিষ্ট দেখিয়া বিমান হইতে নামিলেন এবং স্থবিরকে বন্দনা করিয়া অনুচরবর্গকে বলিলেন—'যখন স্থবির ধ্যান হইতে উঠিবেন, তখন আমার আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিও ও তাঁহাকে সযত্নে রক্ষা করিও' তিনি যক্ষদ্বয়কে আদেশদিয়া চলিয়া গেলেন। স্থবির তাহাদের বচন শুনিয়া যক্ষদ্বয়কে বলিলেন "দেখ, তোমরা রাজা বেস্‌সবনের নিকটে যাইয়া বল—ভগবানের উপদেশে যাহারা অবস্থিত, তাঁহাদের অন্য রক্ষার আর প্রয়োজন নাই, ভগবানের উপদেশই তাঁহাদের একমাত্র রক্ষক।" স্থবির যক্ষদ্বয়কে প্রেরণ করিয়া ধ্যানবলে ত্রিবিদ্যা লাভ করিলেন। বেস্‌সবণ বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। কয়েকজন ভিক্ষু বুদ্ধ-দর্শনে গমন করিতেছেন দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—'বন্ধুগণ, ভগবানকে আমার প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া এই গাথাটি নিবেদন করিও।

৬। "যো সীতবনং + উপগা ভিক্খু
সন্তুসিতো সমাহিতত্তো,
বিজিতাবি অপেত লোমহংসো
রক্খং কায়গতাসতি ধিতিমাতি।" ৬

ইত্থং সুদং আয়স্মা সীতবনিয়ো সম্ভূত থেরো।

যেই ভিক্ষু বিবেক সুখ লাভার্থ একাকী শীতবনে অর্থাৎ রাজগৃহের নিকটস্থ মহাশ্মশানে উপস্থিত হইল, সেই ধীর ব্যক্তি লোভ সম্বরণে সন্তুষ্ট, কায়গতাস্মৃতি ভাবনা সম্পাদনে আর্য্য-রক্ষিত ধর্ম্মে সমাহিত, সে ক্লেশ বিজয়ী ও লোমহর্ষ বিহীন হইল। ৬

আয়ুষ্মান শীতবনীয় সম্ভূত স্থবির এই গাথা ভাষণ করিলেন।

+ সী— উপাগা

ভল্লিয় স্থবির। ৭

৩১ কল্প পূর্ব্বে বুদ্ধের অনুৎপত্তি সময়ে সুমন নামে এক পচ্চেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। তখন এই ভল্লিয় স্থবির পচ্চেক বুদ্ধকে ফলদ্বারা পূজা করেন। এই পুণ্যফলে তিনি শিখী বুদ্ধের সময় অরুণবতী নগরে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। শিখী ভগবানের বুদ্ধত্ব লাভের প্রথমাবস্থায় উজ্জিত ও ওজ্জিত নামে দুই সার্থবাহ পুত্র আহার দান করিয়াছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া একদিন তাঁহার বন্ধুসহ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেন ও অনাগত বুদ্ধকে প্রথম আহার দান করিবার জন্য আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন। তৎপর বহু জন্ম পুণ্য সঞ্চয় করিয়া কশ্যপ বুদ্ধের সময় গোপাল শ্রেষ্ঠীর পুত্র ও ভ্রাতারূপে দুইজন জন্মগ্রহণ করেন এবং বহু বৎসর ভিক্ষুসঙ্ঘকে ক্ষীর ভোজনে সেবা করেন। যখন গৌতম বুদ্ধ উৎপন্ন হন, তখন তাঁহারা পুষ্করবতী নগরে এক সার্থবাহের পুত্র ও ভ্রাতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম তপস্সু ও কনিষ্ঠের নাম ভল্লিয় হয়। যখন তাঁহারা পঞ্চশত গাড়ী লইয়া বাণিজ্যার্থ বোধি-সমীপস্থ রাস্তাদিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া রাজায়তন বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ছিলেন। গাড়ীগুলি বুদ্ধের সোজাসোজি হইলে অচল হইয়া পড়ায়, তাঁহাদের জ্ঞাতি দেবতা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন যে—'ভগবান রাজায়তন বৃক্ষমূলে আছেন, তোমরা তাঁহাকে আহার দান করিয়া দীর্ঘকাল হিতসুখ লাভ কর।' তাঁহারাও দেব-বাক্যে আনন্দিত হইয়া মধুপিণ্ড দান করিলেন। আহার্য্য দান করিয়া বুদ্ধের নিকট শরণ গ্রহণ ও কেশধাতু গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। ভগবান যখন রাজগৃহে ছিলেন, তখন তাঁহারা তথায় যাইয়া বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করেন। তৎমধ্যে তপস্সু স্রোতাপন্ন হইয়া উপাসক অবস্থায় রহিলেন ও ভল্লিয় প্রব্রজিত হইয়া ষড়াভিজ্ঞ হইলেন। একদা মার ভল্লিয় স্থবিরকে ভীষণরূপ দেখাইয়া ভয় প্রদর্শন করিলে স্থবির নিজের বীতভয় প্রকাশ করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন। মার গাথা শ্রবণ করিয়া জানিতে

পারিল যে স্থবির আমাকে অবগত আছেন, তখনই সে অন্তর্হিত হইল।

৭। "য়ো পানুদি মচ্চুরাজস্স সেনং
নল সেতুং'ব + দুব্বলং মহোঘো,
বিজিতাবি অপেত ভেরবো হি
দন্তো খো পরিনিব্বুতো ঠিতত্তোতি।" ৭
ইত্থং সুদং আয়স্মা ভল্লিয়ো থেরো।

খরতর স্রোত দুর্ব্বল নলময় সেতুকে যেমন বিধ্বংশ করে, তেমন মৃত্যুরাজ-সৈন্য বা জরা-রোগাদি যে বিধ্বংশ করিয়াছে, সে ই ক্লেশবিজয়ী, ...ীন, সুদান্ত, লোক-ধর্ম্মে অকম্পিত ও পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত। ৭

আয়ুষ্মান ভল্লিয় স্থবির এই গাথা ভাষণ করিলেন।

বীর স্থবির। ৮

এই বীর স্থবির ৯১ কল্প পূর্ব্বে বিপশ্বী বুদ্ধকে একখানি বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন ও পুষ্পপূজা করিয়াছিলেন। তিনি এই পুণ্য কর্ম্ম প্রভাবে ৩৫ কল্প পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে ধনবান শ্রেষ্ঠী হইয়া অনাথদিগকে বহুদান করেন ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে ক্ষীরভাত দান করেন। পুনঃ গোতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তী নগরে পসেনদি রাজার অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাহার নাম রাখিয়াছিল বীর কুমার। তাঁহার নাম যেমন বীর, তেমন তিনি অতিশয় সংগ্রামশূর হইয়াছিলেন। মাতা-পিতার অনুরোধে দার পরিগ্রহ করিয়া তিনি এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। তৎপর কামবাসনার দোষ নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত হন এবং অচিরে প্রব্রজিত হইয়া দৃঢ়বীর্য্যের সহিত

+ সি—সুদুব্বলং।

সাধনা করিয়া ষড়াভিজ্ঞ হন। তিনি অর্হত্ব ফল লাভে সুখ-সলিলে নিমগ্ন আছেন, এমন সময় তাঁহার পত্নী আসিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিল। তিনি ভাবিলেন—"অহো, এই স্ত্রী মশকের পক্ষ-বায়ুতে সিনেরু পর্ব্বত কম্পনের ন্যায় আমাকে প্রলোভিত করিতেছে", তাহার এই চেষ্টা বৃথা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন। তাঁহার গাথা শ্রবণে সে বুঝিতে পারিল যে—"আমার স্বামী উপযুক্ত মার্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমারও বা আর গৃহবাসে কি প্রয়োজন।" এই ভাবিয়া সংবেগ উৎপাদন পূর্ব্বক ভিক্ষুণীকুলে প্রব্রজিতা হইলেন এবং ধ্যানবলে অচিরেই ত্রিবিদ্যা লাভ করিলেন।

৮। "য়ো দুদ্দময়ো দমেন দন্তো
× বীরো সন্তুসিতো বিতিণ্ণকঙ্খো,
বিজিতাবি অপেত লোমহংসো
বীতরাগো পরিনিব্বুতো ঠিতত্তোতি।" ৮

বীর থেরো।

পূর্ব্বে যে দুর্দ্দান্ত ছিল, এখন সে বীর উত্তমরূপে দান্ত, সর্ব্বপ্রকারে সন্তুষ্ট, সন্দেহ হীন, ক্লেশ বিজয়ী, লোমহর্ষ বিহীন, বীতরাগ, লোকধর্ম্মে অকম্পিত ও পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত। ৮

বীর স্থবির এই গাথা ভাষণ করিলেন।

পিলিন্দিবচ্ছ স্থবির। ৯

এই স্থবির পদ্মমুত্তর বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া শ্রাবকপদ প্রাপ্তির জন্য আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন। তৎপর সুমেধ ভগবানের সময়ে জন্মগ্রহণ

ধীরো

করেন। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর চৈত্যপূজা, সঙ্ঘপূজা করিয়া বুদ্ধের অনুৎপন্নকালে চক্রবর্ত্তী রাজা হন। তৎপর গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণ গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল 'পিলিন্দি', গোত্রের নাম হইল 'বচ্ছ', তাই তাঁহাকে বৎস গোত্রীয় পিলিন্দ ডাকা হইত। কিছুদিন পরে সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া তিনি পরিব্রাজক-কুলে প্রব্রজিত হন। তথায় 'চুলগন্ধার' নামে বিদ্যা সাধন করিয়া আকাশ পথে বিচরণ করিতেন ও পরচিত্ত-কথা জানিতেন। সেই কারণে রাজগৃহে অবস্থান কালে তাঁহার লাভ সৎকার অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি পাইয়াছিল। যখন গৌতম বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া রাজগৃহে উপস্থিত হন, তখন বুদ্ধগুণ প্রভাবে তাঁহার বিদ্যা বিনষ্ট হইয়াছিল। ইনি চিন্তা করিলেন— "আমার আচার্য্য-প্রাচার্য্যের মুখে শুনিয়াছি যথায় 'মহাগন্ধার বিদ্যা' কেহ ধারণ করে, তথায় 'চুলগন্ধার বিদ্যা' আর তিষ্ঠিতে পারে না।" এই রাজ-গৃহে শ্রমণ গৌতমের আগমনকালহইতে আমার 'গন্ধার বিদ্যা' বিনষ্ট হই-য়াছে। নিশ্চয়ই শ্রমণ গৌতম 'মহাগন্ধার বিদ্যা' জানিবেন। এখন আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই বিদ্যা শিক্ষা করিব। এই ভাবিয়া তিনি বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হওত বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভগবান বলিলেন— "তাহা হইলে আমার শাসনে তুমি প্রব্রজিত হও।" তিনি মনে করিলেন বোধ হয় এই বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে বুদ্ধের নিকটে দীক্ষা নিতে হয়, তাই তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ভগবান তাঁহার প্রকৃতি অনুসারে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া কর্ম্মস্থান শিক্ষা দিলেন। পূর্ব্ব জন্মে কর্ম্মস্থান অনুশীলন ছিল বলিয়া অচিরে তিনি অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন ও পূর্ব্ব প্রার্থনানুসারে দেবগণের অতিশয় প্রিয় হইলেন। দেবগণ সায়ং-প্রাতঃ আসিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। তাই তিনি দেবপ্রিয় পিলিন্দি-বচ্ছ নামে অভিহিত হন। একদা তিনি ভিক্ষু সঙ্ঘের মধ্যে বসিয়া বুদ্ধের নিকটে তাঁহার শুভাগমন বার্ত্তা প্রকাশ করত নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৯। স্বাগতং নাপগতং নয়িদং দুম্মন্তিতং মম,
+ সংবিভত্তেসু ধম্মেসু য়ং সেট্ঠং তদুপাগমিন্তি। ৯
পিলিন্দিবচ্ছো থেরো।

কুশল ও স্কন্ধাদিতে সুবিভক্ত ধর্ম্ম সমূহে যাহা শ্রেষ্ঠ আর্য্য সত্য মার্গ-ফল ধর্ম্ম, আমি তাহা লাভ করিয়াছি, সেই কারণে আমার আগমন স্বাগত, দুরাগত নহে এবং আমার বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা লাভার্থ যে মন্ত্রণা, তাহাও দুর্মন্ত্রণা হয় নাই।

পুণ্ণমাস স্থবির। ১০

ইনি বিপশ্বী ভগবানের সময় চক্রবাক যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় চঞ্চুদ্বারা শালপুষ্প আহরণ পূর্ব্বক বুদ্ধকে পূজা করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে দেব-নরকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিবিধ পুণ্যকার্য্য করেন। ১৭ কল্প পূর্ব্বে আটবার চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া বহু পুণ্যার্জ্জন করেন। এই ভদ্র কল্পে কশ্যপ বুদ্ধের শাসনের পরিহীন কালে এক কুটুম্বিক কুলে জন্ম-গ্রহণ পূর্ব্বক প্রব্রজিত হন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তী নগরে সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। তাঁহার জন্মদিনে বাড়ীস্থ শূন্য কলসীগুলি সুবর্ণমাসা দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাই তাঁহার নাম হইল পূর্ণমাস। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে ব্রাহ্মণ-বিদ্যায় সুদক্ষ হইয়া বিবাহ করেন। এক পুত্র সন্তান জাত হইলে গৃহবাসে তাঁহার ঘৃণা উৎপন্ন হয় এবং বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করেন। পূর্ব্বকৃত পুণ্যবলে তিনি অর্হত্বফল প্রাপ্ত হন। একদা তাঁহার পত্নী পুত্র সহ আগমন করিয়া তাঁহাকে

+ সি—পবিভত্তেসু।

প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করে। স্থবির সেই কারণ অবগত হইয়া সংসারের প্রতি অনাসক্তভাব প্রকাশ পূর্ব্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন। গাথা শ্রবণে সে বুঝিতে পারিল যে "আমার স্বামীর আমার প্রতি ও প্রিয় পুত্রের প্রতি আর আসক্তি নাই, ইহাকে আর প্রলোভিত করিতে পারিব না।" এই ভাবিয়া চলিয়া গেল।

১০। বিহরি অপেক্খং চেধ বা হুরং বা
যো বেদগু সম্তুসিতো য়তত্তো,
সব্বেসু ধম্মেসু অনুপলিত্তো
লোকস্স জঞ্ঞা উদয়ব্বয়ঞ্চাতি। ১০
পুণ্ণমস্সো থেরো।

তত্রুদ্দানং

সুভূতি কোট্ঠিতো থেরো, কঙ্খারেবত পুণ্ণকো,
মন্তানি পুত্তো দব্বো চ, সীতবনিয়ো চ ভল্লিয়ো ;
বীরো পিলিন্দবচ্ছো চ, পুণ্ণমাসো তমোনুদোতি।

যে সমস্ত স্কন্ধাদি লোকের পঞ্চাশ প্রকারে জন্ম-মৃত্যু কারণ জানিয়া মার্গজ্ঞানে অবস্থিত, সন্তুষ্ট, সংযত, কোন বিষয়ে অলিপ্ত, সে বাহ্য অধ্যাত্মিক তৃষ্ণাকে অপনয়ন করিয়াছে।

দুতিয় বগ্গো

চুলগবচ্ছ স্থবির। ১১

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক চাকরী করিয়া জীবন যাপন করিতেন। একদা বুদ্ধ-শ্রাবক সুজাত স্থবিরকে পাংশুকূল-বস্ত্র অন্বেষণ করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক বস্ত্র প্রদান করেন ও পঞ্চপ্রতিষ্ঠিতাকারে বন্দনা করেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে ৩৩ বার দেব-রাজত্ব পরিভোগ করেন। ৭০০ বার চক্রবর্ত্তী রাজা হন ও বহুবার প্রাদেশিক রাজা হন। দেব-নরকুলে বহুবার জন্মগ্রহণের পর কশ্যপ বুদ্ধের শাসনের শেষভাগে প্রব্রজিত হন। তৎপর বহুবার দেব-মনুষ্যকুলে বিচরণ করত গৌতম বুদ্ধের সময় কৌশম্বীতে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল চুলবচ্ছ। একদা বুদ্ধ-গুণ শ্রবণে অতিশয় আপ্যায়িত হইয়া প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ম্মস্থান ভাবনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় কৌশম্বীবাসী ভিক্ষুদের মধ্যে এক বিবাদ উৎপন্ন হয়। তিনি কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া বুদ্ধের উপদেশানুযায়ী বিদর্শন ভাবনায় রত হন ও অর্হত্ত্ব ফল প্রাপ্ত হন। তিনি কলহকারী ভিক্ষুদের পরিহানিতে সংবেগ উৎপাদন ও নিজের মার্গফল লাভে প্রীতি উৎপাদন করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১১। † পামোজ্জবহুলো ভিক্খু ধম্মে বুদ্ধপ্পবেদিতে,
অধিগচ্ছে পদং সন্তং সঙ্খারূপসমং সুখন্তি। ১

* চুলবচ্ছো থেরো।

† সি— পামুজ্জবহুলো। * সী— চুলগবচ্ছো।

বিশুদ্ধ শীল প্রভাবে প্রমোদ বহুল ভিক্ষু বুদ্ধ প্রকাশিত বোধিপক্ষীয় ও লোকোত্তর ধর্ম্মে শান্তপদ বা নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে এবং সংস্কার সমূহের উপশম করিয়া শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

মহাগবচ্ছ স্থবির। ১২

ইনি পদ্মুত্তর বুদ্ধের সময় ভিক্ষুসঙ্ঘকে পানীয় দান করিয়া পুনঃ শিখী বুদ্ধের সময়ে বহু পুণ্য কর্ম্ম করেন। সেই পুণ্য প্রভাবে বহুকাল সুগতি-সুখ পরিভোগের পর গৌতম বুদ্ধের সময় মগধ রাজ্যের নালক গ্রামে সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল মহাবচ্ছ। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শুনিলেন যে—আয়ুষ্মান সারীপুত্র বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবিলেন—"যদি এমন মহাপ্রজ্ঞাবান বুদ্ধের শিষ্য হন, তাহা হইলে বুদ্ধ নিশ্চয় জগতে শ্রেষ্ঠপুরুষ হইবেন।" এই কারণে বুদ্ধের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিলেন ও প্রব্রজিত হইয়া কর্ম্মস্থান ভাবনায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন। বুদ্ধের শাসন নির্ব্বাণপ্রদ ভাবিয়া ভিক্ষুগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১২। পঞ্ঞাবলি × সীলবতূপপন্নো সমাহিতো ঝানরতো সতিমা,
যদত্থিয়ং ভোজনং ভুঞ্জমানো কঙ্খেথ কালং ইধ বীতরাগোতি। ২
মহাবচ্ছো থেরো।

এই বুদ্ধ-শাসনে প্রজ্ঞাবল সম্পন্ন, পরিশুদ্ধশীল ও ধুতব্রত পরায়ণ, সমাহিত, ধ্যানরত, স্মৃতিশীল, বীতরাগ ভিক্ষু শরীর ধারণ প্রয়োজনে বুদ্ধদ্বারা যেই ভোজন-গ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই নির্ব্বাণ লাভ কারণে ভোজন করিয়া পরিনির্ব্বাণ কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকেন।

× ম— সীলব্বতূপপন্নো

বনবচ্ছ স্থবির। ১৩

ইনি অর্থদর্শী বুদ্ধের সময় কচ্ছপ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিনতা নদীতে বাস করেন। ক্ষুদ্র নৌকা প্রমাণ তাহার দেহ ছিল। একদা ভগবানকে নদীতীরে দেখিয়া মনে করিল—"বোধ হয় বুদ্ধ নদীর অপর পারে গমন করিবেন।" তখন স্বীয় পৃষ্ঠদেশ অবনত করিয়া বুদ্ধের পদমূলে আসিয়া পড়িয়া রহিল। বুদ্ধ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। সে প্রফুল্ল হৃদয়ে শীঘ্র সন্তরণে বুদ্ধকে নদীতীরে তুলিয়া দিল। সেই কূর্ম্ম এই পুণ্য প্রভাবে বহুবার তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অরণ্যবাস করিয়াছিল। পুনঃ কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে কপোত যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মৈত্রী বিহারী এক ভিক্ষুকে অরণ্যে দেখিতে পাইয়া চিত্ত-প্রসাদ উৎপন্ন করিল। তৎপর বারাণসীর এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক প্রব্রজিত হয়। সেই হইতে বহু জন্ম মনুষ্যকুলে উৎপন্ন হইয়া গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তু নগরে বৎস-গোত্র ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পরিপূর্ণগর্ভা মাতা অরণ্য দর্শনে স্পৃহা উৎপন্ন করিয়া একদা অরণ্যে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। তখনি পর্দ্দা বেষ্টন করা হইলে তিনি ধন্যপুণ্য লক্ষণসম্পন্ন এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই বালক বোধিসত্ত্বের বাল্যসাথী ছিল। 'বচ্ছ' তাহার গোত্র নাম, মাতার বনে অভিরতি হেতু 'বনবচ্ছো' নাম হইয়াছে। যখন শুনিলেন যে, বোধিসত্ব মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছেন, তখন তিনিও নিষ্ক্রমণ করিয়া তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক হিমবন্তে চলিয়া গেলেন। পরে শুনিলেন যে—"সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইয়াছেন।" তখনি আসিয়া বুদ্ধের নিকট কর্ম্মস্থান গ্রহণ পূর্ব্বক অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন এবং কপিল-বাস্তুতে গমন করিয়া বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন—"কেমন বন্ধু, অরণ্যে নিরাপদে ছিলেন কি? বন্ধুগণ, অরণ্য-পর্ব্বত বড়ই রমণীয়।" এই বলিয়া নিজে যেই পর্ব্বতে বাস করিতেন, উহার বর্ণনা করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১৩। নীলব্ভবণ্ণা রুচিরা সীতবারি সুচিন্ধরা
ইন্দগোপক সঞ্ছন্না তে সেলা রময়ন্তি মন্তি। ৩
বনবচ্ছো থেরো।

নীল মেঘবর্ণ, যথারুচী সম্পাদন যোগ্য, শীতল বারিপূর্ণ, শুচীবর প্রবালবর্ণ রক্তকৃমি আচ্ছাদিত সেই শিলাময় পর্ব্বত সমূহ আমাকে বিবেকসুখ প্রদান করিয়া থাকে।

বনবচ্ছ স্থবিরের শিষ্য সীবক শ্রামণের। ১৪

ইনি ৩১ কল্প পূর্ব্বে বেশ্বভূ বুদ্ধের সময়ে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একদা কার্য্যব্যপদেশে অরণ্যে গিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ পাইলেন ও বন্দনা পূর্ব্বক কতেক ফল দান করিলেন। এই পুণ্যফলে বহু জন্ম পরিভ্রমণের পর কশ্যপ ভগবানের সময় মাতুলের সহিত প্রব্রজিত হইলেন। পুনঃ গৌতম বুদ্ধের সময় বনবচ্ছ স্থবিরের ভাগিনেয় হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল সীবক। তাঁহার মাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাসনে প্রব্রজিত হইয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন শুনিয়া স্বীয় পুত্রকে বলিলেন—"সীবক, স্থবিরের নিকটে প্রব্রজিত হইয়া তাঁহার সেবা কর, তিনি এখন বৃদ্ধ।" সে মাতার একবার মাত্র আদেশে মাতুল স্থবিরের নিকট গমন করিয়া প্রব্রজিত হইলেন ও অরণ্যে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। সে একদা কোন কার্য্যব্যপদেশে গ্রামে গমন করিলে, তাহার গুরুতর ব্যাধি উৎপন্ন হইল। গ্রামবাসীদের বহু সেবা-শুশ্রূষায় তাহার রোগ উপশম হইল না। স্থবির ভাবিলেন—'শ্রামণের এত গৌণ করিতেছে কেন?' তিনি গ্রামে আসিয়া তাহাকে পীড়িতাবস্থায় দেখিলেন, সারাদিন তাহার সেবা করিয়া স্থবির প্রত্যুষে বলিলেন—"সীবক, আমি প্রব্রজিতকাল হইতে

গ্রামে বাস করি নাই, এখন আমি অরণ্যে যাইব।" সীবক স্থবিরের বচন শুনিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমার শরীর যদিও বা এখন গ্রামে, চিত্ত কিন্তু অরণ্যে রহিয়াছে।' আমি শুইয়া শুইয়া হইলেও অরণ্যে যাইব। স্থবির তাহার বাহুতে ধরিয়া অরণ্যে লইয়া গেলেন ও উপদেশ দিলেন। তিনি স্থবিরের উপদেশানুযায়ী ভাবনা করিয়া অর্হৎ হইলেন। পরে স্বীয় বচন ও উপাধ্যায়ের উপদেশ প্রকাশ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১৪। উপজ্ঝায়ো মং অবচাসি ইতো + গচ্ছামি সীবক,
গামে মে বসতি কায়ো অরঞ্ঞং মে ‡ গতো মনো;
সেমানকোপি গচ্ছামি নত্থি সঙ্গো বিজানতন্তি। ৪
বনবচ্ছ-থেরস্স সামণেরো।

উপাধ্যায় আমাকে বলিলেন—"সীবক, আমি গ্রাম হইতে অরণ্যে গমন করিব।" উপাধ্যায়ের বচন শুনিয়া শ্রামণের বলিলেন—"যদিও আমার দেহ গ্রামে রহিয়াছে, কিন্তু আমার মন অরণ্যে চলিয়া গিয়াছে। আমি পদব্রজে গমন করিতে না পারিলেও বুকে ভার করিয়া (শায়িতাকারে) অরণ্যে চলিয়া যাইব।" যিনি কামের দোষ ও নৈষ্ক্রম্যের বা নির্ব্বাণের ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, জনসঙ্ঘের মধ্যে থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই।

কুণ্ডধান স্থবির। ১৫

ইনিও পদ্মুত্তর বুদ্ধের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বহু পুণ্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। একদা পদ্মুত্তর বুদ্ধ সপ্তাহকাল ধ্যানান্তে

+ সী—গচ্ছাম। ‡ সী—গতং।

উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় ইনি মনোশিলা চূর্ণ ও কদলীফল তাঁহাকে দান করেন। সেই পুণ্য প্রভাবে এগার বার দেবকুলে রাজত্ব করেন, চব্বিশবার চক্রবর্ত্তী রাজা হন। তারপর কশ্যপ বুদ্ধের সময় ভূমি দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘায়ু বুদ্ধের সময় পনর দিনে উপোসথ হয় না; বিপশ্বী বুদ্ধের সময়ে ছয় বৎসরে একবার ও কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে ছয় মাসে একবার উপোসথ হইত। একদা কশ্যপ বুদ্ধের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি দিনে দুইজন ভিক্ষু তথায় গমন করিতেছিলেন। এক ভূমিবাসী দেবতা তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভাবিলেন—"যদি তাঁহাদের মিত্রতা ভঙ্গ করিবার কেহ থাকে, তাহা সম্ভব কিনা একবার পরীক্ষা করা উচিত।" তৎপর সে ভিক্ষুদ্বয়ের অনতিদূরে থাকিয়া অবকাশ খুঁজিতে লাগিল। ইত্যবসরে একজন স্থবির অপর স্থবিরের হাতে চীবর রাখিয়া পায়খানা করিবার জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় দেবতা সুযোগ পাইয়া স্ত্রী বেশে স্থবিরের শরীর মুছিতে মুছিতে সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। সঙ্গী স্থবির তাহা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত চিত্তে বলিলেন—"অহো! এই ভিক্ষু নষ্ট হইয়াছে, যদি আমি এমন জানিতাম, এতদিন তাঁহার সংসর্গে থাকিতাম না।" "বন্ধু, আপনার পাত্র-চীবর গ্রহণ করুন, আপনার ন্যায় পাপীর সঙ্গে আমি গমন করিব না।" স্থবিরের কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় তীক্ষ্ণ শৈল্যে বিদ্ধবৎ হইল, তখন অপ্রতিভ ভাবে জিজ্ঞাসিলেন—"বন্ধু, আপনি এমন বলিতেছেন কেন? আমি এতকাল সামান্য পাপও করি নাই, আজ আপনি আমাকে পাপী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন! আমার কি দেখিলেন?" "অন্য কিছু দেখিবার আর কি আছে, এখন ত আপনি একটি অলঙ্কৃতা স্ত্রীর সহিত জঙ্গলহইতে আসিতেছেন।" "কোথায় আমি ত এমন স্ত্রীলোক দেখিতেছি না।" তিনবার বলা সত্বেও স্থবির এই কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি অন্য রাস্তাদিয়া বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন। বন্ধু স্থবিরও বুদ্ধের নিকটে আসিয়া অপরাপর ভিক্ষুদের সহিত উপোসথশালায় বসিলেন। স্থবির তাহাকে জানিতে পারিয়া—'আমি এই পাপী

ভিক্ষুর সহিত উপোসথ করিব না।' এই ভাবিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন ভূমি দেবতা ভাবিলেন—'বাস্তবিক আমি বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছি।' পুনরায় দেবতা এক বৃদ্ধ বেশে স্থবিরের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন—'ভন্তে, আপনি এখানে দাঁড়াইয়াছেন কেন?' 'উপাসক, এই উপোসথশালায় এক পাপী ভিক্ষু প্রবেশ করিয়াছে, আমি তাহার সহিত উপোসথ করিব না, তাই বাহিরে দাঁড়াইয়াছি।' ভন্তে, আপনি এইরূপ মনে করিবেন না, উনি একজন সুশীল ভিক্ষু, আপনি যেই স্ত্রীলোক দেখিয়াছিলেন, তাহা অন্যকে মনে করিবেন না, আমিই সেই স্ত্রী। আপনাদের মৈত্রী ভাবের পরীক্ষার জন্য ও সুশীল-দুঃশীলতার পরীক্ষার জন্য আমিই সেই কর্ম্ম করিয়াছি। সৎপুরুষ, আপনি কে? ভন্তে, আমি ভূমি দেবতা। দেবপুত্র কথা বলিতে বলিতেই দিব্যভাবে অবস্থিত হওত স্থবিরের পদতলে পড়িয়া "ভন্তে, আমাকে ক্ষমা করুন" বলিয়া ক্ষমা চাহিলেন।

ভূমি দেবতা এই কর্ম্মফলে এক কল্প অপায় ভয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। যদি অন্য সময়ে সে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিত, এই অপযশ তাহার উপর আসিয়া পতিত হইত। তাহার সৌভাগ্যবলে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণকুলে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিল। তাহার নাম হইল ধান মাণব। ত্রিবেদ শিক্ষা করিয়া বৃদ্ধকালে তিনি ভিক্ষু হইলেন। যেই দিন তিনি ভিক্ষু হইলেন, সেই দিন হইতে এক অলঙ্কৃতা রমণী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিতে লাগিল। ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলে উপাসিকারা তাঁহাকে একবার পিণ্ড দিয়া বলিতেন, "আমাদের সহায়িকার জন্য আর একভাগ গ্রহণ করুন" এই বলিয়া পরিহাস করিত। বিহারে তরুণ ভিক্ষু-শ্রামণেরা উপহাস করিতেন—"ধান কোণ্ড জাত হইয়াছে।" সেই উপহাস কারণে নাম হইল—কুণ্ডধান স্থবির। সর্ব্বদা পরিহাস বাক্য তাঁহার অসহ্য হইয়া বলিতেন—"তোমরা কোণ্ড, তোমাদের আচার্য্য-উপাধ্যায় কোণ্ড।" তৎপর ভিক্ষুরা শাস্তাকে অভিযোগ করিলেন যে—"ভন্তে, কুণ্ডধান স্থবির

ছোট শ্রামণেরদের সহিত পরুষবাক্য ব্যবহার করিতেছেন।" ভগবান তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলে তিনি বলিলেন—"ভন্তে, সর্ব্বদা পরিহাস বাক্যে আমার অসহ্য হইয়াছে, তাই আমি বলিয়াছি।" "হে ভিক্ষু, তুমি পূর্ব্বের কৃতকর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত জীর্ণ করিতে পারিতেছ না, পুনঃ এরূপ পরুষবাক্য বলিও না।" কোশলরাজ স্থবিরের এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, ইহা স্থবিরের পূর্ব্বকৃত পাপের ফল। তিনি স্থবিরের আহার-কষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে চারি প্রত্যয়ের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন—"ভন্তে, আপনি নিরুদ্বেগে সাধনার প্রতি মনোযোগী হউন।" স্থবির রাজার আশ্রয়ে উপযুক্ত ভোজন লাভ করিয়া অচিরে অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইলেন।

অনাথপিণ্ডিকের দুহিতা সুভদ্রাকে মিথ্যাদৃষ্টিকুলে বিবাহ দিয়াছিলেন। সুভদ্রা একদিন উপোসথ অধিষ্ঠান করিয়া প্রাসাদের উপরিমতলে উঠিলেন। তিনি আট মুষ্টি সুমন পুষ্প আকাশের দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"এই পুষ্প তথাগতের শিরোপরি চন্দ্রাতপ আকারে অবস্থিত হউক। এই সংজ্ঞায় ভগবান কল্য ৫০০ ভিক্ষুসহ আমার বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।" তথাগত সুভদ্রার নিমন্ত্রণ সংজ্ঞা পাইয়া পরদিন অরুণোদয়ে আনন্দকে বলিলেন—"আনন্দ, আমরা অদ্য দূরবর্ত্তী স্থানে ভিক্ষা করিতে যাইব. পৃথগ্জন-দিগকে শলাকা না দিয়া কেবল আর্য্যপুদ্গলদিগকে শলাকা দাও।" স্থবির ভিক্ষুদিগকে এই সংবাদ দিয়া শলাকা দিতে চাহিলে কুণ্ডধান স্থবির হাত বাড়াইয়া 'আমাকে শলাকা দাও বলিলেন।' আনন্দ বলিলেন—'বন্ধু, আপনার ন্যায় ভিক্ষুকে শলাকা দিতে ভগবান নিবারণ করিয়াছেন, ইহা আর্য্যদিগের প্রাপ্য।' আনন্দের চিত্তে বিতর্ক উৎপন্ন হইল। তিনি শাস্তাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। শাস্তা বলিলেন—"যদি কুণ্ডধান স্থবির শলাকা চায়, তাহাকে দাও।" আনন্দ ভাবিলেন—"যখন ভগবান নিষেধ করিলেন না, অবশ্য কোন কারণ থাকিতে পারে।" শলাকা লইয়া আনন্দ না আসিতেই স্থবির ধ্যানবলে আকাশে উঠিয়া হাত বাড়াইলেন—বন্ধু আনন্দ, ভগবান

আমাকে জানেন। আমার ন্যায় ভিক্ষু প্রথম শলাকা গ্রহণের উপযুক্ত। অন্যান্য ভিক্ষুদেরও সন্দেহ উৎপন্ন হইল যে—ইনিও শলাকা গ্রহণ করিলেন কি? তখন স্থবির আকাশে উঠিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ পূর্ব্বক সকলের সন্দেহ দূর করিলেন।

১৫। পঞ্চ ছিন্দে পঞ্চ জহে পঞ্চ চুত্তরি ভাবয়ে,
পঞ্চ সঙ্গাতিগো ভিক্খু ওঘতিণ্ণোতি বুচ্চতী'তি। ৫
কুণ্ডধানো থেরো।

অপায়ে উৎপন্ন যোগ্য পাঁচটি নিম্নভাগীয় সংযোজন ছেদন করিবে। দেবলোকে উৎপন্ন যোগ্য পাঁচটি উপরিভাগীয় সংযোজন ত্যাগ করিবে। সেই উপরিভাগীয় সংযোজন ত্যাগের জন্য শ্রদ্ধাদি পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে অনাগামী মার্গ লাভার্থ উত্তরোত্তর ভাবনা করিবে। কাম-দ্বেষ-মোহ-মান-দৃষ্টি এই পাঁচটি সঙ্গ যেই ভিক্ষু অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি কাম-ভব-দৃষ্টি-অবিদ্যা-স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বাণে স্থিত বলিয়া কথিত হন। ৫

বেলট্ঠসীস স্থবির। ১৬

ইনিও পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে ভগবানের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন। পূর্ব্বকৃত পুণ্যের অভাবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেন না। মরণান্তে দেব-নরকুলে অনেক কুশল কর্ম্ম করেন। তৎপর ৩১ কল্প পূর্ব্বে বেশ্বভূ বুদ্ধকে দর্শন করিয়া প্রসন্ন চিত্তে মাতুলুঙ্গ ফল প্রদান করেন। পুনঃ গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ভগবানের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বে ইনি উরুবিল্ব কশ্যপের নিকটে তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নি পরিচর্য্যা করেন। ভগবান উরুবিল্ব কশ্যপকে দমন করিয়া

"আদিত্য পরিয়ায়" ধর্ম্মোপদেশ করিবার সময়ে জটিলগণের সহিত অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইলেন। ইনি আয়ুষ্মান আনন্দের উপাধ্যায়। একদিন ধ্যান হইতে উঠিয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম দর্শন পূর্ব্বক নিম্নোক্ত প্রীতি গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন।

১৬। য়থাপি ভদ্দো আজঞ্ঞো নঙ্গলাবত্তনি সিখী,
গচ্ছতি অপ্পকসিরেন এবং রত্তিন্দিবা মম ;
গচ্ছতি অপ্পকসিরেন সুখে লদ্ধে নিরামিসেতি। ৬
বেলট্ঠসীস থেরো।

যেমন ককুধসম্পন্ন উত্তম বৃষভ ভূমিজাত তৃণ-লতাদি উপেক্ষা করিয়া অক্লান্ত শরীরে নঙ্গলযোগে ভূমি কর্ষণ করিয়া থাকে, এইরূপ আমার রাত্রিদিন অক্লান্তভাবে অতিক্রমিত হইতেছে। কারণ কাম-লোক-বর্ত্ত আমিষ অমিশ্র শান্ত প্রণীত সমাপত্তি সুখ আমার লাভ হইয়াছে। ৬

দাসক স্থবির। ১৭

ইনি ৯১ কল্প পূর্ব্বে বুদ্ধের অনুৎপত্তি সময়ে অজিত নামক পচ্চেক বুদ্ধকে আম্রফল দান করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যফলে কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে প্রব্রজিত হইয়া বহু পুণ্য সঞ্চয় করেন। তৎপর গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল দাসক। অনাথ পিণ্ডিক তাঁহাকে বিহার নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিত্য বুদ্ধ দর্শনে ও ধর্ম্ম শ্রবণে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিয়া তিনি প্রব্রজিত হন।

কেহ কেহ বলেন— "ইনি কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন এবং এক অর্হৎ স্থবিরের সেবা করিতেন। একদা অর্হৎ

স্থবিরকে কোন এক কাজের জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। সেই কর্ম্মফলে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে অনাথ পিণ্ডিকের দাসী গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।" অনাথপিণ্ডিক তাহাকে বিহার নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। শ্রেষ্ঠী তাহার শীলাচার ও অভিপ্রায় অবগত হইয়া দাসত্ব হইতে মুক্তি দিলেন। বলিলেন— 'তুমি যথারুচী প্রব্রজিত হও।" তাহাকে ভিক্ষুরা প্রব্রজ্যা দিলেন। সে প্রব্রজ্যা লাভ করিয়া আলস্য পরায়ণ ও বীর্য্যহীন হইল এবং ব্রতাদি সম্পাদন করিতনা। ধ্যান সমাধিও করিত না। কেবল পর্য্যাপ্ত ভোজন করিয়া নিদ্রা যাইত। ধর্ম্ম শ্রবণের সময়ে এক কোণে যাইয়া বসিয়া থাকিত ও নিদ্রা যাইত। ভগবান তাহার পূর্ব্বহেতু দেখিয়া সংবেগ উৎপাদন মানসে গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন। তিনি গাথা শুনিয়া সংবেগ উৎপাদন পূর্ব্বক বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হৎ ফল লাভ করিলেন। অর্হৎ হইয়া ভাবিলেন— ভগবান এই গাথাদ্বারা আমাকে উপদেশ দিয়াছেন— 'এই গাথা আমার অঙ্কুশ স্বরূপ।'' পুনরায় তিনি সেই গাথা আবৃত্তি করিলেন।

১৭। মিদ্ধি যদা হোতি মহগ্ঘসো চ,
নিদ্দায়িতা সম্পরিবত্তসায়ি,
মহাবরাহো'ব নিবাপপুট্ঠো,
পুনপ্পুনং গব্ভমুপেতি মন্দোতি। ৭
দাসকো থেরো।

১৭। যখন কোন পুরুষ আলস্য তন্দ্রাভিভূত ও পেটুক হয়, তখন সে নিবাপপুষ্ট স্থূল শূকরের ন্যায় দাঁড়ানে-গমনে অসমর্থ হইয়া এপাশ-ওপাশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক কেবল নিদ্রা যাইয়া থাকে। আর অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম লক্ষণ চিন্তা করিতেও ইচ্ছা করেনা। তাই সেই মন্দব্যক্তি পুনঃপুন গর্ভ গ্রহণ করিয়া থাকে। ৭

সিঙ্গালপিতা স্থবির। ১৮

ইনি ৯১ কল্প পূর্ব্বে শতরংশি নামক পচ্চেক বুদ্ধকে তালফল দান দিয়াছিলেন। পরে কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে প্রব্রজিত হইয়া 'অস্থি' কর্ম্মস্থান ভাবনা করেন। পুনঃ গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক সংসার পাশে আবদ্ধ হইয়া এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। পুত্রের নাম করিল সিঙ্গালক। সেই কারণে সিঙ্গালকপিতা নামে তিনি পরিচিত। কিছুদিন পরে গৃহ-বন্ধন উচ্ছেদ করিয়া প্রব্রজিত হন। ভগবান তাঁহাকে পূর্ব্ব পরিচিত 'অস্থি' কর্ম্মস্থান শিক্ষা দেন। তিনি তৎপর ভগ্গরাজ্যে সুংসুমার গিরে ভেসকাল বনে গমন করিয়া কর্ম্মস্থান ভাবনা করিতে লাগিলেন। তথায় এক দেবতা তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ও অচিরে সাধনা-সিদ্ধির জন্য গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণে তিনি ভাবিলেন—"এই দেবতা আমার উৎসাহ উৎপাদনার্থ গাথা বলিলেন।" সেই হইতে দৃঢ়বীর্য্য সহকারে ভাবনা করিয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া সেই গাথা প্রীতিভরে পুনরায় ভাষণ করিলেন।

১৮। অহু বুদ্ধস্স দায়াদো, ভিক্খু ভেসকলাবনে,
কেবলং অট্ঠিসঞ্ঞায়, অফরি পঠবিং ইমং;
মঞ্ঞেহং কামরাগং সো, খিপ্পমেব পহীয়তী'তি। ৮

× সিঙ্গালপিতা থেরো

ভেসক যক্ষ অধিকৃত ভেসকলাবনে বুদ্ধের ধর্ম্ম দায়াদলাভী এক ভিক্ষু ছিলেন। তিনি সমস্ত দেহরূপ পৃথিবীকে অস্থিসংজ্ঞায় ব্যাপৃত করিয়াছিলেন। আমি মনে করি—সেই ভিক্ষু শীঘ্রই কামরাগকে ত্যাগ করিবেন। ৮

× সী— সিগাল পিতা।

কুণ্ডল স্থবির। ১৯

ইনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। একদা বিপশ্বী ভগবানকে গগনপথে যাইতে দেখিয়া নারিকেল দান দিতে ইচ্ছা করিলেন। বুদ্ধ তাঁহার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া অবতরণ পূর্ব্বক ফল গ্রহণ করিলেন। এই দান গ্রহণে তিনি শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রব্রজ্যা যাচ্ঞা করিলেন। ভগবান অন্য ভিক্ষুকে আদেশ দিলেন যে—'এই পুরুষকে প্রব্রজ্যা দাও।" তিনি প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করিয়া বহুকাল সাধনায় অতিবাহিত করেন। পরে ছয় বুদ্ধকাল দেব-নরকুলে পরিভ্রমণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল কুণ্ডল। কিছুদিন পরে প্রব্রজিত হইয়া চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থার দরুণ কোন ফল লাভ করিতে পারিলেন না। একদা গ্রামে পিণ্ডার্থ গমন করিয়া দেখিলেন যে— মনুষ্যেরা ভূমি খনন করিয়া জল ইচ্ছিত ইচ্ছিত স্থানে নিয়া যাইতেছে, বাণ প্রস্তুতকারীরা বক্রশর যন্ত্রবলে ঋজু করিয়া লইতেছে ও সূত্রধরেরা রথ চক্র প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছে। এই নিমিত্ত গ্রহণ পূর্ব্বক বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং এক স্থানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন— "অচেতন জলকে মনুষ্যেরা ইচ্ছিত স্থানে নিয়া যাইতেছে, অচেতন বক্রশরদণ্ডকে কৌশলে ঋজু করিতেছে ও অচেতন কাষ্ঠ খণ্ডকে ইচ্ছানুযায়ী বক্র ও ঋজু করিতেছে, কেন আমার সচেতন চিত্তকে ঋজু করিতে পারিব না।" এই উপমাবলে দৃঢ়বীর্য্যের সহিত ভাবনা করত অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি যেই নিমিত্তকে অঙ্কুশ স্বরূপ করিয়া অর্হৎ হইলেন, তাহা নিজের চিত্ত-দমনের সহিত মিশ্রিত করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১৯। উদকং হি নয়ন্তি নেত্তিকা, উসুকারা নময়ন্তি তেজনং,
দারুং নময়ন্তি তচ্ছকা, অত্তানং দময়ন্তি সুব্বতা'তি। ৯

+ কুণ্ডল থেরো।

+ সি— কুবো।

১৯। জল প্রত্যাশীরা প্রয়োজন মত জল নিয়া যায়, ইষুকারেরা উত্তপ্ত করিয়া বাণ ঋজু করে, সূত্রধরেরা প্রয়োজন মত কাষ্ঠ তক্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ শীলাদি ব্রত পালনকারীরা স্রোতাপত্তি মার্গাদি উৎপাদন করিয়া দেহ-চিত্তকে দমন করিয়া থাকে।

অজিত স্থবির। ২০

ইনি ৯১ কল্প পূর্ব্বে বিপশ্বী ভগবানকে কপিত্থ ফল দান দিয়াছিলেন। তৎপর গৌতম বুদ্ধের উৎপত্তির কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রাবস্তীতে কোশল রাজার এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম রাখিলেন অজিত। সেই সময় শ্রাবস্তীবাসী ত্রিলক্ষণ বিশিষ্ট বাবরি নামক ব্রাহ্মণ ত্রিবেদ শিক্ষা করিয়া তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক গোদাবরীতীরে কপিত্থতীর্থারামে বাস করিতেন। তখন অজিত তাঁহার নিকট তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এক হিতৈষী দেবতার প্রভাবে বাবরি তাপস অজিতকে ভগবানের নিকটে প্রেরণ করেন। মৈত্রেয় তাপস প্রভৃতির সঙ্গে অজিতও ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। প্রশ্নোত্তরে অজিত সন্তুষ্ট হইয়া বুদ্ধের নিকট কর্ম্মস্থান গ্রহণ পূর্ব্বক অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। অর্হৎ হইয়া সিংহনাদে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা ভাষণের পরই পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন।

২০। মরণে মে ভয়ং নত্থি, নিকন্তি নত্থি জীবিতে,
সন্দেহং নিক্খিপিস্সামি, সম্পজানো পতিস্সতো'তি। ১০

অজিতো থেরো।

তত্রুদ্দানং

চুল্লবচ্ছো মহাবচ্ছো বনবচ্ছো চ সীবকো,
কুণ্ডধানো চ বেলট্ঠি দাসকো চ ততোপরং ;
সিঙ্গাল পিতিকো থেরো কুণ্ডলো অজিতো দসাতি।

২০। মরণ নিমিত্তে আমার ভয় নাই। জীবনে তৃষ্ণা উৎপত্তির কারণ আমার নাই। আমি প্রজ্ঞাবলে ও স্মৃতি সহকারে সন্দেহরূপ শরীরকে পরিত্যাগ করিব। ১০

ততিয় বগ্‌গো

নিগ্রোধ স্থবির। ২১

ইনি ১৮ শত কল্প পূর্ব্বে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক কামভোগের দোষ দেখিয়া অরণ্যে চলিয়া গেলেন। তথায় তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক বন্য ফলমূলে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। সেই সময় প্রিয়দর্শী বুদ্ধ জগতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মামৃত বর্ষণে ক্লেশতাপ জুড়াইতে ছিলেন। একদা বুদ্ধ তাপসের প্রতি দয়া করিয়া সেই শালবনে উপস্থিত হওত ধ্যানস্থ হইলেন। তাপস ফল-মূল আহরণার্থ তথায় গমন করিয়া ভগবানকে দেখিতে পাইলেন এবং বুদ্ধদর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া পুষ্পিত শাল-শাখাদ্বারা এক মণ্ডপ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক চারিদিকে শালপুষ্পে আবৃত করিলেন। আর আহারের জন্যও গমন না করিয়া বুদ্ধকে বন্দনা করিতে করিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান ধ্যান হইতে উঠিয়া তাহার প্রতি দয়ার্দ্র চিত্তে "অপরাপর ভিক্ষুসঙ্ঘ আসুক" বলিয়া চিন্তা করিলেন। চিন্তিতক্ষণেই ভিক্ষু-সঙ্ঘ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া প্রসন্ন চিত্তে বন্দনা করত দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সশিষ্যে প্রস্থান করিলেন। সেই হইতে জন্মে জন্মে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গৌতম-বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল নিগ্রোধ। বুদ্ধ যেদিন জেতবন বিহার প্রতিগ্রহণ করেন, সেই দিন বুদ্ধ-প্রভাব দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হন ও বিদর্শন ভাবনাবলে অচিরে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। ধ্যানে ফলে পরিতৃপ্ত হইয়া নির্ব্বাণপ্রদ শাসনের গুণ প্রকাশার্থ নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

২১। নাহং ভয়স্স ভায়ামি, সত্থা নো অমতস্স কোবিদো,
যত্থ ভয়ং নাবতিট্ঠতি, তেন মগ্গেন বজন্তি ভিক্খবোতি। ১
নিগ্রোধো থেরো।

২১। আমি জন্ম-জরা-মৃত্যুভয়কে ভয় করিনা। কারণ আমাদের শাস্তা অমৃত প্রদানে সুদক্ষ। যেই নির্ব্বাণে ভয় তিষ্ঠে না বা অবকাশ পায় না, সেই অষ্টাঙ্গিক মার্গদিয়া ভিক্ষুগণ অভয় স্থানে গমন করিয়া থাকেন। ১

চিত্তক স্থবির। ২২

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় হইতে কুশল সঞ্চয় করিতে করিতে ৯১ কল্প পূর্ব্বে মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করেন ও বয়ঃপ্রাপ্তে বিপশ্বী ভগবানকে দেখিয়া পুষ্প পূজা করেন। ভগবানের শান্ত ধর্ম্মের গুণে তিনি অতিশয় আকৃষ্ট হন। সেই পুণ্য কর্ম্মের প্রভাবে তাবতিংস দেবলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক বিভবসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম রাখিলেন—চিত্তক। ভগবান যখন রাজগৃহের বেণুবন বিহারে বাস করিতেছিলেন, তখন ভগবানের নিকট প্রব্রজিত হইয়া কর্ম্মস্থান ভাবনাবলে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। অর্হৎ হইয়া বুদ্ধ বন্দনার জন্য যখন রাজগৃহে আসেন, তখন ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসিলেন—"কেমন বন্ধু, অরণ্যে অপ্রমত্তভাবে ছিলেন কি?" সেই প্রশ্নোত্তরে অর্হত্বফল প্রকাশক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

২২। নীলা সুগীবা সিখিনো, মোরা কারবিয়ং অভিনদন্তি,
তে × সীতবাত কলিতা, সুত্তং ঝায়ং নিবোধেন্তীতি। ২
চিত্তকো থেরো।

× সী— সীতবাতকদ্দিত কলিক।

২২। যেমন নীলগ্রীব শিখাধারী ময়ূরগণ কারবিয় নামক বনে মেঘগর্জ্জন শুনিয়া কেকারবে শব্দ করিয়া থাকে, তেমন ধ্যানরত ভিক্ষুগণ আহারান্তে ভোজন অবসাদ মাত্র দূর করিয়া অবশিষ্ট সময়ে শমথ-বিদর্শন ভাবনায় স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া থাকেন। ২

গোসাল স্থবির। ২৩

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বহু পুণ্য সঞ্চয় পূর্ব্বক ৯১ কল্প পূর্ব্বে এক পর্ব্বতে বৃক্ষশাখায় লম্বমান পচ্চেক বুদ্ধের চীবর দেখিতে পাইলেন। ভাবিলেন— ইহা "অর্হৎ ধ্বজা হইবে।" তখন প্রসন্ন চিত্তে পুষ্পদ্বারা চীবর পূজা করিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তাবতিংস স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তৎপর মগধরাজ্যে এক উন্নতকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক গোসাল নামে পরিচিত হইলেন। কোটিকণ্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি শুনিলেন যে— কোটিকণ্ণ প্রব্রজিত হইয়াছে। ভাবিলেন— "যদি এমন মহাবিভবশালী লোক প্রব্রজিত হইতে পারে, আমার আর কি কথা!" এই সংবেগে তিনিও প্রব্রজিত হইয়া স্বীয় গ্রামের অনতিদূরে এক পর্ব্বত সানুতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা প্রত্যহ ভিক্ষা দিতেন। তিনি এক বাঁশ তলার ছায়ায় ভোজন করিয়া কর্ম্মস্থানে রত হইলেন। সুখ-ভোজনে কায়-চিত্ত পরিতৃপ্ত করিয়া মার্গ পাটি পাটি অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া সুখ-বিহার হেতু পর্ব্বত সানুতে গমনেচ্ছায় নিজের আচরিত বিষয় সহিত নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

২৩। অহং খো বেলুগুম্বস্মিং, ভুত্বান মধু পায়াসং,
পদক্খিণং সম্মসন্তো খন্ধানং উদয়ব্বয়ং,
সানুং পটিগমিস্সামি বিবেকমনুব্রূহয়ন্তি।' ৩

গোসালো থেরো।

২৩। আমি বাঁশতলার ছায়ায় মাতৃ-প্রদত্ত মধু পায়স ভোজন করিয়া বুদ্ধের উপদেশে দৃঢ়তা উৎপাদন করি এবং পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের উদয়-ব্যয় বা উৎপত্তি-ধ্বংশ দর্শন করত ফল সমাপত্তিতে কায়-বিবেক অনুষ্ঠান হেতু পর্ব্বত সানুতে গমন করিব। ৩

সুগন্ধ স্থবির। ২৪

ইনি ৯২ কল্প পূর্ব্বে তিষ্য বুদ্ধের সময়ে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মৃগয়াহেতু অরণ্যে বাস করিতেন। ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়া 'পদচিহ্ন' স্থাপন পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। সে শাস্তার পদচিহ্ন দর্শনে 'ইহা বুদ্ধের পদচিহ্ন' বলিয়া জানিতে পারিল এবং কুরণ্ডক পুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া চিত্তপ্রসাদ উৎপন্ন করিল। বহুজন্ম পুণ্যসঞ্চয়ের পর কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিয়া সুগন্ধগোসিত চন্দনে গন্ধ কুটীরের দেহলী পরিভাবিত করেন। প্রার্থনা করিলেন— "জন্মে জন্মে আমার শরীর সুগন্ধ হউক।" তৎপর গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। মাতৃগর্ভে জন্ম কালে মাতার শরীরও সমস্ত গৃহ সুরভিময় হইয়াছিল। ভূমিষ্ঠ দিনে পরম সুগন্ধে চারিদিক ব্যাপ্ত হইয়াছিল। মাতাপিতা ভাবিল 'আমাদের পুত্র স্বীয় নাম সঙ্গে সঙ্গে নিয়া আসিয়াছে' এই বলিয়া "সুগন্ধ কুমার" নাম রাখিলেন। পরে মহাসেল স্থবিরের প্রমুখাৎ ধর্ম্ম শুনিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্তাহকাল মধ্যেই অর্হৎ হইলেন। অর্হৎ হইয়া নিজকে পরতুল্য করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

২৪। অনুবস্থিকো পব্বজিতো, পস্স ধম্মসুধম্মতং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি। ৪
সুগন্ধো থেরো।

২৪। প্রব্রজিত হইয়া এক বৎসর পূর্ণ না হইতে বুদ্ধদেশিত সুচারু ব্যাখ্যাত ধর্ম্মকে দর্শন কর। অল্পকালের মধ্যে পূর্ব্বজন্মজ্ঞান, দিব্যচক্ষুজ্ঞান ও আসক্তিক্ষয় জ্ঞান এই ত্রিবিদ্যা তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ। সেই কারণে বুদ্ধের অনুশাসন ও উপদেশ মতে কৃতকার্য্য হইয়াছ। ৪

নন্দিয় স্থবির। ২৫

ইনি পদ্মুত্তর বুদ্ধের নির্ব্বাণচৈত্যে চন্দনসারবেদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মহাপূজা করিয়াছিলেন। বহুজন্ম পরিগ্রহের পর গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলবাস্তুতে শাক্যকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। মাতাপিতার আনন্দ দান করিয়া জাত হইয়াছে বলিয়া নাম রাখিলেন 'নন্দিয়।' যখন অনুরুদ্ধ প্রভৃতি শাক্যকুমারগণ প্রব্রজিত হন, তখন তিনিও প্রব্রজিত হইয়া বিদর্শন-ভাবনাবলে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। অর্হৎ হইয়া প্রাচীন বংশ মৃগদায়ে অনুরুদ্ধ স্থবিরগণের সহিত বাস করিতেছেন, এমন সময়ে পাপাত্মা মার আসিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। স্থবির তাহাকে জানিয়া বলিলেন—"হে মার, যাঁহারা মার রাজ্য অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি তোমার এই ভয়ক্রিয়া কি ফল দিবে? তুমি নিজেই দুঃখের ভাগী হইবে মাত্র।" এই বলিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণে মার বুঝিল যে—'স্থবির আমাকে জানিতে পারিয়াছেন।' তৎক্ষণাৎ সে অন্তর্হিত হইল।

২৫। শুভাসজাতং ফলগং, চিত্তং যস্স অভিণ্হসো,
তাদিসং ভিক্খু মাসজ্জ কণ্হদুক্খং নিগচ্ছসী'তি। ৫
নন্দিয়ো থেরো।

২৫। যাহার চিত্ত নিত্য ক্লেশান্ধকার বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত ও শ্রেষ্ঠফল প্রাপ্ত; হে মার, তাদৃশ ভিক্ষুর প্রতি বিরুদ্ধভাব দেখাইয়া তুমি নিরর্থক দুঃখ প্রাপ্ত হইবে।

অভয় স্থবির। ২৬

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় ধর্ম্মকথিক ভিক্ষু ছিলেন। একদা চতুষ্পদী গাথাযোগে বুদ্ধগুণ প্রকাশ করিয়া পরে ধর্ম্মদেশনা করেন। সেই পুণ্যবলে লক্ষকল্প তাঁহাকে অপায়ে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় নাই। "পুণ্যক্ষেত্র প্রভাবেও মহতী চেতনাবলে দানফল অতিশয় মহৎভাবে উৎপন্ন হয়, তাই অচিন্তনীয় বুদ্ধের প্রতি প্রসন্নতা উৎপাদন করিলে বিপাকও অচিন্তনীয় হয়। জন্মে জন্মে এই পুণ্য অতিশয় অনুবল দিয়া থাকে।" পরে ইনি বিপশ্বী ভগবানকে কেতকী পুষ্পে পূজা করেন। এই মহৎ পুণ্যপ্রভাবে সুগতি সুখ ভোগের পর গৌতম বুদ্ধের সময়ে বিম্বিসার রাজার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম রাখিলেন—'অভয়' নিগণ্ঠ নাথ পুত্র উভয় কোটিক প্রশ্ন তাঁহাকে শিক্ষা দিয়া বলিল—"যাও শ্রমণ গৌতমকে এই প্রশ্ন করিয়া পরাস্ত কর।" তৎপর তিনি বুদ্ধের নিকট আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, শাস্তা তাঁহাকে সদুত্তরে প্রীত করিলে বুদ্ধের উপাসক বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। পরে রাজা বিম্বিসারের মৃত্যুতে শোক সন্তপ্ত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং শাসনের সার প্রদর্শন পূর্ব্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

২৬। সুত্বা সুভাসিতং বাচং বুদ্ধস্সাদিচ্চবন্ধুনো,
পচ্চব্যাধী হি নিপুণং বালগ্গং উসুনা য়থা'তি। ৬

অভয়ো থেরো।

২৬। আদিত্য বন্ধু বুদ্ধের চারি সত্য বাক্য শুনিয়া যেমন ধানুকী অব্যর্থশর বিদ্ধ করে, তেমন নিরোধ সত্যকে অবগত হইয়াছ। ৬

লোমসকঙ্গিয় স্থবির। ২৭

ইনি ৯১ কল্প পূর্ব্বে বিপশ্বীবুদ্ধকে নাগপুষ্পদ্বারা পূজা করেন। পরে কশ্যপবুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হন। সেই সময় ভগবান 'ভদ্দেক রত্ত সুত্ত' দেশনা করেন। একজন ভিক্ষু এই সুত্ত অপর ভিক্ষুকে আবৃত্তি করিলেও তিনি উহা আয়ত্ত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি অধিষ্ঠান করিলেন যে "আমি অনাগতে তোমাকে এই সুত্ত শ্রবণ করাইতে সমর্থ হইব।" ভাল আমাকে জিজ্ঞাসা করিও। তৎমধ্যে প্রথম ব্যক্তি এক বুদ্ধকল্প দেব-নর-কুলে পরিভ্রমণ করিয়া গোতম বুদ্ধের সময়ে কপিলবাস্তুতে শাক্যকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। সোণ স্থবিরের ন্যায় তাঁহার পদতলেও লোম উঠিয়াছিল। সেই কারণে নাম হইয়াছিল—লোমসকঙ্গিয়। অপর ব্যক্তি দেবলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া চন্দন নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। লোমসকঙ্গিয় অনুরুদ্ধ প্রভৃতি প্রব্রজিত হইলে, প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা করিলেন না। তখন চন্দন দেবপুত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া 'ভদ্দেকরত্তং' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিতে পারিলেন না. দেবপুত্র তাঁহাকে নিগ্রহ করিয়া উভয়ে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ বলিলেন— কশ্যপ ভগবানের সময়ে তোমাদের এই সুত্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। তখন লোমসকঙ্গিয়

বলিলেন— 'ভগবন্, আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।' ভগবান বলিলেন— "মাতাপিতার অনুমতি অপ্রাপ্ত পুত্রকে তথাগতেরা প্রব্রজ্যা প্রদান করেন না।" সে মাতাপিতার নিকটে যাইয়া প্রব্রজ্যার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিলে মাতা-পিতা বলিল— 'তাত, তুমি সুকোমল, কি প্রকারে প্রব্রজিত হইবে।" "আমি উপদ্রব সহ্য করিতে সমর্থ" বলিয়া তিনি এই গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণে মাতা-পিতা অনুমতি দিলেন যে 'যাও প্রব্রজিত হও।' তিনি প্রব্রজিত হইয়া কর্ম্মস্থান ভাবনার্থ বনে প্রবেশ করিলে ভিক্ষুরা তাঁহাকে বলি-লেন— "বন্ধু, তুমি সুকোমল, অরণ্যে বাস করিতে পারিবে কি?" তিনি পূর্ব্বোক্ত গাথা বলিয়া অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অচিরে অর্হৎ হইলেন ও নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

২৭। দব্বং কুসং পোটকিলং, উসীরং মুঞ্জ বব্বজং,
উরসা পনুদহিস্সামি বিবেকমনুব্রূহয়ন্তি। ৭
লোমসকঙ্গিয়ো থেরো।

আমি দুর্ব্বা, কুশ, সকণ্টক বৃক্ষ, উশীর, মুঞ্জ, বব্বজ তৃণ প্রভৃতি বক্ষঃদ্বারা অপনীত করিয়া সেই দুঃখ সহ্য করিব, পায়ের দ্বারা কথাই বা কি! তথাপি আমি কায়-বিবেক, চিত্ত-বিবেক ও উপধি বিবেককে অবলম্বন করিব। ৭

জম্বুগামিয় স্থবির। ২৮

ইনি পূর্ব্ববুদ্ধগণের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্ব্বে বেশ্বভূ বুদ্ধের সময়ে কিংশুক পুষ্প লইয়া বুদ্ধগুণ স্মরণ পূর্ব্বক আকাশের দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই পুষ্পপূজা ফলে তাবতিংস স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে চম্পা রাজ্যে জম্বুগামিয় উপাসকের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই কারণে জম্বুগামিয় পুত্র নামে

* সি— পব্বজং।

পরিচিত ছিলেন। তিনি ভগবানের ধর্ম্ম শ্রবণে সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া প্রব্রজিত হন এবং সাকেত রাজ্যের অঞ্জন বনে কর্ম্মস্থান ভাবনা করেন। একদা তাঁহার পিতা ভাবিলেন— 'আমার পুত্র কি সত্যই শাসনে সন্তুষ্ট হইয়া বাস করিতেছে, না কোন প্রকারে।" একদা তাঁহার পরীক্ষার জন্য 'কচ্চি নো বত্থপসুত্তো' গাথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি সেই গাথা পাঠ করিয়া চিন্তা করিলেন— "আমার পিতা আমার প্রমাদ বিহারে আশঙ্কা করিতেছেন। আমি অদ্যাপিও পৃথগ্‌জনভূমিকে অতিক্রম করিতে পারি নাই।" ইহাতে অনুতপ্ত হইয়া দৃঢ়বীর্য্যের সহিত সাধনা করত অচিরেই অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। পরে চম্পারাজ্যে গমন করিয়া ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন। ইহাতে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ প্রসন্ন হইয়া অনেক সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। স্থবির পিতৃ-প্রদত্ত গাথায় অর্হৎ হইয়া পুনঃ সেই গাথা ভাষণ করিলেন।

২৮। কচ্চি নো বত্থ পসুত্তো, কচ্চি নো ভূসনারতো,
কচ্চি সীলময়ং গন্ধং, ত্বং বাসি নেতরা পজা'তি। ৮
জম্বুগামিকপুত্তো থেরো।

তুমি চীবরাদি বস্তুতে ও শরীরের ভূষণ-মণ্ডনে নিযুক্ত হও নাই ত? তুমি অন্যান্য দুঃশীলের মত দুঃশীল গন্ধ প্রবাহিত না করিয়া শীলময় সুগন্ধ প্রবাহিত করিতেছ কি? ৮

হারিত স্থবির। ২৯

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্ব্বে সুদর্শন নামক পচ্চেক বুদ্ধকে কুটজ-পুষ্পদ্বারা পূজা করেন। সেই পুণ্যবলে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল হারিত। তাঁহার মাতা-পিতা এক ব্রাহ্মণ কুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিলেন। তাহারা স্ত্রী-স্বামী দুইজন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিতে লাগিল। একদা নিজের ও স্ত্রীর রূপ

দর্শন করিয়া বলিতে লাগিল— "এই রূপকে অচিরে জরা-মৃত্যু ধ্বংশ করিবে।" এই বলিয়া সংবেগ উৎপাদন করিল। কিছুদিন পরে কৃষ্ণ সর্পের দংশনে তাহার ভার্য্যার মৃত্যু হয়। সে পূর্ব্বাপেক্ষা সংবিগ্ন হৃদয়ে শাস্তার নিকটে গিয়া প্রব্রজিত হইল ও নিজের চরিতানুযায়ী কর্ম্মস্থান ভাবনা করিয়া কোন ফল পাইল না। চিত্ত কিছুতেই ঋজু হইল না। একদিন গ্রামে যাইয়া দেখিল যে— বাণ প্রস্তুতকারীরা ইষুদণ্ডে বাণ সমূহ সরল করিতেছে, ইহা দেখিয়া চিন্তা করিল যে— "এই অচেতন বাণ সরল হইতেছে, আমি কেন চিত্তকে সরল করিতে পারিব না।" সেই হইতে দৃঢ়তার সহিত কর্ম্মস্থান ভাবনায় মনোযোগী হইলেন। শাস্তা এমন সময় আকাশে বসিয়া 'সমুন্নময়' গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণ করিয়া অচিরেই তিনি অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন। অর্হৎ হইয়া শাস্তা-ভাষিত সেই গাথা পুনরাবৃত্তি করিলেন।

২৯। সমুন্নময়মত্তানং উসুকারোব তেজনং,
চিত্তং উজুং করিত্বান, অবিজ্জং ভিন্দ হারিতা'তি। ৯
হারিতো থেরো।

হে হারিত, বাণ প্রস্তুতকারীরা ইষুদণ্ডে বাণকে যেমন সরল করে, তেমন তুমি বীর্য্য-শমথ যোজনা পূর্ব্বক স্বীয় চিত্তকে সরল করিয়া অবিদ্যাকে দলন কর। ৯

উত্তিয় স্থবির। ৩০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্ব্বে সিদ্ধার্থ বুদ্ধের সময় চন্দ্রভাগা নদীতে কুম্ভীর হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। সে পরতীরে গমনেচ্ছুক সমাগত বুদ্ধকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইল। বুদ্ধকে পার করিবার ইচ্ছায় তীর সমীপে শুইয়া পড়িল। ভগবান দয়া করিয়া তাহার পৃষ্ঠে পদস্থাপন করিলে, সে দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া শীঘ্র

পরতীরে নিয়া পৌছাইয়া দিল। বুদ্ধ তাহার চিত্ত-প্রসাদ দেখিয়া বলি-লেন—“এই কুম্ভীর, পর জন্মে দেবলোকে জন্ম গ্রহণ করিবে, তৎপর সুগতি ভূমিতে বিচরণ করিয়া ৯৪ কল্প পরে নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিবে।” কুম্ভীর বুদ্ধের কথিত নিয়মে জন্ম গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। তাহার নাম হইল—উত্তিয়। সে বয়ঃপ্রাপ্তে ‘অমৃত অনুসন্ধান করিব’ ভাবিয়া পরিব্রাজক হইল। একদা ভগবানের ধর্ম্মশ্রবণ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। শীল বিশুদ্ধির অভাবে মার্গফল লাভ করিতে না পারিয়া ভাবিলেন—‘অন্যান্য ভিক্ষুরা মার্গফল লাভ করিতেছেন, অথচ আমি পারিতেছিনা।’ পুনরায় বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রার্থনা করিলে, বুদ্ধ বলিলেন—“তাহা হইলে হে উত্তিয়, তুমি আদিতে বিশোধন কর।” বুদ্ধের এই সংক্ষিপ্ত উপদেশে থাকিয়া দৃঢ়বীর্য্যের সহিত বিদর্শন ভাবনায় মনোযোগী হওয়ার পর তাহার রোগ উৎপন্ন হইল। রোগাবস্থায় তাঁহার সংবেগ উৎপন্ন হইল এবং ভাবনার প্রতি উৎসাহিত হইয়া অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া নিজের সদাচার ব্যক্ত মানসে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৩০। আবাধো মে সমুপ্পন্নো, সতি মে উপপজ্জথ,
আবাধো মে সমুপ্পন্নো, কালো মে নপ্পমজ্জিতুন্তি। ১০

উত্তিয়ো থেরো।

তত্রুদ্দানং

নিগ্রোধ চিত্তকো থেরো গোসালথেরো সুগন্ধো,
নন্দিয়ো অভয়ো থেরো থেরো লোমসকঙ্গিয়ো;
জম্বুগামিকপুত্তো চ হারিতো উত্তিয়ো ইসী’তি।

দৃঢ়বীর্য্য সহকারে সাধনা করিতে করিতে আমার রোগোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিও জাগ্রত হইল, এখন আমার রোগ হইয়াছে, আর প্রমাদিত হইবার সময় আমার নাই, রোগের শ্রীবৃদ্ধি না হইতেই মার্গফল লাভ করা উচিত। ১০

চতুত্থ বগ্‌গো ।

গহ্বরতীরিয় স্থবির । ৩১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্ব্বে শিখী ভগবানের সময় জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যাধ হইয়া মৃগয়ার্থ অরণ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। তখন এক বৃক্ষমূলে শিখী বুদ্ধ নাগ-যক্ষদিগকে ধর্ম্মদেশনা করিতেছেন দেখিতে পাইলেন। উহাতে অতিশয় প্রসন্ন হইয়া "ইহাকেই ধর্ম্ম বলে" এই স্বরে নিমিত্ত গ্রহণ পূর্ব্বক দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল অগ্নিদত্ত। তিনি ভগবানের যমক প্রাতিহার্য্য ঋদ্ধি দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হন। তৎপর গহ্বরতীর নামক এক অরণ্যে কর্ম্মস্থান ভাবনা করেন। সেই কারণে তাঁহার নাম হইয়াছিল গহ্বরতীরিয়। তথায় অচিরেই তিনি অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। অর্হৎ হইয়া ভগবানকে বন্দনা পূর্ব্বক শ্রাবস্তীতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ স্থবিরের আগমনে মহাদান প্রবর্ত্তন করিলেন। স্থবির কয়েকদিবস তথায় বাস করিয়া অরণ্যে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জ্ঞাতিগণ বলিলেন—"ভন্তে, অরণ্যে দংশক-মশকের উপদ্রব যথেষ্ট, এখানে বাস করুন।" স্থবির বলিলেন—'অরণ্যবাসেই আমার রুচীবোধ হয়।' তাই বিবেক-সুখ জ্ঞাপন মানসে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৩১। ফুট্‌ঠো ডংসেহি মকসেহি, অরঞ্ঞস্মিং ব্রহা বনে,
নাগো সঙ্গামসীসেব, সতো তত্রাধিবাসয়ে'তি। ১

\+ গহ্বরতীরিয়ো থেরো।

\+ সি—গহ্বরতীরিয়ো।

সংগ্রামকারী হস্তী যেমন বিপক্ষ সেনার বহু প্রহার সহ্য করে, তেমন যোগীকে মহাঅরণ্যে দংশক, মশক প্রভৃতি দংশন করিলেও স্মৃতি সহকারে তিনি উহা সহ্য করিবেন, তথাপি বুদ্ধ-প্রশংসিত অরণ্য ত্যাগ করিবেন না। ১

সুপ্রিয় স্থবির। ৩২

ইনি পদ্মমুত্তর বুদ্ধের সময় তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্যে বাস করেন। তথায় সশ্রাবক ভগবানকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে ফলদান করেন। পরে কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কল্যাণমিত্র সংসর্গে সংবেগ প্রাপ্ত হওত প্রব্রজিত হন এবং বহুশ্রুত বলিয়া পরিচিত হন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ও সুপণ্ডিত বলিয়া বড়ই অভিমান দেখাইতেন। সেই কারণে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে শ্মশান রক্ষকের কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। নাম হইল—সুপ্রিয়। একদা সোপাক স্থবিরের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন ও সদাচার গুণে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হওত নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৩২। অজরং জীরমানেন তপ্পমানেন নিব্বুতিং,
* নিম্মিস্সং পরমং সন্তিং, য়োগক্খেমং অনুত্তরন্তি। ২
সুপ্পিয়ো থেরো।

আমি প্রতি মুহূর্ত্তে জরাদ্বারা মর্দ্দিত হইয়া ও কামাগ্নি প্রভৃতিদ্বারা পরিতপ্ত হইয়া অজর, পরম শান্তিভূত, চারিযোগ মুক্ত, অনুত্তর, নির্ব্বাণ লাভ হেতু চিত্তকে পরিবর্ত্তন করিব। যেমন মনুষ্যেরা কোন ভাণ্ড পরিবর্ত্তন করিয়া নিরপেক্ষ হয়, তেমন আমি কায়-জীবনের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া নির্ব্বাণ সেবন করিব। ২

---

* সি—নিরামিসং।

সোপাক স্থবির। ৩৩

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ককুসন্ধ বুদ্ধের সময় এক কুটুম্বিক-পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন বুদ্ধকে দর্শন করিয়া বীজপূর্ণ ফল দান করেন। ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়া এ দান গ্রহণ করিলেন। তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে পালাক্রমে দান দিতেন ও তিনজন ভিক্ষুকে আজীবন ক্ষীরভাত দিয়া মরণান্তে বহুজন্ম পুণ্য সঞ্চয় করত মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তখনও এক পচ্চেকবুদ্ধকে ক্ষীরভাত দান করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক দরিদ্রা স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন হন। তাঁহার মাতা প্রসবকালীন প্রসব করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। বহুক্ষণ মূর্চ্ছিতাবস্থায় থাকাতে জ্ঞাতিবর্গ মৃত ধারণায় চিতা সজ্জিত করিয়া শ্মশানে তুলিয়া দিল, কিন্তু দেব-প্রভাবে মহাবৃষ্টির দরুণ অগ্নি না দিয়া সকলে চলিয়া গেল। বালকের এই শেষ জন্ম, তাই দেব-প্রভাবে নিরাপদে মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইল। মাতা কিন্তু মরিয়া গেল। দেবতা মনুষ্য বেশে বালককে শ্মশান রক্ষকের বাড়ীতে লইয়া গেল এবং কিছুদিন ছেলেটিকে পোষণ করিল; পরে শ্মশান রক্ষক নিজের পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিল। সে অন্য বালকের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিত। শ্মশানে জন্ম ও শ্মশানে বর্দ্ধিত বিধায় সোপাক নামে সে পরিচিত হইল। তাহার বয়স যখন সাত বৎসর হয়, ভগবানের শুভদৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। তখন ভগবান শ্মশানে আসিলেন, বালক ভগবানকে বন্দনা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ করিলেন। সে ধর্ম্মশ্রবণান্তে প্রব্রজ্যা যাজ্ঞা করিলে ভগবান বলিলেন—'পিতার অনুমতি পাইয়াছ কি?' সে তখনই পিতাকে আনিয়া ভগবানের নিকট হাজির করিল। পিতা ভগবানকে বলিল— 'ভন্তে, এই বালককে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।' ভগবান তাহাকে প্রব্রজ্যাদিয়া মৈত্রীভাবনা শিক্ষা দিলেন। তিনি শ্মশানে কিছুদিন মৈত্রী-ভাবনা করিয়া পরে অর্হৎ হইলেন এবং অর্হৎ হইয়া অন্যান্য শ্মশানবিহারী ভিক্ষুদিগকে মৈত্রী-ভাবনাদিয়া মার্গফল লাভের পন্থা প্রকাশ করত নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৩৩। য়থাপি একপুত্তস্মিং পিয়স্মিং কুসলী সিয়া,
এবং সব্বেসু পাণেসু সব্বত্থং কুসলো সিয়া'তি। ৩
সোপাকো থেরো।

যেমন একমাত্র প্রিয় পুত্রের প্রতি মাতাপিতা তাহার হিত-কামনা করিয়া থাকে, তেমন সকল সময়ে সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিতভাব পোষণ করিবে। ৩

পোসিয় স্থবির। ৩৪

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্ব্বে তিষ্য ভগবানের সময় জন্ম গ্রহণ করেন। তখন মৃগয়া করিয়া অরণ্যে বাস করিত। ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়া অরণ্যে গমন পূর্ব্বক তাহাকে দেখা দিলেন। সে বুদ্ধকে দেখিয়া আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইল। ভগবান তাহাকে বসিবার ইঙ্গিত করিলেন। সে তখনি তৃণ আনিয়া সমভূমিতে বিছাইয়া দিল। ভগবান তৃণাসনে বসিলেন। বুদ্ধের আসন গ্রহণে সে অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। তখন বুদ্ধ চিন্তা করিলেন—"তাহার এতটুকু কুশলবীজে যথেষ্ট হইবে।" তারপর চলিয়া গেলেন। বুদ্ধ চলিয়া যাওয়ার পরক্ষণেই এক সিংহ আসিয়া তাহাকে হত্যা করিল। সে মরিয়া দেবলোকে জন্ম গ্রহণ করিল। যদি ভগবান তাহার নিকট না আসিতেন, সে এই সিংহকবলে পড়িয়া নিশ্চয়ই নিরয়ে জন্ম লইত। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে সে শ্রাবস্তীতে এক মহাবিভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠী-পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। সঙ্গামজি স্থবিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পোসিয় নামে পরিচিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্তে তাহার বিবাহ হয়। তাহার এক পুত্র-সন্তান হইল। কিছুদিন পরে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্যে চলিয়া যান। তথায় অর্হত্ব ফল লাভ করেন। অর্হৎ হইয়া শ্রাবস্তীতে

আগমন পূর্ব্বক ভগবানকে বন্দনা করেন। একদা জ্ঞাতিগণের প্রতি দয়া করিয়া জ্ঞাতি গৃহে আগমন করেন। তখন তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ভার্য্যা তাঁহাকে বন্দনা করিয়া আসন প্রদান সময় গৃহী কালের ন্যায় ব্যবহার করত প্রলোভিত করিতে লাগিল। স্থবির ভাবিলেন— "অহো, এই বালান্ধ স্ত্রী আমার প্রতি কিরূপ আচরণ করিতেছে!" তিনি কিছুই না বলিয়া তখনই অরণ্যে চলিয়া গেলেন। অরণ্যবিহারী ভিক্ষুরা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন— "কেন বন্ধু, এত শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, আপনার জ্ঞাতিগণ আপনাকে কি দেখেন নাই?" স্থবির যাবতীয় বৃত্তান্ত বলিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৩৪। অনাসন্নবরা এতা, নিচ্চমেব বিজানতা,
গামা অরঞ্ঞমাগম্ম, ততো গেহং উপাবিসি;
ততো উট্ঠায় পক্কামি অনামন্তেত্বা পোসিয়ো'তি। ৪
পোসিয়ো থেরো।

যাহারা স্ত্রী চরিত্র জানে, তাহাদের সকল সময় স্ত্রীলোক হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ। আমি অরণ্য হইতে গ্রামে গমন করি; তথা হইতে গৃহে উপস্থিত হই। পোসিয় বিছানা হইতে উঠিয়া ভার্য্যাকেও কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিল। ৪

সামঞ্ঞকানি স্থবির। ৩৫

ইনি পূর্ব্ববুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে বিপশ্বী বুদ্ধকে একখানি মঞ্চ (খাটিয়া) দান করেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে দেব-নরকুলে বহুজন্ম পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় এক পরিব্রাজকের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল— সামঞ্ঞকানি। তিনি ভগবানের যমক প্রাতিহার্য্য ঋদ্ধি দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হন। পরে কর্ম্মস্থান ভাবনা

করিয়া অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হন। 'কাতিয়ান নামে স্থবিরের একজন গৃহী-বন্ধু ছিল। সে বুদ্ধের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আজীবক সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হয়। তথায় আহার-কষ্টে কালাতিপাত করিয়া স্থবিরের নিকট উপস্থিত হওত বলিল যে—"তোমরা শাক্যপুত্র কুলে বেশ সুখে জীবন যাপন করিতেছ, আমরা বড়ই দুঃখে জীবন যাপন করিতেছি। কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহ-পরকালে সুখে থাকিতে পারিব" তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। স্থবির বলিলেন—"একান্ত সুখ বলিতে গেলে লোকোত্তর সুখ, তাহা লাভ করিতে হইলে তদনুরূপ সদাচারী হইতে হইবে।" স্থবির নিজে সেই সুখ লাভ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশার্থ নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন। পরিব্রাজক গাথা শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অচিরেই অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন।

৩৫। সুখং সুখত্থো লভতে তদাচরং
কিত্তিঞ্চ পপ্পোতি য়সস্স বড্ঢতি,
য়ো অরিয়মট্ঠঙ্গিকমঞ্জসং উজুং
ভাবেতি মগ্গং অমতস্স পত্তিয়া'তি। ৫

সামঞ্ঞকানি থেরো।

যিনি সরল আর্য্যাষ্টাঙ্গিকমার্গ নির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্য ভাবনা করেন, সেই সুখার্থী তদনুরূপ আচরণ করিয়া ধ্যান-সুখ ও নির্ব্বাণ-সুখ লাভ করিয়া থাকেন। সেই কারণে তিনি সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন ও পরিবার সম্পত্তিতে বৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ৫

কুমাপুত্র স্থবির। ৩৬

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে মৃগচর্ম্ম পরিহিত তাপস হইয়া বন্ধুমতী নগরের রাজোদ্যানে বাস করিতেন।

তখন বিপশ্বী বুদ্ধকে পদম্রক্ষণ তৈল প্রদান করেন। সেই পুণ্যফলে গৌতম বুদ্ধের সময় অবন্তী রাজ্যে বেলুকণ্টক নগরে গৃহপতি কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—নন্দ। মাতার নাম ছিল—কুমা। সেই কারণে কুমা-পুত্র নামে পরিচিত। সারীপুত্র স্থবিরের ধর্ম্ম শুনিয়া তিনি প্রব্রজিত হন। পরিয়ন্ত পর্ব্বত পার্শ্বে সাধনা করিতেন। উহাতে ফল না পাইয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন এবং বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া কর্ম্মস্থান বিশোধন পূর্ব্বক অর্হত্ব ফল লাভ করেন। অর্হৎ হইয়া কায়বিকার-গ্রস্ত অরণ্য-বিহারী ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৩৬। সাধু সুতং সাধু চরিতকং, সাধু সদা অনিকেতবিহারো,
অত্থপুচ্ছনং পদক্খিণকম্মং, এতং সামঞ্ঞং অকিঞ্চনস্সা'তি। ৬
কুমাপুত্তো থেরো।

আপনাদের পক্ষে দশবিধ কথা শ্রবণ সাধু, অল্পেচ্ছাদি আচরণ সাধু, সর্ব্বদা পঞ্চকামগুণ নিকেতন ত্যাগ করিয়া আর্য্য-নিকেতনে বাস করা সাধু, কল্যাণমিত্রের নিকট কুশলাদি অর্থ জিজ্ঞাসা করা ও তদনুরূপ আচরণ করা সাধু, অকিঞ্চনের বা ক্ষেত্র-বস্তু-সোণা-রূপা-দাস দাসী প্রভৃতির প্রতি যে নিস্পৃহ ভাব ইহাই শ্রামণ্য ধর্ম্ম। ৬

কুমা-পুত্র সহায় স্থবির। ৩৭

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্ব্বে সিদ্ধার্থ বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা অরণ্য হইতে বহু যষ্টি আনয়ন করিয়া সঙ্ঘকে প্রদান করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে বেলুকণ্টক নগরে ধনাঢ্য কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার

নাম ছিল— সুদত্ত। কেহ কেহ ঝসুলও বলিয়া থাকেন। ইনি কুমা-পুত্রের একজন বন্ধু। শুনিলেন যে— 'কুমা-পুত্র প্রব্রজিত হইয়াছে।' তখন ভাবিলেন— 'কুমা-পুত্র যেই ধর্ম্ম-বিনয়ে প্রব্রজিত হইয়াছে, নিশ্চয় সেই ধর্ম্ম-বিনয় হীন হইবে না। তিনিও প্রব্রজ্যা লাভের ইচ্ছায় বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হন। বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক কুমা-পুত্রের সহিত পরিয়স্ত পর্ব্বতে ভাবনা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে বহু ভিক্ষু নানা জনপদ হইতে বিচরণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই কারণে স্থানটি কোলাহল পূর্ণ হইয়া উঠিল। সুদত্ত স্থবির এই অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন— 'এই ভিক্ষুরা নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজিত হইয়া জনপদ বিতর্কে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন ও সমাধি চিত্ত হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন।' এই কারণে সংবেগ উৎপাদন পূর্ব্বক নিজের চিত্তকে দমন করত নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন এবং অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন।

৩৭। নানা জনপদং য়ন্তি, বিচরন্তা অসঞ্ঞতা,
সমাধিঞ্চ বিরাধেন্তি কিংসু রট্‌ঠচরিয়া করিস্সতি;
তস্মা বিনেয়্যং সারম্ভং, ঝায়েয়্য অপুরক্খতো'তি। ৭
কুমাপুত্তথেরস্স সহায়কো থেরো।

যাহারা নানা জনপদে গমন করে ও অসংযতভাবে বিচরণ করে, তাহারা সমাধি-ভাবনা হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে। নানা রাজ্যে বিচরণ করিয়া কি ফল হইবে? সেই কারণে চিত্ত-ক্লেশকে দমন করিবে; মিথ্যাদৃষ্টি-বিতর্কের ও তৃষ্ণার বশীভূত না হইয়া কর্ম্মস্থানে মনোনিবেশ করিবে। ৭

গবম্পতি স্থবির। ৩৮

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্ব্বে শিখী বুদ্ধকে পুষ্প-পূজা করেন। কোনাগম বুদ্ধের চৈত্যে ছত্র দান ও

বেদিকা নির্ম্মাণ করেন। কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই গৃহে অনেক গরু ছিল। গোপালক উহাদিগকে রক্ষা করিত। তিনি গরুগুলির ভালমন্দ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তখন এক অর্হৎ স্থবির গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বহির্গ্রামে নিত্য একস্থানে ভোজন করিতেন। তিনি উহা দেখিয়া মনে করিলেন— 'আর্য্য রৌদ্রতাপে কষ্ট পাইতেছেন. তখন চারিটি শিরীষ দণ্ডের উপর একটি শাখা মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সেই পুণ্যফলে মরণান্তে চাতুর্ম্মহারাজিক দেবলোকে উৎপন্ন হন। তাঁহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে বিমান দ্বারে বর্ণ-গন্ধ সম্পন্ন, নিত্য-পুষ্পিত এক শিরীষ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। সে কারণে ঐ বিমান শিরীষক বিমান নামে পরিচিত ছিল। তৎপর গৌতম বুদ্ধের সময় যশ প্রমুখ চারি বন্ধুর মধ্যে গবম্পতি নামে পরিচিত হন। যশের প্রব্রজ্যা সংবাদ শুনিয়া বন্ধুগণ সহিত গমন পূর্ব্বক বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করত অর্হত্বফল প্রাপ্ত হন। অর্হৎ হইয়া সাকেতের অঞ্জন বনে বিমুক্তিসুখে বাস করেন। সেই সময় ভগবান বহু ভিক্ষু সঙ্ঘ সহিত ঐ অঞ্জন বনে গিয়া বাস করেন। ভিক্ষুরা শয্যাসনের অভাবে বিহারের সমীপস্থ সরভূ নদীর বালুকা পুলিনে শয়ন করেন। হঠাৎ অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে জলস্রোত আসিলে শ্রামণেরা চেঁচাইয়া উঠিল। ভগবান উহা শুনিয়া আয়ুষ্মান গবম্পতিকে ডাকাইয়া বলিলেন। "হে গবম্পতি, তুমি এখনই যাইয়া জল-স্রোত নিরোধ পূর্ব্বক ভিক্ষুদের নিরাপদ বাসের ব্যবস্থা কর।" স্থবির বুদ্ধের বচনে ঋদ্ধিবলে তখনই নদী-স্রোত নিরোধ করিয়া দূরে পর্ব্বত কূটের ন্যায় নদী তীর উচ্চ করিয়া দিলেন। সেই হইতে স্থবিরের প্রভাব প্রকাশিত হইল। ভগবান একদা দেব পরিষদের মধ্যে বসিয়া দেখিলেন যে—তিনি ধর্ম্ম-দেশনা করিতেছেন। তিনি তাঁহার গুণ প্রকাশার্থ প্রশংসাচ্ছলে গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা পাঠের পরে বহুলোক মার্গফল প্রাপ্ত হইল। স্থবির গাথাযোগে বুদ্ধ-পূজা মানসে পুনরায় সেই গাথা ভাষণ করিলেন।

৩৮। যো ইদ্ধিয়া সরভূং অট্ঠপেসি
গবম্পতি সো অসিতো অনেজো,
তং সব্বসঙ্গাতিগতং মহামুনিং
দেবা নমস্সন্তি ভবস্সপারগুন্তি। ৮

গবম্পতি থেরো।

যিনি ঋদ্ধিবলে সরভূ নদীর জল পর্ব্বতকূটের ন্যায় এক স্থানে স্থাপন করিলেন, তৃষ্ণা-দৃষ্টিশূন্য ও ক্লেশহীন তিনি সেই গবম্পতি। সমস্ত কাম-দ্বেষ-মোহ-মান-দৃষ্টি অতিক্রমকারী, কামভব ও কর্ম্মভবের পরপারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত সেই মহামুনিকে দেবগণ নমস্কার করিয়া থাকে।

তিষ্য স্থবির। ৩৯

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া তিষ্য বুদ্ধের বোধি-মূলে পুরাণ পত্র পরিষ্কার করেন। সেই পুণ্যফলে গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিল-বাস্তু নগরে ভগবানের পিতৃব্য পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—তিষ্য। ভগবানের নিকট প্রব্রজিত হইয়া এক অরণ্যে বাস করিতেন। তিনি জাত্যভিমান কারণে, ক্রোধ, উপায়াসবহুল ও অপরের দোষদর্শী হইয়া বিচরণ করিতেন। ধ্যান সাধনে উৎসাহ ছিল না। একদা শাস্তা দিব্যচক্ষে তাঁহাকে দিবা বিশ্রাম স্থানে মুখ খুলিয়া নিদ্রা যাইতে দেখিয়া শ্রাবস্তী হইতে আকাশ পথে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার উপরিভাগে আকাশে বসিয়া আলোক সম্পাত করিলেন। তিনি সেই আলোকে জাগ্রত হইলে তাঁহার স্মৃতি উৎপাদন পূর্ব্বক উপদেশ গাথা বলিলেন। স্থবির গাথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় সংবিগ্ন হৃদয়ে ভাবনা করিতে লাগিলেন। ভগবান তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাত

হইয়া 'তিষ্য স্থবির সূত্র' দেশনা করিলেন। তিনি দেশনার পরে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া পুনরায় এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৩৯। সত্তিয়া বিয় ওমট্ঠো, ডয্হমানেব মত্থকে,
কামরাগপ্পহানায়, সতো ভিক্খু পরিব্বজে'তি। ৯
তিস্সো থেরো।

একদিকে ধারাল বিশিষ্ট শক্তিদ্বারা প্রহৃত হইয়া চিকিৎসা করার ন্যায় ও দাহ্যমান মস্তকের অগ্নি বীর্য্যবলে নির্ব্বাপন করার ন্যায় কামরাগকে পরিত্যাগ করিবার জন্য স্মৃতিশীল অপ্রমত্ত ভিক্ষু অতিশয় উৎসাহের সহিত ধ্যান সাধনায় অবহিত হইবে। ৯

বৰ্দ্ধমান স্থবির। ৪০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্ব্বে তিষ্য বুদ্ধের সময়ে এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে তিষ্য বুদ্ধকে আম্রফল দান করেন। সেই পুণ্য প্রভাবে দেবলোকে উৎপন্ন হন। তৎপর গৌতম বুদ্ধের সময় বৈশালীর লিচ্ছবি রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল— বর্দ্ধমান। তিনি অতিশয় শ্রদ্ধাবান উপাসক ছিলেন, কখনও সঙ্ঘসেবায় ত্রুটী করিতেন না। কোন এক অপরাধে তাঁহার পিণ্ডগ্রহণ বন্ধ করা হইলে, তিনি সঙ্ঘের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অতিশয় সংবেগ প্রাপ্ত হন। পরে প্রব্রজিত হইয়া আলস্য-তন্দ্রার বশীভূত হইলে, ভগবান তাঁহার সংবেগ উৎপাদনার্থ গাথা ভাষণ করিলেন। সেই গাথা শ্রবণ করিয়া তিনি অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন এবং বুদ্ধ-ভাষিত সেই গাথার পুনরাবৃত্তি করেন।

৪০। সত্তিয়া বিয় ওমট্ঠো, ডয্হমানেব মথকে,
ভবরাগপ্পহানায়, সতো ভিক্খু পরিব্বজে'তি। ১০
বড্ঢমানো থেরো।

তক্রুদানং

গহ্বর'তিরিয়ো সুপ্পিয়ো সোপাকো চ পোসিয়ো চ,
সামঞ্ঞকানি কুমা-পুত্তো কুমাপুত্ত-সহায়কো ;
গবম্পতি তিস্স থেরো বড্ঢমানো মহায়সো'তি।

একদিকে ধারাল বিশিষ্ট শক্তির দ্বারা প্রহৃত হইয়া চিকিৎসা করার ন্যায়, দাহ্যমান মস্তকের অগ্নি নির্ব্বাপন করার ন্যায়, রূপরাগ ও অরূপরাগের পরিত্যাগ করিবার জন্য স্মৃতিশীল অপ্রমত্ত ভিক্ষু অতিশয় উৎসাহের সহিত ধ্যান সাধনায় অবহিত হইবে। ১০

পঞ্চম বগ্গো

শ্রীবর্দ্ধ স্থবির। ৪১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে বিপশ্বী ভগবানের সময় এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে কিঙ্কিনি পুষ্পদ্বারা ভগবানকে পূজা করিয়া দেবলোকে উৎপন্ন হন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল— শ্রীবর্দ্ধ। ভগবান রাজগৃহে আসিয়া রাজা বিম্বিসার প্রমুখ প্রজাবর্গকে যখন ধর্ম্মদেশনা করেন, তখনই প্রব্রজিত হন। তৎপর বেভার ও পণ্ডব পর্ব্বতের অনতিদূরে অরণ্যের এক গুহায় কর্ম্মস্থান ভাবনা করেন। সেই সময়ে মহাঅকাল মেঘ উত্থিত হয়। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চম্‌কিতে লাগিল, যেন অশনি তুল্য পর্ব্বত বিবরে প্রবেশ করিতেছে। তখন ঘর্ম্মাক্তকলেবর স্থবির মেঘের বাতাসে শান্তি বোধ করিলেন। ঋতুসুখ লাভ করিয়া তাঁহার চিত্ত একাগ্রতা লাভ করিল। এমন সময় বিদর্শন ভাবনার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। অর্হৎ হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৪১। বিবরমনুপতন্তি বিজ্জুতা, বেভারস্স চ পণ্ডবস্স চ,
নগবিবরগতো চ ঝায়তি, পুত্তো অপ্পটিমস্স তাদিনো'তি। ১
সিরিবড্ঢো থেরো।

বেভার ও পণ্ডব পর্ব্বতের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ ঝলসিতে লাগিল। পর্ব্বত গুহায় শীলাদি গুণে অপ্রতিম বুদ্ধের ধর্ম্মৌরস জাত পুত্র শমথ-বিদর্শন ধ্যান করিতে লাগিলেন। ১

ইনি পদ্মুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরে এক তীর্থ নাবিক কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মহাগঙ্গার প্রয়াগতীর্থে লোকজন নদীপার করিতেন। একদা সশ্রাবক বুদ্ধ নদীতীরে উপস্থিত হইলে অতিশয় পূজাসৎকার পূর্ব্বক প্রসন্নচিত্তে তিনি নদীপার করিয়া দিলেন। তখন বুদ্ধ একজন ভিক্ষুকে অরণ্যবিহারী ভিক্ষুদের শ্রেষ্ঠ স্থানে নিয়োগ করিলেন দেখিয়া তিনিও মহাদান দিয়া সেই পদ প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া প্রকাশ করিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় মগধ রাজ্যের নালকগ্রামে রূপসারী ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতাপিতা বিবাহ করাইতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি সারীপুত্রের প্রব্রজ্যা বার্ত্তা শুনিয়া ভাবিলেন— "আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপতিষ্য এই সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং থুথু-বমির ন্যায় যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা আমি গিলিব কেন।" এই সংবেগে জ্ঞাতিবর্গকে বঞ্চনা করিয়া ভিক্ষুদিগের নিকট উপস্থিত হওত সারীপুত্রের কনিষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং প্রব্রজ্যা লাভের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ভিক্ষুরা তাঁহাকে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা প্রদান করিয়া কর্ম্মস্থান ভাবনায় নিযুক্ত করিলেন। তিনি খদিরবনে প্রবেশ পূর্ব্বক অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া "শাস্তাকে ও ধর্ম্মসেনাপতিকে দর্শন করিব" এই উৎসাহে অচিরেই বড়াভিজ্ঞ হইলেন। পরে শ্রাবস্তীতে আসিয়া তাঁহাদিগকে বন্দনা পূর্ব্বক কয়েক দিন জেতবনে বাস করিলেন। ভগবান "অরণ্য বিহারী শ্রেষ্ঠ" এই পদ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তৎপর জন্ম ভূমিতে পদার্পণ পূর্ব্বক চালা, উপচালা, শিশুপচালা এই তিন ভগিনীর পুত্র চালা, উপচালা, ও শিশুপচালা তিন ভাগিনেয়কে আনয়ন পূর্ব্বক প্রব্রজ্যান্তে কর্ম্মস্থান শিক্ষা দিলেন। তাঁহারা কর্ম্মস্থান ভাবনা করিতেছেন, এমন সময়ে রেবত স্থবিরের রোগ উৎপন্ন হয়। স্থবির সারীপুত্র তাঁহার রোগ সংবাদ

শুনিয়া ভাবিলেন—আমি এখন তথায় গমন করিয়া "রোগ সম্বন্ধে ও মার্গফল সম্বন্ধে রেবতকে জিজ্ঞাসা করিব।" রেবত স্থবির ধর্ম্মসেনাপতিকে দূরে থাকিতে দেখিতে পাইয়া সেই শ্রামণেরদিগকে স্মৃতি উৎপন্ন করিবার জন্য গাথা ভাষণ করিলেন। শ্রামণেরগণ গাথা শুনিয়া ধর্ম্মসেনাপতিকে আগু বাড়াইয়া লইলেন। দুই মাতুল স্থবির যখন আলাপ করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা অনতিদূরে সমাধিভাবনায় উপবিষ্ট ছিলেন। ধর্ম্মসেনাপতি রেবত স্থবিরের সহিত আলাপ করিয়া শ্রামণদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উঠিয়া স্থবিরকে বন্দনা পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিলেন—"তোমরা কি কি ভাবনা করিতেছ?" তাঁহারা বলিলেন—"আমরা অমুক অমুক ভাবনা করিতেছি।" তখন ধর্ম্মসেনাপতি বলিলেন—"আমার ভ্রাতা বালকদিগকেও বেশ শিক্ষা দিয়াছে" এইরূপ প্রশংসা করিয়া চলিয়া গেলেন।

৪২। চালে উপচালে সিসূপচালে,
চালা উপচলা সিসূপচলা,
* পতিস্সতিকা নু খো বিহরথ,
আগতো খো বালং বিয় বেধী'তি। ২
খদিরবনিয়ো থেরো।

হে চালে, উপচালে, শিশুপচালে ও চালা, উপচালা, শিশুপচালা শরভেদি তুল্য তোমাদের মাতুল স্থবির আসিয়াছেন, তোমরা অপ্রমত্তভাবে বাস কর। ২

* সি—বলে, উপবলে, সিসূপবলে; বলা, উপবলা, সিসূপবলা; বোধিয়ন্তি।

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ ভগবানের সময়ে বৃক্ষ দেবতারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একদিন ভগবান স্নান করিয়া একটিমাত্র পরিহিত চীবরে আছেন দেখিয়া আনন্দচিত্তে করতালি দিলেন। সেই চিত্ত-প্রসাদে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর অনতিদূরে এক গ্রামে দরিদ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিল। তাহার নাম ছিল সুমঙ্গল। সে কৃষিকার্য্যে জীবন যাপন করিত। একদিন রাজা পসেনদি কোশল বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘকে মহাদান দিয়াছিলেন। মজুরেরা দানীয় উপকরণ বহন করিয়া আনয়নের সময় সেও দধিভাণ্ড লইয়া আসিতেছিল। ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মান সৎকার দর্শনে সে ভাবিল—"এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুখে শয়ন-ভোজন করিয়া বেশ নিরাপদে আছেন, আমিও প্রব্রজ্যা লাভ করিলে ভাল হয়।" তৎপর এক মহাস্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্য বিহারে কর্ম্মস্থান ভাবনা করিতেছিলেন। এমন সময় উৎকণ্ঠিত হইয়া চীবর ত্যাগের ইচ্ছায় জ্ঞাতিকুলে গমন করিতেছিলেন। পথে এক কৃষককে কোমর বাঁধিয়া, ক্লিষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া, শরীরে কাদা-জল মাখিয়া, বায়ু-রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া ক্ষেত্র-কর্ম্ম করিতে দেখিয়া বলিলেন— "অহো, জীবন যাপনের জন্য এই ব্যক্তিরা কতই দুঃখ ভোগ করিতেছে।" ইহাতে তাঁহার সংবেগ উৎপন্ন হইল। তখন এক বৃক্ষমূলে বসিয়া কর্ম্মস্থানে মনোনিবেশ করত অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া নিজের দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ সম্বন্ধে প্রকাশ করিবার জন্য নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৪৩। সুমুত্তিকো সুমুত্তিকো সাহু সমুত্তিকোম্হি তীহি খুজ্জকেহি,
অসিতাসু ময়া নঙ্গলাসু ময়া খুদ্দ কুদ্দালাসু ময়া।
য়দিপি ইধমেব ইধমেব অথ বাপি অলমেব অলমেব,
ঝায় সুমঙ্গল ঝায় সুমঙ্গল অপ্পমত্তো বিহর সুমঙ্গলা'তি। ৩।

সুমঙ্গলো থেরো।

হে সুমঙ্গল, সুমুক্ত হও সুমুক্ত হও সাধু, কৃষক যেমন কর্ত্তনে, কর্ষণে ও কুদালদ্বারা খননে কুব্জ না হইয়াও কুব্জের লক্ষণ দেখায়, তেমন আমি এই ত্রিবিধ লক্ষণ হইতে সুমুক্ত হইয়াছি। যদিও আমি গ্রামে কৃষকদের নিকটে অবস্থান করিতেছি, তবুও ভাল, সুমঙ্গল ধ্যান কর, ধ্যান কর ও অপ্রমত্ত হইয়া বাস কর। ৩

সানু স্থবির। ৪৪

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্ব্বে সিদ্ধার্থ ভগবানের জন্য হস্ত-পদ মুখ প্রক্ষালনের জল আনয়ন করিয়াছিলেন। শাস্তা ভোজন সময়ে হস্ত-পদ ধৌত করিবার ইচ্ছা করিলে সে পুনঃপুন জল আনিয়া দিল। তাহার প্রতি দয়া করিয়া ভগবান সেবা গ্রহণ করিলেন। সেই পুণ্য প্রভাবে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক উপাসকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিল। তখন তাহার পিতা প্রবাসে গিয়াছিল। ছেলে ভূমিষ্ঠ হইলে উপাসিকা তাহার নাম রাখিল—সানু। যখন সানুর বয়স সাত বৎসর হয়, তখন উপাসিকা তাহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। উপাসিকা ভাবিল— "আমার সানু বিনা অন্তরায়ে বর্দ্ধিত হইয়া অত্যন্ত সুখের ভাগী হইবে।" তখন তিনি জ্ঞানবান, সদাচার সম্পন্ন, বহুশ্রুত, ধর্ম্মকথিক, সত্ত্বগণের হিতকামী, দেব-মনুষ্যদের প্রিয় সানু শ্রামণের নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহার অতীত জন্মের মাতা যক্ষ যোনীতে জন্মিয়াছিল, তাহাকেও যক্ষগণ সানু স্থবিরের মাতা বলিয়া গৌরব করিত। একদা সানু শ্রামণেরের চিত্ত চীবর ত্যাগের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলে, তাঁহার যক্ষিনী মাতা মনুষ্য মাতাকে বলিল— 'তুমি তাহাকে বল'—'সানু, তুমি বুদ্ধকে বর্জ্জন করিও না, গোপনে বা প্রকাশ্যে পাপ কর্ম্ম করিও না, ইহা তোমার যক্ষিনী মাতার উপদেশ। যদি তুমি

পাপকর্ম্ম এখনও কর, ভবিষ্যতে 'দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবে না।'

এই গাথা বলিয়া যক্ষিনী মাতা অন্তর্হিত হইল। মনুষ্য মাতা তাহা শুনিয়া অতিশয় শোকার্ত্ত হইল। সানু শ্রামণের পূর্ব্বাহ্নে মাতার নিকট আসিয়া দেখিলেন যে—তাহার মাতা রোদন করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসিলেন—"মাতঃ, আপনি কি কারণে রোদন করিতেছেন।" তোমার জন্য। "মাতঃ, কাহারও জ্ঞাতির মৃত্যু হইলে অথবা কেহ বিদেশে থাকিলে মনুষ্যেরা রোদন করিয়া থাকে, 'আমি আপনার সম্মুখে আছি, আমার জন্য রোদন করিবেন কেন ?"

হে পুত্র, ভগবান উপদেশ দিয়াছেন—"যে শিক্ষা বা ভিক্ষুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গৃহী হয়, তাহার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিতে হইবে। আর্য্য-বিনয়-মতে চীবর ত্যাগই মৃত্যু। কামসুখ ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহে আসিয়া যে কাম ভোগ করিতে চায়, সে নিরয়-মুক্ত হইয়া আবার নিরয়ে পতিত হয়, বাস্তবিকই তাহার মৃত্যু হয়। প্রিয় সানু, তুমিও তদ্রূপ নিরয়ে পড়িতে ইচ্ছা কর কি ?" মাতার উপদেশ শ্রবণে সানু শ্রামণেরের চৈতন্য হইল। তিনি পুনরায় ভাবনায় নিবিষ্ট হইয়া অচিরেই অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া নিম্নোক্ত গাথা আবৃত্তি করিলেন।

৪৪। মতং বা অম্ম রোদন্তি, য়ো বা জীবং ন দিস্সতি,
জীবন্তং মং অম্ম দিস্সন্তি, কস্মা মং অম্ম রোদসী'তি। ৪

সানু থেরো।

মাতঃ, মনুষ্যেরা মৃত ব্যক্তির জন্য রোদন করিয়া থাকে, কারণ তাহাকে আর জীবিতাবস্থায় দেখিবে না। মাতঃ, আপনি ত আমাকে জীবিত দেখিতেছেন, কেন মা আমার জন্য রোদন করিবেন ? ৪

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে বিপশ্বী ভগবানকে কোরও পুষ্পদ্বারা পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে শ্রেষ্ঠীপুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি যৌবনকালে অতিশয় কামাতুর হইয়া পড়েন। একদা পরদার লঙ্ঘনকারীকে রাজপুরুষেরা বিবিধ দণ্ড দিতেছেন দেখিয়া, তাঁহার অতিশয় সংবেগ উৎপন্ন হইল। পরে বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন। প্রব্রজিতকাল হইতে উত্তমরূপে বিহার পরিষ্কার করেন, পানীয় পরিভোগ্য জল তুলিয়া রাখেন ও মঞ্চপীঠ সুচারুরূপে পাতিয়া থাকেন। সেই কারণে রমণীয় বিহারী বলিয়া পরিচিত হন। এই প্রকারে তাহার কামরাগ বৃদ্ধি পাইলে শুক্র নষ্ট করিতে লাগিলেন। একদা নিজকে এই কুকর্ম্মের জন্য ধিক্কার দিয়া 'অহো আমি এই পাপ জীবনে শ্রদ্ধা প্রদত্ত বস্তু পরিভোগ করিতেছি" চীবর ত্যাগ করিবার ইচ্ছায় গমন করিয়া এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন। তখন এক শাকটিকের গরু অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া নিম্নস্থানে পড়িয়া গেল। শাকটিক গরুটিকে যুগ-মুক্ত করিয়া তৃণজলদানে শ্রান্তিভাব দূর করত পুনরায় গাড়ীতে নিযুক্ত করিল। গাড়ী নিরাপদে চলিয়া গেল। স্থবির উহা দেখিয়া "গরু একবার স্খলিত হইলেও পুনরায় উঠিয়া গাড়ী বহন করিয়া চলিয়া গেল" আমারও ক্লেশ নিবন্ধন একবার পতন হইলেও পুনরায় ভাবনায় মনোনিবেশ করা উচিত। এইরূপ চিন্তা করিয়া উপালি স্থবিরের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে যাবতীয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। স্থবিরের পরামর্শে বিনয় মতে পাপের প্রতীকার করিয়া ভাবনা বলে অচিরেই অর্হত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া নিজের উপমা সহিত নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৪৫। যথাপি ভদ্দো আজঞ্ঞো, খলিত্বা পতিতিট্ঠতি,

এবং দস্সনসম্পন্নং, সম্মাসম্বুদ্ধসাবকন্তি। ৫

রমণীয়বিহারী থেরো।

যেমন উত্তম বৃষভ একবার স্খলিত হইয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমন সম্যক্‌দৃষ্টি সম্পন্ন সম্যক্ সম্বুদ্ধের শ্রাবক কোন কারণে পতিত হইলেও, পুনরায় নিজের উদ্যোগবলে মুক্তিপথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ৫

সমিদ্ধ স্থবির। ৪৬

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্ব্বে সিদ্ধার্থ বুদ্ধকে সবৃন্তপুষ্পদ্বারা পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক কুলঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার ভূমিষ্ঠকাল হইতে সেই কুল ধন-ধান্যে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে লাগিল। তাঁহার দেহবর্ণও বেশ সুশ্রী হইয়াছিল। বিভবে ও গুণে সমৃদ্ধ বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল— সমিদ্ধ। তিনি বিম্বিসার রাজার সময় বুদ্ধের প্রভাব দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হন। কঠোর ভাবে ভাবনায় মনোযোগ দিলেন। তখন ভগবান তপোদারামে বাস করিতেছেন। তিনি চিন্তা করিলেন— "বাস্তবিক সম্যক সম্বুদ্ধকে পাইয়া আমার বড়ই লাভ হইয়াছে, সুচারু ব্যাখ্যাত ধর্ম্মবিনয়ে আমি প্রব্রজিত হইয়াছি, আমার সঙ্গী স্থবিরগণ শীলবান।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার অতিশয় প্রীতি উৎপন্ন হইল। পাপাত্মা মার তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভীষণ ভাবে অনতিদূরে থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল; স্থবির ভগবানকে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। ভগবান বলিলেন— "মার তোমাকে বিপথগামী করিবার ইচ্ছায় চীৎকার করিতেছে।" তুমি তাহা চিন্তা না করিয়া স্বীয় স্থানে যাইয়া বাস কর। স্থবির তথায় গমন করিয়া ভাবনা বলে অচিরেই অর্হত্ত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। স্থবির অর্হৎ হইয়াছেন, মার এই বিষয় না জানিয়া পুনরায় আসিয়া চীৎকার করিল। তখন স্থবির নির্ভীক চিত্তে বলিলেন—

"তোমার মত শত বা সহস্র মার আসিলেও আমার লোম কম্পন করিতে পারিবেনা।' তখন নিজের অর্হত্ব প্রাপ্তি প্রকাশ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন। তচ্ছ্রবণে মার সেইস্থান হইতে অন্তর্হিত হইল।

৪৬। সদ্ধায়াহং পব্বজিতো, অগারস্মা অনগারিয়ং,
সতি পঞ্ঞা চ মে বুড্ঢা, চিত্তঞ্চ সুসমাহিতং;
কামং করস্সু রূপানি, নেব মং ব্যাধয়িস্সতী'তি। ৬
সমিদ্ধ থেরো।

আমি শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজিত হইয়াছি। গৃহীকুল হইতে শ্রমণকুলে আসিয়াছি। স্মৃতি ও প্রজ্ঞা আমার বর্দ্ধিত হইয়াছে। অষ্টসমাপত্তিতে আমার চিত্ত সুসমাহিত হইয়াছে। হে মার, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর, কিন্তু উহাতে আমার বাধা জন্মাইতে পারিবে না। ৬

উজ্জয় স্থবির। ৪৭

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯২ কল্প পূর্ব্বে তিষ্য বুদ্ধকে কণিকার পুষ্পদ্বারা পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে সোত্থিয়ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—উজ্জয়। বয়ঃপ্রাপ্তে ত্রিবেদ শিক্ষা করিয়া তথায় সারের অভাবে বেণুবনে বুদ্ধের নিকট আগমন পূর্ব্বক প্রব্রজিত হন। পরে অরণ্যে গমন করিয়া ভাবনাবলে অচিরেই অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। অর্হৎ হইয়া ভগবানের নিকট গমন করেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৪৭। নমো তে বুদ্ধ বীরত্থু, বিপ্পমুত্তোসি সব্বধি,
তুযহাপদানে বিহরং, বিহরামি অনাসবো'তি। ৭
উজ্জয়ো থেরো।

হে বুদ্ধবীর, আপনাকে আমার নমস্কার হউক। যেহেতু সমস্ত ক্লেশ হইতে আপনি বিমুক্ত হইয়াছেন। আপনার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়া আমি এখন কাম-ভব-দৃষ্টি-অবিদ্যা এই আসব চতুষ্টয়কে বিধ্বংশ করত অনাসব বা অর্হৎ হইয়া বাস করিতেছি। ৭

সঞ্জয় স্থবির। ৪৮

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় রত্নত্রয়ের উদ্দেশ্যে বহু পুণ্য করেন। নিজে দরিদ্র কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেও জনসাধারণের পুণ্যকাযে যোগদান করিতেন। সময়ে সময়ে বিহারে আসিয়া বুদ্ধবন্দনা করিতেন ও ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করিতেন। সেই পুণ্যফলে দেব-লোকে উৎপন্ন হন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল— সঞ্জয়। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন যে ব্রহ্মায়ু ও পোষ্করসাতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন, তখনই শাস্তার নিকট আসিয়া ধর্ম্ম শ্রবণ পূর্ব্বক স্রোতাপন্ন ফল প্রাপ্ত হন। পরে প্রব্রজিত হইয়া মস্তকের কেশ ছেদনকালে ক্ষুর পাত সময়ে ষড়াভিজ্ঞ হন এবং এই নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৪৮। যতো অহং পব্বজিতো, অগারস্মা অনগারিয়ং,
নাভিজানামি সঙ্কপ্পং, অনরিয়ং দোস সংহিতস্মি। ৮
সঞ্জয়ো থেরো।

আমি গৃহীকুল হইতে শ্রমণকুলে যেই হইতে প্রব্রজিত হইয়াছি, সেই হইতে অনার্য্য দোষ সংযুক্ত সঙ্কল্প কিরূপ তাহা জানি নাই। অর্থাৎ কামবিতর্কাদি মিথ্যা বিতর্ক কোন দিন উৎপাদন করি নাই। ৮

রামণেয়্য স্থবির। ৪৯

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক শিখী বুদ্ধকে পুষ্পদ্বারা পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বুদ্ধ যখন জেতবন বিহার গ্রহণ করেন, তখন প্রব্রজিত হন। তিনি অরণ্যে গিয়া কর্ম্মস্থান ভাবনা করিতেন। স্বীয় সম্পত্তির ও প্রব্রজ্যার অনুকূল সদাচারে প্রসন্ন বলিয়া রামণেয়্যক নামে পরিচিত ছিলেন। একদা মার স্থবিরকে ভয় প্রদর্শনের জন্য ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। স্থির প্রকৃতি স্থবির 'মার এই শব্দ করিয়াছে' জানিয়া তৎপ্রতি অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক গাথা ভাষণ করিলেন। মারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গাথা ভাষণের পর স্থবির অর্হৎ হইলেন।

৪৯। বিহবিহাভিনদিতে, সিপ্পিকাভিরুতেহি,

ন মে তং ফন্দতি চিত্তং, একত্তং নিরতং হি মে'তি। ৯

রামণেয়্যকো থেরো।

হে মার, বর্ত্তক পক্ষীদের নিত্য 'বিহ বিহ' রব তুল্য ও শাখামৃগ বা কলন্দকের রব তুল্য তোমার এই শব্দ, ইহাতে আমার চিত্ত বিচলিত হইবার নহে। আমার চিত্ত একাগ্রতায় বা নির্ব্বাণাভিমুখে নিরত। ৯

বিমল স্থবির। ৫০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময় শঙ্খ-বাদক কুলে উৎপন্ন হন। একদা শঙ্খরবে বিপশ্বী বুদ্ধকে পূজা করেন। পরে কশ্যপ বুদ্ধের সময় "ভবিষ্যতে বিমল বিশুদ্ধ শরীর হউক" এই মনে করিয়া সুগন্ধ জলে বোধিবৃক্ষকে স্নান করাইলেন। চৈত্য-বোধির আসন

সমূহ ধৌত করিয়া দেন। ভিক্ষুদের ক্লিষ্ট চীবর ধৌত করেন। এই পুণ্যফলে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক ধনাঢ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রসবকালীন তাঁহার শরীরে পিত্ত-শ্লেষ্মাদি লিপ্ত ছিলনা, পদ্ম-পত্রের জলবিন্দুর ন্যায় তাঁহার শরীরে কিছু লগ্ন ছিল না।' বিশুদ্ধদেহে ভূমিষ্ঠ হন। সেই কারণে নাম হইয়াছিল—বিমল। একদা রাজগৃহে বুদ্ধের প্রভাব দেখিয়া প্রব্রজিত হন। কোশল রাজ্যের এক পর্ব্বত গুহায় ভাবনা করেন। 'একদিবস চারিদ্বীপ ব্যাপিয়া মহাবৃষ্টি হইতেছিল। সমস্ত বুদ্ধের সময়ে একই ক্ষণে সমস্ত চক্রবালে একসঙ্গে বৃষ্টি হইয়া থাকে। স্থবির এই বৃষ্টির দরুণ শীতলত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার চিত্তও সুশান্ত হইল। সেইদিনই অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইয়া তুষ্টচিত্তে নিম্নোক্ত দান-গাথা ভাষণ করিলেন।

৫০। ধরণী চ সিঞ্চতি বাতি মালুতো বিজ্জুতা চরতি নভে,
উপসম্মন্তি বিতক্কা, চিত্তং সুসমাহিতং মমন্তি। ১০

বিমলো থেরো।

তত্রুদ্দানং

সিরিবড্ঢো রেবতো থেরো, খদিরবনিয়ো সুমঙ্গলো,
সানু রমণীয়বিহারী চ, সমিদ্ধি উজ্জয়-সঞ্জয়ো;
রামণেয়্যকো সো থেরো বিমলো চ রণঞ্জহো'তি।

মহাবৃষ্টি হইয়া ধরণী সিক্ত হইল, শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়া মেঘ গর্জ্জন হইতেছে। সেই শীতল বায়ুতে আমার দেহ-শান্ত হইয়া চিত্ত সুসমাহিত হইয়াছে। তাই আমার যাবতীয় বিতর্ক উপশান্ত হইয়াছে। ১০

ছট্ঠৈ বগ্গো

গোধিক স্থবির। ৫১, সুবাহু স্থবির। ৫২

বল্লিয় স্থবির। ৫৩, উত্তিয় স্থবির। ৫৪

ইঁহারা পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্ব্বে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা পরস্পর সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের একজন সিদ্ধার্থ ভগবানকে পিণ্ডাচরণ করিতে দেখিয়া এক চামচ্ ভাত দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় জন প্রসন্ন চিত্তে বন্দনা, তৃতীয়জন পুষ্পপূজা ও চতুর্থ জন সুমন পুষ্পপূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারা মরণান্তে দেবলোকে উৎপন্ন হন। বহু জন্ম দেব-নরকুলে পুণ্যার্জ্জন করিয়া কশ্যপ ভগবানের সময় সকলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় চারি বন্ধু পাবাতে মল্লরাজের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। পরস্পর বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কোন কার্য্য বশতঃ তাঁহারা কপিল-বাস্তুতে আগমন করেন। তখন শাস্তা কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে থাকিয়া যমকপ্রাতিহার্য্য ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন। ঋদ্ধি প্রভাবে শুদ্ধোদন প্রমুখ শাক্যরাজগণ দমিত হন। তাঁহারাও সেই ঋদ্ধি দর্শনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অচিরেই অর্হত্ত্ব ফল লাভ করেন। তাঁহারা অর্হৎ হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাজা-মহারাজারা তাঁহাদের সেবা-পূজা করিতে লাগিলেন। এক সঙ্গেই সকলে অরণ্যবাস করিতেন। একদা তাঁহারা রাজগৃহে উপস্থিত হইলে রাজা বিম্বিসার তাঁহাদিগকে বর্ষাবাসের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহাদের চারি জনের জন্য চারিটি কুটীর বাঁধিয়া ছাউনি দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। স্থবিরগণ সেই অনাচ্ছাদিত গৃহেই বাস করিতেন। বর্ষাকালে মেঘ বর্ষণ

না করায় রাজা চিন্তা করিলেন—"কি কারণে বৃষ্টি হইতেছে না।" তখন রাজা অনাচ্ছাদিত কুটীরের কথা স্মরণ করত কুটীর ৪টি আচ্ছাদন করিয়া মৃত্তিকা লেপন ও মালা কর্ম্মাদি সম্পাদন পূর্ব্বক কুটীরোৎসব উপলক্ষে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান দিলেন। স্থবিরগণ রাজার প্রতি দয়া করিয়া কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক মৈত্রী ভাবনা করিতে লাগিলেন। তৎপর স্থবিরগণের ধ্যান হইতে উঠিবার সময়ে পূর্ব্বদিক হইতে মেঘ উঠিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে গোধিক স্থবির মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিতে লাগিলেন।

৫১। বস্সতি দেবো য়থা সুগীতং, ছন্না মে কুটিকা সুখা নিবাতা,
চিত্তং সুসমাহিতঞ্চ মযহং, অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেবা'তি। ১
গোধিকো থেরো।

মেঘ গর্জ্জন করিয়া বর্ষণ করিতে লাগিল। আমার কুটির সুন্দররূপে আচ্ছাদিত হইয়াছে। তাই ঋতু-দুঃখ অভাবে সুখে আছি। দরজা-জানালা থাকায় বায়ুর উপদ্রবও নাই। আমার চিত্ত সুসমাহিত হইয়াছে। হে মেঘ, যদি ইচ্ছা কর বর্ষণ কর। ১

৫২। বস্সতি দেবো য়থা সুগীতং……………………। ২
সুবাহু থেরো।

[৫১ নং গাথার ন্যায়।] ২

৫৩। বস্সতি দেবো য়থা সুগীতং ছন্না মে কুটিকা সুখা নিবাতা,
তস্সং বিহরামি অপ্পমত্তো, অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেবা'তি। ৩
বল্লিয়ো থেরো।

আমি অপ্রমত্ত ভাবে বাস করিতেছি। [৫১ নং গাথার সঙ্গে এই মাত্র পার্থক্য।] ৩

৫৪। বস্সতি দেবো যথা সুগীতং ছন্না মে কুটিকা সুখা নিবাতা,
তস্সং বিহরামি অদুতিয়ো অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেবা'তি। ৪
উত্তিয়ো থেরো।

আমি একাকী নিরাপদে বাস করিতেছি। [৫১ নং গাথার সঙ্গে এই মাত্র পার্থক্য।] ৪

অঞ্জনবনিয় স্থবির। ৫৫

ইনি পদ্মমুত্তর বুদ্ধের সময় সুদর্শন নামে মালাকর ছিলেন। একদা ভগবানকে সুমন পুষ্পে পূজা করিয়াছিলেন। পরে কশ্যপ ভগবানের শাসনে প্রব্রজিত হন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে বৈশালীর বৃজি-রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন বৃজি রাজ্যে অনাবৃষ্টি ভয়, ব্যাধি ভয়, ও অমনুষ্যভয় এই তিনটি ভয় উৎপন্ন হয়। ভগবান বৈশালীতে আসিয়া যখন এই উপদ্রবত্রয় নিবারণ করেন, তখন তিনি প্রব্রজিত হন। তাঁহার সঙ্গে লিচ্ছবি রাজকুমার-গণও প্রব্রজিত হন। তিনি সাকেত প্রদেশের অঞ্জন বনে এক শ্মশানে বাস করিতেন। যখন বর্ষা আসন্ন হয়, তখন মনুষ্যগণের পরিত্যক্ত একখানি জীর্ণ আসন্দি (হেলানি চেয়ার বিশেষ) পাইয়া চারিটি পাষাণে স্থাপন করত তৃণদ্বারা উপরিভাগে ও পার্শ্বদেশে আচ্ছাদন করিলেন। সেই তৃণ-কুটীরে বর্ষাবাসের প্রথম মাসেই অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন ও গাথা ভাষণ করিলেন।

৫৫। আসন্দি কুটিকং কত্বা, ওগয্হং অঞ্জনা বনং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি। ৫
অঞ্জনবনিয়ো থেরো।

অঞ্জন বনে আসন্দিকে (হেলানি চেয়ারকে) কুটীরের মত নির্ম্মাণ করিয়া তথায় প্রবেশ করি। ত্রিবিধ বিদ্যা প্রথম বর্ষায় প্রাপ্ত হই ও বুদ্ধের শাসনে অর্হত্ব ফল লাভ করি। ৫

কুটিবিহারী স্থবির। ৫৬

পদ্মমুত্তর ভগবান যখন আকাশ পথে গমন করিতেছিলেন, তখন ইনি শীতল জল প্রদানের উদ্দেশ্যে ঊর্দ্ধদিকে জল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ভগবান তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া আকাশে থাকিয়াই জল গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ জল গ্রহণ করিলে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি প্রব্রজিত হইয়া বিদর্শন ভাবনা করিতেন। একদা সায়ং-কালে ক্ষেত্রের সমীপস্থ রাস্তাদিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় বৃষ্টি আসিলে ক্ষেত্রপালের শূন্য তৃণ কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক তৃণোপরি বসিলেন।' তথায়ই ভাবনা করিয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া বসিয়াছেন, ইত্যবসরে ক্ষেত্রপাল আসিয়া 'কুটীরে কে?' জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে বলি-লেন 'কুটীরে ভিক্ষু।' বন্ধু ক্ষেত্রপাল. আমি যাহা তোমাকে বলিতেছি, তাহা তুমি বিশ্বাস কর। তোমার এই কুটীর নির্ম্মাণ সার্থক হইয়াছে। কারণ অর্হৎ এই কুটীরে আছেন। যদি তুমি অনুমোদন কর, দীর্ঘকাল সুখী হইতে পারিবে। ক্ষেত্রপাল সন্তুষ্ট হইয়া বলিল-- "বাস্তবিক আমার কুটীর নির্ম্মাণ সার্থক হইয়াছে; যেহেতু আর্য্য আমার কুটীরে বসিয়াছেন।" ভগবান দিব্য-কর্ণে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিম্নোক্ত গাথাদ্বারা ক্ষেত্র পালকে অনুমোদন করিলেন।

৫৬। কো কুটিকায়ং ভিক্খু কুটিকায়ং
বীতরাগো সুসমাহিত চিত্তো,

এবং জানাহি আবুসো
অমোঘা তে কুটিকা কতো'তি। ৬
কুটিবিহারী থেরো।

আমার কুটীরে কে? বন্ধু, তোমার কুটীরে বীতরাগ সমাহিত-চিত্ত ভিক্ষু। আজ হইতে তোমার কুটীর নির্ম্মাণ সার্থক হইয়াছে বলিয়া জানিয়া রাখ বা মনে ধারণা কর। ৬

দ্বিতীয় কুটিবিহারী স্থবির। ৫৭

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধকে গ্রীষ্মকালে বংশনির্ম্মিত একখানি পাখা দান দিয়াছিলেন। ভগবান তাঁহাকে ধর্ম্মকথা বলিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। ইনিও প্রব্রজিত হইয়া এক পুরাতন কুটীরে ভাবনা করিতেছিলেন। ভাবনার সময়ে চিন্তা করিলেন—"এই কুটীর জীর্ণ হইয়াছে. একখানি নূতন কুটীর তৈয়ার করিতে হইবে।" তখন তাঁহার হিতকামী এক দেবতা সংবেগ উৎপাদনার্থ গম্ভীরার্থযুত গাথা বলিলেন। গাথা শ্রবণে স্থবির অর্হৎ হইয়া পুনরায় সেই গাথা ভাষণ করিলেন।

৫৭। অয়মাহু পুরাণিয়া কুটিকা অঞ্ঞং পত্থয়সে নবং কুটিং,
আসং কুটিয়া বিরাজয় দুক্খাভিক্খু পুন নবা কুটী'তি। ৭
দুতিয় কুটিবিহারী থেরো।

হে ভিক্ষু, এই কুটীর জীর্ণ বলিয়া আপনি অন্য একখানি নূতন কুটীর ইচ্ছা করিতেছেন। কুটীরের প্রতি তৃষ্ণা ত্যাগ করুন, অন্য নূতন কুটীর করা বড়ই দুঃখজনক। অর্থাৎ হে, ভিক্ষু. পুনরায় জন্মগ্রহণ বড়ই দুঃখকর, সেই কারণে নূতন দুঃখ উৎপাদন করিবেন না। এই দেহেই থাকিয়া দুঃখ-রাশিকে ক্ষয় করুন। ৭

রমণীয় কুটিক স্থবির। ৫৮

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় কুশল-বীজ বপন করেন। পুনঃ ১৮ কল্প পূর্ব্বে অর্থদর্শী ভগবানকে আসন দান করেন ও পুষ্পপূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় প্রব্রজিত হইয়া বৃজিরাজ্যে গ্রামের বিহারে বাস করিতেন। সেই বিহার অতিশয় রমণীয় ছিল। তিনি তথায় বাস করিয়া অচিরেই অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইলেন। বিহারখানি অতিশয় রমণীয় বলিয়া বহুলোক বিহার দেখিতে আসিত। একদিন কয়েকজন নষ্ট চরিত্রা স্ত্রী বিহার দেখিতে আসিয়া ভাবিল, বিহারখানি যেরূপ রমণীয়, বাস্তবিক যিনি এই বিহারে বাস করেন, তিনি নিশ্চয় আমাদের প্রতি আসক্ত হইবেন। এই অসদাভিপ্রায়ে স্থবিরের নিকট আসিয়া বলিল—'ভন্তে, আপনার বাসস্থান অতিশয় রমণীয়, আমরাও রমণীয়ারূপা ও প্রথম যৌবনে স্থিতা" এইরূপে স্ত্রীমায়া দেখাইতে লাগিল। স্থবির নিজের বীতরাগভাব দেখাইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন; গাথা শ্রবণে তাহারা অধোমুখে চলিয়া গেল।

৫৮। রমণীয়া মে কুটিকা সদ্ধাদেয্যা মনোরমা,
ন মে অত্থো কুমারীহি য়েসং অত্থো তহিং গচ্ছথ নারিয়ো'তি। ৮
রমণীয়কুটিকো থেরো।

আমার কুটীর যে রমণীয়, উহা শ্রদ্ধাপ্রদত্ত বলিয়া মনোরম হইয়াছে। আমার কামভোগের কথা দূরে থাকুক, সেবার জন্যও কুমারীর প্রয়োজন নাই। হে নারিগণ, যেই কামভোগীদের প্রয়োজন, তথায় তোমরা গমন কর। ৮

কোশলবিহারী স্থবির। ৫৯

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে কুশলবীজ বপন করিয়া সেই হইতে বহু পুণ্যকার্য করিয়াছিলেন। ইনিও গৌতম বুদ্ধের সময় প্রব্রজিত হইয়া কোশলরাজ্যে এক উপাসক কুলের সাহায্যে অরণ্যে বাস করিতেন। একদা উপাসক তাঁহাকে বৃক্ষমূলে দেখিয়া একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কোশল রাজ্যে বহুদিন ছিলেন বলিয়া তিনি কোশল বিহারী স্থবির নামে পরিচিত। স্থবির কুটীরাশ্রয়ে নিরাপদে থাকিয়া অচিরেই অর্হত্ব ফল লাভ করেন এবং এই নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৫৯। সদ্ধায়াহং পব্বজিতো অরঞ্ঞে মে কুটিকা কতা,
অপ্পমত্তো চ আতাপী সম্পজানো পতিস্সতো'তি। ১
কোসলবিহারী থেরো।

আমি শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজিত হইয়াছি। উপাসক অরণ্যে আমার জন্য একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আমি সেই কুটীরে অপ্রমত্ত, দৃঢ়বীর্য্য ও স্মৃতিসহকারে বাস করিয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হই। ১

সীবলী স্থবির। ৬০

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের নিকটে ধর্ম্ম শ্রবণার্থ গমন করিয়া পরিষদের প্রান্তভাগে বসিলেন। তখন ভগবান একজন ভিক্ষুকে "লাভীশ্রেষ্ঠ" উপাধি প্রদান করেন। তিনি ভাবিলেন—"আমারও ভবিষ্যতে লাভী-শ্রেষ্ঠ পদ গ্রহণ করা উচিত।" তৎপর সপ্তাহকাল বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিয়া বলিলেন—"ভন্তে আমি এই দানফলে অন্যপদ প্রার্থনা করিনা, লাভী-শ্রেষ্ঠ পদই প্রার্থনা করি।" ভগবান বলিলেন—গৌতম বুদ্ধের

সময় তুমি লাভীশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইবে।" তিনি সেই হইতে বিবিধ কুশল কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক বিপশ্বী বুদ্ধের সময়ে বন্ধুমতী নগর হইতে অনতিদূরে একগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সময়ে বন্ধুমতীর উপাসকেরা রাজার সহিত পরামর্শ করিয়া বুদ্ধকে দান দিতেছিলেন। একদা তাঁহারা একত্র হইয়া দান দিবার সময় 'আমাদের দানমহে, (দোনোৎসবে) কি কি বস্তু নাই, পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে— 'মধু, গুড় ও দধি, এই তিনটি বস্তুর অভাব। তৎপর তাঁহারা নগরের প্রবেশদ্বারে লোক বসাইয়া দিলেন, তখন এই কুলপুত্র গুড় ও দধি লইয়া নগরে আসিতেছিলেন, পথের মধ্যে মুখ প্রক্ষালনের জন্য গিয়া এক দণ্ডমধুও লাভ করিলেন। সেই সময় চৌকীদারেরা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এই গুড় ও দধি কাহার উদ্দেশ্যে নিতেছেন? তিনি বলিলেন— "কাহারও জন্য নহে, বিক্রীর জন্য নিতেছি।" তাহা হইলে এক কার্ষাপণ মূল্য লইয়া এই গুলি আমাদিগকে প্রদান করুন। তিনি ভাবিলেন— এই জিনিষ দুইটির মূল্য সামান্য, অথচ ইহারা বেশী দিয়া নিতে চায়; একবার পরীক্ষা করা উচিত। এক কার্ষাপণ হইতে মূল্য বৃদ্ধি করিয়া সহস্র কার্ষাপণে যখন আসিল, তখন তিনি ভাবিলেন, আর মূল্য বৃদ্ধি করা উচিত নহে। এখন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি। মহাশয়গণ, এই বস্তু দুইটির মূল্য অতি অল্প, অথচ আপনারা বেশী দিতেছেন, ইহা কোন্ কাযের জন্য চাহিতেছেন? মহাশয়, নগরবাসীরা রাজার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধকে দান দিতেছেন, অথচ এই দানে এই জিনিষ গুলির অভাব আছে, যদি উহা দেওয়া না যায়, নগরবাসীরা পরাজিত হইবে। সেই কারণে আমরা হাজার কার্ষাপণ দিয়া লইতেছি। তাহা হইলে এই দান কি কেবল নগরবাসীরা করিবে, না অন্য কেহও করিতে পারে? এই দান সকলে করিতে পারে, ইহা সার্ব্বজনীন দান। এই দানে একদিনে হাজার কার্ষাপণ দাতা কেহ আছে কি? না বন্ধু! যদি তাহাই হয়, আপনারা

জানেন কি এই গুড় ও দধির মূল্য যে সহস্র কার্ষাপণ? হাঁ জানি। আপনারা এখন নগরবাসীদের নিকট যাইয়া বলুন—"এক পুরুষ মূল্য না লইয়া স্বহস্তে দিতে চায়, ইহাতে আপনারা অন্যথা ভাবিবেন না। আপনারাও আমার সৎকার্য্যের সঙ্গী হউন।" তৎপর তিনি বাড়ী হইতে বাজারের জন্য যে এক মাসা আনিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা পঞ্চকটু লইয়া চূর্ণ করিলেন। মধুপটল নিষ্পীড়ন করিয়া এক পদ্মপত্রে মধু গ্রহণ পূর্ব্বক পঞ্চকটু চূর্ণ মিশাইলেন ও পরিস্কৃত করিলেন। তৎপর বুদ্ধের সমীপে গিয়া বলিলেন—'ভগবন্, দরিদ্রের এই উপহার অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করুন। ভগবান চারি মহারাজ প্রদত্ত পাত্রে ঐ মধু লইয়া অধিষ্ঠান করিলেন যে—'এই মধু ৬৮ লক্ষ ভিক্ষুকে দিলেও নিঃশেষ না হউক।' কুলপুত্র বুদ্ধের ভোজনান্তে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক বন্দনা করত বলিলেন—"ভগবন্, আজ বন্ধুমতী নগরবাসীদের দান স্বচক্ষে দেখিলাম, আমি যে দান করিয়াছি, এই দানফলে লাভ-যশের যাহাতে ভাগী হইতে পারি।" ভগবান আশীর্ব্বাদ করিলেন 'তাহাই হউক।' তৎপর শাস্তা তাঁহার ও নগরবাসীদের দানানুমোদন করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই কুলপুত্র গৌতম বুদ্ধের সময় রাজকন্যা সুপ্রবাসার গর্ভে উৎপন্ন হন। গর্ভগ্রহণ হইতে সায়ং-প্রাতঃ পঞ্চশত উপহার দান দিতেন। রাজকন্যার পুণ্য প্রভাবে সমস্ত অকুরন্ত হইয়াছিল; তিনি যাহা স্পর্শ করিতেন, তাহা নিঃশেষ হইত না। সপ্ত বৎসর যাবৎ গর্ভ ধারণ করিয়া প্রসবকালীনও সাতদিন মহাদুঃখ ভোগ করিলেন। তখন স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন—"আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি দান দিতে চাই। আপনি ভগবানের নিকট যাইয়া নিবেদন করুন। ভগবান যাহা বলেন, ফিরিয়া আসিয়া আমাকে তাহাই বলিবেন।" রাজা ভগবানকে সুপ্রবাসার প্রণতি জ্ঞাপন করিলে ভগবান বলিলেন—'সুপ্রবাসা সুখিণী হউক ও নিরাপদে প্রসব করুক।' রাজা এই সংবাদ লইয়া গ্রামের দিকে আসিতেছেন, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই বিনাকষ্টে প্রসব হইয়া গিয়াছে।

এইদিকে অশ্রুপূর্ণ জ্ঞাতিগণ হাসিতে লাগিলেন। এই শুভসংবাদ জ্ঞাপন মানসে লোকজন রাজারদিকে ধাবিত হইল। পথে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল, তখন রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া ভাবিলেন—'বোধ হয় বুদ্ধের বচনে সুপ্রসব হইয়াছে।" রাজা বাড়ীতে আসিয়া বুদ্ধের আশীর্ব্বাদ বচন বলিলেন। রাজধীতা বলিলেন—'আপনার জীবিতক্রিয়ার নিমন্ত্রণ মঙ্গল-নিমন্ত্রণে পরিণত হইবে। ভাল, এখন যাইয়া সাতদিনের জন্য বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসুন। রাজা তাহাই করিলেন। সুপ্রবাসা সাতদিন মহাদান দিলেন। পুণ্যবান শিশু সকলের সন্তপ্ত চিত্তকে শীতল করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া নাম রাখিলেন—সীবলী। বালক সাত বৎসর গর্ভে ছিলেন বলিয়া জন্ম হইতেই সকল কাযে পটু হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম-সেনাপতি সাতদিন বয়স্ক বালকের সঙ্গে আলাপ করিয়া বলিলেন—"এত দীর্ঘদিন দুঃখ ভোগ করিয়া তোমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত নহে কি ?" ভন্তে, যদি প্রব্রজ্যা দেন, আমি গ্রহণ করিব। সুপ্রবাসা বালককে ধর্ম্মসেনাপতির সঙ্গে আলাপ করিতে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আমার পুত্র আপনার সহিত কি আলাপ করিতেছে ? উপাসিকে, গর্ভ দুঃখ সম্বন্ধেই আলাপ। যদি তোমার অনুমতি হয় সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। সাধু ভন্তে, আপনি আমার বালককে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। স্থবির বালককে বিহারে আনিয়া 'ত্বকপঞ্চক' কর্ম্মস্থান সহিত প্রব্রজ্যা দিয়া বলিলেন—"দেখ সীবলী, তোমাকে অন্য উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই, তুমি সাত বৎসর যে মহা দুঃখ পাইয়াছিলে, কেবল তাহাই প্রত্যক্ষ কর।" ভন্তে, প্রব্রজ্যা দেওয়াই আপনার উপর নির্ভর ; যাহা আমাকে করিতে হইবে, তাহা আমি প্রাণপণে দেখিব। তাঁহার কেশচ্ছেদনের প্রথম ক্ষুরের টানে স্রোতাপত্তি, দ্বিতীয় টানে সকৃদাগামী, তৃতীয় টানে অনাগামী ও চতুর্থ টানে অর্হৎ ফল লাভ হইল। তাঁহার প্রব্রজ্যা দিন হইতে ভিক্ষুসঙ্ঘের লাভ সৎকার ইচ্ছামত উৎপন্ন হইল। যখন ভগবান শ্রাবস্তীতে ছিলেন, তখন সীবলী তথায় গিয়া

বলিলেন— "ভন্তে, আমাকে পঞ্চশত ভিক্ষু প্রদান করুন। আমার পুণ্য পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করি।" তিনি পঞ্চশত ভিক্ষু লইয়া প্রথম হিমালয় অভিযান করিলেন। রাস্তায় নিগ্রোধ বৃক্ষে স্থিতা দেবতা সাতদিন দান করিলেন। গন্ধমাদন পর্ব্বতে নাগদত্ত দেবরাজ সাতদিনের মধ্যে একদিন ক্ষীরভাত, একদিন সর্পিভাত দান করিলে ভিক্ষুরা বলিলেন— 'এই দেব-রাজের ধেনু দোহন করিতে ও দধি মন্থন করিতে দেখা যায় না, কোথা হইতে ইহা উৎপন্ন হয়।" দেবরাজ বলিলেন— 'ইহা সীবলী স্থবিরের কশ্যপ বুদ্ধকে ক্ষীরভাত দানের ফল।' এই প্রকারে তিনি লাভীশ্রেষ্ঠ 'সীবলী স্থবির' বলিয়া পরিচিত হইলেন এবং অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়াই এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন।

৬০। তে মে ইজ্ঝিংসু সঙ্কপ্পা য়দত্থো পাবিসিং কুটিং,
বিজ্জা-বিমুত্তিং পচ্চেসং মানানুসয়মুজ্জহন্তি। ১০
সীবলী থেরো।

তক্রুদানং

গোধিকো চ সুবাহু চ বল্লিয়ো উত্তিয়ো ইসি,
অঞ্জনবনিয়ো থেরো, দ্বে কুটিবিহারিনো;
রমণীয়কুটিকো থেরো কোসলবহয় সীবলী'তি।

আমি বিদ্যা ও বিমুক্তিকে অনুসন্ধান করত মান অনুশয়কে উচ্ছেদ করিয়াছি। যেই কারণে আমি কুটীরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, আমার সেই সঙ্কল্প পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ১০

———

সপ্তম বগ্গো

বপ্প স্থবির। ৬১

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরের এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি "অমুক অমুক স্থবির ভগবানের ধর্ম্ম প্রথমেই গ্রহণ করিয়াছিলেন" শুনিয়া বুদ্ধের নিকটে গমন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন যে—"ভগবন্, আমি ভবিষ্যৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রথমে গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করি।" এই বলিয়া বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলেন। তৎপর জন্মে জন্মে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তু নগরে বাশিষ্ট ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—বপ্প। যখন অসিত মুনি "সিদ্ধার্থ কুমার সর্ব্বজ্ঞ হইবেন" বলিয়াছিলেন, তখন কোণ্ডঞ্ঞ প্রমুখ ব্রাহ্মণ-পুত্রগণের সহিত তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। স্থির করিলেন যে—"যখন সিদ্ধার্থ কুমার সর্ব্বজ্ঞ হইবেন, তখন তাঁহার নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিব।" তাই উরুবেলায় ছয় বৎসর সিদ্ধার্থের সাধনা কালে, তাঁহাকে সেবা করেন। সিদ্ধার্থ অনশন ক্লিষ্ট হইয়া যখন আহার করিলেন, তখন তাঁহারা ইহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া ইসিপতনে চলিয়া গেলেন। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া সপ্ত সপ্তাহ বোধি-সমীপে বাস করার পর ইসিপতনে গমন পূর্ব্বক 'ধর্ম্মচক্র' দেশনা করিলে তিনি প্রতিপদ দিবসে স্রোতাপন্ন ফল প্রাপ্ত হন। পঞ্চমী তিথিতে সকলে অর্হৎ হন। অর্হৎ হইয়া পৃথগ্‌জনের দোষ দেখিয়া ও আর্য্য পুদ্গলের গুণ দেখিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৬১। পস্সতি পস্সো পস্সন্তং, অপস্সন্তঞ্চ পস্সতি,
অপস্সন্তো অপস্সন্তং, পস্সন্তঞ্চ ন পস্সতী'তি। ১

বপ্পো থেরো।

প্রজ্ঞাবান দর্শনসম্পন্ন মহাপুরুষ আর্য্য-জ্ঞানচক্ষুদ্বারা জ্ঞানীজনকে ও অজ্ঞানী-জনকে জানিয়া থাকেন। প্রজ্ঞাচক্ষুহীন বাল ব্যক্তি জ্ঞানীজনকে ও অজ্ঞানীজনকে জানিতে পারে না। ১

বজ্জীপুত্তক স্থবির। ৬২

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা ভগবানকে নাগপুষ্পকেশর-দ্বারা পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় অমাত্যকুলে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম ছিল—বজ্জীপুত্ত। তিনি বৈশালীতে বুদ্ধের প্রভাব দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হন। বৈশালীর অনতিদূরে এক বনে কর্ম্মস্থান ভাবনা করেন। তখন বৈশালীতে এক উৎসব ছিল। স্থানে স্থানে নৃত্য-সঙ্গীত হইতেছিল। ইহাতে জন সঙ্ঘ অতিশয় প্রমত্ত হইয়াছিল। তিনি তাহা শুনিয়া অস্থির চিত্তে কর্ম্মস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন।

"আমরা বনে পরিত্যক্ত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়, একাকী অরণ্যে বাস করিতেছি। এমন উৎসব রাত্রিতে উৎসব ভোগে বঞ্চিত হইলাম, আমার ন্যায় পাপী আর কে আছে!"

সেই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্থবিরের গাথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অনুকম্পা পূর্ব্বক বলিলেন—"হে ভিক্ষু, আপনি অরণ্যবাসকে নিন্দা করি-তেছেন, কিন্তু বিবেককামীরা অরণ্যকে বড়ই গৌরব করিয়া থাকেন। আপনি নির্ব্বাণপ্রদ বুদ্ধ-শাসনে প্রব্রজিত হইয়া অন্যায় বিতর্কে কেন ব্যস্ত হইবেন।" ভিক্ষু দেবতার বাক্যে কশাঘাত প্রাপ্ত অশ্ব তুল্য উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবনায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং দেবতার গাথার সহিত নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৬২। একক৷ ময়ং অরঞ্ঞে বিহরাম, অপবিদ্ধং'ব বনস্মিং দারুকং,
তস্স মে বহুকা পিহয়ন্তি নেরয়িকা বিয় সগ্গগামিনন্তি। ২
বজ্জিপুত্তকো থেরো।

যদিও আমরা বনে পরিত্যক্ত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় একাকী বাস করিতেছি, তথাপি আমার হিতকামী বহু কুলপুত্র আমাকে ভালবাসিয়া থাকেন, যেমন নিরয়গামীরা স্বর্গগামীদের প্রতি দয়া করিয়া থাকে, অর্থাৎ কবে এই নিরয় দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ লাভ করিব। ২

পক্ষ স্থবির। ৬৩

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে যক্ষ সেনাপতি হইয়া বিপশ্বী বুদ্ধকে দিব্যবস্ত্রে পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় দেবদহ নগরে শাক্যরাজকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল-- সম্মোদ কুমার। বাল্যকালে বাতরোগে তাঁহার চরণ নষ্টপ্রায় হইয়াছিল; কিছুদিন আঁতুরের মত বাস করেন। সেই কারণে নাম হইয়াছিল—পক্ষ। পরে আরোগ্য হইলেও পক্ষ নাম আর ঘুচাইতে পারেন নাই। তিনি বুদ্ধের জ্ঞাতি সমাগমে প্রাতিহার্য্য ঋদ্ধি দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হন। অরণ্যে গমন পূর্ব্বক কর্ম্মস্থান ভাবনা করেন। একদা গ্রামে পিণ্ডার্থ গমন-কালে বৃক্ষের তলায় উপবিষ্ট হইলেন। সেই সময়ে এক কুলাল পক্ষী মাংসখণ্ড লইয়া উড়িয়া যাইতেছিল, বহু পক্ষী তাহাকে তাড়া দেওয়াতে মাংসখণ্ড ভূমিতে ফেলিয়া দিল। তখন অন্য এক কুলাল পক্ষী মাংসখণ্ড লইলে, অন্য একটি কুলাল তাহার নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইল। স্থবির এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ভাবিলেন—"যেমন এই মাংসখণ্ড তেমন কামরতি, কামরতি সাধারণের উপভোগ্য, ইহাতে বড়ই দুঃখ মিশ্রিত 'এই

ভাবে তিনি কামভোগের দোষ, সংসার ত্যাগের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া অনিত্যাদি ভাবনায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক পিণ্ডাচরণে প্রবেশ করিলেন। ভোজনান্তে কর্ম্মস্থান ভাবনা করিয়া অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৬৩। চুতা পতন্তি পতিতা, গিদ্ধা চ পুনরাগতা,
কতকিচ্চং রতরম্মং সুখেনম্বাগতং সুখন্তি। ৩
পক্খো থেরো।

যাহারা কুশল ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট, তাহাদের পতন হয় বা নরকাদিতে তাহারা গমন করে। গৃধ্নু বা তৃষ্ণাপরবশ ব্যক্তিরা পুনঃপুন ভবে আসিয়া দুঃখ পাইয়া থাকে। ভাবনা কৃত্য সম্পাদনকারী আর্য্যগণ নির্ব্বাণে রমিত হন ও ধ্যান সুখদ্বারা নির্ব্বাণ সুখকে অধিগত করিয়া থাকেন। ৩

বিমল কোণ্ডঞ্ঞ স্থবির। ৬৪

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে এক ধনাঢ্য কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা পরিষদ-পরিবৃত বুদ্ধকে চারিটি সুবর্ণ পুষ্পদ্বারা পূজা করেন। ভগবান তাঁহার আনন্দ বৃদ্ধির জন্য এমন ভাবে ঋদ্ধি করিলেন যে চারিদিক সুবর্ণ আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ঋদ্ধি দর্শনে বুদ্ধগুণ হৃদয়ে অঙ্কিত করেন এবং কিছুকাল পরে মরণান্তে তুষিত স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করেন। পুনরায় গৌতম বুদ্ধের সময় রাজা বিম্বিসারের ঔরসে অম্বপালির গর্ভে উৎপন্ন হন। রাজা তরুণকালে অম্বপালির রূপ বিভূতির কথা শুনিয়া ছদ্মবেশে কয়েকজন যুবকের সহিত বৈশালীতে গমন পূর্ব্বক একরাত্রি অম্বপালির সহিত বাস করেন। তখন

এই দেবপুত্র অম্বপালির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। অম্বপালি গর্ভ সঞ্চার কারণ রাজাকে জ্ঞাপন করিল। রাজা নিজের পরিচয় দিয়া তাহাকে যথেষ্ট ধন প্রদান পূর্ব্বক চলিয়া আসেন। অম্বপালি এক পুত্র সন্তান প্রসব করিল। তাহার নাম রাখিল—বিমল কোণ্ডঞ্ঞ। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে বৈশালীতে বুদ্ধের প্রভাব দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হন। পরে কর্ম্মস্থান ভাবনা করিয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হওত নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৬৪। দুমব্হয়ায় উপ্পন্নো, জাতো পণ্ডরকেতুনা,
কেতুহা কেতুনা য়েব মহাকেতুং পধংসয়ী'তি। ৪

বিমল কোণ্ডঞ্ঞো থেরো।

আমি আম্রবৃক্ষে উৎপন্ন অম্বপালির গর্ভে রাজা বিম্বিসারের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছি। প্রজ্ঞারূপ কেতুদ্বারা মানরূপ কেতু ধ্বংশ করিয়াছি। মহাকেতু স্বরূপ ক্লেশ মারকেও ধ্বংশ করিয়া অর্হত্ব ফল লাভ করিয়াছি। ৪

উক্ষেপকটবচ্ছ স্থবির। ৬৫

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্ব্বে সিদ্ধার্থ বুদ্ধের সময়ে এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন ভগবানের জন্য একখানি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ সময়ে একটি স্তম্ভের অকুলান হইয়াছিল, তিনি সেই স্তম্ভটি দান করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার গোত্র নাম বচ্ছ ছিল। পরে ভগবানের ধর্ম্মশ্রবণে প্রব্রজিত হন। কোশল রাজ্যের এক গ্রাম্যবিহারে অতিথি ভিক্ষুগণের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই বিনয়, এই সূত্র, এই অভিধর্ম্ম বলিয়া বিভাগ করিতে জানেন না।

সারীপুত্র স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হন। এই প্রকারে ত্রিপিটক শিক্ষা করিয়া রূপারূপ ধর্ম্মে জ্ঞান লাভ করত অচিরে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। একদা গৃহস্থ-প্রব্রজিতদিগকে ধর্ম্মদেশনা কালে এই গাথা ভাষণ করেন।

৬৫। উক্খেপকটবচ্ছস্স সঙ্কলিতং বহূহি বস্সেহি,
তং ভাসতি গহট্ঠানং সুনিসিন্নো উলারপামোজ্জো'তি। ৫
উক্খেপকটবচ্ছো থেরো।

এই ভিক্ষু সমাগত ভিক্ষুগণের নিকটে বহু বৎসর ব্যাপিয়া বুদ্ধ বচন শিক্ষা করেন এবং (ফল সমাপত্তিসুখে ও দেশনা ভেদে) অতিশয় আনন্দের সহিত সেই ত্রিপিটক শাস্ত্রোক্ত বিমুক্তিফল প্রদান মানসে গৃহস্থদিগকে ভাষণ করিতে লাগিলেন। ৫

মেঘিয় স্থবির। ৬৬

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন বিপশ্বী বুদ্ধের নির্ব্বাণকাল আসন্ন। ভূমি কম্পনাদি দেখিয়া জনসঙ্ঘ ভীত হইয়া পড়ে। বেস্সবণ মহারাজ বুদ্ধের নির্ব্বাণ কারণে এই সব হইতেছে বলিয়া লোকদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া জনসঙ্ঘ সংবেগ প্রাপ্ত হইল। এই কুলপুত্র বুদ্ধের প্রভাব শ্রবণে অতিশয় আনন্দ জ্ঞাপন করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলবাস্তুতে শাক্যরাজকুলে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম ছিল—মেঘিয়। তিনি ভগবানের নিকটে প্রব্রজিত হইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। একদা ভগবান জালিকায় বনে বাস করিবার

সময়ে তিনি কিপিল্লিকা নদীতীরে রমণীয় আম্রবন দেখিয়া তথায় বাস করি-বার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধ দুইবার তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তৃতীয় বারে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। তিনি তথায় গমন করিয়া মিথ্যা বিতর্কের দরুণ সমাধি লাভে অসমর্থ হইলেন, পুনরায় ভগবানের নিকটে আগমন পূর্ব্বক সেই বিষয় বলিলেন। বুদ্ধ "অপরিপক্ক অবস্থায় চিত্ত বিমুক্তি হয় না" বলিয়া উপদেশ দিলেন। তচ্ছ্রবণে অর্হৎ ফল লাভ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৬৬। অনুসাসি মহাবীরো সব্বধম্মান পারগূ,
তস্সাহং ধম্মং সুত্বান বিহাসিং সন্তিকে সতো,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি। ৬
মেঘিয়ো থেরো।

সর্ব্ব ধর্ম্মে পারদর্শী মহাবীর বুদ্ধ আমাকে অনুশাসন করিলেন, আমি বুদ্ধের সেই ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া অপ্রমত্তভাবে তাঁহার নিকটে বাস করি। এখন আমি ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি ও বুদ্ধের শাসনে শীলাদি পূর্ণ করিয়াছি। ৬

একধর্ম্মশ্রবণীয় স্থবির। ৬৭

ইনি পদ্মমুত্তর বুদ্ধের সময় বৃক্ষ দেবতা হইয়া উৎপন্ন হন। কয়েকজন ভিক্ষু রাস্তা ভুলিয়া অরণ্যে বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক ভোজন দান করেন এবং স্বীয় স্থানে পৌঁছাইয়া দেন। পরে কশ্যপ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সময় বারাণসীরাজ কিকী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে রাজপুত্র পৃথিবীন্ধর রাজা হইলেন। তাঁহার পুত্র সুযাম, সুযামের পুত্র কিকী ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে শাসন অন্তর্হিত

হওয়ায় ধর্ম্ম শ্রবণও দুর্লভ হইল। তিনি ঘোষণা করিলেন যে—"যিনি ধর্ম্মদেশনা করিবেন, তাঁহাকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দিবেন।" তথাপি একজন ধর্ম্মদেশকও না পাইয়া ভাবিলেন—"আমার পিতা পিতামহের সময়ে ধর্ম্মদেশক সুলভ ছিলেন, এখন চতুষ্পদী গাথা বলিতে পারেন, এমন লোকও দুর্লভ। যাবৎ ধর্ম্মসংজ্ঞা বিনষ্ট না হয়, তাবৎ প্রব্রজ্যা লাভ করা উচিত। তিনি রাজত্ব ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের দিকে চলিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ আসিয়া "অনিচ্চা বত সঙ্খারা" গাথা ভাষণ করিলেন। তিনি সেই ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বহু পুণ্য সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় সেতব্যনগরে এক শ্রেষ্ঠীকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন ভগবান সেতব্যনগরের সিংসপা বনে ছিলেন। তিনি তথায় গমন করিয়া বুদ্ধকে বন্দনা পূর্ব্বক একপ্রান্তে বসিলেন। ভগবান তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া 'অনিচ্চা বত সঙ্খারা' ধর্ম্ম দেশনা করেন। তাঁহার এই অনিত্য দেশনা পূর্ব্ব পরিচিত হেতু সংবেগ উৎপন্ন হইল। তখনি প্রব্রজিত হইয়া দুঃখ ও অনাত্ম সংজ্ঞায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন। একবার মাত্র ধর্ম্ম শ্রবণে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হেতু 'একধর্ম্মশ্রবণীয়' নামে তিনি পরিচিত। অর্হৎ হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৬৭। কিলেসা ঝাপিতা মযহং, ভবা সব্বে সমূহতা,
বিক্খীনো জাতি সংসারো, নত্থি দানি পুনব্ভবো'তি। ৭
একধম্মসবনিয়ো থেরো।

আর্য্য জ্ঞানাগ্নিদ্বারা আমার যাবতীয় তৃষ্ণা দগ্ধ হইয়াছে। কর্ম্ম ভবাদিতে জন্ম গ্রহণের হেতু সমুহত হইয়াছে। জন্মরূপ সংসার বিশেষরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার পুনরায় জন্ম হইবেনা। ৭

একুদানিয় স্থবির। ৬৮

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া অর্থদর্শী বুদ্ধের সময় যক্ষ সেনাপতি হইয়া উৎপন্ন হন। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ হইলে তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন যে—"বাস্তবিক আমার বড়ই অলাভ হইয়াছে, আমি ভগবান থাকিতে দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিতে পারিলাম না।" এই চিন্তা করিয়া তিনি শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। একদা সাগর নামক বুদ্ধের একজন শ্রাবক তাঁহার শোক দূর করিয়া শাস্তার স্তূপপূজায় নিয়োগ করিলেন। তিনি পাঁচ বৎসর স্তূপ পূজা করিয়া কশ্যপ বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে সময়ে সময়ে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইতেন। সেই সময় ভগবান 'অধিচেতসো' গাথাদ্বারা শ্রাবকদিগকে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। তিনি গাথা শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হইলেন ও বিশহাজার বৎসর শ্রমণ ধর্ম্ম পালন করিলেন। জ্ঞানের অপরিপকতা বিধায় মার্গফল লাভ করিতে পারিলেন না। মরণান্তে দেবলোকে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধের জেতবন বিহার গ্রহণ দিবসে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরে অরণ্যে ভাবনা করিতেন। সময়ে ভগবানের নিকটে আসিতেন। একদা ভগবান সারীপুত্র স্থবিরকে অর্হত্ব ফল চিত্তে অবস্থিত দেখিয়া উদান গাথা ভাষণ করিলেন। তিনি সেই গাথা শুনিয়া পুনঃপুন ভাবনা করিতে লাগিলেন। সেই হইতে তাঁহার নাম হইল—'একুদানিয়।' এক দিবস চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিয়া অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন। পরে সারীপুত্র স্থবিরের অনুরোধে তিনি এই গাথা ধর্ম্মদেশনা করিয়াছিলেন।

৬৭। অধিচেতসো অপ্পমজ্জতো মুনিনো মোনপথেসু সিক্খতো,
সোকা ন ভবন্তি তাদিনো উপসন্তস্স সদা সতিমতো'তি। ৮

একুদানিয়ো থেরো।

অর্হত্বফল চিত্ত পরায়ণ, অপ্রমত্ত, সপ্তত্রিংশ বোধিপাক্ষিক ধর্ম্মে শিক্ষিত, উপশান্ত, সর্ব্বদা যিনি স্মৃতিশীল তাদৃশ অর্হৎ মুনির শোক উৎপন্ন হয় না। ৮

ছন্ন স্থবির। ৬৯

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা সিদ্ধার্থ বুদ্ধ একটি বৃক্ষমূলে যাইতেছেন দেখিয়া তিনি পাতাদ্বারা একখানি আসন পাতিয়া দিলেন ও আসনের চারিদিকে পুষ্প ছড়াইয়া পূজা করিলেন। তিনি সেই পুণ্য প্রভাবে দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শুদ্ধোদন মহারাজার গৃহে দাসীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—ছন্ন। সিদ্ধার্থের জন্মক্ষণে তাঁহারও জন্ম হয়। তিনি ভগবানের জ্ঞাতি সমাগমে প্রব্রজিত হন। বুদ্ধের প্রতি দয়া করিয়া তিনি সর্ব্বদা বলিতেন—"আমাদের বুদ্ধ, আমাদের ধর্ম্ম।" এই মমতা কারণে স্নেহ-বিচ্ছেদ করিতে না পারিয়া বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় ধ্যান সাধনায় উন্নতি করিতে পারিলেন না। যখন ভগবান নির্ব্বাণ শয্যায় শায়িত হন, তখন ছন্নকে 'ব্রহ্মদণ্ড' দিবার জন্য আদেশ করিয়া যান। বুদ্ধের নির্ব্বাণের পরে ভিক্ষুরা তাঁহাকে 'ব্রহ্মদণ্ড' প্রদান করিলে তিনি অতিশয় সংবেগ প্রাপ্ত হন। সেই সংবেগে স্নেহ-বিচ্ছেদ করিয়া অচিরেই অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হওত নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৬৯। সুত্বান ধম্মং মহতো মহারসং
সব্বঞ্ঞুতঞ্ঞাণবরেন দেসিতং,
মগ্গং পপজ্জিং অমতস্স পত্তিয়া
সো যোগক্খেমস্স পথস্স কোবিদো'তি। ৯

পুন্নো থেরো।

সর্ব্বজ্ঞতারূপ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভী বুদ্ধ কর্ত্তৃক শীলাদি গুণরসযুক্ত মহৎ চতুরার্য্যসত্যধর্ম্ম দেশিত হইয়াছে। আমি তাহা শুনিয়া অমৃত বা নির্ব্বাণ লাভের কারণে অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই ভগবান কাম-ভব-দৃষ্টি-অবিদ্যাযোগ বিমুক্ত নির্ব্বাণ পথের সুদক্ষ দেশক। ৯

পুন্ন স্থবির। ৭০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে বুদ্ধ শূন্য সময়ে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণশিল্প শিক্ষার পর কাম-ভোগের দোষ দেখিয়া তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক হিমবন্ত পর্ব্বতে গমন করেন। তথায় এক পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনতিদূরে পর্ব্বত-গুহায় এক পচ্চেক বুদ্ধ পীড়িত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। তাঁহার পরিনির্ব্বাণ সময়ে মহৎ আলোক উৎপন্ন হয়। তিনি সেই আলোক দেখিয়া—"কেন এই আলোক উৎপন্ন হইল" তাহা পরীক্ষা করিবার মানসে ইতঃস্তত ভ্রমণ পূর্ব্বক গুহায় পরিনির্ব্বাপিত পচ্চেক বুদ্ধকে দেখিয়া সুগন্ধ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন। তৎপর পচ্চেক বুদ্ধের দাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সুগন্ধজলে শ্মশান নিবাইয়া দিলেন। তখন এক দেবপুত্র আকাশে থাকিয়া "সাধু! সাধু! সৎপুরুষ, আপনি বহু পুণ্য সঞ্চয় করিলেন, এই পুণ্য প্রভাবে সুগতি লাভ করিয়া পুন্ন নামে পরিচিত হইবেন।" পরে তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় সুণাপরন্ত জনপদে সুপ্পারক পট্টনে গৃহপতিকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—পুন্ন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে বাণিজ্য কর্ম্ম বিধায় মহাশকট সহিত শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইলেন। তখন ভগবান শ্রাবস্তীতে আছেন। তিনি শ্রাবস্তীবাসী উপাসকদের সহিত বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন। সেবা-শুশ্রূষাদ্বারা আচার্য্য-উপাধ্যায়ের প্রীতি সম্পাদন করেন। তিনি একদিন বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"ভন্তে, আমাকে সংক্ষেপে

উপদেশ প্রদান করুন, আমি এই ধর্ম্ম শুনিয়া সুণাপরন্ত জনপদে বাস করিব। ভগবান তাঁহাকে বলিলেন—"পুণ্ণ, চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ আছে।" ইত্যাদি উপদেশ বুদ্ধ সিংহনাদে তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তিনি ভগবানকে বন্দনা করিয়া সুণাপরন্ত জনপদে সুপ্পারক পট্টনে অবস্থান পূর্ব্বক কর্ম্মস্থানে মনোনিবেশ করিলেন এবং অচিরেই অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মদেশনায় বহু মনুষ্য বুদ্ধ-শাসনে প্রসন্ন হইল। ৫০০ উপাসক ও ৫০০ উপাসিকাদিগকে বুদ্ধের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। রক্তচন্দন কাষ্ঠে চন্দনশালা নামে এক গন্ধকুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া বলিলেন "ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সহিত আসিয়া এই চন্দনশালা গ্রহণ করুন" পুষ্পদূতদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান ঋদ্ধিবলে আগমন করিয়া চন্দনশালা গ্রহণ করিলেন এবং অরুণোদয়ের পূর্ব্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। স্থবির পরিনির্ব্বাণকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৭০। সীলমেব ইধ অগ্গং পঞ্ঞবা পন উত্তমো,
মনুস্সেসু চ দেবেসু সীলপঞ্ঞাণতো জয়ন্তি। ১০

পুণ্ণো থেরো।

তত্রুদ্দানং

বপ্পো চ বজ্জিপুত্তো চ পক্খো বিমলকোণ্ডঞ্ঞো,
উক্খেপকটবচ্ছো চ মেঘিয়ো একধম্মিকো;
একুদানিয় ছন্নো চ পুণ্ণত্থেরো মহব্বলো'তি।

দেব-মনুষ্য লোকে শীলই শ্রেষ্ঠ, প্রজ্ঞাই (প্রজ্ঞাবান) উত্তম। এই শীল-প্রজ্ঞাবলে কামক্লেশ পরাজিত হয়। ১০

অট্ঠম বগ্গো

বচ্ছপাল স্থবির। ৭১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণশিল্পে দক্ষতা প্রাপ্ত হইয়া অগ্নি পরিচর্য্যায় রত হন। একদিন সুমহৎ কাংস্যপাত্রে পায়স লইয়া পূজনীয় পাত্রের অনুসন্ধান করত বিপশ্বী বুদ্ধকে আকাশে চংক্রমণ করিতে দেখিলেন। তদ্দর্শনে অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া ভগবানকে বন্দনা করত পায়সদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়া পায়স গ্রহণ করিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম রাখিলেন—বচ্ছপাল। তিনি বিম্বিসার সমাগমে উরুবেল কশ্যপ স্থবিরের সহিত বুদ্ধের ঋদ্ধি দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হইলেন এবং প্রব্রজ্যা লাভের সপ্তাহকাল মধ্যে ষড়াভিজ্ঞ হইয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন।

৭১। সুসুখুম নিপুণত্থদস্সিনা, মতি কুসলেন নিবাত বুত্তিনা,
সংসেবিত বুদ্ধসীলিনা, নিব্বাণং ন হি তেন দুল্লভন্তি। ১

বচ্ছপালো থেরো

যিনি অতিশয় সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মভাবে জন্ম মৃত্যুর কারণদর্শী, সুদক্ষ প্রজ্ঞাবান, সব্রহ্মচারীর প্রতি যথাযোগ্য আচরণকারী, সদাচারসেবী, সেইরূপ পণ্ডিতের পক্ষে নির্ব্বাণ লাভ দুর্লভ হয় না। ১

আতুম স্থবির। ৭২

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা বিপশ্বী ভগবানকে গমন করিতে দেখিয়া সুগন্ধ জল ও সুগন্ধ চূর্ণে পূজা করেন। কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ম্মস্থান ভাবনা করেন। জ্ঞানের অপরিপক্কতা হেতু মার্গফল লাভ করিতে পারেন নাই। তৎপর গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে শ্রেষ্ঠীপুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল— আতুম। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার মাতা জ্ঞাতিবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিল যে— "আমার পুত্রের জন্য ভার্য্যা আনয়ন করিব।" তিনি তাহা চিন্তা করিয়া পূর্ব্বকৃত কুশল প্রভাবে স্থির করিলেন "আমার গৃহবাসে কি প্রয়োজন, আমি প্রব্রজিত হইব।" পরে ভিক্ষুদের নিকট গমন করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। প্রব্রজিত হইলেও তাঁহার মাতা সংসারী হইবার জন্য নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। তিনি মাতাকে অবকাশ না দিয়া নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এইরূপে গাথা বলিতে বলিতে ষড়াভিজ্ঞ হইলেন। তখন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আকাশ পথে প্রস্থান করিলেন। অর্হৎ হওয়ার পরও তিনি মধ্যে মধ্যে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিতেন।

৭২। যথা কলিরো সুসু বড্ঢিতগ্গো,
দুন্নিক্খমো হোতি পসাখজাতো,
এবং অহং ভরিয়ায়ানীতায়
অনুমঞ্ঞ মং পব্বজিতোম্হি দানী'তি। ২

আতুমো থেরো।

বাঁশঝাড়ে তরুণ বংশাঙ্কুর শাখা-প্রশাখায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে বাঁশঝাড় হইতে বাহির করা যেমন দুষ্কর হয়, তেমন আমার জন্য ভার্য্যা আন-

মন করিলে শাখাস্বরূপ পুত্রকন্যাদির কারণে গৃহবাস হইতে নিষ্ক্রমণ করা দুষ্কর হইত। তাই আপনার অনুমতি না লইয়া প্রব্রজিত হইয়াছি। ২

মাণব স্থবির। ৭৩

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ কুলে উৎপন্ন হন। তিনি লক্ষণ দেখিয়া সমস্ত জানিতেন। বিপশ্বী বুদ্ধের লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন যে—"নিশ্চয়ই ইনি বুদ্ধ হইবেন।" পরে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেলেন। পুনঃ গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে মহাবিভব সম্পন্ন ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে উপনয়নের জন্য উদ্যানে নেওয়া হয়। গমন কালে রাস্তার মধ্যে বৃদ্ধ রোগী-মৃত দেখিয়া পরিজনবর্গকে "ইহারা কে" জিজ্ঞাসিলেন। তাঁহারা বলিলেন—'জরা-রোগ-মরণ মানব দেহের ধর্ম্ম।' তচ্ছ্রবণে তিনি ব্যথিত হইলেন। তখনই ভগবানের নিকটে ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া মাতা-পিতার অনুমতিতে প্রব্রজিত হইলেন এবং অচিরেই অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইলেন। ভিক্ষুরা সপ্তম বর্ষীয় বালককে প্রব্রজিত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন—'প্রিয় বালক, কোন্ সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া বাল্যকালে প্রব্রজিত হইয়াছ?' তদুত্তরে প্রব্রজ্যার নিমিত্ত কীর্ত্তন করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন।

৭৩। জিণ্ণঞ্চ দিস্বা দুক্খিতঞ্চ ব্যাধিতং,
মতং চ দিস্বা গতমায়ু সঙ্খয়ং,
ততো অহং নিক্খমিতূন পব্বজিং
+ পহায় কামানি মনোরমানী'তি। ৩

মাণবো থেরো।

সী—+ হিত্বান।

আমি বয়োবৃদ্ধ, দুঃখগ্রস্থ রোগী ও আয়ুক্ষয় প্রাপ্ত মৃতকে দেখিয়া নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক মনোরম কাম-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছি। ৩

সুযাম স্থবির। ৭৪

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে বিপশ্বী ভগবানের সময়ে ধান্যবতী নগরে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ মন্ত্র শিক্ষা দিতেন। সেই সময় বিপশ্বী ভগবান বহু ভিক্ষুসঙ্ঘ লইয়া ধান্যবতী নগরে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন ও পুষ্পাবৃত আসন পাতিয়া দিলেন। ভগবান সেই আসনে উপবেশন করিলে আহার্য্য প্রদান করিলেন ও পুষ্প পূজা করিলেন। শাস্তা ধর্ম্মোপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। সেই হইতে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময়ে বৈশালীতে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—সুযাম। তিনি ত্রিবেদে পারদর্শী ছিলেন। কামভোগে ঘৃণা উৎপাদন করিয়া বৈশালীর মহাবনে বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হইলেন। পরে কেশচ্ছেদনের সময়েই অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৭৪। কামচ্ছন্দো চ ব্যাপাদো, থীনমিদ্ধং চ ভিক্খুনো,
উদ্ধচ্চং বিচিকিচ্ছা চ, সব্বসোব ন বিজ্জতী'তি। ৪

সুয়ামো থেরো।

যেই ভিক্ষুর আর্য্যমার্গ প্রভাবে কামরাগ, ব্যাপাদ বা আঘাত, চিত্তের ও কায়ের অবসাদ, উদ্ধত স্বভাব ও অনুতাপ এবং বিচিকিৎসা বা সন্দেহ সর্ব্বপ্রকারে বিদ্যমান নাই, তাহার আর কোন কর্ত্তব্য নাই। ৪

সুসারদ স্থবির। ৭৫

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। কাম-ভোগের প্রতি দোষদর্শী হইয়া তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরে হিমবন্তের এক অরণ্যে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। একদা পদুমুত্তর বুদ্ধ তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি বুদ্ধ-দর্শনে প্রীত হইয়া প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রে মধুর ফল সমূহ দান করিলেন। ভগবান সেই দান ফল ব্যাখ্যা করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি এই পুণ্য প্রভাবে গৌতম বুদ্ধের সময়ে ধর্ম্মসেনাপতির জ্ঞাতি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল— সুসারদ। তাঁহার বুদ্ধি তত প্রখর ছিল না। একদা ধর্ম্মসেনাপতির নিকটে ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক ভাবনাবলে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন এবং সৎপুরুষের গুণ কীর্ত্তন পূর্ব্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৭৫। সাধু * সুবিহিতানদস্সনং কঙ্খা ছিজ্জতি বুদ্ধি বড্ঢতি,
বালম্পি করোন্তি পণ্ডিতং তস্মা সাধু সতং সমাগমো'তি। ৫
সুসারদো থেরো।

শীলবান, দয়ালু আর্য্যগণের দর্শন করা উত্তম। তাঁহাদের দর্শনে সন্দেহ উচ্ছেদ হয়, বুদ্ধির বৃদ্ধি হয়। তাঁহারা মূর্খকেও পণ্ডিত করেন। সেই কারণে সাধুসঙ্গ করা অতিশয় উত্তম। ৫

স্থবির। ৭৬

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে বিপশ্বী বুদ্ধের সময়ে হিমবন্ত পর্ব্বতে বৃক্ষ দেবতারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। নিম্ন-

* সি— সুবহিতান

শ্রেণীর দেবতা বিধায় দেব-সমাগমে উপস্থিত হইলে পরিষদের প্রান্তে বসিয়া ধর্ম্ম শুনিতেন কিন্তু ভগবানের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। একদা তিনি সুবিশুদ্ধ রমণীয় গঙ্গার বালুকা ভূমি দেখিয়া ভগবানের গুণ স্মরণ করিতে লাগিলেন—"এই বিশুদ্ধ ভূমি প্রদেশ হইতে শাস্তার গুণ অনন্ত ও অপ্রমেয়।" এ ভাবে বুদ্ধগুণে চিত্তকে প্রসন্ন করিয়া দেব-মনুষ্য জন্মে বহু পুণ্য সঞ্চয় করত গৌতম বুদ্ধের সময় বৈশালীর লিচ্ছবীকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে রণপ্রিয় হইয়াছিলেন; কিন্তু শত্রুসঙ্ঘকে পরাজিত করিয়া সকলের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার নাম ছিল—পিয়ঞ্জহ বা প্রিয়ত্যাগী। যখন ভগবান বৈশালীতে পদার্পণ করেন, তখন বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রব্রজিত হন। কিছুকাল অরণ্যে বাস করিয়া বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হওত নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৭৬। উপ্পতন্তেসু নিপতে, নিপতন্তেসু উপ্পতে,
বসে অবসমানেসু, রমমানেসু নো রমে'তি। ৬
পিয়ঞ্জহো থেরো।

অহঙ্কার, চঞ্চলতাদি একবার উৎপন্ন হইলে যাহাতে উহা পুনরায় উৎপন্ন না হয়, সেইভাবে উচ্ছেদ করিবে। আলস্য প্রভৃতি দ্বারা পতন হইলে, বীর্য্যবলে উত্থানের চেষ্টা করিবে। যদি কেহ আর্য্যজনোচিত ব্রহ্ম-চর্য্যাদি পালন না করে, তথাপি নিজে আর্য্যানুকূলে বাস করিবে। কেহ কামগুণে রমিত হইলে, নিজে উহাতে রমিত হইবে না। ৬

হত্থারোহ পুত্র স্থবির। ৭৭

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময়ে এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত শাস্তাকে বিহার হইতে বাহির হইতেছেন দেখিয়া পুষ্পপূজা পূর্ব্বক বন্দনা করিলেন

এবং প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে হস্ত্যারোহকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হস্তী বিদ্যায় পারদর্শী হন। একদিন হস্তীশিক্ষা দিয়া নদীতীরে গমন পূর্ব্বক ভাবিলেন— "এই হস্তী-দমনে আমার কি ফল হইবে, বরঞ্চ তদপেক্ষা আত্মদমনই শ্রেয়ঃ।" তৎপর ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মশ্রবণ পূর্ব্বক প্রব্রজিত হইলেন এবং স্বীয় চরিতানুরূপ কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া ভাবনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই চিত্ত স্থিরভাবে রাখিতে না পারিয়া কর্ম্মস্থানের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। তখন সুদক্ষ মাহুত যেমন অঙ্কুশবলে মদমত্ত হস্তীকে দমন করে, তেমন তিনিও চিত্তরূপ হস্তীকে ভাবনারূপ অঙ্কুশদ্বারা আঘাত করত এই গাথা বলিলেন এবং বিদর্শন ভাবনার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইলেন।

৭৭। ইদং পুরে চিত্তমচারি চারিকং
য়েনিচ্ছকং য়ত্থকামং য়থাসুখং,
তদজ্জহং নিগ্গহিস্সামি য়োনিসো
হত্থী পভিন্নং বিয় অঙ্কুসগ্গাহো'তি। ৭
হত্থারোহপুত্তো থেরো।

আমার এই চিত্ত ইহার পূর্ব্বে রূপ-শব্দাদি নিমিত্তে যেরূপ ইচ্ছা ও যে প্রকারে সুখলাভ করিতে পারে, সেই প্রকারে দীর্ঘকাল বিচরণ করিয়াছে। আমি সেই চিত্তকে আজ মদমত্ত হস্তীকে অঙ্কুশদ্বারা দমনের ন্যায় ভাবনাঙ্কুশবলে নিগ্রহ করিব। ৭

মেণ্ডশির স্থবির। ৭৮

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা

গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যান্য বহু ঋষিগণের সহিত হিমবন্তে বাস করেন। একদা বুদ্ধকে দর্শন করিয়া ঋষিগণের সাহায্যে পদ্মপুষ্প সংগ্রহ করাইয়া পূজা করিলেন। পূজান্তে শ্রাবকদিগকে অপ্রমাদ বিহার সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তৎপর দেবলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া, তথা হইতে গৌতম বুদ্ধের সময় সাকেত রাজ্যে গৃহপতিকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। মেণ্ডক তুল্য তাঁহার শিরঃ বলিয়া মেণ্ডকশির নামে তিনি পরিচিত। একদা সাকেতের অঞ্জনবনে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজিত হন ও ভাবনাবলে ষড়াভিজ্ঞ হন। তিনি পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

৭৮। অনেকজাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং,
তস্স মে দুক্খ জাতস্স দুক্খক্খন্ধো + অপরদ্ধো'তি। ৮
মেণ্ডসিরো থেরো।

আমি মুক্তিপদ লাভ করিতে না পারিয়া বহু শতসহস্রবার জন্ম-মৃত্যুর অধীনে বিচরণ করিয়াছি। এই প্রকারে ভ্রমণ করিতে করিতে আমার জন্ম-জরা-ব্যাধিজাত দুঃখের কর্ম্ম-ক্লেশ বিপাক ভেদে দুঃখরাশি অর্হৎ ফল প্রাপ্তির পর হইতে অপগত হইয়াছে। ৮

রক্ষিত স্থবির। ৭৯

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা ভগবানের ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া প্রসন্নচিত্তে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ভগবান তাঁহার চিত্ত-প্রসাদ অবগত হইয়া বলিলেন—"এই ব্যক্তি লক্ষ কল্প পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে রক্ষিত নামক শ্রাবক হইবে।" বুদ্ধের মুখে এই সুসংবাদ জানিয়া তিনি বহু পুণ্যকার্য করিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের

+ সি—পরদ্ধো।

সময় বৈদেহ নগরে শাক্যরাজ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল— রক্ষিত। শাক্য ও কোলীয় রাজগণ যে পঞ্চশত রাজকুমার বুদ্ধকে প্রব্রজ্যার্থ প্রদান করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। রাজকুমারগণ অনিচ্ছায় প্রব্রজিত হইয়া যখন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, তখন বুদ্ধ তাহাদিগকে কুণালহ্রদতীরে নিয়া কুণাল জাতক দেশনা করেন। সেই জাতকে স্ত্রী চরিত্রের দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক কামভোগের নিন্দা করেন। ইহাতে কুমারেরা কর্ম্মস্থানে মনোনিবেশ করিয়া অর্হত্ব ফল লাভ করেন এবং গাথা ভাষণ করেন।

৭৯। সব্বোরাগো পহীনো মে, সব্বোদোসো সমূহতো,
সব্বো মে বিগতো মোহো, সীতিভূতোস্মি নিব্বুতো'তি। ৯
রক্খিতো থেরো।

আমার সমস্ত কামরাগ নষ্ট হইয়াছে। যাবতীয় দ্বেষ সমূহত হইয়াছে। সমস্ত মোহ বিগত হইয়াছে। আমি ক্লেশ-পরিদাহ শীতল করিয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছি। ৯

উগ্র স্থবির। ৮০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্ব্বে শিখী ভগবানের সময় এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা শিখীবুদ্ধকে কেতকীপুষ্পে পূজা করেন। সেই পুণ্যফলে দেব-নরলোক ভ্রমণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় কোশল রাজ্যের উগ্র নগরে এক শ্রেষ্ঠীপুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল— উগ্র। ভগবান তখন সেই নগরের ভদ্রারামে বাস করিতেছিলেন, তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মশ্রবণ পূর্ব্বক

প্রব্রজিত হন। পরে কর্ম্মস্থান ভাবনা করিয়া অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হওত নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৮০। য়ং ময়া পকতং কম্মং অপ্পং বা য়দি বা বহুং,
সব্বমেতং পরিক্খীণং, নত্থিদানি পুনব্ভবো'তি। ১০
উগ্গো থেরো।

তক্রুদানং

বচ্ছপালো চ য়ো থেরো আতুমো মাণবো ইসি,
সুয়ামগ্গো সুসারদো, থেরো য়ো চ পিয়ঞ্জহো,
আরোহপুত্তো মেণ্ডসিরো রক্খিতো উগ্গসবহয়ো'তি।

আমি অল্প বা বেশী, ভাল বা মন্দ যেই কাজ করিয়াছি, আমার সেই সমস্ত কর্ম্ম পরিক্ষীণ হইয়াছে। এখন পুনর্ভবে আমাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। ১০

নবম বগ্‌গো

সমিতিগুত্ত স্থবির। ৮১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময়ে এক কুলগৃহে উৎপন্ন হন ও সুমন পুষ্পদ্বারা বুদ্ধকে পূজা করেন। সেই পুণ্যফলে জন্মে জন্মে কুলে-রূপে-পরিবারে তাঁহার সমকক্ষ কেহই হইত না। তিনি একজন্মে জনৈক পচ্চেক বুদ্ধকে পিণ্ডাচরণ করিতে দেখিয়া "এই মেণ্ডকের বোধ হয় হস্ত বক্র হইবে, সেই কারণে চীবরাভ্যন্তরে হস্ত আচ্ছাদন করিয়া বিচরণ করিতেছে।" এই ভাবিয়া থুথু দিয়া চলিয়া গেল। সেই পাপফলে বহুকাল নিরয়-দুঃখ ভোগান্তে কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে নর-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজক কুলে প্রব্রজিত হন। তখন এক শীলবান উপাসককে কোন কারণে তুমি 'কুষ্ঠরোগ গ্রস্থ হইবে' বলিয়া আক্রোশ করে। একদা স্নান ঘাটে স্নানার্থীরা যাহা স্নানচূর্ণ রাখিয়া ছিল, তাহা নষ্ট করিয়াছিল। এই সব পাপফলে পুনরায় নরকে পতিত হইয়া বহু বৎসর দুঃখ ভোগ করে। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। তাহার নাম ছিল— সমিতিগুত্ত। তখন ভগবানের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধভাবে শীল পালন করে। পূর্ব্ব-কৃত কর্ম্মফলে তাঁহার কুষ্ঠরোগ হয়। মাংস পঁচিয়া পঁচিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি রোগীশালায় থাকিতেন। একদা ধর্ম্মসেনাপতি পীড়িত ভিক্ষু-দর্শনে গমন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া বলিলেন— "স্কন্ধ থাকিলেই দুঃখ থাকিবে, বেদনাদি স্কন্ধ না থাকিলে দুঃখ থাকিত না।" তিনি পীড়িত ভিক্ষুকে বেদনা বিদর্শন কর্ম্মস্থান সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। ভিক্ষু স্থবিরের উপদেশে ভাবনা করিয়া ষড়াভিজ্ঞ

হইলেন। তখন পূর্ব্বজন্মের আচরিত পাপকর্ম্ম স্মরণ করিয়া 'এখন আমার সেই সমস্ত পাপ ধ্বংশ হইয়াছে।' তাই নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৮১। য়ং ময়া পকতং পাপং, পুব্বে অঞ্ঞাসু জাতিসু,
ইধেব তং বেদনীয়ং বত্থু অঞ্ঞং ন বিজ্জতী'তি। ১

সমিতিগুত্তো থেরো।

আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাহা পাপ করিয়াছি, এই জন্মেই আমাকে উহার সমস্ত ফল ভোগ করিতে হইতেছে। কারণ এই আমার শেষ জন্ম, ফল দিবার আর অন্য স্কন্ধ বিদ্যমান নাই। ১

কশ্যপ স্থবির। ৮২

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ত্রিবেদে ও ব্রাহ্মণ শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করেন। একদা তিনি ভগবানকে সুমন পুষ্পদ্বারা এমন ভাবে পূজা করিলেন যে— ভগবানের চারিপার্শ্বে ও শিরোপরি বহু পুষ্প স্তূপীকৃত করিলেন। বুদ্ধগুণ প্রভাবে সেই পুষ্পগুলি পুষ্পাসনের ন্যায় সপ্তাহকাল অবিকৃত ভাবে রহিল। তদ্দর্শনে তিনি আরও আনন্দিত হইলেন। সেই হইতে বিবিধ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে উদীচ্য ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল— কশ্যপ। বাল্যকালেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। মাতা তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন। একদিন জেতবনে গমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম শ্রবণ করেন। সেই আসনেই স্রোতাপন্ন ফল প্রাপ্ত হন। তৎপর মাতার অনুমতিতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদা ভগবান বর্ষা-বাসের পর গ্রামান্তরে যাইতেছেন, তিনিও সঙ্গে যাইবার জন্য মাতার অনুমতি চাহিলেন। মাতা অনুমতি দিয়া উপদেশপূর্ণ একটি গাথা বলিলেন।

মাতার উপদেশ শুনিয়া তিনি ভাবিলেন—"মদীয় মাতা আমার শোকহীন স্থানে গমন প্রার্থনা করিতেছেন, বাস্তবিক আমার শোকহীন স্থান লাভ করা উচিত।" তৎপর অতিশয় উৎসাহের সহিত অরণ্য বাসে বিদর্শন ভাবনা করিয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং মাতার উপদিষ্ট গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

৮২। য়েন য়েন সুভিক্খানি সিবানি অভয়ানি চ,
তেন পুত্তক গচ্ছস্সু মা সোকাপহতো ভবা'তি। ২
কপ্পো থেরো।

পুত্র, যে স্থানে দুর্ভিক্ষ নাই, রোগ নাই ও চোর ভয়াদি নাই, তথায় গমন কর। যেন এই সব ভয় সঙ্কুল স্থানে যাইয়া তোমাকে শোকাবিষ্ট হইতে না হয়। ২

সিংহ স্থবির। ৮৩

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ১৮ কল্প পূর্ব্বে অর্থদর্শী বুদ্ধের সময় চন্দ্রভাগা নদীতীরে কিন্নর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পুষ্প ভক্ষণ ও পুষ্প পরিধান করিতেন। একদা আকাশদিয়া গমনের সময় অর্থদর্শী বুদ্ধকে দেখিতে পাইলেন এবং পূজা করিবার ইচ্ছায় কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া আকাশ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্নর ঘর্ষিত চন্দনে ও পুষ্পস্তবকে বুদ্ধকে পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। তিনি এই পুণ্যফলে গৌতম বুদ্ধের সময় মল্লরাজ্যে মল্লরাজকুলে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম হইল—সিংহ। একদা তিনি ভগবানকে বন্দনা করিয়া এক পার্শ্বে বসিলেন, শাস্তা তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ধর্ম্মদেশনা করেন।

তিনি ধর্ম্ম শ্রবণান্তে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্যে কর্ম্মস্থান ভাবনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে একাগ্রতা লাভ করিতে না পারিয়া সকলকাম হইতে পারিলেন না। ভগবান তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আকাশে থাকিয়াই গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণের পর তিনি অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন ও বুদ্ধ-ভাষিত সেই গাথা পুনরাবৃত্তি করিলেন।

৮৩। সীহপ্পমত্তো বিহর রত্তিং দিবমতন্দিতো,
ভাবেহি কুসলং ধম্মং জহ সীঘং সমুস্সয়ন্তি। ৩
সীহো থেরো।

হে সিংহ, রাত্রি-দিন আলস্য পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ়বীর্য্যের সহিত অপ্রমত্তভাবে বাস কর। শমথ বিদর্শন-লোকোত্তর ধর্ম্মের ভাবনা কর। তোমার দেহগত কামরাগাদি শীঘ্র পরিত্যাগ কর। ৩

নীত স্থবির। ৮৪

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় সুনন্দ নামে ব্রাহ্মণ হইয়া বহুশত ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীকে শিক্ষা দিতেন। তিনি 'বাজপেয়' নামক যজ্ঞ করিতেন। ভগবান ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া একদা তাঁহার যজ্ঞস্থানে গমন পূর্ব্বক আকাশে চংক্রমণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ শাস্তা-দর্শনে স্বীয় শিষ্যদ্বারা পুষ্প আহরণ করাইয়া প্রসন্নচিত্তে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করত পূজা করিলেন। বুদ্ধ-গুণ প্রভাবে সেই পুষ্প সমস্ত নগরের চন্দ্রাতপরূপে আকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিল। জনসঙ্ঘ ইহা দেখিয়া বুদ্ধের প্রতি অতিশয় প্রীতি জ্ঞাপন করিলেন। পরে সুনন্দ ব্রাহ্মণ গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—নীত। একদা তিনি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের আহার-বিহারে সুখ-স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া মনে করিলেন—'আমিও

প্রব্রজিত হইয়া এই সুখের অধিকারী হইব।' তৎপর শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিলেন। কয়েক দিন ভাবনার পর উহা ত্যাগ করিলেন। কেবল উদরপূর্ণ আহার করিয়া সারাদিন গল্প-গুজবে ও নিরর্থক আলাপে সালাপে দিন কাটাইতে লাগিলেন। রাত্রিতেও আলস্য-মর্দ্দিত হইয়া সারারাত্রি নিদ্রা যাইতেন। ভগবান তাঁহার পূর্ব্বকৃত হেতু-বিপাক দেখিয়া উপদেশ গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণে তাঁহার সংবেগ উৎপন্ন হইল। পরে কর্ম্মস্থান ভাবনা করিয়া অচিরেই অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন এবং বুদ্ধ-ভাষিত গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

৮৪। সব্বরত্তিং সুপিত্বান দিবা সঙ্গণিকে রতো,
কদাস্সু নাম দুম্মেধো দুক্খস্সন্তং করিস্সতী'তি। ৪
নীতো থেরো।

সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় কাটাইয়া ও সমস্ত দিন আলাপে সালাপে কাটাইয়া অজ্ঞানী ব্যক্তি কখন সংসার দুঃখের অবসান করিবে। ৪

সুনাগ স্থবির। ৮৫

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্ব্বে শিখী বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন ও ত্রিবেদ শিক্ষা করিয়া অরণ্যাশ্রমে তিন সহস্র ব্রাহ্মণ শিষ্যদিগকে মন্ত্র শিক্ষা দিতেন। এক দিবস তিনি শাস্তার কায়িক লক্ষণ দেখিয়া নির্দ্দেশ করিলেন যে—"এই প্রকার লক্ষণে যিনি বিমণ্ডিত, তিনি অনন্তজিন অনন্তজ্ঞান বুদ্ধ হইবেন।" বুদ্ধ-জ্ঞানের প্রতি তাঁহার অতিশয় প্রসাদ উৎপন্ন হইল। সেই চিত্ত-প্রসাদে দেব-নর জন্ম পরিভ্রমণের পর গৌতম বুদ্ধের সময় নালক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—সুনাগ। তিনি ধর্ম্ম

সেনাপতির গৃহী-বন্ধু ছিলেন। ভগবানের নিকটে প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ব ফল লাভ করেন এবং ধর্ম্মোপদেশ প্রসঙ্গে এই গাথা ভাষণ করেন।

৮৫। চিত্ত নিমিত্তস্স কোবিদো, পবিবেকরসং বিজানিয়,
ঝায়ং নিপকো পতিস্সতো, অধিগচ্ছেয্য সুখং নিরামিসন্তি। ৫
সুনাগো থেরো।

শমথ নিমিত্তাদিতে সুদক্ষ ব্যক্তি বিবেকসুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্মৃতি সহকারে বিদর্শন ধ্যান করত কামামিষ ও বিবর্ত্তামিষ অমিশ্র নিরামিষ নির্ব্বাণ সুখকে লাভ করিবে। ৫

নাগিত স্থবির। ৮৬

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে নারদ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদা ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত ভগবানকে গমন করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে তিনটি গাথাদ্বারা অভিনন্দন করিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তাঁহার দেবলোকে জন্ম হয়। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তু নগরে শাক্যরাজকুলে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম ছিল—নাগিত। যখন ভগবান কপিলবাস্তুতে অবস্থান করেন, তখন 'মধুপিণ্ডিক সুত্ত' শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন। পরে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। অর্হৎ হইয়া ভগবানের দেশনার মর্ম্মার্থ সহিত নির্ব্বাণপ্রদ ধর্ম্মের প্রতি প্রীতচিত্ত হইয়া নিম্নোক্ত উদান গাথা ভাষণ করেন।

৮৬। ইতো বহিদ্ধা পুথু অঞ্ঞবাদিনং
মগ্গো ন নিব্বাণগমো যথা অয়ং,
ইতিস্স সঙ্ঘং ভগবানুসাসতি
সত্থা সয়ং পাণিতলেব দস্সয়ন্তি। ৬
নাগিতো থেরো।

ভগবান নিজের প্রাণিতলস্থ আমলকী খণ্ডের ন্যায় নির্ব্বাণকে দেখাইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে যেরূপ অনুশাসন করেন, তেমন এই বুদ্ধশাসনের বাহিরে তৈর্থিকদিগের শাস্ত্রে নির্ব্বাণগামী এই আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ নাই। ৬

পবিষ্ঠ স্থবির। ৮৭

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া অর্থদর্শী ভগবানের সময় কেশব নামে তাপস হইয়াছিলেন। একদিবস শাস্তার ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রদক্ষিণ করত চলিয়া গেলেন। তিনি সেই পুণ্যফলে দেবলোকে উৎপন্ন হন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যের এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে পরিব্রাজককুলে প্রব্রজিত হইয়া বহু শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করেন। পরে কোলিত ও উপতিষ্যের প্রব্রজ্যা-বার্ত্তা শুনিয়া ভাবিলেন—"তাঁহাদের ন্যায় মহাজ্ঞানী যেই স্থানে প্রব্রজিত হইয়াছেন, তাহাই শ্রেয়ঃ হইবে।" তৎপর ভগবানের নিকট ধর্ম্ম শুনিয়া প্রব্রজিত হইলেন। ভগবান তাঁহাকে বিদর্শন কর্ম্মস্থান শিক্ষা দিলেন। তিনি সেই ভাবনায় অচিরেই অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং গাথা ভাষণ করিলেন।

৮৭। খন্ধা দিট্ঠা য়থাভূতং, ভবা সব্বে পদালিতা,
বিক্খীণো জাতি সংসারো, নত্থিদানি পুনব্ভবো'তি। ৭
পবিট্ঠো থেরো।

আমি পঞ্চ উপাদানস্কন্ধকে বিদর্শনাপ্রজ্ঞাবলে দর্শন করিয়াছি। আমার কামভবাদি বিধ্বংশ হইয়াছে। জন্মরূপ-সংসার ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আমাকে আর পুনর্ভবে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। ৭

অর্জ্জুন স্থবির। ৮৮

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় সিংহযোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা অরণ্যের এক বৃক্ষমূলে সমাসীন শাস্তাকে দর্শন করিয়া "বর্ত্তমানে ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষসিংহ" এই বলিয়া প্রসন্নচিত্তে সুপুষ্পিত শাল-শাখা ভাঙ্গিয়া বুদ্ধকে পূজা করেন। সেই পুণ্য প্রভাবে দেব-নরলোকে পরিভ্রমণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠীকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—অর্জ্জুন। নির্গ্রন্থদের সহিত তাঁহার পরিচয় বিধায় 'ইহাদের নিকটে নির্ব্বাণ লাভ করিব' ইচ্ছা করিয়া বাল্যকালে তৈর্থিককুলে প্রব্রজিত হন। তথায় কোন সার না পাইয়া ভগবানের যমক-প্রাতিহার্য্য দর্শনে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাচিত্ত হন। তৎপর বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হইয়া বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্ব ফল লাভ করেন ও নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৮৮। অসক্খিং বত অত্তানং, উদ্ধাতুং উদকা থলং,
বুয্হমানো মহোঘোব সচ্চানি পটিবিজ্ঝহন্তি। ৮
অজ্জুনো থেরো।

যখন সংসার স্রোতে ক্লেশবেগে নিমগ্ন হইতে ছিলাম, তখন শাস্তা-প্রদত্ত আর্য্যমার্গবলে সেই স্রোত হইতে নিজকে উদ্ধার করিয়া নির্ব্বাণরূপ স্থল পাইতে সমর্থ হইয়াছি। ৮

দেবসভ স্থবির। ৮৯

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী ভগবানের সময়ে পারাবত যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা শাস্তাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে প্রিয়াল-ফল প্রদান করে। ভগবান তাহার সন্তোষ বৃদ্ধির জন্য উহা ভোজন করেন।

পারাবত সেই হইতে বুদ্ধ বন্দনার জন্য সময়ে সময়ে আগমন করিত। সেই পুণ্য প্রভাবে তাহার দেবলোকে জন্ম হয়। পরে দেব-নরকুলে আরও বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় এক মণ্ডলিক রাজার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। সে তরুণ বয়সেই রাজ্যে অভিষিক্ত হয়। একদিন সে বুদ্ধের ধর্ম্ম শুনিয়া রাজত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজিত হয়। পরে ভাবনা-বলে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৮৯। উত্তিণ্ণা পঙ্কপলিপা, পাতালা পরিবজ্জিতা,
মুত্তো ওঘা চ গন্থা চ, সব্বে মানা বিসংহতা'তি। ৯

দেবসভো থেরো।

আমি কামরূপ পঙ্ক ও পুত্র-কন্যাদি পলিপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমার মিথ্যাদৃষ্টিরূপ পাতাল পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমি কামাদি স্রোত ও লোভাদি গ্রন্থি হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমার সমস্ত মান সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে। ৯

সামিদত্ত স্থবির। ৯০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া অর্থদর্শী ভগবানের সময় এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা শাস্তার পরিনির্ব্বাপিত চৈত্যে পুষ্পছত্র রচনা করিয়া পূজা করেন। সেই পুণ্য প্রভাবে দেবলোকে উৎপন্ন হন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল— সামিদত্ত। তিনি বুদ্ধের গুণ শ্রবণ করিয়া উপাসকগণের সহিত ধর্ম্ম শ্রবণার্থ বিহারে উপস্থিত হন। ভগবান তাঁহার অভিপ্রায় অনুরূপ ধর্ম্মদেশনা করেন। উহাতে তাঁহার শ্রদ্ধা ও সংসারের প্রতি সংবেগ উৎপন্ন হয়। তখন বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজিত হইয়া

জ্ঞানের অপরিপূর্ণতার দরুণ তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া পড়িলেন। পুনরায় ভগবানের ধর্ম্মোপদেশে বিদর্শন ভাবনা করিয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। একদিবস ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসিলেন "বন্ধু, আপনি মার্গফল লাভ করিয়াছেন কি ?" তদুত্তরে তিনি নির্ব্বাণপ্রদ শাসনের গুণ ও নিজের ধর্ম্মাচরণ প্রকাশ করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন।

৯০। পঞ্চক্খন্ধা পরিঞ্ঞাতা, তিট্ঠন্তি ছিন্নমূলকা,
বিক্খীণো জাতি সংসারো, নত্থিদানি পুনব্ভবো'তি। ১০

সামিদত্তো থেরো।

তদ্দুদানং

থেরো সমিতিগুত্তো চ কস্সপো সীহসব্হয়ো,
নীতো সুনাগো নাগিতো পবিট্ঠো অজ্জুনো ইসি;
দেবসভো চ য়ো থেরো সামিদত্তো মহব্বলো'তি।

আমি পঞ্চস্কন্ধের পরিমাণ সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। আমার সমুদয় দুঃখ সত্যের মূল ছিন্ন হইয়াছে। জন্মরূপ-সংসার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার পুনর্ভবে জন্ম গ্রহণের হেতু আর নাই। ১০

দসম বগ্গো

পরিপুণ্ণক স্থবির ॥ ৯১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মদর্শী ভগবানের সময়ে এক কুলগৃহে উৎপন্ন হন। একদা পরিনির্ব্বাণ চৈত্যে পুষ্পাদি পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তুতে শাক্যরাজকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পরিপূর্ণ সম্পত্তি ছিল বলিয়া তিনি পরিপুণ্ণক নামে পরিচিত ছিলেন। সর্ব্বদা শতরস নামক আহার করিতেন। ভগবান মিশ্র আহার করেন শুনিয়া চিন্তা করিলেন—"ভগবানের শরীর সুকোমল, অথচ একমাত্র নির্ব্বাণ সুখের কারণে তিনি যাহা তাহা খাইয়া জীবন যাপন করেন। আমরা কেন আহার লোলুপ হইয়া বাস করিব! আমাদের নির্ব্বাণ সুখ অনুসন্ধান করা উচিত।" এই প্রকারে সংসারের প্রতি সংবেগ উৎপাদন করিয়া গৃহবাস ত্যাগ করিলেন এবং ভগবানের নিকট প্রব্রজিত হইয়া কায়গতাস্মৃতি কর্ম্মস্থান ভাবনা করিতে লাগিলেন। পরে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৯১। ন তথামতং সতরসং সুধন্নং য়ং ময়জ্জ পরিভুত্তং,
অপরিমিত দস্সিনা গোতমেন বুদ্ধেন দেসিতো ধম্মো'তি। ১
পরিপুণ্ণকো থেরো।

আমি যেই বিবিধ রসযুক্ত ভোজন ও সুধান্ন পরিভোগ করিয়াছি, কিন্তু অপরিমিতদর্শী গৌতম বুদ্ধ কর্ত্তৃক যেই ধর্ম্ম দেশিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় ঐ খাদ্য-ভোজ্য এক কলামাত্রও উপমিত নহে। ১

বিজয় স্থবির । ৯২

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া প্রিয়দর্শী ভগবানের সময়ে এক ধনাঢ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পরিনির্ব্বাপিত চৈত্যে রত্ন-খচিত বেদিকা নির্ম্মাণ করিয়া মহোৎসব সম্পাদন করেন। এই পুণ্যপ্রভাবে বহু জন্ম মণির আলোকে বিচরণ করিতেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন ও বয়ঃপ্রাপ্তে ব্রাহ্মণ-বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন। তিনি তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অরণ্য বিহারে ধ্যান করেন। পরে বুদ্ধের উৎপত্তি সংবাদ শুনিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। ভগবানের ধর্ম্মদেশনা শ্রবণে প্রব্রজিত হইয়া অচিরে অর্হত্ব ফল লাভ করেন ও গাথা ভাষণ করেন।

৯২। যস্সাসবা পরিক্খীণা, আহারে চ অনিস্সিতো,
সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্স গোচরো;
আকাসেব সকুন্তানং পদন্তস্স + দুরন্নয়ন্তি। ২

বিজয়ো থেরো।

যাহার আসক্তি ক্ষয় হইয়াছে, আহারের প্রতি যাহার লালসা নাই, যে কামরাগাদি শূন্য ও নিমিত্তহীন, বিমোক্ষ যাহার গোচরীভূত, আকাশে গমনশীল পক্ষীর পদ নির্ণয় করা যেমন দুষ্কর, তেমন তাহার গতি নির্ণয় করাও দুষ্কর। ২

+ সি— দুরন্বয়ং।

এরক স্থবির। ৯৩

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় কুলগৃহে উৎপন্ন হন। একদিন ভগবানকে দেখিয়া প্রসন্নতা লাভ করিলেন। দান দিবার তেমন কিছু না পাইয়া ভাবিলেন— "আমি কায়িক পুণ্য করিব।" তৎপর ভগবানের গমনমার্গ বিশোধন করিয়া সমান করিয়া দিলেন। ভগবান সেই রাস্তাদিয়া আসিতেছেন দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধ-গুণের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। যতক্ষণ বুদ্ধকে দেখিতেছিলেন, ততক্ষণ বুদ্ধগুণ ভাবনা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে সম্মানিত কুটুম্বিকের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল— এরক। তাঁহার শরীরবর্ণ অতিশয় সুন্দর ছিল। কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিষয়ে খুব সুনিপুণ ছিলেন। মাতা-পিতা উচ্চকুল হইতে পরমা সুন্দরী এক রমণী আনিয়া বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিলেন। কিন্তু তাঁহার চিত্ত সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হইল না। কিছুতেই রমণীর প্রেমে বিমুগ্ধ না হইয়া বরঞ্চ সংসারের প্রতি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। একদা বুদ্ধের ধর্ম্মশ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হইলেন। ভগবান তাঁহাকে কর্ম্মস্থান দিলেন। কয়েকদিন কর্ম্মস্থান ভাবনার পর আবার উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। বুদ্ধ তাঁহার চিত্তের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া উপদেশ গাথা বলিলেন। গাথা শ্রবণে তাঁহার চৈতন্য হইল "অহো আমি নিতান্ত অন্যায় করিয়াছি, এইরূপ বুদ্ধের নিকট কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া তাহা ত্যাগ করত মিথ্যা বিতর্কে বাস করিতেছি।" এই প্রকারে সংবেগ উৎপাদন করিয়া অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইলেন ও বুদ্ধ-ভাষিত গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

৯৩। দুক্খকামা এরক, ন সুখা কামা এরক,
যো কামে কাময়তি দুক্খং সো কাময়তি এরক;
যো কামে ন কাময়তি, দুক্খং সো ন কাময়তি এরকা'তি। ৩

এরকো থেরো।

হে এরক, এই কামভোগ দুঃখ জনক। এরক, যে কামের দোষ জানে তাহার পক্ষে কামভোগ সুখকর নহে।' এরক, যে কামভোগ ইচ্ছা করে, সে দুঃখকে ইচ্ছা করে। এরক, যে কামভোগ ইচ্ছা করেনা, সে দুঃখকে ইচ্ছা করে না। ৩

মেত্তজি স্থবির। ৯৪

ইনি অনোমদর্শী বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা বোধিবৃক্ষে ইষ্টক নির্ম্মিত বেদিকা নির্ম্মাণ করিয়া চুণ লেপন করেন। ভগবান সেই কৃতকার্য্যের অনুমোদন করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধ-রাজ্যে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম ছিল—মেত্তজি। বয়ঃপ্রাপ্তে কামভোগে বীতস্পৃহ হইয়া তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্যে বাস করেন। তখন বুদ্ধের উৎপত্তি সংবাদ শুনিয়া তথায় গমন করেন ও কয়েকটি প্রশ্ন করেন। বুদ্ধের প্রশ্নোত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া প্রব্রজিত হন। কিছুদিন পরে অর্হৎ হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৯৪। নমো হি তস্স ভগবতো সক্যপুত্তস্স সিরীমতো,
তেনায়ং + অগ্গপ্পত্তেন অগ্গধম্মো সুদেসিতো'তি। ৪
মেত্তজি থেরো।

শ্রীমৎ শাক্যপুত্র সেই ভগবানকে নমস্কার করিতেছি। সেই সর্ব্বজ্ঞ কর্তৃক এই নবলোকোত্তর ধর্ম্ম সুদেশিত হইয়াছে। ৪

+ সি—অগ্গপত্তেন

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। ভগবানের পরিনির্ব্বাপিত চৈত্যোৎসবে পুষ্প পূজা করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে মহাসুবর্ণ কুটুম্বিকের পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম ছিল—পাল। যখন তিনি হাটিতে পারেন, তখন তাঁহার অন্য একজন ভ্রাতা হয়। মাতাপিতা ছোট ছেলের নাম চুলপাল রাখিয়া, তাঁহার নাম রাখিলেন—মহাপাল। তাঁহাদের বয়ঃপ্রাপ্তে বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হইল। সেই সময়ে ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে ছিলেন। একদা তিনি উপাসকদের সহিত বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া কনিষ্ঠভ্রাতার উপর সম্পত্তি নিয়োগ করত প্রব্রজিত হইলেন। পাঁচ বৎসর কাল আচার্য্য-উপাধ্যায়ের নিকট ধর্ম্ম-বিনয় শিক্ষা করিলেন। বর্ষান্তে বুদ্ধের নিকট কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া ৬০ জন ভিক্ষু সহিত অরণ্যে কর্ম্মস্থান ভাবনা করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহার চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয়। বৈদ্য ঔষধ দিলেন বটে, কিন্তু বৈদ্যের বিধিব্যবস্থানুসারে তিনি ঔষধ দিতেন না। সেই কারণে রোগ বৃদ্ধি হইল। তিনি ভাবিলেন—"চক্ষুরোগ উপশমের চেয়ে, ক্লেশরোগ উপশম করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।" এই ভাবিয়া দৃঢ়তার সহিত ভাবনা করিতে লাগিলেন। একদা এককক্ষণেই চক্ষুও নষ্ট হইল, ক্লেশও নষ্ট হইল। তিনি তখন সূক্ষ্ম বিদর্শক অর্হৎ হইলেন।

একসময় ভিক্ষুগণ তাঁহাকে বিহারে রাখিয়া পিণ্ডাচরণে গমন করিলেন। দায়কগণ ভিক্ষুদের মুখে তাঁহার দৃষ্টিহীনতার সংবাদ শুনিয়া অতিশয় শোকার্ত্ত হইলেন এবং বিহারে আসিয়া বলিলেন—"ভন্তে, আপনি চিন্তা করিবেন না, আমরা আপনার আহার যোগার করিয়া দিব।" ভিক্ষুগণও তাঁহার উপদেশে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। বর্ষান্তে ভিক্ষুরা বুদ্ধদর্শনের ইচ্ছা করিলে, তিনি বলিলেন—"আমি দুর্ব্বল ও অন্ধ, রাস্তায়ও উপদ্রব আছে, আমার সহিত গেলে তোমাদেরও উপদ্রব হইবে। তোমরা পূর্ব্বে গমন কর। বুদ্ধকে ও অশীতি মহাস্থবিরকে আমার বন্দনা জ্ঞাপন

করিও এবং আমার কনিষ্ঠকে বলিয়া একজন লোক পাঠাইয়া দিও। ভিক্ষু-গণ তাঁহার আদেশানুযায়ী কর্ত্তব্য পালন করিলেন ও তাঁহার কনিষ্ঠকে বলিয়া স্থবিরের ভাগিনেয়কে প্রব্রজ্যা প্রদান পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিলেন। সেই শ্রামণের স্থবিরের নিকটে গিয়া পৌঁছিলেন। স্থবির তাহাকে লইয়া এক অরণ্যপথে উপস্থিত হইলেন। শ্রামণের তখন এক রমণীর গীতশব্দ শুনিতে পাইয়া স্থবিরকে বলিলেন—'ভন্তে, আমি যাবৎ না আসি, তাবৎ এখানে অপেক্ষা করুন। শ্রামণের ঐ রমণীর সহিত ব্যভিচারে রত হইয়া যতই গৌণ করিতে লাগিল, স্থবির ততই চিন্তিত হইলেন। স্থবির ভাবিলেন—'বোধ হয় সে অনাচারে প্রবৃত্ত হইবে।' কিছুক্ষণ পরে শ্রামণের আসিয়া বলিল—'চলুন ভন্তে।' স্থবির জিজ্ঞাসিলেন—'পাপ করিয়াছ কি?' 'সে কোন প্রত্যুত্তর দিলনা।' তোমার ন্যায় পাপীর আমার যষ্টি গ্রহণ করা অনুচিত, তুমি যাও। সে বলিল—'আপনি অন্ধ, রাস্তাও বিঘ্ন সঙ্কুল, কি প্রকারে যাইবেন?" হে মূর্খ, 'আমি এখানে শুইয়া মরিব' তথাপি তোমার ন্যায় পাপীর সহিত গমন করিব না। তৎপর একটি গাথা ভাষণ করিলেন। সে গাথা শ্রবণে নিজের অন্যায় বুঝিয়া অতিশয় অনুতপ্ত হইল ও কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। স্থবিরের শীলতেজে ইন্দ্রাসন উত্তপ্ত হইল। ইন্দ্ররাজ এই কারণ অবগত হইয়া শ্রাবস্তীগামী পুরুষবেশে স্থবিরের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং স্থবিরকে শ্রাবস্তীতে চুলপাল-নির্ম্মিত পর্ণ-শালায় পৌঁছাইয়া দিলেন। তৎপর ইন্দ্র স্থবিরের ভ্রাতাকে তাঁহার আগমন সংবাদ জানাইয়া চলিয়া গেলেন। চুলপাল আজীবন তাঁহার সেবা করিলেন।

৯৫। অন্ধোহং হতনেত্তোস্মি কন্তারদ্ধানে × পক্কন্তো,
সয়মানোপি গচ্ছিস্সং ন সহায়েন পাপেনা'তি। ৫
চক্খুপালো থেরো।

× সি—পক্খন্তো, সী—গচ্ছিস্সং।

আমি অন্ধ, হতচক্ষু হইয়াছি, কান্তারের দীর্ঘপথে উপনীত হইয়াছি, পদব্রজে না পারিলে, বুকে ভার করিয়া গমন করিব, তথাপি পাপী বন্ধুর সহিত গমন করিব না। ৫

খণ্ডসুমন স্থবির। ৯৬

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা রাজা ভগবানের পরিনির্ব্বাপিত কনক চৈত্যে পুষ্প পূজা করিলেন, তাই তিনি পুষ্প পাইলেন না। চৈত্যের চারিদিকে চন্দন বেদিকা নির্ম্মাণ করিয়া মহাপূজা করিলেন। পরে কশ্যপ বুদ্ধের সময় কুটুম্বিক-গৃহে উৎপন্ন হন। তখনও রাজার পুষ্প-পূজার দরুণ পরিনির্ব্বাপিত চৈত্যে পুষ্পপূজা করিতে পারিলেন না। পরে সুমন পুষ্পখণ্ড দেখিয়া বহুমূল্যে গ্রহণ পূর্ব্বক চৈত্য পূজা করিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তাঁহার দেবলোকে জন্ম হয়। ৮০ কোটি বর্ষ স্বর্গসুখ ভোগ করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় পাবারাজ্যে মল্লরাজকুলে জাত হন। তাঁহার জন্ম সময়ে শর্করাখণ্ডও সুমন পুষ্পাকার ধারণ করিল। সেই কারণে তাঁহার নাম হইল—খণ্ড সুমন। তখন ভগবান পাবাতে চুন্দের আম্রবনে বাস করিতেন। তথায় বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন ও অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বজন্ম অনুস্মরণ পূর্ব্বক গাথা ভাষণ করেন।

৯৬। এক পুপ্ফং চজিত্বান অসীতি ব'স্স কোটিয়ো,

সগ্গেসু পরিবারেত্বা সেসকেনম্হি নিব্বুতো'তি। ৬

খণ্ডসুমনো থেরো।

একটি সুমনপুষ্প পূজাচিত্তে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যগণনায় ৮০ কোটি বর্ষ তাবতিংস স্বর্গে অপ্সরাবেষ্টিত হইয়া সুখানুভব করি। পরিশেষে এই দান-চেতনাবলে নির্ব্বাণ লাভ করি। ৬

তিষ্য স্থবির। ৯৭

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময় যান নির্ম্মাতাকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিবস ভগবানকে দেখিয়া চন্দন-ফলক দান করেন। ভগবান তাহা পরিভোগ করেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে গৌতম বুদ্ধের সময় রোরুবনগরে রাজকুলে জাত হন। পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। রাজা বিম্বিসার তাঁহার অদর্শন বন্ধু ছিলেন। তাঁহার জন্য মণি-মুক্তা-বস্ত্র উপহার প্রেরণ করিলেন। রাজা শুনিলেন—তিনি পুণ্যবান, তাই চিত্রপটে বুদ্ধ-চরিত ও সুবর্ণ পত্রে 'পটিচ্চ সমুপ্পাদ' অর্থাৎ অবিদ্যাদি ধর্ম্মসূত্র লিখাইয়া প্রত্যুপহার পাঠাইয়া দিলেন। পারমীপূর্ণ হেতু এই উপহার দেখিয়াই বুদ্ধ-শাসনের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। বলিলেন—"আমি ভগবানের ধর্ম্মনীতি পরিজ্ঞাত হইয়াছি। কামভোগ বড়ই দুঃখজনক, গৃহে বাস করিবার কি প্রয়োজন।" তখনই রাজত্ব ত্যাগ করিয়া কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করিলেন ও কাষায় বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইলেন। রাজা পুক্কুসাতির ন্যায় মৃন্ময় পাত্র গ্রহণ করিলেন। রাজ্যবাসীর বিলাপ করা সত্বেও নগর হইতে বহির্গত হইলেন এবং রাজগৃহে গমন করিয়া সপ্পসোণ্ডিক গহ্বরে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবানের ধর্ম্ম শুনিয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হওত নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

৯৭। হিত্বা সতপলং কংসং সোবণ্ণং সতরাজিকং,
অগ্গহিং মত্তিকাপত্তং ইদং দুতিয়াভিসেচন'ন্তি। ৭
তিস্সো থেরো।

শতপল পরিমাণ কাংস্য ভাজন ও শতরাজিযুক্ত সুবর্ণ ভাজন পরিত্যাগ করিয়া মৃন্ময় ভাজন গ্রহণ করিয়াছি। আমার প্রথমে রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল, এখন প্রব্রজিত হইয়া দ্বিতীয় অভিষেক প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথম অভিষেক সমল-সদোষ-সভয়, দ্বিতীয় অভিষেক নির্ম্মল নির্দ্দোষ, নির্ভয়। ৭

অভয় স্থবির। ৯৮

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সুমেধ বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে জাত হন। একদা সুমেধ ভগবানকে শাল-পুষ্পে পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—অভয়। একদিবস তিনি ভগবানের ধর্ম্ম শুনিয়া প্রব্রজিত হন এবং ভাবনায় নিবিষ্ট হন। একদা গ্রামে পিণ্ডাচরণে গিয়া রূপসী রমণী দর্শনে আসক্ত হইলেন। তৎপর বিহারে আসিয়া ভাবিলেন—"আমি স্মৃতি বিপর্য্যয়ে রমণীরূপ দেখিয়া কামরাগ উৎপন্ন করিয়াছি। বাস্তবিক ইহা বড়ই অন্যায় করিয়াছি।" তাই চিত্তকে নিগ্রহ করিয়া বিদর্শন ভাবনায় রত হইলেন। পরে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৯৮। রূপং দিস্বা সতি মুট্ঠা পিয়নিমিত্তং মনসিকরোতো,
সারত্তচিত্তো বেদেতি তঞ্চ অজ্ঝোস তিট্ঠতি;
তস্স বড্ঢন্তি আসবা + ভবমূলা ভবগামিনো'তি। ৮

অভয়ো থেরো।

কামাসক্ত ব্যক্তি স্ত্রীরূপ দর্শন করিয়া, সেই প্রিয়নিমিত্তে মনোনিবেশ করত স্মৃতি বিহ্বল হইয়া পড়ে এবং আসক্তচিত্তে উহাকে অভিনন্দন করিয়া অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সংসারে পুনঃপুন জন্ম গ্রহণের কামাদি আসক্তি মূল যাহার নিকট আছে, তাহার আসক্তি সমূহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ৮

উত্তিয় স্থবির। ৯৯

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সুমেধ ভগবানের সময় এক কুলগৃহে জাত হন। একদা শাস্তার দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বিছানার

+ সি— ভবমূলোপগামিনো।

আস্তরণ ও পালঙ্ক গন্ধ কুটিতে পাতিয়া দিলেন। সেই পুণ্যফলে গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তুতে শাক্যরাজকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—উত্তিয়। ভগবানের জ্ঞাতি সমাগমে বুদ্ধপ্রভাব দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হন। একদিবস পিণ্ডাচরণে গিয়া পথিমধ্যে এক রমণীর গীত শব্দে আসক্ত হন। পরে নিজের জ্ঞানবলে তাহা নিরুদ্ধ করিয়া ধ্যানে নিবিষ্ট হইলেন। তৎপর অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

৯৯। সদ্দংসুত্বা সতিমুট্‌ঠা পিয়নিমিত্তং মনসিকরোতো,
সারত্তচিত্তো বেদেতি তঞ্চ অজ্ঝোস তিট্‌ঠতি;
তস্স বড্‌ঢন্তি আসবা সংসারং উপগামিনো'তি। ৯

উত্তিয়ো থেরো।

কামাসক্ত ব্যক্তি স্ত্রীশব্দ শ্রবণ করিয়া, সেই প্রিয় নিমিত্তে মনোনিবেশ করত স্মৃতি-বিহ্বল হইয়া পড়ে এবং আসক্তচিত্তে উহাকে অভিনন্দন করিয়া অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সংসারে পুনঃপুন জন্ম গ্রহণের কামাদি আসক্তি মূল যাহার নিকট আছে, তাহার আসক্তি সমূহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ৯

দেবসভ স্থবির। ১০০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী ভগবানের সময় এক কুলগৃহে জাত হন। একদিবস ভগবানকে বন্ধুজীবক পুষ্পে পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলবাস্তুতে শাক্যরাজকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল— দেবসভ। একদা ভগবান কলহ শান্তির জন্য শাক্য-রাজ্যে গিয়াছিলেন, তথায় বুদ্ধের প্রভাব দেখিয়া শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হন অর্থাৎ বুদ্ধের শরণাপন্ন হন। যখন ভগবান নিগ্রোধারামে বাস করিতেছিলেন,

তখন বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজিত হন। পরে অর্হত্ব ফল লাভ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

১০০। সম্মপ্পধান সম্পন্নো সতিপট্ঠানগোচরো,
বিমুত্তিকুসুমসঞ্ছন্নো পরিনিব্বায়িস্সত্যনাসবো'তি। ১০

দেবসভো থেরো।

তত্রুদ্দানং

পরিপুণ্ণকো চ বিজয়ো এরকো মেত্তজি মুনি,
চক্খুপালো খণ্ডসুমনো তিস্সো অভয়ো চ;
উত্তিয়ো মহাপঞ্ঞো থেরো দেবসভোপি চা'তি।

চারি সম্যক্‌চেষ্টা সম্পাদন করিয়া যিনি অবস্থিত, চারি স্মৃতি প্রতিষ্ঠায় যাঁহার চিত্ত অবস্থিত, বিমুক্তিরূপ কুসুমে যিনি বিভূষিত, তিনিই অচিরে অনাস্রব হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিবেন। ১০

একাদসম বগ্‌গো

বেলস্থানিক স্থবির। ১০১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্ব্বে বেস্‌সভূ ভগবানের সময়ে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। পরে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদা ঋষিগণের সহিত বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় বুদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। ভগবানের জ্ঞানসম্পত্তি দর্শনে তাঁহার প্রীতি উৎপন্ন হইল ও জ্ঞানোদ্দেশ্যে পুষ্প পূজা করিলেন। সেই পুণ্যকর্ম্মের প্রভাবে গৌতম বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল— বেলস্থানিক। পরে ভগবানের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন। কর্ম্মস্থান ভাবনা করিবার জন্য কোশল রাজ্যের এক অরণ্যে বাস করেন। তিনি আলস্যে, অনাচারে ও পরুষবাক্যে সময় ক্ষেপণ করিতেন। ভাবনার প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত না। ভগবান তাঁহার জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে দেখিয়া গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণে অর্হৎ হইয়া বুদ্ধ-ভাষিত গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

১০১। ছিত্বা গিহি ত্বং অনবোসিতত্তো
মুখনঙ্গলী ওদরিকো কুসীতো,
মহাবরাহো'ব নিবাপপুট্ঠো
পুনপ্পুনং গব্ভমুপেতি মন্দো'তি। ১
× বেলট্ঠানিকো থেরো।

সি— বেলট্ঠকানি।

তুমি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছ, কিন্তু আর্য্যলক্ষণ প্রাপ্ত হও নাই। তুমি মুখর, পেটুক ও আলস্যপরায়ণ হইয়াছ। আহার্য্য-পুষ্ট মহাবরাহের ন্যায় বাস করিতেছ। হীনপ্রজ্ঞ ব্যক্তিই পুনঃপুন গর্ভ গ্রহণ করিয়া থাকে। ১

সেতুচ্ছ স্থবির। ১০২

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া তিষ্য বুদ্ধের সময়ে এক কুলগৃহে জাত হন। একদিন ভগবানকে সুমধুর কাঠাল ও নারিকেল শাঁস দান করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় এক মণ্ডলিক রাজার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল— সেতুচ্ছ। তিনি পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে অভিষিক্ত হন। কিছুদিন পরে রাজত্ব পরহস্তে ত্যাগ করেন। একদা বুদ্ধের দর্শন পাইয়া ধর্ম্ম শ্রবণ পূর্ব্বক প্রব্রজিত হন ও সেই দিবসেই অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

১০২। মানেন বঞ্চিতাসে, সঙ্খারেসু সঙ্কিলিস্সমানাসে,
লাভালাভেন মথিতা, সমাধিং নাধিগচ্ছন্তী'তি। ২
সেতুচ্ছো থেরো।

যে অহঙ্কারে স্ফীত, যে বাহ্য-আধ্যাত্মিক সংস্কারে সংক্লিষ্ট, যে লাভে ও অলাভে মর্দ্দিত, সে সমাধি ভাবনা লাভ করিতে পারে না। ২

বন্ধুর স্থবির। ১০৩

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ ভগবানের সময়ে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে এক রাজার অন্তঃপুরে প্রহরীর কার্য্য করেন। একদিন সপরিষদ ভগবানকে রাজাঙ্গণদিয়া যাইতেছেন দেখিয়া কণবের

পুষ্পদ্বারা পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শীলবতী নগরে শ্রেষ্ঠী-পুত্ররূপে জাত হন। তাঁহার নাম ছিল— বক্কুর। তিনি কিছুদিন পরে কোন কার্য্যব্যপদেশে শ্রাবস্তীতে যান এবং উপাসকদের সঙ্গে বিহারে গমন করেন। তথায় বুদ্ধের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্হত্ব ফল লাভ করেন। অর্হৎ হইয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিবার জন্য রাজার প্রত্যুপকার স্মরণ করিলেন ও শীলবতী নগরে গমন করিয়া রাজাকে সত্য-ধর্ম্ম দেশনা করিলেন। দেশনা শ্রবণে রাজা স্রোতাপন্ন হইয়া সুদর্শন নামে বিহার নির্ম্মাণ করত স্থবিরকে দান করেন। তাঁহার লাভ সৎকার অতিশয় বৃদ্ধি হয়। স্থবির সঙ্ঘহস্তে যাবতীয় লাভ-সৎকার অর্পণ করিয়া পিণ্ডাচরণে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে শ্রাবস্তীতে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভিক্ষুরা বলিলেন— 'ভন্তে, আপনি এখানে বাস করুন, কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে আমরা বন্দোবস্ত করিব।' স্থবির বলিলেন— 'বন্ধুগণ, আমার কোন মহৎ বস্তুর প্রয়োজন নাই, ভিক্ষালব্ধ অন্ন ও ধর্ম্মতঃ লব্ধ চীবরাদিতে জীবন যাপন করিতে পারিব, আমি ধর্ম্মরসেরই প্রার্থী।' তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১০৩। নাহং এতেন অত্থিকো, সুখিতো ধম্মরসেন তপ্পিতো,
পিত্বান রসগ্গমুত্তমং, ন চ কাহামি * বিসেন সন্থবন্তি। ৩
বক্কুরো থেরো।

আমিষ বস্তুতে আমার প্রয়োজন নাই। সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম্ম-রস ও নবলোকোত্তর ধর্ম্মরস পান করিয়া আমি সুখী হইব। যেই ধর্ম্মরস শ্রেষ্ঠ, উত্তম তাহা আমি পান করিয়াছি। বিষ সদৃশ সংসর্গ করিব না। ৩

* সি— রসেন।

খিতক স্থবির। ১০৪

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পদ্মমুত্তর বুদ্ধের সময় যক্ষ-সেনাপতিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিবস যক্ষ-সমাগমে বসিয়াছেন, এমন সময় ভগবানকে এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিলেন। তখন বুদ্ধের নিকটে গমন পূর্ব্বক বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন। ভগবান তাঁহাকে ধর্ম্মদেশনা করিলেন। তিনি ধর্ম্ম শুনিয়া করতালি প্রয়োগে আনন্দ জ্ঞাপন করেন। তৎপর ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নিলেন। তাঁহার নাম হইল— খিতক। বয়ঃপ্রাপ্তে মহামোদ্গল্লান স্থবিরের ঋদ্ধি প্রভাব সম্বন্ধে শুনিয়া সঙ্কল্প করিলেন "আমিও ঋদ্ধিশালী হইব।" পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন। অর্হৎ হইয়া বিবিধ ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা করিলেন— "বন্ধু, আপনি কি প্রকারে ঋদ্ধি প্রদর্শন করিয়া থাকেন?" সেই প্রশ্নোত্তরে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১০৪। লহুকো বত মে কায়ো, ফুট্‌ঠো চ পীতিসুখেন বিপুলেন,
তুলমিব ‡ ফরিতং মালুতেন, পিলবতি'ব মে কায়ো'তি। ৪
খিতকো থেরো।

বিপুল প্রীতিসুখে আমার কায়-স্পৃষ্ট, তাই দেহভার লঘু হইয়াছে। যখন আমি ব্রহ্মলোকে বা অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করি, তখন বায়ুবিক্ষিপ্ত তুলার ন্যায় আকাশের দিকে আমার শরীর ভাসিতে বা উল্লঙ্ঘন করিতে থাকে। ৪

---

‡ সি—এরিতং।

মলিতবজ্জ স্থবির। ১০৫

ইনি পদ্মমুত্তর ভগবানের সময় হিমবন্তের অনতিদূরে এক হ্রদে পক্ষী যোনীতে জাত হন। ভগবান তাহার প্রতি দয়ার্দ্র চিত্তে হ্রদতীরে গমন পূর্ব্বক চংক্রমণ করিতে লাগিলেন। পক্ষী বুদ্ধদর্শনে প্রসন্ন হইয়া কুমুদ-পুষ্পে পূজা করে। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় ভারুকচ্ছ নগরে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জাত হয়। তাহার নাম ছিল—মলিতবজ্জ। একদা পচ্ছাভু মহাস্থবিরের নিকট ধর্ম্ম শুনিয়া প্রব্রজিত হন এবং বিদর্শন ভাবনায় মনোযোগী হন। তাঁহার এরূপ একটা প্রকৃতি ছিল—যে স্থানে ভোজন দুর্লভ্য, অন্যান্য বস্তু সুপ্রাপ্য, সে স্থান হইতে অন্যত্র যাইতেন না। যে স্থানে ভোজন সুলভ্য, অন্যান্য বস্তু দুর্লভ্য তথায় বাস করিতেন না। এইভাবে কিছুদিন বাসের পর পূর্ব্বকৃত পুণ্যবলে অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১০৫। উক্কণ্ঠিতোপি ন বসে, রমমানোপি পক্কমে,
নত্বেবানত্থ সংহিতং, বসে বাসং বিচক্খণো'তি। ৫
মলিতবজ্জো থেরো।

যেই গৃহবাসে উত্তম ভোজন লাভেও চিত্ত উৎকণ্ঠিত হয়, তথাপি সেই গৃহে বাস করিবে। অন্যত্র বাস করিবে না। অন্য গৃহে চিত্ত রমিত হইলেও কর্ম্মস্থান ভাবনার সুযোগ না হইলে প্রস্থান করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি ভাবনার অনুপযুক্ত স্থানে বাস করেন না। ৫

সুহেমন্ত স্থবির। ১০৬

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯২ কল্প পূর্ব্বে তিষ্য বুদ্ধের সময় বনচররূপে উৎপন্ন হওত এক বনে বাস করিতেন। ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়া বনে প্রবেশ করিলেন ও তাহার সন্নিকটস্থ এক

বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন। সে বুদ্ধদর্শনে প্রীত হইয়া সুগন্ধ পুন্নাগ পুষ্পদ্বারা পূজা করিল; পরে গৌতম বুদ্ধের সময় পরিয়ন্ত দেশে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। তাহার নাম ছিল— সুহেমন্ত। একদা সাঙ্কাশ্য নগরের মৃগদাবে ভগবানকে দর্শন করে, বুদ্ধের নিকটে ধর্ম্ম শুনিয়া প্রব্রজিত হয়। তিনি ত্রিপিটক শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ষড়াভিজ্ঞ হন। অর্হৎ হইয়া একদিন চিন্তা করিলেন—"শ্রাবকের পক্ষে যাহা পাওয়ার দরকার, আমি সেই সমস্ত পাইয়াছি, এখন আমি ভিক্ষুদের উপকার করিব।" সেই হইতে তাঁহার নিকট কোন ভিক্ষু উপস্থিত হইলে তাঁহাকে উপদেশ দিতেন, অনুশাসন করিতেন, সন্দেহ দূর করিতেন ও বিশুদ্ধভাবে কর্ম্মস্থান বুঝাইয়া দিতেন। একদা ভিক্ষুদিগকে নিজের বিশেষত্ব প্রকাশ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১০৬। সতলিঙ্গস্স অত্থস্স সতলক্খণধারিণো,
একঙ্গদস্সী দুম্মেধো সতদস্সী চ পণ্ডিতো'তি। ৬
সুহেমন্তো থেরো।

অনেক প্রকার অর্থের ও অনেক প্রকার অনিত্যাদি লক্ষণজ্ঞের মধ্যে হীনপ্রজ্ঞ ব্যক্তি একটি মাত্র লক্ষণ দর্শন করে, পণ্ডিত ব্যক্তি অনেক লক্ষণ দেখিয়া থাকেন। ৬

ধর্ম্মসব স্থবির। ১০৭

ইনি পদ্মুত্তর বুদ্ধের সময় সুবচ্ছ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ত্রিবেদে তিনি পারদর্শী। গৃহ-বাসে দোষ দেখিয়া তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এক অরণ্যে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া অনেক তাপসের সহিত বাস করিতেন। একদা পদ্মুত্তর বুদ্ধ তাঁহার কুশল বীজ বপন মানসে আশ্রমের নিকটে আকাশে থাকিয়া ঋদ্ধি দেখাইতে লাগিলেন।" তিনি ঋদ্ধি দর্শনে অতিশয়

সন্তুষ্ট হইলেন। বুদ্ধপূজা মানসে নাগপুষ্প চয়ন করাইলেন। ভগবান উহা দেখিয়া ভাবিলেন—"তাপসের এই কুশলবীজ সঞ্চয়ে যথেষ্ট হইয়াছে।" কাজেই ভগবান চলিয়া গেলেন। তিনি বুদ্ধের গমনমার্গ নির্দ্দেশ করিয়া পুষ্পগুলি ছড়াইয়া দিলেন ও শ্রদ্ধা-প্রসন্নচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধরাজ্যের এক ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। গৃহবাসে তিনি বীতশ্রদ্ধ হইলেন ও প্রব্রজ্যা গ্রহণের সার্থকতা বুঝিতে পারিলেন। তখন ভগবান দক্ষিণগিরিতে বাস করিতেছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বুদ্ধের নিকট ধর্ম্ম-শ্রবণ পূর্ব্বক অর্হৎ হইলেন ও গাথা ভাষণ করিলেন।

১০৭। পব্বজিং তুলয়িত্বান অগারস্মা অনগারিয়ং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি। ৭

× ধম্মসংবরো থেরো।

প্রব্রজ্যার ফল ও গৃহবাসের ফল তুলনা করিয়া আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়াছি। এখন আমি ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। বুদ্ধের শাসন-অনুরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছি। ৭

ধর্ম্মসবপিতা স্থবির। ১০৮

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধশূন্য কালে এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন ভূতগণ নামক পর্ব্বতে একজন পচ্চেক-বুদ্ধ বাস করিতেন। তিনি তৃণশূল পুষ্পে বুদ্ধকে পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে বিবাহ করেন। ধর্ম্মসব নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। ধর্ম্মসব প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বয়স যখন ১২০ বৎসর, তখন চিন্তা করিলেন—

× সী—ধম্মসবো।

"আমার পুত্র তরুণ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছে, আমি কেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব না।" এই প্রকারে সংবেগ উৎপাদন করিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। পরে বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১০৮। সবীসংবস্সসতিকো, পব্বজিং অনগারিয়ং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি। ৮
ধম্মসবপিতু থেরো।

আমি ১২০ বৎসর বয়সে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়াছি। এখন ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। বুদ্ধের শাসন-অনুরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছি। ৮

সঙ্ঘরক্ষিত স্থবির। ১০৯

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্ব্বে কুলগৃহে জাত হন। একদিবস পর্ব্বতপাদে সাতজন পচ্চেকবুদ্ধ বাস করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাদিগকে কদম্ব পুষ্পদ্বারা পূজা করিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক সমৃদ্ধ কুলগৃহে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে প্রব্রজিত হইয়া কর্ম্মস্থান ভাবনা করিবার জন্য অরণ্যে গমন করেন। তথায় তিনি একজন ভিক্ষুর সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহাদের বাসস্থানের অনতিদূরে এক মৃগীর শাবক হইয়াছিল। মৃগীশাবকের স্নেহে ক্ষুধিত হইলেও দূরস্থানে আহারার্থ গমন করিত না। তাই নিকটে তৃণ-জলের অভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। স্থবির মৃগীর অপত্যস্নেহ দেখিয়া ভাবিতেন—"অহো, জগতে সত্ত্বগণ তৃষ্ণা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মহাদুঃখ পাইতেছে, তাহা ছেদন করিতে সমর্থ হইতেছেনা।" এই চিন্তায় সংবেগ উৎপাদন করিয়া ভাবনা বলে অর্হত্ব ফল লাভ করি-লেন। তৎপর দ্বিতীয় ভিক্ষুর মিথ্যাবিতর্ক-বিহার জ্ঞাত হইয়া সেই

মৃগীর উপমাদিয়া উপদেশ-গাথা ভাষণ করিলেন। সেই ভিক্ষু গাথা শ্রবণ করিয়া সংবেগ উৎপাদন পূর্ব্বক অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন।

১০৯। ন নূনায়ং পরমহিতানুকম্পিনো
রহোগতো অনুবিগণেতি সাসনং;
তথা'হয়ং বিহরতি পাকতিন্দ্রিয়ো
মিগী যথা তরুণ জাতিকা বনে'তি। ৯

সজ্জরক্খিতো থেরো।

সত্ত্বগণের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত ও কায়বিবেক পরায়ণ এই ভিক্ষু চারি আর্য্যসত্য কর্ম্মস্থান ভাবনায় অবহিত হইতেছে না মত বোধ হয়, যেমন অরণ্যে তরুণী মৃগী অপত্যস্নেহ কারণে দুঃখ ভোগ করে, তেমন এই ভিক্ষুও সংযম অভাবে সংসারাবর্ত্ত দুঃখকে উচ্ছেদ করিতে না পারিয়া দুঃখেই বাস করিতেছে। ৯

উসভ স্থবির। ১১০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্ব্বে শিখী বুদ্ধের সময়ে এক দেবপুত্র হন। একদা বুদ্ধকে দিব্যপুষ্পদ্বারা পূজা করেন। সেই পুষ্প পূজা সাতদিন যাবৎ পুষ্পমণ্ডপ তুল্য অবিকৃতভাবে ছিল। তথায় দেব-মনুষ্যগণের মহাসমাগম হইয়াছিল। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে ধনাঢ্যকুলে জাত হন। তাঁহার নাম ছিল—উসভ। ভগবানের জেতবনে আসার পর তাঁহার উপদেশে প্রব্রজিত হন। তিনি অরণ্যে গিয়া বাস করেন। সেই সময়ে প্রত্যূষকালে অরণ্যে বৃষ্টি হইতেছিল। সেই কারণে পর্ব্বত-জাত বৃক্ষগুলিতে নবকিশলয় উৎপন্ন হইয়া অতিশয় শোভা পাইতেছিল। একদিবস স্থবির আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পর্ব্বতের

রমণীয়তা দর্শন করিতে করিতে বলিলেন—"এই নাগেশ্বর প্রভৃতি বৃক্ষ অচেতন, অথচ ঋতুপ্রভাবে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি কেন এমন ঋতুপ্রভাব প্রাপ্ত হইয়া গুণবলে শ্রীবৃদ্ধি সাধন না করিব?" এই চিন্তা করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা ভাষণের পর বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন।

১১০। নগা নগগ্গেসু সুসংবিরূলহা,
উদগ্গমেঘেন নবেন সিত্তা,
বিবেককামস্স অরঞ্ঞসঞ্ঞিনো
জনেতি ভিয্যো উসভস্স কল্যতন্তি। ১০
উসভো থেরো।

তত্রুদ্দানং

বেলট্ঠকানি সেতুচ্ছো বন্ধুরো খিতকো ইতি,
মলিতবম্ভো সুহেমন্তো ধম্মসংবরো ধম্মসবপিতা;
সঙ্ঘরক্খিতো থেরো চ উসভো চ মহামুনী'তি।

পর্ব্বত শিখরে নববারিধারা সিক্ত নাগেশ্বর বৃক্ষগুলি শাখা-প্রশাখায় ও নবকিশলয়ে যেমন শোভা পাইতেছে, তেমন অরণ্যবাসী, বিবেককামী উসভ ভিক্ষুর অধিকতর ভাবনা যোগ্যতা উৎপাদন করিতেছে। ১০

———

দ্বাদসম বগ্‌গো

জেন্ত স্থবির। ১১১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী ভগবানের সময় দেবপুত্র হন। তিনি একদিবস শাস্তাকে কিঙ্কিরাত পুষ্পে পূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধরাজ্যে জেন্তগ্রামে এক মণ্ডলিক রাজার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্ব্বকৃত সুকৃতির ফলে বাল্যকালেই প্রব্রজ্যা লাভের অভিলাষ তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হয়। তিনি ভাবিলেন— "প্রব্রজ্যাও দুষ্কর, গৃহে বাসও কঠিন, ধর্ম্মও গম্ভীর, সম্পত্তি লাভও সহজ নহে, এখন আমার কি করা উচিত।" এই প্রকারে বহু চিন্তা করিয়া একদা ভগবানের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিলেন। সেই হইতে প্রব্রজ্যা লাভার্থ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া কর্ম্মস্থান ভাবনা করিতে লাগিলেন। পরে অর্হৎ হইয়া "আমার উৎপন্ন বিতর্ক আদি হইতে ছেদন করিতে সমর্থ হইয়াছি" এইরূপে সন্তুষ্টি জ্ঞাপন পূর্ব্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১১১। দুপ্পব্বজ্জং বে দুরধিবাসা গেহা
ধম্মো গম্ভীরো দুরধিগমা ভোগা,
কিচ্ছা বুত্তিনো ইতরীতরেনেব
য়ুত্তং চিন্তেতুং সততমনিচ্চত'ন্তি। ১

জেন্তো থেরো।

সম্পত্তি ও জ্ঞাতিবর্গ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হওয়া অতিশয় দুষ্কর। বহু কার্য্যবিধায় গৃহে বাস করাও কঠিন। ধর্ম্মও গম্ভীর, সম্পত্তি উপার্জ্জনও সহজ ব্যাপার নহে। প্রব্রজিত হইলেও ধর্ম্মতঃ লব্ধ বস্তুতে দুঃখে জীবন ধারণ করিতে হয়। তথাপি সতত অনিত্যতা চিন্তা করা যুক্তিসঙ্গত। ১

বচ্ছগোত্র স্থবির। ১১২

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময় বন্ধুমতী নগরে এক কুলগৃহে জাত হন। একদা রাজা ও নগরবাসীর সহিত বুদ্ধপূজা করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক ধনী ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। তাঁহার পিতা বৎসগোত্র হেতু তাঁহার নাম হইল—বচ্ছগোত্র। তিনি ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যায় কোন সার না পাইয়া পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরে বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হইয়া অচিরেই ষড়াভিজ্ঞ হন ও নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

১১২। তেবিজ্জোহং মহাঝায়ী, চেতো সমথকোবিদো,
সদত্থো মে অনুপ্পত্তো, কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি। ২
বচ্ছগোত্তো থেরো।

আমি ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত, মার্গফলরূপ মহাধ্যান লাভ করিয়াছি। চিত্ত উপশম বিষয়ে সুদক্ষতা লাভ করিয়াছি। আমার অর্হত্ব ফল লাভ হইয়াছে, বুদ্ধের শাসনানুরূপ কাজ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছি। ২

বনবচ্ছ স্থবির। ১১৩

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে উৎপন্ন হন। চাকুরী করিয়া জীবন যাপন করিত। কোন অপরাধের দরুণ তিরস্কৃত হইয়া মৃত্যুভয়ে পলায়ন করে। এমন সময় পথি-মধ্যে বোধিবৃক্ষ দেখিতে পাইল। শ্রদ্ধাসহকারে বোধিমূল পরিষ্কার করিয়া অশোক পুষ্প স্তবকে পূজা করিল এবং বোধি বন্দনা করিতে করিতে তথায় বসিয়া রহিল। শত্রুগণ তাহাকে মারিবার জন্য আসিলেও তাহাদের প্রতি

রাগচিত্ত উৎপন্ন করে নাই। কেবল বোধিগুণ স্মরণ করিতে করিতে শত পুরুষ প্রপাতে পড়িয়া রহিল। সেই পুণ্য প্রভাবে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। নাম ছিল— বচ্ছ। বিম্বিসার সমাগমে প্রব্রজিত হইয়া অর্হৎ হইলেন। তৎপর বিবেক সুখার্থ বনে বাস করিতেন। সেই হইতে "বনবচ্ছ" নাম হইল। একসময় জ্ঞাতিদের উপকারার্থ তিনি রাজগৃহে গিয়াছিলেন। তথায় কয়েকদিন বাস করিয়া প্রত্যাগমনাভিপ্রায় জানাইলে, জ্ঞাতিগণ বলিলেন— "ভন্তে, আমাদের প্রতি দয়া করিয়া নিত্য এখানেই বাস করুন, আমরা আপনার সেবা করিব।" স্থবির তাহাদিগকে পর্ব্বতের রমণীয়তা কীর্ত্তন করিয়া বিবেক-সুখ নিবেদন প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

১১৩। অচ্ছোদিকা পুথুসিলা গোনঙ্গুলমিগাযুতা,
অম্বু-সেবালসঞ্ছন্না তে সেলা রময়ন্তি মং'তি। ৩
বনবচ্ছো থেরো।

অগভীর পরিষ্কৃত জলসম্পন্ন, মহৎ শিলা বিস্তৃত, গরুর ন্যায় লাঙ্গুল বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ বানরযুত ও শৈবাল আচ্ছাদিত শীতল জল পূর্ণ এই শৈল সমূহ আমাকে রমিত করে বা আনন্দ দান করে। ৩

অধিমুত্ত স্থবির। ১১৪

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। ব্রাহ্মণ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কামসেবার দোষ দেখিয়া গৃহবাস ত্যাগ করেন। তাপস প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হইয়া অরণ্যে বাস করিতেন। বুদ্ধের উৎপত্তি সংবাদ পাইয়া গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলে ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত ভগবানকে দেখিতে পাইলেন। বুদ্ধদর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার বল্কল বাস ভগবানের

পদমূলে বিছাইয়া দিলেন। ভগবান তাহার অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কালানুসার নামক সুগন্ধদ্বারা শাস্তাকে পূজা করিলেন ও দশটি গাথা আবৃত্তিদ্বারা স্তুতি করিলেন। ভগবান বলিলেন— "তুমি ভবিষ্যতে গৌতম বুদ্ধের শাসনে ষড়াভিজ্ঞ হইবে।" পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ-বিদ্যায় সুদক্ষ হন। এই বিদ্যায় সার না পাইয়া বুদ্ধের জেতবন প্রতিগ্রহণ দিবসে ভগবানের প্রভাব দর্শনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্হত্ব ফল লাভ করেন এবং কায়ের প্রতি অসংযত ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

১১৪। কায়দুট্‌ঠুল্ল গরুনো হীয়মানম্হি জীবিতে,
সরীরসুখগিদ্ধস্স কুতো সমণসাধুতা'তি। ৪
অধিমুত্তো থেরো।

পর্ব্বত প্রবাহিতা ক্ষুদ্র নদীর জলের ন্যায় ক্ষণিক জীবনে কেবল শরীর পোষণে রত ও উত্তম খাদ্যে কায়সুখ লাভার্থ তৃষ্ণারত ভিক্ষুর শ্রমণ-সাধুতা কোথায় থাকিবে? অর্থাৎ কায়-জীবনে মমতাহীন, যথালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট ও আরব্ধবীর্য্যবান ব্যক্তির লক্ষণই শ্রমণ সাধুতা। ৪

মহানাম স্থবির। ১১৫

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সুমেধ ভগবানের সময়ে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। তিনি ব্রাহ্মণ বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। গৃহ-বাস ত্যাগ করিয়া নদীতীরে আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বহু ব্রাহ্মণকে মন্ত্র শিক্ষা দিতেন। একদা ভগবান তাহাকে স্বেচ্ছায় অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছায় আশ্রমে পদার্পণ করিলেন। তিনি বুদ্ধ দর্শনে প্রীত হইয়া আসন

পাতিয়া দিলেন। ভগবান আসনে বসিলে মধু দান করিলেন এবং ভবিষ্যতে ষড়াভিজ্ঞ হইবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হইয়া নেষাদ পর্ব্বতে কর্ম্মস্থান ভাবনা করেন। কিছুতেই তৃষ্ণা ধ্বংশ করিতে না পারিয়া "আমার এই তৃষ্ণা-ক্লিষ্ট জীবনে বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ নাই" মনে করত এক উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিলেন এবং "এই পর্ব্বতশিখর হইতে পড়িয়া মরিব" স্থির করিয়া নিজকে নিজে উপদেশ গাথা বলিলেন। সেই গাথা ভাষণের পরই তিনি অর্হৎ হইলেন।

১১৫। এসাবহীয়্যসে পব্বতেন বহু কুটজ †সল্লকিতেন,
নেসাদকেন গিরিনা য়সস্সিনা পরিচ্ছদেনা'তি। ৫
মহানামো থেরো।

হে মহানাম, যদি কর্ম্মস্থান ত্যাগ করিয়া বিতর্ক বহুল হও, তাহা হইলে তুমি বহু কুটজ, শল্লকি পুষ্পযুক্ত, নানাবিধ বৃক্ষলতা সম্পন্ন সুপ্রসিদ্ধ এই নেষাদগিরি হইতে পরিহীন হইবে। অর্থাৎ এই গিরি ত্যাগ করিয়া তোমাকে চলিয়া যাইতে হইবে। ৫

পারাসরিয় স্থবির। ১১৬

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া প্রিয়দর্শী ভগবানের সময় নেষাদ যোনিতে জাত হন। তাহার বনে বিচরণ কালে ভগবান দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া এক বৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইলেন। সে মৃগ অনুসন্ধান করিতে করিতে তথায় উপনীত হইল। বুদ্ধ-দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া

---

† সি—সল্লরিকেন।

ভগবানের চারিদিকে শাখা বেষ্টন করিল, পদ্মপুষ্পে আচ্ছাদন করিয়া দিল ও সাতদিন যাবৎ নমস্কার করিতে করিতে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রত্যহ ম্লান পুষ্পগুলি ফেলিয়া নবপুষ্পে আচ্ছাদন করিত। ভগবান সাতদিনের পর ধ্যান হইতে উঠিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্মরণ করিলেন। তখন অশীতি সহস্র ভিক্ষু আসিয়া বুদ্ধকে পরিবেষ্টন করিলেন। আজ মধুর ধর্ম্মকথা শুনিব ভাবিয়া দেবগণও তথায় সম্মিলিত হইলেন। মহাসমাগম হইল। ভগবান দেব-নরকুলে উৎপত্তি বিষয়ক ও শ্রাবকবোধি সম্বন্ধে ধর্ম্মোপদেশ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই নেষাদ গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহে এক ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ত্রিবেদে অভিজ্ঞ ছিলেন। পরাশর গোত্রে জন্ম বলিয়া তাহার নাম হইল— পারাসরিয়। বহু ব্রাহ্মণ মানব তাঁহার নিকট মন্ত্র শিক্ষা করিত। রাজগৃহে বুদ্ধের সাক্ষাৎ পাইয়া প্রব্রজিত হন। পরে অর্হত্ব ফল লাভ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

১১৬। ছ ফস্সায়তনে হিত্বা গুত্তদ্বারো সুসংবুতো,
অঘমূলং * বমিত্বান, পত্তো মে আসবক্খয়ো'তি। ৬
‡ পারাসরিয়ো থেরো।

আমি চক্ষু প্রভৃতি ছয় স্পর্শ আয়তনকে পরিত্যাগ করিয়া ছয়দ্বার রক্ষা করিয়াছি ও কায়-বাক্যকে সংযত করিয়াছি। অবিদ্যা ও ভবতৃষ্ণারূপ দোষকে বমি করাতে আমার কামাদি আসব সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ৬

যশ স্থবির। ১১৭

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সুমেধ ভগবানের সময় মহানুভব নাগরাজরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নাগভবনে নিয়া ভগবানকে বহুমূল্য ত্রিচীবর ও এক এক জন ভিক্ষুকে

* সি—বমেত্বান। ‡ সি—পারাপরিয়ো।

দুইখানি দুইখানি চীবর দান করেন। সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় তিনি শ্রেষ্ঠীপুত্র হন। মহাবোধি মণ্ডপকে সপ্তরত্নে পূজা করেন। কশ্যপ ভগবানের সময় প্রব্রজিত হইয়া ভাবনা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় বারাণসীতে মহাধনবান শ্রেষ্ঠীর পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম ছিল—যশ। শরীর ছিল অতিশয় কোমল। তিনটি প্রাসাদ তাঁহার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি রাত্রিকালে পরিজনবর্গের বিশ্রী শয্যা দেখিয়া সংবেগ প্রাপ্ত হন। স্বর্ণ পাদুকায় আরোহণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বাহির হইলে দেবগণ দরজা খুলিয়া দেন। তৎপর ঋষিপতন মৃগদায়ে উপস্থিত হন। বলিতে লাগিলেন—"অহো আমি উপদ্রুত হইতেছি ও বিবিধ উপসর্গে উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।" সেই সময় ভগবান ঋষিপতনে ছিলেন। তাহাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য বাহিরে চংক্রমণে রত থাকিয়া বলিলেন—"যশ এস, এই স্থান উপদ্রবহীন, এখানে উপসর্গ নাই।" তিনি ভগবৎ বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইলেন এবং তখনই পাদুকা ত্যাগ করিয়া বুদ্ধের সদনে উপনীত হইলেন। ভগবানের ধর্ম্মবাণী শুনিয়া স্রোতাপন্ন হন। এইদিকে তাঁহার পিতা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় গিয়া উপস্থিত হন। তখন বুদ্ধের ধর্ম্ম শুনিয়া তাঁহার পিতা স্রোতাপন্ন হইলেন এবং তিনি অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। তখন ভগবান দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা প্রদান করিলেন। তৎপর যশ স্থবির এই উদান গাথা ভাষণ করিলেন।

১১৭। সুবিলিত্তো সুবসনো সব্বাভরণভূসিতো,
তিস্সো বিজ্জা অজ্ঝগমিং কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি। ৭

য়সো থেরো।

আমি উত্তম সুগন্ধে বিলিপ্ত হইয়াছি, সুবসন পরিধান করিয়াছি এবং সমস্ত আভরণে ভূষিত হইয়াছি। এখন কিন্তু ত্রিবিদ্যা লাভ করিয়াছি। বুদ্ধের শাসনানুরূপ কাজ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছি। ৭

কিম্বিল স্থবির। ১১৮

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ককুসন্ধ বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে জাত হন। তিনি ভগবানের পরিনির্ব্বাপিত চৈত্যে শাল পুষ্প-মালা মণ্ডলাকারে দিয়া পূজা করেন। সেই পুণ্য প্রভাবে তাবতিংস স্বর্গে তাঁহার জন্ম হয়। গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তু নগরে শাক্য-রাজকুলে উৎপন্ন হন। তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য্যভোগে মত্ত হইলেন। ভগবান তাঁহার জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে দেখিয়া সংবেগ উৎপাদনার্থ অনু-প্রিয় বন হইতে ঋদ্ধি প্রদর্শন করিলেন। প্রথমে একটি পরমা সুন্দরী তরুণী রমণী তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। আস্তে আস্তে সেই রমণী জরা-জীর্ণ হইল, রোগে তাহার দেহ শীর্ণ হইল; তিনি রমণীর এই পরিণাম দেখিয়া সংবেগ গাথা ভাষণ করিলেন ও দেহের অসারতা দর্শনে অনিত্য ভাবনায় মনোনিবেশ করিলেন। শাস্তা তখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মো-পদেশ দিলেন। তিনি ধর্ম্মশ্রবণান্তে প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হই-লেন এবং পূর্ব্বোৎপন্ন অনিত্যভাব প্রকাশ পূর্ব্বক সেই গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

১১৮। অভিসথোব নিপাততি বয়ো, রূপং অঞ্ঞমিব তথেব সন্তং,
ভস্সেব সতো অবিপ্পবসতো, অঞ্ঞস্সেব সরামি অত্তানন্তি। ৮
কিম্বিলো থেরো।

কাহারও আহ্বানে শীঘ্র চলিয়া যাওয়ার ন্যায় যৌবন দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। এই রূপসম্পদ স্বীয় স্বভাবে বিদ্যমান, কিন্তু আমার নিকট অন্যরূপ বোধ হইতেছে। স্মৃতি আমার অবিকৃতভাবে বিদ্যমান আছে, তথাপি আমার এই দেহকে অন্য সত্ত্বের ন্যায় ধারণা করিতেছি। ৮

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক ৯৪. কল্প পূর্ব্বে একজন পচ্চেক বুদ্ধকে ভিক্ষার্থ আগত দেখিয়া কদলী ফল প্রদান করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে বৈশালীর লিচ্ছবী রাজকুলে জাত হন। বজ্জী-পুত্র বলিয়া তাঁহার নাম হইল— বজ্জীপুত্ত। তিনি বাল্যকালে হস্তীশিল্প শিক্ষা করিতেন। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিফলে তাঁহার বিরাগভাব জাগিয়া উঠিল। তৎপর বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন এবং অচিরে ষড়াভিজ্ঞ হন। তাঁহার ষড়াভিজ্ঞ হওয়ার পরেই ভগবান পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। তিনি একদিন আনন্দ স্থবিরকে স্রোতাপন্নাবস্থায় মহাপরিষদে ধর্ম্মদেশনা করিতে দেখিয়া উপরি উপরি মার্গলাভার্থ উৎসাহ প্রদান করত গাথা ভাষণ করেন। আনন্দ স্থবিরও গাথা শ্রবণে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন।

১১৯। রুক্খমূল গহনং + পসক্কিয়
নিব্বানং হদয়স্মিং ওপিয়,
ঝায় গোতম মা * পমাদো
কিন্তে ‡ বিলিবিলিকা করিস্সতী'তি। ৯

বজ্জিপুত্তো থেরো।

হে গোতম গোত্রভূত আনন্দ, বৃক্ষের ছায়ায় গমন করিয়া হৃদয়ে নির্ব্বাণকে স্থাপন কর। ধ্যান কর, প্রমাদিত হইওনা, কেন বিচলিত হইয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিবে। ৯

+ সি—পসক্কিয়; * মা চ; ‡ বিবিবিকা।

ইসিদত্ত স্থবির। ১২০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা ভগবানকে রাস্তাদিয়া যাইতেছেন দেখিয়া অতীব মধুর ফল দান করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় অবন্তী-রাজ্যের বর্দ্ধগ্রামে এক সার্থবাহের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। মচ্ছিক-সণ্ডের চিত্তগৃহপতি তাঁহার অদর্শন বন্ধু ছিল। চিত্তগৃহপতি বুদ্ধগুণ সংযুক্ত একখানি পত্র তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। সেই পত্রপাঠে বুদ্ধের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। তিনি মহাকচ্চায়ন স্থবিরের নিকটে প্রব্রজিত হন। পরে ষড়াভিজ্ঞ হন। ষড়াভিজ্ঞ হইয়া বুদ্ধদর্শনার্থ গমন করেন। যখন বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন, তখন ভগবান জিজ্ঞাসিলেন—"কেমন সুখে আছ ত ?" তিনি বলিলেন— "যেই মুহূর্ত্তে আপনার শাসনে উপস্থিত হইয়াছি, সেই হইতে আমার সর্ব্বদুঃখ দূরীভূত হইয়াছে ও সমস্ত উপদ্রব উপশান্ত হইয়াছে।" তৎপর তাঁহার অর্হত্ব প্রাপ্তির বিষয় প্রকাশ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১২০। পঞ্চক্খন্ধা পরিঞ্ঞাতা, তিট্ঠন্তি ছিন্নমূলকা,
দুক্খক্খয়ো অনুপ্পত্তো, পত্তো মে আসবক্খয়ো'তি। ১০
ইসিদত্তো থেরো।

আমার এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি, অবিদ্যা-তৃষ্ণাদির মূল ছিন্ন হইয়া অন্তিম চিত্তে (আর্য্যমার্গফলে) অবস্থিত হইয়াছে। নির্ব্বাণ অধিগত হইয়াছে। আমার কামাদি আসব ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ১০

তত্রুদানং

জেন্তো চ বচ্ছগোত্তো চ বচ্ছো চ নাগসবহয়ো,
অধিমুত্তো মহানাগো পারাসরিয়ো য়সো পি চ ;
কিম্বিলো বজ্জিপুত্তো চ ইসিদত্তো মহায়সো'তি।

বীসুত্তরসতং থেরা কতকিচ্চা অনাসবা,
এককেব নিপাতম্হি সুসঙ্গীতা মহেসিভী'তি।
একনিপাতো নিট্‌ঠিতো।

শাসনকৃত্য সম্পাদনকারী বীততৃষ্ণ মহর্ষিপ্রবর বিংশত্যধিক শতজন স্থবির কর্ত্তৃক এককনিপাতে ১২০টি গাথা বর্ণিত হইয়াছে।

এক নিপাত সমাপ্ত।

দুকনিপাতো

পঠম বগ্গো

উত্তর স্থবির। ১২১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সুমেধ ভগবানের সময় বিদ্যাধররূপে আকাশে বিচরণ করিতেন। সেই সময় ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়া বনে প্রবেশ পূর্ব্বক এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন। তখন শাস্তার দেহ হইতে ষড়রশ্মি নির্গত হইতেছিল। সে অন্তরীক্ষ হইতে বুদ্ধদর্শন করিয়া প্রীত হইল এবং কণিকার পুষ্পদ্বারা বুদ্ধকে পূজা করিল। বুদ্ধ-প্রভাবে পুষ্পগুলি ছত্রাকারে স্থিরভাবে রহিল। উহা দেখিয়া সে অতিশয় আপ্যায়িত হইল। তৎপর মরণান্তে তাবতিংস স্বর্গে মহৎ দিব্য সম্পদ প্রাপ্ত হইল। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে মহাধনী ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। সে ব্রাহ্মণ বিদ্যায় সুদক্ষ ছিল ও কুলে, গুণে, রূপে এবং সদাচারে সকলের পূজ্যপাত্র হইয়াছিল। বর্ষকার ব্রাহ্মণ তাহার গুণে মোহিত হইয়া স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পূর্ব্বকৃত পুণ্যে সংসারের প্রতি তাহার বিরাগভাব উৎপন্ন হইল। সময়ে সময়ে ধর্ম্ম সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম শ্রবণ করিত। পরে তাঁহার নিকট প্রব্রজিত হইল ও সেই হইতে স্থবিরের সেবা করিত। সেই সময় স্থবির রোগাক্রান্ত হন। তাঁহার ঔষধের জন্য উত্তর শ্রামণের প্রাতেই পাত্র-চীবর লইয়া বিহার হইতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে এক তড়াগের তটে পাত্রটি রাখিয়া জলে মুখ ধুইতেছিলেন। এমন সময় কয়েকজন রাজ-পুরুষ এক চোর তাড়াইতেছিল। চোর উপায়ান্তর না দেখিয়া রত্নভাণ্ডটি

শ্রামণেরের পাত্রে ফেলিয়া পলায়ন করিল। শ্রামণের মুখ ধুইয়া পাত্র সমীপে আসিয়াছে, এমন সময় রাজপুরুষেরাও চোর দৌড়াইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাঁহার পাত্রে স্বর্ণভাণ্ড দেখিয়া "এই শ্রামণের চোর, এই ব্যক্তিই চুরি করিয়াছে" এই সন্দেহে তাঁহাকে বাঁধিয়া বর্ষকার ব্রাহ্মণের নিকটে হাজির করিল। তখন বর্ষকার রাজার বিচারক ছিলেন ও বধ-বন্ধনের হুকুম দিতেন। বর্ষকার বলিলেন—"এই ব্যক্তি পূর্ব্বে আমার কথা গ্রহণ করে নাই, শুদ্ধ পাষণ্ডদলে প্রব্রজিত হইয়াছে। তাহার উপর জাত-ক্রোধ থাকায় আর বিচার করিলেন না। তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় শূলে দেওয়া-ইলেন। ভগবান দিব্যচক্ষে তাঁহার জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সুকোমল হস্তখানি উত্তরের শিরঃদেশে রাখিয়া বলিলেন—"উত্তর, ইহা তোমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফল, অবিচলিত চিত্তে তাহা সহ্য কর।" তখন তাহার চিত্তানুরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। ভগবানের হস্তখানি যখন তাঁহার শিরোপরি দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অতিশয় প্রীতি উৎপন্ন হয়, সেই প্রীতিতে শূলাগ্রেই ভাবনা করিয়া ষড়া-ভিজ্ঞ হন। ষড়াভিজ্ঞ হইয়া সত্বগণের প্রতি দয়ার্দ্র চিত্তবশতঃ আকাশে উঠিয়া নানা ঋদ্ধি প্রদর্শন করিলেন। মহাজনসঙ্ঘ এই ব্যাপারে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অচিরে তাঁহার শূলের ক্ষতস্থান শুকাইয়া গেল। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বন্ধু, শূলাগ্রে এত দুঃখ ভোগ করিয়া কি প্রকারে বিদর্শন ভাবনা করিতে সমর্থ হইলে?" বন্ধুগণ, আমি পূর্ব্ব হইতেই সংসারের দোষ ও সংস্কার সমূহের স্বভাব দেখিয়াছি, সেই কারণে শূলাগ্রে থাকিয়াও বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হৎ হইতে সমর্থ হইয়াছি।" সেই স্বভাব প্রকাশার্থ নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১২১। নত্থি কোচি ভবো নিচ্চো, সঙ্খারা বাপি সস্সতা,
উপ্পজ্জন্তি চ তে খন্ধা, চবন্তি অপরাপরং।

এতমাদীনবং ঞত্বা, ভবেনম্হি অনত্থিকো,
নিস্সটো সব্বকামেহি, পত্তো মে আসবক্খয়ো'তি। ১
ইত্থং সুদং আয়স্মা উত্তরো থেরো গাথায় অভাসিত্থা'তি।

কামভবাদি যে কোন ভব নিত্য নহে, সেই কারণে পঞ্চস্কন্ধ সহিত সংস্কার শাশ্বত বা ধ্রুব নহে। যেই পঞ্চস্কন্ধ সমূহ একবার উৎপন্ন হয়, আবার তাহা চ্যুত হয় বা ভাঙ্গিয়া যায়। ভবোৎপত্তির এই দোষ দেখিয়া আমি ভবে আগমনের প্রয়োজন মনে করি না। আমি সমস্ত ভব হইতে বাহির বা নিবৃত্ত চিত্ত হইয়াছি। কামাসবাদি আমার ক্ষয় হইয়াছে, অর্থাৎ আমি অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। ১

আয়ুষ্মান উত্তর স্থবির এই গাথা ভাষণ করিলেন।

পিণ্ডোলভারদ্বাজ স্থবির। ১২২

ইনি পদ্মুত্তর ভগবানের সময় সিংহযোনীতে জন্ম লইয়া পর্ব্বত গুহায় বাস করেন। ভগবান তাহার প্রতি দয়ার্দ্র চিত্তে সে আহারার্থ গমন করিলে গুহায় প্রবেশ করিয়া ধ্যানস্থ হন। সিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বুদ্ধকে গুহার মধ্যে দেখিতে পাইল। সে অতিশয় প্রীত হইয়া জলজ-স্থলজ পুষ্পে বুদ্ধকে পূজা করে; যাহাতে অন্য প্রচণ্ড পশু-পক্ষী গুহায় প্রবেশ করিতে না পারে, এইভাবে চৌকী দিতে লাগিল। তিনবেলা সিংহনাদ করিয়া বুদ্ধের প্রতি স্মৃতি রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সাতদিন যাবৎ বুদ্ধকে পূজা করিল। ভগবান সপ্তাহ পরে ধ্যান হইতে উঠিয়া চিন্তা করিলেন—"সিংহের পক্ষে এই পুণ্য সম্পদ যথেষ্ট হইবে।" তৎপর আকাশ-পথে সিংহ দেখে মত বিহারে আসিলেন। সিংহ পারিলেয্য হস্তীর ন্যায় বুদ্ধের বিয়োগ দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সে

হংসবতী নগরে এক ধনাঢ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া নগরবাসীর সহিত ধর্ম্মশ্রবণার্থ বিহারে গেল। সাতদিন মহাদান দিয়াছিল। এইভাবে যাবজ্জীবন পুণ্যকর্ম্ম করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় কোশম্বী-রাজ উদেনের পুরোহিত পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। তাহার নাম ছিল—ভারদ্বাজ। স্বয়ং ত্রিবেদ শিক্ষা করিয়া ৫০০ শত ছাত্রকে ত্রিবেদ শিক্ষা দিত। ভোজনের প্রতি অত্যাসক্তিবশতঃ ছাত্রদিগকে ত্যাগ করিয়া রাজগৃহে আসে। তথায় ভিক্ষু-সঙ্ঘের লাভ সৎকার দেখিয়া প্রব্রজিত হয়। পান-ভোজনে তাহার মাত্রা ছিল না। ভগবান কৌশলে তাহাকে পরিমিত পান-ভোজন শিক্ষা দিলেন। তৎপর ভাবনাবলে অচিরে ষড়াভিজ্ঞ হন। ষড়াভিজ্ঞ হইয়া ভাবিলেন—"ভগবানের নিকট শ্রাবকের যাহা প্রাপ্ত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা আমি পাইয়াছি।" তিনি ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সিংহনাদে বলিতেন—"মার্গফলে যাহার সন্দেহ আছে, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করুক।" তাই ভগবান "সিংহ-নাদী পিণ্ডোল ভারদ্বাজ" বলিয়া উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার গৃহী কালের কৃপণ ও মিথ্যাদৃষ্টি একজন ব্রাহ্মণ বন্ধু ছিল। তিনি একদিন ব্রাহ্মণকে দানকথা শুনাইলেন। ব্রাহ্মণ দান কথা শুনিয়া বলিলেন—"এই শ্রমণ আমার ধন বিনাশ করিতে ইচ্ছুক" তাই ভ্রূকুটি দেখাইয়া বলিল—"তবে তোমাকে একবেলা ভাত দিব।" স্থবির বলিলেন—"তাহা সঙ্ঘকে দাও, আমাকে নহে।" পুনরায় ব্রাহ্মণ বলিল—"এই শ্রমণ আমার দ্বারা বহুজনকে দেওয়াইতে চায়।" তাহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশে স্থবির বলিলেন—"তুমি দ্বিতীয় দিনে ধর্ম্মসেনাপতিকে সঙ্ঘগত দান দিলে মহাফল পাইবে, অর্থাৎ একজনকে দান দিয়া সঙ্ঘদানের ফল পাইবে, এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিল। স্থবির ভাবিলেন—"এই ব্রাহ্মণ আমাকে আহার তৃষ্ণাবশতঃ দান দিতে চাহে।" আমি আহার তৃষ্ণা যে ত্যাগ করিয়াছি, তাহা সে জানে না। এখন তাহাকে গাথা ভাষণে উহা জ্ঞাপন করিব। ব্রাহ্মণ গাথা শুনিয়া স্থবিরের প্রতি প্রসন্ন হইল।

১২২। নয়িদং অনয়েন জীবিতং, নাহারো হদয়স্স সন্তিকো,
আহারট্‌ঠিতিকো সমুস্সয়ো, ইতি দিস্বান চরামি এসনং।
পঙ্কো'তি হি নং অবেদয়ুং, য়ায়ং বন্দন-পূজনা কুলেসু,
সুখুমং সল্লং দুরুব্বহং, সক্কারো কাপুরিসেন দুজ্জহো'তি। ২
পিণ্ডোল ভারদ্বাজ থেরো।

বেণু-পুষ্প দানাদি অন্বেষণ কারণে আমার জীবিকা নহে, চিত্ত শান্তির জন্য আহার নহে ; (মার্গফল লাভেই চিত্তের শান্তি হয়) আহার্য্যবলেই শরীর বাঁচিয়া থাকে, আমি ইহা দেখিয়া জ্ঞান-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করত ভিক্ষান্বেষণ করিয়া থাকি। অভাবিতচিত্ত-ভিক্ষুদের পক্ষে গৃহীদের এই বন্দনা-পূজা পঙ্ক সদৃশ বলিয়া বুদ্ধ বলিয়াছেন। সেই কারণে ইহা দুরোৎপাটনীয় সূক্ষ্ম শল্য সদৃশ। তাই লাভ-সৎকার কাপুরুষ কর্ত্তৃক দুস্ত্যজ্য। ২

বল্লিয় স্থবির। ১২৩

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্ব্বে কুলগৃহে জাত হন। একদিন কোন কার্য্যহেতু অরণ্যে গিয়াছিলেন। তথায় নারদ নামক এক পচ্চেক বুদ্ধকে বৃক্ষমূলে দেখিয়া একখানি পর্ণকুটীর দান করেন ও চংক্রমণ পরিষ্কার করিয়া বালুকা ছড়াইয়া দেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জাত হন। তিনি যুবকাবস্থায় ইন্দ্রিয়-বশীভূত হইয়া বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় এক কল্যাণমিত্র সংসর্গে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। বুদ্ধের উপদেশে প্রব্রজিত হইয়া অর্হৎ হন ও নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

১২৩। মক্কটো পঞ্চদ্বারায়ং, কুটিকায়ং পসক্কিয়,
দ্বারেন অনুপরিয়েতি, ঘট্টয়ন্তো মুহুং মুহুং।
তিট্ঠ মক্কট মা ধাবি, নহি তে তং য়থা পুরে,
নিগ্গহিতোসি পঞ্ঞায়, নেব দূরং গমিস্সসী'তি। ৩
বল্লিয়ো থেরো।

চিত্তরূপ বানর পঞ্চদ্বার বিশিষ্ট দেহরূপ কুটীর হইতে গমন করিয়া পুনঃপুন চেষ্টা করত দ্বারের নিকট গমনোদ্যোগ করিতেছে। স্থবির নিজের চিত্তকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন— হে চিত্তরূপ বানর, "তিষ্ঠ, ধাবিত হইওনা।" আমার দেহরূপ গৃহ পূর্ব্বের ন্যায় খোলা নহে। তুমি মার্গরূপ প্রজ্ঞাদ্বারা নিগৃহীত হইয়াছ, এই দেহ হইতে দূরে যাইতে পারিবে না, অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না। ৩

গঙ্গাতীরীয় স্থবির। ১২৪

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। বুদ্ধের শাসনে প্রসন্ন হইয়া ভিক্ষু সঙ্ঘকে পানীয় দান করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে গৃহপতির পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল— দত্ত। তিনি গৃহ-বাসে মনোযোগী ছিলেন। পরদার লঙ্ঘনের দোষ না জানিয়া তিনি একবার ব্যভিচারে রত হন। কিন্তু ইহাতে মহাপাপ হয় পরে জানিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। তৎপর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অতি হীনভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। পাংশু বস্ত্র ও মৃন্ময় পাত্র ব্যবহার করিতেন। গঙ্গাতীরে তাল-পাতার তিনটি পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। সেই কারণে 'গঙ্গাতীরীয় স্থবির' নামে পরিচিত। প্রতিজ্ঞা করিলেন— "অর্হৎ ফল প্রাপ্ত না হইয়া কাহারও সহিত আলাপ করিব না।" এই-

ভাবে এক বৎসর মৌনভাবে রহিলেন। দ্বিতীয় বৎসর ভিক্ষার্থ গ্রামে গিয়াছেন দেখিয়া এক রমণী 'এই ভিক্ষু বোবা কিনা' পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় পাত্রে দুগ্ধ দিতেছিল, স্থবির হাতের ইঙ্গিতে নিষেধ করিলে তবুও দিতেছে দেখিয়া 'নিষ্প্রয়োজন ভগিনী' এইমাত্র বাক্যব্যয় করিয়াছিলেন। তৃতীয় বৎসরের মধ্যেই অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইলেন ও অতীত অবস্থা সূচক গাথা ভাষণ করিলেন।

১২৪। তিণ্ণং মে তালপত্তানং, গঙ্গাতীরে কুটী কতা,
ছবসিত্তো'ব মে পত্তো, পংসুকূলং চ চীবরং।
দ্বিন্নং অন্তরবস্সানং, একা বাচা মে ভাসিতা,
ততিয়ে অন্তরবস্সম্হি, তমোখন্ধো পদালিতো'তি। ৪

গঙ্গাতীরিয়ো থেরো।

স্বয়ং পতিত তিনটি তালপত্রে গঙ্গাতীরে আমার কুটীর করা হইয়াছে। শ্মশানের পাত্রতুল্য আমার ভিক্ষা-পাত্র, আমি পাংশু-চীবর আমি ধারণ করি। আমি দুই বৎসরের মধ্যে একটি মাত্র বচন বলিয়াছি এবং প্রব্রজ্যা লাভের তৃতীয় বৎসরের মধ্যে মার্গবলে অবিদ্যারূপ তমঃ দলিত বা ছিন্ন করিয়াছি। ৪

অজিন স্থবির। ১২৫

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধশূন্যকালে কুলগৃহে জাত হন। একদা কোন কার্য্যবশতঃ অরণ্যে যান। তথায় সুচিন্তিত নামক একজন পচ্চেকবুদ্ধকে পীড়িত দেখিয়া তাঁহার ঔষধার্থ প্রসন্ন মনে ঘৃত দান করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ভূমিষ্ঠ সময়ে অজিন চর্ম্মে ধারণ

করিয়াছিল বলিয়া নাম হইয়াছিল— অজিন। সম্পত্তি লাভ হেতু পূর্ব্বকৃত পুণ্য নাই বলিয়া দরিদ্রকুলে জন্ম ধারণ করেন। অন্ন-পানীয় অভাবে বড়ই কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। একদা বিচরণ করিতে করিতে জেতবনে উপস্থিত হন। তথায় বুদ্ধের প্রভাব দেখিয়া প্রব্রজিত হন ও অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। অর্হৎ হইয়াও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে লাভ-সৎকার উৎপন্ন হইত না। নিকৃষ্ট আহারাদি লাভ করিতেন। অপরাপর ভিক্ষু-শ্রামণেরাও অল্প পুণ্যবান বলিয়া বড়ই নিন্দা করিতেন। স্থবির তাঁহাদের সংবেগ উৎপাদনার্থ এই গাথা ভাষণ করেন।

১২৫। অপি চে হোতি তেবিজ্জো, মচ্চুহায়ী অনাসবো,
অপ্পঞ্ঞাতো'তি নং বালা, অবজানন্তি * অজানতা।

য়ো চ খো অন্নপানস্স, লাভী হোতী'ধ পুগ্গলো,
পাপধম্মোপি চে হোতি, সো নেসং হোতি সক্কতো'তি। ৫

অজিনো থেরো।

যদি কোন অপরিচিত ভিক্ষু ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত, মৃত্যুবিজয়ী ও অনাসব হয়; অজ্ঞানিগণ তাঁহাকে না জানিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্ন-পানীয় লাভ সৎকার প্রাপ্ত হয়, সে পাপী হইলেও অজ্ঞানিগণের সৎকার পাইয়া থাকে।। ৫

মেলজিন স্থবির। ১২৬

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সুমেধ ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিন ভগবানকে মধুর আমোদ ফল দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় বারাণসীর ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হন। তিনি পণ্ডিত

---

* সি— অজানকা;

ছিলেন, তাঁহার সুকীর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়। তখন ভগবান মৃগদায়ে ছিলেন। তথায় গমন করিয়া বুদ্ধের নিকটে ধর্ম্ম শ্রবণ পূর্ব্বক প্রব্রজিত হন। অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলে ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা করিলেন— "আপনি মার্গফল লাভ করিয়াছেন কি?" তখন তিনি সিংহনাদে এই গাথা ভাষণ করেন।

১২৬। যদাহং ধম্মমস্সোসিং ভাসমানস্স সত্থুনো,
ন কঙ্খমভিজানামি, সব্বঞ্ঞু অপরাজিতে।
সত্থবাহে মহাবীরে, সারথীনং বরুত্তমে,
মগ্গে পটিপদায়ং বা, কঙ্খা মযহং ন বিজ্জতী'তি। ৬
মেলজিনো থেরো।

যখন আমি শাস্তার ভাষিত চতুরার্য্যসত্য ধর্ম্ম শ্রবণ করি, সেই হইতে আমার অপরাজিত, সার্থবাহ, মহাবীর, শ্রেষ্ঠ সারথী সদৃশ, সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের প্রতি সংশয় উৎপন্ন হয় নাই। তাঁহার শীলাদি আচরণেও আমার কোন সংশয় বিদ্যমান নাই। ৬

রাধ স্থবির। ১২৭

ইনি পদ্মুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে কুলগৃহে জাত হন। একদা বিহারে উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বন্দনা পূর্ব্বক একপ্রান্তে বসিলেন। তখন শাস্তা একজন ভিক্ষুকে জ্ঞানবানের শ্রেষ্ঠাসনে নিয়োগ করিলেন দেখিয়া, নিজে সেই পদের প্রার্থী হইলেন ও মহাপূজা-সৎকার করিলেন। প্রার্থনার পর বহু জন্ম পুণ্য করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময়

× সি— মেবজিনো।

কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিবস শাস্তাকে ভিক্ষার্থ গমনকালে মধুর আম্রফল দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় রাজ-গৃহে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। বৃদ্ধকালে পুত্র-কন্যার অপব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন— "গৃহ-বাসে কি প্রয়োজন" প্রব্রজ্যা লাভ করিব। তৎপর ভিক্ষুদের নিকটে প্রব্রজ্যা যাচ্ঞা করেন। ভিক্ষুরা বলিলেন— "এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্রতাদি পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে না" কাজেই ভিক্ষুদের নিকটে প্রব্রজ্যা লাভ করিতে না পারিয়া বুদ্ধের নিকটে নিবেদন করেন। বুদ্ধ তাহার মার্গফল লাভের হেতু দেখিয়া সারীপুত্র স্থবিরের দ্বারা প্রব্রজ্যা প্রদান করাইলেন। তিনি অচিরে অর্হৎ হইয়া ভগবানের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন ও পূর্ব্ব প্রার্থিত পদ লাভ করিলেন। একদা "অভাবিত চিত্ত কামাসক্ত হয়, ভাবিত চিত্ত তদ্রূপ হয় না" এই কারণে ভাবনার প্রশংসা করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১২৭। যথা অগারং দুচ্ছন্নং, বুট্‌ঠি সমতিবিজ্ঝতি,
এবং অভাবিতং চিত্তং, রাগো সমতিবিজ্ঝতি।

যথা অগারং সুচ্ছন্নং, বুট্‌ঠি ন সমতিবিজ্ঝতি,
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্ঝতী'তি। ৭

রাধো থেরো।

যেমন দুচ্ছাদিত গৃহ বৃষ্টিজলে ভেদ করে, এইরূপ অভাবিত চিত্ত কাম-দ্বেষ-মোহে ভেদ করিয়া থাকে। যেমন সুচ্ছাদিত গৃহ বৃষ্টিজলে ভেদ করে না, এইরূপ শমথ-বিদর্শন ভাবনায় সুভাবিত চিত্তকে কামরাগাদি ভেদ করিতে পারে না। ৭

সুরাধ স্থবির। ১২৮

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী বুদ্ধের সময়ে কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা ভগবানকে মাতুলুঙ্গফল দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় পূর্ব্বোক্ত রাধ স্থবিরের কনিষ্ঠ হইয়া জাত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধ প্রব্রজিত হইলে তিনিও প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন ও এই গাথা ভাষণ করেন।

১২৮। খীণা হি ময্হং জাতি বুসিতং জিনসাসনং,
পহীনো জালসঙ্খাতো, ভবনেত্তি সমূহতা।
য়স্সত্থায় পব্বজিতো, অগারস্মা অনাগারিয়ং,
সো মে অত্থো অনুপ্পত্তো সব্বসংয়োজনক্খয়ো'তি। ৮

সুরাধো থেরো।

আমার জন্মভব ক্ষয় হইয়াছে; আমি বুদ্ধের শাসনে মার্গ ব্রহ্মচর্য্যা বপন করিয়াছি; আমার মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যাজাল সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে; ভব-তৃষ্ণা সমূহত হইয়াছে; যে কারণে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়াছি, আমার সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে; সমস্ত সংযোজন বা বন্ধন পরিক্ষয় হইয়াছে, অর্থাৎ আমি অর্হৎ হইয়াছি। ৮

গৌতম স্থবির। ১২৯

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদা ভগবানকে আমোদফল দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। সাত বৎসর বয়সে তাঁহার উপনয়ন হয়। রত্নভিক্ষায় সময়ে সহস্ররত্ন প্রাপ্ত হন। ১৬।১৭ বৎসর বয়ক্রমকালে

কুসংসর্গে পড়িয়া বেশ্যাসক্ত হওত উহাকে সহস্ররত্ন দিয়া ফেলেন। গণিকা তাঁহার ব্রহ্মচারী লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি গণিকালয়ে মাত্র একরাত্রি বাস করিয়া অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। একদিকে ব্রহ্মচর্য্য বিনাশ, অন্যদিকে ধন বিনাশ স্মরণ করিয়া "অহো আমি বড়ই অন্যায় করিয়াছি" এই কারণে মনঃস্তাপ ভোগ করিতে লাগিলেন। ভগবান দিব্যচক্ষে তাঁহার পূর্ব্বকৃত হেতু ও বর্ত্তমান চিত্ত-বিকৃতির কারণ অবগত হইয়া তাহাকে দেখা দিলেন। তখনই তিনি বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ব ফল লাভ করেন। একদা তাঁহার গৃহীবন্ধু তাঁহাকে বলিলেন—"বন্ধু, আপনি যে সহস্ররত্ন ভিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা কি করিলেন।" স্থবির তাহা প্রকাশ করিয়া রমণী জাতির দোষ বর্ণনা প্রসঙ্গে নিজের বীতরাগভাব প্রকাশ করিয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

১২৯। সুখং সুপন্তি মুনয়ো, যে ইত্থীসু ন বজ্ঝরে,
সদা বে রক্খিতব্বাসু, য়াসু সচ্চং সুদুল্লভং।

বধং চরিমহ তে কাম, অণনাদানি তে ময়ং,
গচ্ছামদানি নিব্বাণং, য়ত্থ গন্ত্বা ন সোচতী'তি। ৯

গোতমো থেরো।

যেই সংযতেন্দ্রিয় মুনিগণ স্ত্রীনিমিত্তে আসক্ত হন না, তাঁহারা সুখে বাস করিয়া থাকেন। স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা পাপকর্ম্ম হইতে রক্ষা করিতে হয়; তাহাদিগকে কিছুতেই সত্যপথে রাখা যায় না। হে কাম, তোমাকে বধ করিবার জন্য আমি ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছি। আমরা আর তোমার নিকট কামরূপ ঋণ গ্রহণ করিব না, যেখানে যাইয়া শোক করিতে হয় না, আমি সেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ৯

বসভ স্থবির। ১৩০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধশূন্যকালে ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। ব্রাহ্মণ বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিয়া গৃহ-বাস ত্যাগ করত তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। হিমবন্ত পর্ব্বতের অনতিদূরে সমগ্র নামক পর্ব্বতে আশ্রম নির্ম্মাণ করেন। তথায় চৌদ্দ হাজার তাপসসহ ধ্যান করিতেন। তিনি সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তাপসদিগকে সর্ব্বদা উপদেশ-অনুশাসন করিতেন। একদা চিন্তা করিলেন— "এই তাপসেরা সর্ব্বদা আমাকে পূজা-সৎকার করিয়া থাকে।" অথচ আমি কাহাকেও পূজা করিতে পাইতেছিনা। "গুরু ত্যাগ করিয়া বাস করা জগতে বড়ই দুঃখদায়ক" তখন জাতিস্মর জ্ঞানে পূর্ব্বকৃত পুণ্য ফল স্মরণ করিয়া পূর্ব্ববুদ্ধগণের উদ্দেশ্যে নদীতটে বালুকাদ্বারা একটি চৈত্য নির্ম্মাণ করিলেন এবং স্বীয় ঋদ্ধিবলে চৈত্যটি সুবর্ণ-প্রভায় রঞ্জিত করিলেন। তিনি সহস্র পুষ্পদ্বারা প্রত্যহ চৈত্য পূজা করিতে লাগিলেন। আজীবন চৈত্য-পূজায় ও ধ্যান-সাধনায় অতিবাহিত করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় বৈশালীর লিচ্ছবী রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ভগবান যখন বৈশালীতে পদার্পণ করেন, তখন বুদ্ধ-প্রভাব দেখিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্হত্ব ফল লাভ করেন। দায়কগণ পূজার দ্রব্য নিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি উহা গ্রহণ করিতেন না। নিজের ভিক্ষালব্ধ বস্তুই পরিভোগ করিতেন। তখন তাঁহাকে পৃথগ্জন ভিক্ষুরা এই বলিয়া অবজ্ঞা করিত যে—"এই ভিক্ষু কায়সংযম বিহীন ও অরক্ষিত চিত্ত।" স্থবির তাহাদের সেই কথায় কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহার অনতিদূরে এক কুহক ভিক্ষু লোভপরবশ হইয়া অলোভীর ন্যায় ভাণ দেখাইত ও জনসমাজে পরিচয় দিত। সর্ব্বদা লোককে প্রবঞ্চনা করিত। জনসঙ্ঘ তাহাকে অর্হৎ জ্ঞানে পূজা করিত। ইন্দ্ররাজ এই ব্যাপার অবগত হইয়া স্থবিরের নিকটে আসিয়া বলিলেন— "ভন্তে, এই কুহক এখন কি করিতেছে?" স্থবির সেই ভিক্ষুর পাপ মতিকে

নিন্দা করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন। ইন্দ্ররাজ গাথা শ্রবণের পর কুহক ভিক্ষুকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"ধর্ম্মাচরণে প্রতিষ্ঠিত হও।" তৎপর ইন্দ্ররাজ চলিয়া গেলেন।

১৩০। পুব্বে হন্তি অত্তানং পচ্ছা হন্তি সো পরে,
সুহতং হন্তি অত্তানং বীতংসেনেব পক্খিমা।
ন ব্রাহ্মণো বহিবপ্নো অন্তোবপ্নো হি ব্রাহ্মণো,
য়স্মিং পাপানি কম্মানি সচে কণ্হো সুজম্পতী'তি। ১০

বসভো থেরো।

কুহক, মায়াবী ভিক্ষুরা প্রথমে নিজের কুশল ভাগকে ধ্বংশ করে, পরে শীলবান ভিক্ষুদিগের লাভ সৎকার ধ্বংশ করিয়া থাকে। যেমন শাকুণিক পক্ষীদ্বারা পক্ষীকে বঞ্চনা করিয়া হত্যা করে, তেমন এ জগতে কুহক ভিক্ষুরা ইহপরলোক ও দায়কদিগকে সুহত করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ বহির্ভাগ মর্দ্দন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারে না। আভ্যন্তরিক শুদ্ধিলাভের দ্বারা বা শীলাচরণে শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। হে ইন্দ্র, যাহার নিকট পাপকর্ম্ম বিদ্যমান আছে, তুমি তাহাকে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ বা হীন ব্যক্তি বলিয়া জানিও। ১০

তত্রুদ্দানং

উত্তরো চেব পিণ্ডোলো বল্লিয়ো তীরিয়ো ইসি,
অজিনো চ মেলজিনো রাধো সুরাধো গোতমোপি চ;
বসভেন ইমে হোন্তি দস থেরা মহিদ্ধিকা'তি।

দুতিয় বগ্‌গো

মহাচুন্দ স্থবির। ১৩১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময় কুম্ভকার কুলে জন্ম গ্রহণ করেন এবং কুম্ভকার শিল্পে জীবন যাপন করেন। একটি সুন্দর মৃণ্ময় পাত্র বুদ্ধকে দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধরাজ্যের নালক গ্রামে রূপসারী ব্রাহ্মণীর পুত্র সারীপুত্রের কনিষ্ঠভ্রাতারূপে জাত হন। ধর্ম্মসেনাপতির পরে প্রব্রজিত হইয়া তাঁহারই আশ্রয়ে মড়াভিজ্ঞ হন ও এই গাথা ভাষণ করেন।

১৩১। সুস্‌সূসা সুতবড্‌ঢনী, সুতং পঞ্‌ঞায় বড্‌ঢনং,
পঞ্‌ঞায় অত্থং জানাতি, ঞাতো অত্থো সুখাবহো।

সেবেথ পন্থানি সেনাসনানি
চরেয়্য সংয়োজন বিপ্পমোক্খং,
সচে রতিং নাধিগচ্ছেয়্য তত্থ
সঙ্ঘে বসে রক্খিততত্তো সতিমা'তি। ১

মহাচুন্দো থেরো।

শ্রবণ পিপাসা চতুরার্য্যসত্যাদি শ্রুতবিষয় বাড়াইয়া থাকে, শ্রুতবিষয় প্রজ্ঞাকে বাড়াইয়া থাকে, প্রজ্ঞাদ্বারা অর্থ জানিতে পারে, ইহ-পারলৌকিক অর্থাদি জ্ঞাত হইলে লৌকিক-লোকোত্তর অর্থ সম্পাদন করে। বিবেক-শয্যা ও বিবেক-আসন সেবন কর, সংযোজন হইতে চিত্ত মুক্তি হেতু বিদর্শন ভাবনা আচরণ করিবে। যদি বিবেক স্থানে বাস করিয়া মনোমত ফল লাভ করা না যায়, তবে কর্ম্মস্থান গ্রহণ পূর্ব্বক ষড়দ্বারে চিত্তকে রক্ষা করিবে ও ভিক্ষুগণের মধ্যে স্মৃতি সহকারে বাস করিবে। ১

জোতিদাস স্থবির। ১৩২

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী বুদ্ধের সময়ে কুলগৃহে জাত হন। একদিন শাস্তাকে পিণ্ডার্থ গমন করিতে দেখিয়া কাসুমায়িক ফল দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় পানিয়থ জনপদে ধনী ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিবস মহাকশ্যপ স্থবির স্বীয় গ্রামে পিণ্ডার্থ আসিয়াছেন দেখিয়া নিজের ঘরে ভোজন করাইলেন। তাঁহার ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া গ্রামের সমীপে পর্ব্বতাসন্নে একখানি মহাবিহার নির্ম্মাণ করাইলেন। স্থবিরকে তথায় চীবর-পিণ্ড-শয্যাসন-ঔষধ এই চারি প্রত্যয়ে সেবা করিতে লাগিলেন। পরে প্রব্রজিত হইয়া ষড়াভিজ্ঞ হন। তিনি ত্রিপিটক অধ্যয়নে রত থাকিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা বিনয় পিটকে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। দশ বর্ষ হইলে বহু ভিক্ষু সহিত বুদ্ধ বন্দনার জন্য শ্রাবস্তীতে গমন করেন। পথিমধ্যে শ্রান্তি দূরীকরণার্থ এক তৈর্থিক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। এমন সময় এক পঞ্চ তপঃ পরায়ণ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন— "কেমন ব্রাহ্মণ, এই তপনীয় কার্য্য ব্যতীত অন্য তপনীয় কিছু আছে কি?" তচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল— "হে মুণ্ডক, আর কি তপনীয় আছে?" স্থবির বলিলেন— ক্রোধ, ঈর্ষা, পরমোদন, মান, অহঙ্কার, প্রমাদ, তৃষ্ণা, অবিদ্যা, ভবসঙ্গতি ও পঞ্চস্কন্ধ তোমার পক্ষে তপনীয়। ব্রাহ্মণ স্থবিরের নিকট ধর্ম্ম শুনিয়া আশ্রমবাসী সহিত সকলে প্রব্রজিত হইলেন। স্থবির তাহাদিগকেও লইয়া শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হওত বুদ্ধের চরণ বন্দনা করিলেন। কয়েকদিন তথায় থাকিয়া জন্ম ভূমিতে গমন করেন। জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগমন করিলে তিনি নানাদৃষ্টি সম্পন্ন ও যজ্ঞদ্বারা শুদ্ধলাভীদিগকে এই উপদেশ গাথা ভাষণ করেন। তাঁহারা এই গাথা শ্রবণ করিয়া সকলে কর্ম্মবাদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

১৩২। য়ে খো তে বেঠমিস্সেন নানত্থেন চ কম্মুনা,
মনুস্সে উপরুন্ধন্তি ফরুসূপক্কমা জনা;
তেপি তথেব কীরন্তি ন হি কম্মং পনস্সতি।

য়ং করোতি নরো কম্মং কল্যাণং য়দি পাপকং,
তস্স তস্সেব দায়াদো য়ং য়ং কম্মং পকুব্বতী'তি। ২

জোতিদাসো থেরো।

কঠোর যন্ত্রণাদায়ী যেই সত্ত্বগণ অন্য সত্ত্বদিগকে হনন, ঘাতন, বেষ্টনী প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা উপরোধ বা ধ্বংশ করিয়া থাকে, সেই সত্ত্বগণ স্বীয় কৃতকর্ম্মের দরুণ প্রতিদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, কারণ কর্ম্মমাত্রেই ফল না দিয়া কখনও ছাড়ে না। যে ব্যক্তি ভাল বা মন্দ যে কোন কর্ম্ম করে, তাহাকে যেই যেই কর্ম্ম ফল দিতে সমর্থ, নিশ্চয় তাহাকে উহা ভোগ করিতে হয়। ২

হিরণ্যক স্থবির। ১৩৩

ইনি পদ্মমুত্তর ভগবানের সময়ে হংসবতী নগরের কুলগৃহে জাত হন। চাকুরী করিয়া জীবন যাপন করিতেন। একদা বুদ্ধ-শ্রাবক সুজাত স্থবিরকে পাংশু বস্ত্র অন্বেষণ করিতে দেখিয়া নিজের অর্দ্ধেক বস্ত্র ছিঁড়িয়া দেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে কোশল রাজার মাতব্বর চোর ঘাতকের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে রাজা তাঁহাকে মাতব্বর পদ প্রদান করেন। তিনি বুদ্ধের প্রভাব দেখিয়া কনিষ্ঠকে ঐ পদ প্রদান পূর্ব্বক রাজার অনুমতিতে প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ব ফল লাভ করেন। পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও ঐ কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য উপদেশ দিলেন। কনিষ্ঠ সেই উপদেশ গাথা শুনিয়া রাজার অনুমতিতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ব্বাণ সাক্ষাৎ করিলেন।

১৩৩। অচ্চয়ন্তি অহোরত্তা জীবিতং উপরুজ্ঝতি,
আয়ু খীয়তি মচ্চানং কুন্নদীনং'ব ওদকং।
অথ পাপানি কম্মানি করং বালো ন বুজ্ঝতি;
পচ্ছাস্স কটুকং হোতি বিপাকো হিস্স পাপকো'তি। ৩

হেরঞ্ঞকানি থেরো।

দ্রুত গতিতে রাত্রি-দিন চলিয়া যাইতেছে। তৎসঙ্গে সঙ্গে জীবিতেন্দ্রিয়ও ক্ষণেকের জন্য নিরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। পর্ব্বত প্রবাহিনী ক্ষীণা নদীর জলরেখার ন্যায় সত্বগণের আয়ু ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। অজ্ঞানী ব্যক্তি লোভ, ক্রোধ হেতু পাপ করিয়াও এই কর্ম্মের এই দুঃখ বলিয়া বুঝিতে পারে না, কিন্তু পরে নরকে জন্ম হইলে, সেই ক্লেশ ভোগিতে হয়। কারণ পাপকর্ম্মের ফল বড়ই অনিষ্টদায়ক। ৩

সোমমিত্ত স্থবির। ১৩৪

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী বুদ্ধের সময়ে কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে বুদ্ধগুণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন। একদিন কিংশুক পুষ্প লইয়া বুদ্ধের উদ্দেশ্যে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করত পূজা করিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় বারাণসীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ত্রিবেদে পারদর্শী হন। বিমল নামক একজন ভিক্ষুর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। সর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাইয়া ধর্ম্ম শ্রবণ করিতেন। পরে প্রব্রজিত হইয়া ব্রতাদি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। বিমল স্থবির আলস্যে দিবারাত্রি কাটাইতেন। তিনি ভাবিলেন—"আলস্যজীবির সহিত বাস করিয়া কি ফল?" একদা মহাকশ্যপ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপদেশে অর্হত্ত ফল প্রাপ্ত হন। অর্হৎ হইয়া বিমল

স্থবিরকে তর্জ্জন করিয়া এই গাথা ভাষণ করেন। গাথা শ্রবণে স্থবির সংবেগ প্রাপ্ত হন ও ভাবনা করিয়া নির্ব্বাণ সাক্ষাৎ করেন।

১৩৪। পরিত্তং দারুমারুয্হ যথা সীদে মহণ্ণবে,
এবং কুসীতমাগম্ম সাধুজীবী বিসীদতি।
তস্মা তং পরিবজ্জেয্য কুসীতং হীনবীরিয়ং,
পবিবিত্তেহি অরিয়েহি পহিতত্তেহি ঝায়িহি;
নিচ্চং আরদ্ধ বিরিয়েহি পণ্ডিতেহি সহাবসে'তি। ৪

সোমমিত্তো থেরো।

যেমন সামান্য কাষ্ঠ-ভেলায় আরোহণ করিয়া সমুদ্র পার হইতে গেলে সমুদ্রে ডুবিয়া যায়, এই প্রকার সাধুজীবি ব্যক্তিও আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া সংসারে পতিত হইয়া যায়। তদ্ধেতু আলস্যপরায়ণ, হীনবীর্য্য ব্যক্তিকে দূরে থাকিতেই বর্জ্জন করিবে। নিত্য বিবেকশীল, আর্য্যজ্ঞানযুক্ত, নির্ব্বাণ-প্রবণ, ধ্যানী, আরদ্ধবীর্য্য পরায়ণ পণ্ডিতের সহিত বাস করিবে। ৩

সব্বমিত্ত স্থবির। ১৩৫

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯২ কল্প পূর্ব্বে তিষ্য বুদ্ধের সময়ে নেষাদকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। বনে বনে মৃগয়া করিয়া জীবন যাপন করিত। ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়া তাহার বাসস্থানের নিকটে তিনটি পদচিহ্ন স্থাপন করিয়া চলিয়া আসেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বুদ্ধগণের সহিত তাহার পরিচয় ছিল, তাই চক্ররত্ন-চিহ্নিত পদচিহ্ন দেখিয়া ভক্তিভরে কোরণ্ড পুষ্পদ্বারা পূজা করিল। গোতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তী নগরে ব্রাহ্মণকুলে জাত হয়। সে জেতবনে বুদ্ধ-প্রভাব দেখিয়া প্রব্রজ্যা

গ্রহণ করে। এক অরণ্যে কর্ম্মস্থান ভাবনা করিত। বর্ষাবাসের পর বুদ্ধ-বন্দনার জন্য শ্রাবস্তীতে আগমন করিতেছিল, এমন সময় পথিমধ্যে এক মৃগয়াকারীর জালে আবদ্ধ মৃগশাবককে দেখিতে পায়। মৃগমাতা জালা-বদ্ধ না হইয়াও পুত্রস্নেহে দূরে দাঁড়াইয়াছিল, মৃত্যুভয়ে জালের নিকটও আসিল না। মৃগশাবক ভীত হইয়া এদিক ওদিক পাশ পরিবর্ত্তন করত করুণ বিলাপ করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া স্থবির ভাবিলেন— "অহো, সত্ত্বগণের স্নেহ নিবন্ধন কি দুঃখ উৎপন্ন হয়।" পুনঃ কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিলেন যে—"বহু চোর মিলিত হইয়া একজন পুরুষকে তৃণদ্বারা বেষ্টন করত আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে, সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে।" এই দুইটি বিষয়ে স্থবিরের সংবেগ উৎপন্ন হইল। তখন চোরেরা শুনে মত এই গাথা ভাষণ করিলেন। তৎপর অর্হৎ হইলেন। চোরেরা স্থবিরের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া সংবেগ প্রাপ্ত হইল ও প্রব্রজিত হইয়া সদাচরণ করিতে লাগিল।

১৩৫। জনো জনম্হি সম্বদ্ধো, জনমেবস্সিতো জনো,
জনো জনেন হেঠিয়তি, হেঠেতি চ জনো জনং।
কো হি তস্স জনেনত্থো, জনেন জনিতেন বা,
জনং ওহায় গচ্ছন্তং, হেঠয়িত্বা বহুং জনন্তি। ৫

সব্বমিত্তো থেরো।

অন্ধমূর্খজন অন্যের প্রতি আসক্তচিত্ত হয়। "এই আমার পুত্র, এই আমার কন্যা" বলিয়া একজন একজনকে তৃষ্ণাদ্বারা গ্রহণ করিয়াছে। হিংসাবশতঃ একজন একজনদ্বারা নিষ্পীড়িত হয়। "এই নিষ্পীড়ণের দরুণ সেই দুঃখ আমার উপর আসিয়া পতিত হইবে," ইহার কারণ না জানিয়া একজন একজনকে পীড়া প্রদান করিয়া থাকে। একজন একজনের প্রতি তৃষ্ণাসক্ত হইয়াও হিংসাবশে নিষ্পীড়ণ করা কি প্রয়োজন? মাতাপিতা হইয়া সেই অন্য জনকদ্বারা এই উৎপাদনেও কি ফল? আমি বহুজনকে নিষ্পীড়ণ রয়াছি, এখন জনকে পরিত্যাগ করিয়া অনুপদ্রুত স্থান প্রাপ্ত হইব। ৫

মহাকাল স্থবির। ১৩৬

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা কোন কারণে অরণ্যে গিয়াছিল। তথায় একটি গাছের শাখায় ঝুলায়মান পাংশু চীবর দেখিতে পাইয়া ভাবিল— "আর্য্য-ধ্বজা ঝুলিতেছে।" তখন প্রসন্ন মনে কিঙ্কিণী পুষ্পদ্বারা পূজা করিল। সে গৌতম বুদ্ধের সময়ে সেতব্য নগরে সার্থবাহকুলে জন্ম গ্রহণ করে। একদা ৫০০ গাড়ী পণ্যদ্রব্য লইয়া শ্রাবস্তীতে চলিয়া যায়। শকটগুলি একস্থানে রাখিয়া স্বীয় কর্ম্মচারীদের সহিত বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় গন্ধমালা হস্তে উপাসকেরা জেতবনে গমন করিতেছিল. সেও উপাসকদের সহিত বিহারে গিয়া ভগবানের ধর্ম্ম শুনিল। ধর্ম্ম শ্রবণের পর প্রব্রজিত হইয়া শ্মশানিক ধূতাঙ্গ গ্রহণ করত শ্মশানে বাস করিতে লাগিল। তথায় কালী নাম্নী এক শবদাহিকা সদ্যঃ মৃত শরীরের হাত দুইখানি ছিঁড়িয়া, মাথাটি দধিপাত্রের মত ভাঙ্গিয়া ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধ করিয়া স্থবিরের কর্ম্মস্থানের অনুরূপ স্থানে রাখিয়া দিল। স্থবির সেই মৃতদেহের পরিণাম দর্শনে নিজকে নিজে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং সেই উপদেশে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন।

১৩৬। কালি ইত্থী ব্রহতী ধঙ্করূপা, সত্থিঞ্চ ভেত্বা অপরঞ্চ সত্থিং,
বাহুং চ ভেত্বা অপরঞ্চ বাহুং, সীসং চ ভেত্বা দধিথালিকং'ব,

এসা নিসিন্না অভিসন্দহিত্বা,
য়ো বে অবিদ্বা উপধিং করোতি
পুনপ্পুনং দুক্খমুপেতি মন্দো,
তস্মা পজানং উপধিং ন কয়িরা
মাহং পুন ভিন্নসিরো সয়িস্সন্তি। ৬

মহাকালো থেরো।

কাকবর্ণ, মহৎ শরীরা রমণী কালি, মৃত শরীরের জানু ও অপরাপর শরীর ভাঙ্গিয়া, দুইবাহু ভাঙ্গিয়া, দধিপাত্র তুল্য শিরঃ ভাঙ্গিয়া সেই ছিন্ন-ভিন্ন মাংসরাশি এক স্থানে মাংসের দোকানের ন্যায় রাখিয়া বসিয়া রহিল। এই ভাবে স্থাপিত কর্ম্মস্থান নিমিত্তকে যে দেখিয়াও অজ্ঞানতাবশতঃ কর্ম্মস্থান ত্যাগ করিয়া ক্লেশ-উপধি উৎপাদন করে, সেই মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পুনঃপুন নরকাদিতে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তদ্ধেতু জানিয়া শুনিয়া উপধি বা তৃষ্ণা উৎপন্ন করিবে না। কেন?—যেমন এই মৃত শরীর ছিন্ন ভিন্নভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, তেমন আমাকেও যেন পুনঃপুন নিরয়াদিতে ছিন্ন ভিন্ন শরীরে অবস্থান করিতে না হয়। ৬

তিষ্য স্থবির। ১৩৭

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া প্রিয়দর্শী ভগবানের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। কামভোগে বীতস্পৃহ হইয়া গৃহবাস ত্যাগ পূর্ব্বক তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এক অরণ্যের শালবনে আশ্রম করিয়া বাস করিতেন। ভগবান তাহার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া শালবনের অনতিদূরে ধ্যানস্থ হন। তিনি ফল আহরণের জন্য যাইতেছেন, এমন সময়ে বুদ্ধকে দেখিয়া চারিটি দণ্ডোপরি সুপুষ্পিত শালশাখায় একটি মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সাতদিন যাবৎ বুদ্ধগুণে নিমিত্ত রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান সপ্তাহ পরে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে স্মরণ করিলেন। তখন একলক্ষ অর্হৎ আসিয়া বুদ্ধকে পরিবেষ্টন করিলেন। ভগবান তাহার ভবিষ্যৎ ফল প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় রাজ গৃহে ব্রাহ্মণকুলে জাত হন এবং ত্রিবেদ শিক্ষা করিয়া ৫০০ শত ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার লাভ-সৎকার অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। বুদ্ধ যখন রাজ-গৃহে আসেন, তখন বুদ্ধ-প্রভাব দর্শনে প্রব্রজিত হন ও অর্হত্ব ফল লাভ করেন

এবং অত্যধিক লাভ-যশের ভাগী হইলেন। তাঁহার লাভ-সৎকার সাধারণ (পৃথগ্জন) ভিক্ষুদের অসহ্য হইল। স্থবির তাহা জানিয়া লাভ-সৎকারের দোষ ও নিজের অনাসক্তিভাব প্রকাশ পূর্ব্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন। ভিক্ষুরা তাঁহার উপদেশ শুনিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

১৩৭। * বহু সপত্তে লভতি মুণ্ডো সঙ্ঘাটি পারুতো,
লাভী অন্নস্স পানস্স বত্থস্স সয়নস্স চ।
এতমাদীনবং ঞত্বা সক্কারেসু মহব্ভয়ং,
অপ্পলাভো অনবস্সুতো সতো ভিক্খু পরিব্বজে'তি। ৭

তিস্সো থেরো।

যদি কোন মুণ্ডক বা শিরঃ কেশহীন, সঙ্ঘাটি (চীবর) পরিহিত ভিক্ষু অন্ন-পানীয়-বস্ত্র-শয্যা লাভ করে, তাহার বহু ঈর্ষুক উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই কারণে লাভ-সৎকারে মহাভয় ও দোষ জানিয়া লাভে অপ্রত্যাশী ভিক্ষু তৃষ্ণাদ্বারা অলিপ্ত ও স্মৃতি পরায়ণ হইয়া বিচরণ করিবে। ৭

কিম্বিল স্থবির। ১৩৮

ইঁহার পূর্ব্বযোগ, সংবেগোৎপত্তি ও প্রব্রজ্যা এক নিপাতে "অভিসত্তো" গাথার অনুরূপ। আয়ুষ্মান নন্দিয় ভিক্ষুর সহিত একত্রে বাস করার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

১৩৮। পাচীনবংসদায়ম্হি সাক্যপুত্তা সহায়কা,
পহায়ানপ্পকে ভোগে উঞ্ছপত্তাগতে রতা।

---

* সী—পহূ;

আরদ্ধবিরিয়া পহিতত্তা নিচ্চং দল্হ পরক্কমা,
রমন্তি ধম্মরতিয়া হিত্বান লোকিয়ং রতিন্তি। ৮
কিম্বিলো থেরো।

প্রাচীনবংশদায় নামক স্থানে অনুরুদ্ধ প্রভৃতি শাক্যপুত্র সহায়কগণ বহুধন সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই আরব্ধ-বীর্য্যপরায়ণ, নির্ব্বাণ প্রবণ চিত্ত, নিত্য দৃঢ় পরাক্রমশীলী ভিক্ষুগণ লৌকিয়রূপাদি নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া লোকোত্তর ধর্ম্মরতিতে অভিরমিত হইতেছেন। ৮

নন্দ স্থবির। ১৩৯

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা ভগবানের ধর্ম্ম-শ্রবণ করিতেছিলেন। এমন সময় ভগবান একজন ভিক্ষুকে ইন্দ্রিয়-সংযমীর শ্রেষ্ঠস্থান দিতেছেন দেখিয়া নিজেও উহার প্রার্থীক হইলেন। একদা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিয়া বলিলেন— "আমিও ভবিষ্যতে আপনার ন্যায় বুদ্ধের শ্রাবকপদ প্রার্থনা করি ;" তৎপর অর্থদর্শী বুদ্ধের সময়ে বিনতা নদীতে কূর্ম্মরূপে তাহার জন্ম হয়। একদা ভগবান নদী পার হইবার ইচ্ছায় নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। কূর্ম্ম বুদ্ধকে নদীপার করিবার অভিপ্রায়ে বুদ্ধের পদতলে আসিয়া পড়িয়া রহিল। ভগবান তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। সে সন্তুষ্ট হইয়া দ্রুতবেগে অপর তীরে লইয়া গেল। ভগবান তাহার ভবিষ্যৎ বার্ত্তা বলিয়া চলিয়া গেলেন। সে গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলবাস্তু নগরে শুদ্ধোদন মহারাজার ঔরসে মহাপ্রজাপতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। তাহার নামকরণ দিবসে "জ্ঞাতিসঙ্ঘকে নন্দিত করিয়া জাত বিধায়" নন্দ নামে অভিহিত হয়। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভগবান জগতের হিতার্থ ধম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়া তখন

কপিলবাস্তুতে গিয়া পৌঁছিলেন। জ্ঞাতি সমাগমে বুদ্ধ পুষ্কর বর্ষণ করেন ও বেস্‌সন্তর জাতক দেশনা করেন। দ্বিতীয় দিবসে পিণ্ডাচরণে প্রবিষ্ট হইয়া পিতাকে ধর্ম্মদেশনাবলে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুনরায় গৃহে গিয়া মহাপ্রজাপতিকে স্রোতাপত্তিফলে ও রাজা শুদ্ধোদনকে সকৃদাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তৃতীয় দিবসে কুমার নন্দের অভিষেক ও বিবাহ মঙ্গল সম্পাদিত হইবে। তিনি তথায় যাইয়া কুমার নন্দের হাতে ভিক্ষাপাত্রটি দিলেন ও মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করিলেন। ভিক্ষাপাত্র সহ কুমার নন্দকে বিহারে লইয়া আসিলেন এবং নন্দের অনিচ্ছা সত্বেও প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। নন্দকে উৎকণ্ঠা পীড়িত জানিয়া কৌশলে তাহাকে দমন করেন। নন্দ অচিরে অর্হত্বফল প্রাপ্ত হন। অর্হৎ হইয়া স্থবির নন্দ বিমুক্তি সুখে বলিতে লাগিলেন—"অহো ভগবানের কি সুকৌশল, আমাকে ভবপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া নির্ব্বাণরূপস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।" তাই নিজের ক্লেশ বিনাশ কারণে এই উদান গাথা ভাষণ করিলেন।

১৩৯। অয়োনিসো মনসিকারা মণ্ডণং অনুযুঞ্জিসং,
উদ্ধতো চপলো চাসিং কামরাগেন অট্টিতো।

উপায়কুসলেনাহং বুদ্ধেনাদিচ্চবন্ধুনা,
য়োনিসো পটিপজ্জিত্বা ভবে চিত্তং উদব্বহিন্তি।

নন্দো থেরো।

আমি বিপরীতভাবে মনোনিবেশ করিয়া মণ্ডণে-বিভূষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, জাতি-গোত্র-রূপ-যৌবন মদে চপল ছিলাম ও কামরাগে অতিশয় ব্যথিত হইতাম। উপায় কুশল আদিত্য বন্ধু বুদ্ধের উপদেশ মনোযোগের সহিত পালন করিয়া সংসার-পঙ্ক নিমগ্ন চিত্তকে আর্য্যমার্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি ॥ ৯

শ্রীমান স্থবির। ১৪০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া যখন পদ্মমুত্তর ভগবান পারমী পূর্ণ করিয়া তুষিত স্বর্গে অবস্থান করেন, তখন ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। ত্রিবেদে পারদর্শী ছিলেন। সংসার ত্যাগ করিয়া তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক ৮৪ হাজার তাপস সহিত হিমবন্তে গমন করেন। তথায় দেবগণ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ধ্যানবলে সিদ্ধমনোরথ হইয়া পূর্ব্ব বুদ্ধগণের গুণ স্মরণ করিতে লাগিলেন। এক নদীতীরে অতীত বুদ্ধগণের উদ্দেশ্যে পুলিন চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া পূজা-সৎকার করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া 'কি উদ্দেশ্যে এই পূজা-সৎকার' তাপসগণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি লক্ষণ মন্ত্র হইতে মহাপুরুষ লক্ষণ বর্ণনা করিলেন এবং বুদ্ধগণের গুণ কীর্ত্তন করিলেন। সেই হইতে তাপসেরাও চৈত্য পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পদ্মমুত্তর বোধিসত্ত্ব তুষিত স্বর্গ হইতে মাতৃকুক্ষিতে আগমন করেন। তাঁহার ৩২ মহাপুরুষ লক্ষণ দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইল। তাপস লক্ষণসমূহ শিষ্যদিগকে দেখাইলেন এবং বুদ্ধের প্রতি অধিকতর প্রসন্নতা শ্রীবৃদ্ধি করিয়া মরণান্তে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইলেন। একদা তিনি ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া সশরীরে শিষ্যদিগকে দেখা দিয়া বলিলেন— "আমি তোমাদের আচার্য্য, ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছি। তোমরা অপ্রমত্ত ভাবে পুলিনচৈত্য পূজা কর ও ভাবনায় মনোযোগী হও।" এই উপদেশ দিয়া ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন। ইনি গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে গৃহপতিকুলে জাত হন। তাঁহার জন্মদিন হইতে সেই কুল শ্রীসম্পত্তিতে বাড়িতে লাগিল, তাই তাঁহার নাম হইল—শ্রীমান। তাঁহার পদব্রজে গমনকালে কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্ম হয়। এই শ্রীকে বর্দ্ধিত করিয়াছে বলিয়া ছোট ভ্রাতার নাম হইল—শ্রীবর্দ্ধ। তাঁহারা দুইজন জেতবনে বুদ্ধের প্রভাব দেখিয়া প্রব্রজিত হন। তাঁদের মধ্যে শ্রীবর্দ্ধ মার্গলাভ করিলেন, চীবরাদি বস্ত্র ও গৃহস্থ-প্রব্রজিতের ভক্তি-শ্রদ্ধা যথেষ্ট লাভ করিলেন। শ্রীমান

স্থবির প্রব্রজিত কাল হইতে কর্ম্মফলের দরুণ লাভবান হইলেন না, তথাপি বহুজন তাঁহাকে পূজা করিত। পরে ষড়াভিজ্ঞ হন। সাধারণ ভিক্ষু-শ্রামণেরা তাঁহাকে লাভ-সৎকার হীন দেখিয়া নিন্দা করিতেন। শ্রীবর্দ্ধকে প্রশংসা করিতেন। তিনি গুণীর অগুণ ভাষণে, ও অগুণীর গুণ ভাষণে দোষ দেখাইয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১৪০। পরে চ নং পসংসন্তি অত্তা চে অসমাহিতো,
মোঘং পরে পসংসন্তি, অত্তা হি অসমাহিতো।
পরে চ নং গরহন্তি অত্তা চে সুসমাহিতো,
মোঘং পরে গরহন্তি অত্তা হি সুসমাহিতো'তি। ১০

সিরিমো থেরো।

যাহার চিত্ত অসমাহিত, অথচ অজ্ঞানীরা যদি তাহাকে প্রশংসা করে, তাহা হইলে সেই প্রশংসা নিরর্থক করিয়া থাকে, কারণ তাহার চিত্ত অসমাহিত। যাহার চিত্ত সুসমাহিত, অথচ অজ্ঞানীরা যদি তাহাকে নিন্দা করিয়া থাকে, তাহা অনর্থক বা অমূলক নিন্দা করিয়া থাকে, কারণ তাহার চিত্ত সুসমাহিত। ১০

তত্রুদ্দানং

চুন্দো চ জোতিদাসো চ থেরো হেরঞ্ঞকানি য়ো,
সোমমিত্তো সব্বমিত্তো কালো তিস্সো চ কিম্বিলো;
নন্দো চ সিরিম চেব দস থেরা মহিদ্ধিকা'তি।

ততিয় বগ্গো

উত্তর স্থবির । ১৪১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯২ কল্প পূর্ব্বে সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার উপাসক হইলেন। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর জ্ঞাতিবর্গ সহ বুদ্ধের ধাতু পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় সাকেত রাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। কোন কার্য্য ব্যপদেশে তিনি শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হন। তখন 'গণ্ডম্ব' বৃক্ষমূলে ভগবানের যমক-প্রাতিহার্য্য দর্শন করেন। পুনঃ 'কালকারাম' সূত্র দেশনা শ্রবণে শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। পরে শাস্তার সহিত রাজগৃহে গমন করিয়া উপসম্পন্ন হন ও অচিরে ষড়াভিজ্ঞ হন। ষড়াভিজ্ঞ হইয়া শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ দর্শনে আসেন। তখন ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা করিলেন—'বন্ধু, প্রব্রজিতকৃত্যের চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি ?' তদুত্তরে তিনি এই গাথা ভাষণ করিলেন।

১৪১। খন্ধা ময়া পরিঞ্ঞাতা, তণ্হা মে সুসমূহতা,
ভাবিতা মম বোজ্ঝঙ্গা, পত্তো মে আসবক্খয়ো।
য়ো'হং খন্ধে পরিঞ্ঞায়, অব্বহিত্বান জালিনিং,
ভাবয়িত্বান বোজ্ঝঙ্গে, নিব্বায়িস্সং অনাসবো'তি। ১

উত্তরো থেরো।

আমি পঞ্চস্কন্ধকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। আমার তৃষ্ণাসমূহ সমূলে হত হইয়াছে। আমার সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবনা উৎপন্ন হইয়াছে। কামাদি আসব

ক্ষয় হইয়াছে। আমি স্কন্ধকে পরিজ্ঞাত হইয়া, জাল সদৃশ তৃষ্ণাজটাকে উৎপাটন করিয়া ও বোধ্যঙ্গ সমূহ ভাবনা করিয়া কামাদি আসব ক্ষয় করিয়াছি। তাই এখন আমি নির্ব্বাণ লাভ করিব। ১

ভদ্দজি স্থবির। ১৪২

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া তাপস প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হন। এক অরণ্যে আশ্রম করিয়া বাস করিতেন। একদিবস শাস্তাকে আকাশ দিয়া গমন করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া আকাশ হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি মধু, মৃণাল ও ঘৃত দান করিলেন। ভগবান ঐ দান গ্রহণ করিয়া দানের ব্যাখ্যান্তে চলিয়া গেলেন। তিনি সেই পুণ্যফলে তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হন। পরে বিপশ্বী বুদ্ধের সময় মহাধনী গৃহে জন্ম গ্রহণ করত ৬৮ হাজার ভিক্ষুকে ভোজন দিলেন ও ত্রিচীবর দান করিলেন। তৎপর দেবলোকে উৎপন্ন হন। দেবলোক হইতে বুদ্ধশূন্য কালে মনুষ্যলোকে জাত হইলেন। এই জন্মে ৫০০ পচ্চেক বুদ্ধকে চীবর পিণ্ড-শয্যাসন-ঔষধ এই চারি দ্রব্য দান করেন। পরে রাজকুলে উৎপন্ন হন। তাঁহার একজন পুত্র পচ্চেক বুদ্ধ হইলেন। বহুদিন তাঁহার সেবা করেন। তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পর ধাতুচৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া বহুদিন পূজা করিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে ৮০ কোটি বিভব সম্পন্ন ভদ্দিয় শ্রেষ্ঠীর একমাত্র পুত্ররূপে জাত হন। তাঁহার নাম হইল— ভদ্দজি। তিনি ধন-সম্পত্তিতে রাজা বেস্সন্তর সদৃশ ছিলেন। তখন ভগবান শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস করিয়া ভদ্দজিকুমারের উদ্দেশ্যে ভিক্ষুসঙ্ঘ সহিত ভদ্দিয় নগরের জাতীয় বনে উপস্থিত হইলেন ও কুমারের জ্ঞান-পরিপক্ক কাল তথায় অপেক্ষা করিলেন। একদা ভদ্দজি প্রাসাদের

উপরিম তল হইতে সিংহ পঞ্জর দিয়া দেখিতেছেন যে—ধর্ম্ম শ্রবণার্থ কতকগুলি লোক চলিয়া যাইতেছে। কোথায় এই জন-সঙ্ঘ যাইতেছে, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনিও সপরিবারে বুদ্ধের নিকট গমন করিলেন। তথায় বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাভরণ ভূষিতাবস্থায় অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। তখন ভগবান ভদ্দিয় শ্রেষ্ঠীকে ডাকিয়া বলিলেন যে—"তোমার পুত্র অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে এখনি প্রব্রজ্যা প্রদান করা উচিত। যদি প্রব্রজিত না হয়, পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবে।" শ্রেষ্ঠী বলিলেন—"আমার পুত্রের বাল্যকালে পরিনির্ব্বাণ লাভ আমি ইচ্ছা করিনা, তাহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।" ভগবান তাহাকে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা প্রদান করিয়া সাত সপ্তাহের পর কোটিগ্রামে চলিয়া গেলেন। এই গ্রামটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত। গ্রামবাসীরা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিলেন। তখন ভদ্দজি স্থবির গ্রামের অদূরে গঙ্গাতীরে রাস্তার সমীপে ধ্যানস্থ হইলেন, এবং ভগবান আসিলে ধ্যান হইতে উঠিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। মহাস্থবিরগণ আসিলেও তিনি না উঠিয়া বুদ্ধের আগতক্ষণেই আসন হইতে উত্থিত হইলেন। সাধারণ ভিক্ষুরা তাঁহার এই ব্যবহার দেখিয়া দোষারোপ করিলেন যে—"ইনি নব প্রব্রজিত, মহাস্থবির দেখিলেও মান-মদে স্ফীত হইয়া গাত্রোত্থান করে না।" এদিকে কোটিগ্রামবাসীরা বহুনৌকা একত্রে যোজনা করিয়া রাখিল। ভগবান ভাবিলেন—"আজ ভদ্দজির প্রভাব প্রকাশ করিতে হইবে।" ভগবান নৌকায় উঠিয়া ভদ্দজি কোথায় জিজ্ঞাসিলেন। ভদ্দজি বলিলেন "ভন্তে, আমি এখানে আছি।" তখন তিনি বুদ্ধের সদনে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইলেন। ভগবান বলিলেন—"আস, আমাদের সহিত এক নৌকায় উঠ।" তিনি তাহাই করিলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেখ ভদ্দজি, যখন তুমি মহাপণাদ রাজা হইয়া রত্নময় প্রাসাদে অবস্থান করিতে, এখন তোমার সেই প্রাসাদ কোথায়?" "ভন্তে, এই জায়গায় নিমগ্ন আছে।" তাহা হইলে সব্রহ্মচারীদের সন্দেহ

দূর কর।” তখনি স্থবির বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া ঋদ্ধিবলে প্রাসাদের চূড়ায় পদাঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি ২৫ যোজন প্রাসাদ লইয়া জল হইতে ৫০ যোজন উপরে আকাশে উধাও হইলেন। পূর্ব্ব জন্মে তাঁহার যেই সমস্ত জ্ঞাতি প্রাসাদলোভে মৎস্য-কচ্ছপ-মণ্ডুক হইয়া তথায় জন্ম লইয়াছিল, প্রাসাদ জল হইতে উঠিবার সময় সকলে জলে পড়িয়া গেল। তখন ভগবান বলিলেন— “ভদ্দজি, তোমার জ্ঞাতিবর্গের বড়ই কষ্ট হইতেছে।” স্থবির তখনি প্রাসাদ ছাড়িয়া দিলেন, প্রাসাদও যথাস্থানে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসিলেন— “ভন্তে, কখন ভদ্দজি স্থবির এই প্রাসাদে ছিলেন?” ভিক্ষুদের উত্তরে ভগবান মহা-পণাদ জাতক দেশনা করিলেন। জনসঙ্ঘও ধর্ম্মামৃত পান করিলেন। স্থবির নিম্নোক্ত গাথায় নিজের প্রাসাদের বর্ণনা করিলেন।

১৪২। পনাদো নাম সো রাজ যস্স যূপো * সুবণ্ণয়ো,
তিরিয়ং † সোলসপব্বেধো ‡ উচ্চমাহু সহস্সধা।
সহস্সকণ্ডো + সতভেণ্ডু ধজালু হরিতাময়ো,
* অনচ্চুং তত্থ গন্ধব্বা ছ সহস্সানি সত্তধা’তি। ২
ভদ্দজি থেরো।

অতীতকালে সে পণাদ নামে রাজা ছিল। তাঁহার সুবর্ণময় এক প্রাসাদ ছিল। সেই প্রাসাদ প্রস্থে অর্দ্ধ যোজন, উচ্চতায় ২৫ যোজন ছিল। উহার ধ্বজাগুলি হরিদ্বর্ণ। সেই প্রাসাদের সপ্ত স্থানে ছয় সহস্র গন্ধর্ব্ব রমণী নৃত্য করিত। ২

---

* সি—সুবণ্ণিয়ো। † সি—সোলসুপ্পব্বেধো। ‡ সী—উদ্ধমাহু।
\+ সি—সতগেণ্ডু। * সি—পনচ্চং

শোভিত স্থবির। ১৪৩

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পদ্মমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরের. কুলগৃহে জাত হন। একদা ভগবান পূর্ব্বজন্ম জ্ঞান-লাভীদের প্রধান স্থানে একজন ভিক্ষুকে শ্রেষ্ঠাসন দিলেন দেখিয়া তিনিও দানাদি পুণ্য ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক ঐ শ্রাবকপদ প্রার্থনা করিলেন। সুমেধ বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। হিমবন্তের এক আশ্রমে থাকিয়া বনজ ফলমূলে জীবন যাপন করিতেন। বুদ্ধের উৎপত্তি সংবাদ পাইয়া বন্ধুমতী নগরে উপস্থিত হন ও ছয়টি গাথা-দ্বারা বুদ্ধকে অভিনন্দন করেন। ভগবান তখন তাঁহার ভাবীফল বর্ণনা করিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। ভগবানের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া ষড়াভিজ্ঞ হইলেন ও পূর্ব্ব জন্মজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেন। পরে নিজের আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১৪৩। সতিমা পঞ্‌ঞবা ভিক্খু আরদ্ধ বলবীরিয়ো,
পঞ্চকপ্পসতানাহং একরত্তিং অনুস্সরিং।
চত্তারো সতিপট্‌ঠানে সত্ত অট্‌ঠ চ ভাবয়ং,
পঞ্চকপ্পং সতানাহং একরত্তিং অনুস্সরিস্তি। ৩

সোভিতো থেরো।

ভিক্ষু স্মৃতি-প্রতিষ্ঠা ভাবনায় পরিপূর্ণতা হেতু স্মৃতিমান, ষড়াভিজ্ঞা পরিপূর্ণতা হেতু প্রজ্ঞাবান, শ্রদ্ধাদিবলে আরদ্ধবীর্য্য হেতু দৃঢ়বীর্য্যবান। আমি পঞ্চশত কল্পকে এক রাত্রির ন্যায় অনুস্মরণ করিয়া থাকি: চারি স্মৃত্যুপস্থান, সপ্ত বোধ্যঙ্গ ও অষ্টমার্গ ভাবনাবলে পঞ্চশত কল্পকে এক রাত্রির ন্যায় অনুস্মরণ করিয়া থাকি। ৩

বল্লিয় স্থবির। ১৪৪

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সুমেধ বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অশীতিকোটি বিভব ত্যাগ করিয়া তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করেন। তথায় এক নদীতীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হন। তিনি বুদ্ধ-দর্শনে আপ্যায়িত হইয়া অজিনচর্ম্ম পাতিয়া দেন। ভগবান আসনে উপবিষ্ট হইলে পুষ্প পূজা ও আম্রফল দান করেন এবং পঞ্চপ্রতিষ্ঠাকারে বন্দনা করেন। ভগবান তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে ইনি বৈশালীর ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার নাম ছিল—গণ্ডিমিত্ত। ভগবান যখন বৈশালীতে পদার্পণ করেন, তখন বুদ্ধের প্রভাব দেখিয়া মহাকচ্চায়ন স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হন। কিন্তু জ্ঞানে দুর্ব্বল ও উদ্যোগ হীন বশতঃ বহুকাল সব্রহ্মচারীদের আশ্রয়ে থাকিতে হয়। তাঁহার স্বভাব দর্শনে ভিক্ষুরা বলিলেন—"লতা যেমন বৃক্ষের আশ্রয় বিনা থাকিতে পারেনা, এইরূপ এই ভিক্ষু কাহাকেও আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না" তাই তাঁহার অপর নাম হইল—বল্লিয়। এক সময় তিনি বেণুদত্ত স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপদেশে কর্ম্মস্থান ভাবনা করিতে লাগিলেন। জ্ঞানের পূর্ণতা সময়ে স্থবিরকে ভাবনানীতিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবির তাঁহাকে কর্ম্মস্থান শিক্ষা দিলেন। তিনি উৎসাহের সহিত ভাবনা করিয়া অচিরে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া পূর্ব্বোক্ত গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

১৪৪। য়ং কিচ্চং দল্হবিরিয়েন য়ং কিচ্চং + বোদ্ধুমিচ্ছতা,
করিস্সং × নাবরুজ্ঝিস্সং পস্স বিরিয়ং পরক্কমং।

+ সি—বোধুমিচ্ছতা, × নাবরুজ্ঝিস্সং।

ত্বং চ মে মগ্গমক্খাহি অঞ্জসং অমতোগধং,
অহং মোনেন মোনিস্সং গঙ্গাসোতো'ব সাগরন্তি। ৪
বল্লিয়ো থেরো।

দৃঢ়বীর্য্যদ্বারা যেই কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, চারি আর্য্যসত্য ও নির্ব্বাণ লাভ করিতে যাহা কিছু করা কর্ত্তব্য, তাহা আমি প্রাণপণে সম্পাদন করিব, ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিব না, অর্থাৎ যথা উপদিষ্ট নিয়মে সম্পাদন করিব। আমার বীর্য্য-পরাক্রম দর্শন কর। কল্যাণমিত্রকে বলিতেছেন—আপনি আমাকে নির্ব্বাণে প্রবেশ করিবার সোজা লোকোত্তর আর্য্যপথ প্রদর্শন করুন। গঙ্গাস্রোত যেমন ক্ষিপ্রগতিতে মহাসাগর প্রাপ্ত হয়, তেমন আমিও মার্গ প্রজ্ঞাদ্বারা নির্ব্বাণকে প্রাপ্ত হইব। ৪

বীতশোক স্থবির। ১৪৫

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ বুদ্ধের সময়ে ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। কামভোগের দোষ দেখিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। বহু ঋষি সহিত অরণ্যাশ্রমে বাস করিতেন। বুদ্ধের উৎপত্তি সংবাদ শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—"ডুমুর পুষ্প দর্শনের ন্যায় বুদ্ধ দর্শনও দুর্লভ, এখনই আমার যাওয়া উচিত।" অনন্তর মহাপরিষদ সঙ্গে করিয়া বুদ্ধ-দর্শনে গমন করিলেন। দেড় যোজন পথ গমন করিলে তিনি রোগাক্রান্ত হন। বুদ্ধগুণ স্মরণ করিতে করিতে পথেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হন। পরে গৌতম বুদ্ধের নির্ব্বাণের ২১৮ বৎসর পরে ধর্ম্মাশোক রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে জাত হন। তাঁহার নাম হইল বীতশোক। তিনি গৃহীকালে গিরিদত্ত স্থবিরের নিকট সুত্তন্ত পিটকে ও অভিধর্ম্ম পিটকে অতিশয় জ্ঞান লাভ করেন। একদা ক্ষৌরকার তাঁহার শ্মশ্রুছেদন করিতেছিল।

এমন সময় তিনি একখানি আয়না লইয়া নিজের শরীর দেখিতে লাগিলেন। লোলচর্ম্ম ও পক্ককেশ দেখিয়া তাঁহার সংবেগ উৎপন্ন হয়। তখন বিদর্শন ভাবনায় মনোনিবেশ করিয়া স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং গিরিদত্ত স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। পরে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

১৪৫। কেসে মে ওলিখিস্সন্তি কপ্পকো উপসঙ্কমি,
তত্তো আদাসমাদায় সরীরং পচ্চবেক্খিয়ং।
তুচ্ছকায়ো অদিস্সিত্থ অন্ধকারো তমো ব্যগো,
সব্বে চোলা সমুচ্ছিন্না, নত্থিদানি পুনব্ভবো'তি। ৫

বীতসোকো থেরো।

আমি যখন গৃহী ছিলাম, তখন ক্ষৌরকার কেশ ছেদনার্থ আমার নিকট উপস্থিত হয়। আমি তাহার নিকট হইতে আয়না লইয়া শরীর দেখিতেছিলাম। আলোক প্রভাবে অন্ধকার বিগত তুল্য আমার এই নিত্যাদি অবস্থা শূন্য তুচ্ছ শরীর দৃষ্টিপথে পড়ে। জীর্ণবস্ত্র তুল্য আমার সমস্ত তৃষ্ণা সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে, এখন আর পুনরায় ভবে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। ৫

পুণ্নমাস স্থবির। ১৪৬

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া তিষ্য বুদ্ধের সময় কুল-গৃহে জাত হন। একদিন ভগবান অরণ্যের বৃক্ষ শাখায় পাংশু চীবর ঝুলাইয়া গন্ধকুটীতে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় সে ধনুহস্তে বিহারে প্রবেশ করে। চীবর দর্শনে প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক তখনি ধনু ত্যাগ করিয়া বুদ্ধগুণ স্মরণ করত চীবরখানি বন্দনা করিল। সে গৌতম বুদ্ধের

সময় শ্রাবস্তীতে এক কুটুম্বিক গৃহে জাত হয়। তাহার জন্মদিনে গৃহের যাবতীয় ভাণ্ড সুবর্ণ রত্নময় মাসাদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সেই কারণে নাম হইয়াছিল— পুণ্ণমাস। বয়ঃপ্রাপ্তে সে বিবাহ করে। যখন একটি পুত্র-সন্তান হয়, তখন গৃহবাস ত্যাগ করত কঠোরভাবে ভাবনা করিয়া ষড়াভিজ্ঞ হন। ষড়াভিজ্ঞ হইয়া বুদ্ধ-বন্দনার্থ শ্রাবস্তীতে গমন করেন এবং তথায় শ্মশানে বাস করিতেন। যখন তিনি শ্মশানে বাস করেন, তখন তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হয়। বালকের মাতা স্থবিরের আগমন সংবাদ শুনিয়া ভাবিল— "আমার এই অপুত্রক সম্পত্তি রাজাগণ নিয়া না যাউক।" সেই স্ত্রী স্থবিরকে চীবর ত্যাগ করাইবার ইচ্ছায় বহুলোক লইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইল এবং স্থবিরকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া যখন আলাপ করিতে আরম্ভ করিল, তখন স্থবির নিজের বীতরাগভাব প্রদর্শনার্থ আকাশে উত্থিত হইয়া গাথা ভাষণ করিতে লাগিলেন ও তাঁহার সেই ভূতপূর্ব্ব ভার্য্যাকে ধর্ম্মদেশনা করিয়া শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

১৪৬। পঞ্চনীবরণে হিত্বা যোগক্খেমস্স পত্তিয়া,
ধম্মাদাসং গহেত্বান ঞাণদস্সনমত্তনো,
পচ্চবেক্খিং ইমং কায়ং সব্বং সন্তরবাহিরং,
অজ্ঝত্তং চ বহিদ্ধা চ, তুচ্ছকায়ো অদিস্সথা'তি। ৬

পুণ্ণমাসো থেরো।

আমি নির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্য পঞ্চনীবরণ (কাম, হিংসা, আলস্য, চঞ্চলতা ও সন্দেহ) ধ্বংশ করি ও আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আয়তনে ভিতর-বাহির নিঃশেষভাবে ধর্ম্মরূপ আয়না যোগে অনিত্য-দুঃখ অনাত্ম লক্ষণযুক্ত কায়াকে জ্ঞান চক্ষুদ্বারা দর্শন করি। এই ভাবে দর্শন করিয়া স্বীয় দেহে ও পরদেহে নিত্যত্ব-সারত্ব বিরহিত তুচ্ছ পঞ্চস্কন্ধভূত কায়াকে দেখিয়াছি। এখন আমার আর কিছুই দেখিবার নাই।

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী ভগবানের সময় প্রত্যন্ত দেশে বনচররূপে উৎপন্ন হন; একদা ভগবানের চংক্রমণ স্থান দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বালুকা ছড়াইয়া দেন। তিনি এই পুণ্যফলে দেব-মনুষ্যলোকে বিচরণের পর গৌতম বুদ্ধের সময় চম্পারাজ্যে গৃহপতিকুলে জাত হন। তাঁহার নাম ছিল— নন্দক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল— ভরত। সোণ কোলি-বিশ প্রব্রজিত হইয়াছে তাঁহারা উভয়ে একথা শুনিয়া বলিল— "সোণ অতিশয় সুকোমল হইয়াও প্রব্রজ্যা লাভ করিল, আমাদের আর গৃহ-বাসে থাকিবার প্রয়োজনওবা কি?" এই ভাবিয়া তাঁহারা দুইভ্রাতা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ভরত অচিরে ষড়াভিজ্ঞ হইলেন। নন্দক ক্লেশ-বহুল বিধায় বিদর্শনে উন্নীত হইতে পারিলেন না। ভরত স্থবির তাহার কারণ পরিজ্ঞাত হইলেন এবং তাঁহাকে আশ্রয়দান মানসে সঙ্গে করিয়া বিহার হইতে বাহির হইলেন। এক রাস্তার নিকটে বসিয়া বিদর্শন ভাবনা সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। সেই সময়ে রাস্তাদিয়া কয়েকখানি গাড়ী যাইতেছিল। তৎমধ্যে একখানা শকটে নিযুক্ত একটি গরু কর্দ্দমাক্ত স্থানে শকট টানিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়া গেল। তৎপর গাড়ীওয়ালা শকট হইতে গরুটি খুলিয়া তৃণ ও জল প্রদান করিল। কিছুক্ষণ পর গরুর শ্রান্তি দুর হইলে পুনরায় গাড়ীতে যোজনা করিল। তৎপর গরুও নববলে বলীয়ান হওত সেই শকট টানিয়া স্থলে লইয়া গেল। তখন ভরত স্থবির নন্দকে বলিলেন—"নন্দক, তুমি এখন শাকটিকের কর্ম্ম দেখিতে পাইলে কি?" "হাঁ দেখিতে পাইয়াছি।" তাহা হইলে "ভাল-মতে এই বিষয় ধারণা কর।" তখন নন্দক ভাবিলেন— "যেমন এই গরু শ্রান্তি দুর করিয়া পঙ্কিল স্থান হইতে ভার উদ্ধার করিল, তেমন আমাকেও সংসার-পঙ্ক হইতে নিজকে উদ্ধার করিতে হইবে।" তৎপর সেই শকট-নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া যোগবলে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভরত স্থবিরের নিকটে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

১৪৭। যথাপি ভদ্দো আজঞ্ঞো খলিত্বা পতিতিট্‌ঠতি,
ভীয়ো লদ্ধান সংবেগং * অলীনো বহতে ধুরং।
এবং দস্সনসম্পন্নং সম্মাসম্বুদ্ধসাবকং,
আজনীয়ং মং ধারেথ পুত্তং বুদ্ধস্স ওরসন্তি। ৭

নন্দকো থেরো।

যেমন বলিষ্ঠ বৃষভের পদস্খলন হইলেও উঠিয়া দাঁড়ায় এবং পুনঃ সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া দৃঢ় পরাক্রমের সহিত গাড়ী টানিয়া লইয়া যায়, তেমন জ্ঞান দর্শন সম্পন্ন সম্যক্‌সম্বুদ্ধের শ্রাবক, বুদ্ধের ঔরস জাত পুত্র আমাকে উত্তম বৃষভরূপে ধারণা করুন। ৭

ভরত স্থবির। ১৪৮

ইনি অনোমদর্শী ভগবানের সময়ে এক কুলগৃহে জাত হন। একদা মনোরম মৃদুস্পর্শ জুতা পরিয়া যাইবার সময়ে বুদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। তখনই জুতা দুইখানি হাতে লইয়া বুদ্ধকে প্রসন্নচিত্তে বলিলেন—"ভগবন্, আপনি এই জুতা পরিধান করুন, ইহাদ্বারা আমার দীর্ঘকাল হিতসুখ সাধিত হইবে।" ভগবান তাহার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ঐ জুতা পরিধান করিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময়ে চম্পা নগরে গৃহপতি কুলে জাত হন। সোণ স্থবিরের প্রব্রজ্যা সংবাদ শুনিয়া ভাবিলেন—'যদি এই সোণও প্রব্রজিত হয়, আমি কেন হইব না।' অনন্তর তিনিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অচিরেই ষড়াভিজ্ঞ হন। উভয় ভ্রাতা বুদ্ধের নিকট আগমন করিলে ভরত স্থবির এই গাথা ভাষণ করেন।

* সী—অদীনো। সি—আদিনো।

১৪৮। এহি নন্দক গচ্ছাম উপজ্ঝায়স্স সন্তিকং,
সীহনাদং নদিস্সাম বুদ্ধসেট্ঠস্স সম্মুখা।
য়ায় নো অনুকম্পায় অম্হে পব্বাজয়ী মুনি,
সো নো অত্থো অনুপ্পত্তো সব্বসংয়োজনক্খয়ো'তি। ৮

ভরতো থেরো।

আস, নন্দক, বুদ্ধশ্রেষ্ঠ উপাধ্যায়ের নিকট গমন করি, আমরা তাঁহার সম্মুখে সিংহনাদে নাদ করিব। যে কারণে আমাদের প্রতি দয়া করিয়া মুনি আমাদিগকে প্রব্রজ্যা দিয়াছেন, সমস্ত সংযোজন (বন্ধন) ক্ষয় হেতু আমরা সেই সদর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ৮

ভারদ্বাজ স্থবির। ১৪৯

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্ব্বে কুলগৃহে জাত হন। একদিবস সুমন নামক পচ্চেক বুদ্ধকে পিণ্ডাচরণ করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে সুপরিপক্ক বল্লিকার ফল প্রদান করেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার গোত্রের নাম ভারদ্বাজ, সেই কারণে ভারদ্বাজ নামে পরিচিত। গৃহবাসে থাকিয়া একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। পুত্রের নাম রাখিলেন— কৃষ্ণাদিন্ন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বলিলেন— "তাত, অমুক আচার্য্যের নিকট যাইয়া শিল্প শিক্ষা করিয়া আস।" এই বলিয়া তাহাকে তক্ষশিলায় পাঠাইয়া দিলেন। তিনি পথিমধ্যে এক বুদ্ধশ্রাবক কল্যাণমিত্র মহাস্থবিরের সাক্ষাৎ পাইয়া ধর্ম্ম শ্রবণ করেন ও শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করত অর্হত্ব ফল লাভ করেন।

তাঁহার পিতা ভারদ্বাজ বেণুবনে বুদ্ধের ধর্ম্ম শুনিয়া প্রব্রজিত হন ও অচিরে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। তৎপর ভারদ্বাজ বুদ্ধ বন্দনার্থ রাজ-

গৃহে আসেন। তাঁহাকে বুদ্ধের নিকটে উপবিষ্ট দেখিয়া কৃষ্ণাদিন্ন বলিল—"আমার পিতাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রব্রজিতকৃত্য শেষ করিয়াছেন কি-না?" পরীক্ষা করিয়া জানিলেন যে, তিনি অর্হৎ হইয়াছেন। তাঁহার মুখে সিংহনাদ বাক্য শ্রবণের ইচ্ছায় বলিলেন—"আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া সাধুকার্য্য করিয়াছেন ও প্রব্রজ্যাকৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন।" ভারদ্বাজ পুত্রের অর্হত্ব ফল প্রাপ্তি প্রকাশ করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন।

১৪৯। নদন্তি এবং সপ্পঞ্ঞা সীহা'ব গিরিগব্ভরে,
বীরা বিজিতসঙ্গামা জেত্বা মারং সবাহনং।
সত্থা চ পরিচিণ্ণো মে, ধম্মো সঙ্ঘো চ পূজিতো,
অহং চ ꣹ বিত্তো সুমনো পুত্তং দিস্বা অনাসবন্তি। ৯
ভারদ্বাজো থেরো।

সংগ্রাম বিজয়ী সপ্রজ্ঞবীর সসৈন্য মারকে পরাজিত করিয়া গিরি-গহ্বরস্থিত সিংহের ন্যায় এইরূপ শব্দ করিতে লাগিলেন, আমার দ্বারা শাস্তা পরিচিত, উপাসিত এবং ধর্ম্ম-সঙ্ঘ পূজিত হইয়াছে। আমি অনাসব পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। ৯

কৃষ্ণাদিন্ন স্থবির। ১৫০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্ব্বে কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিবস শোভিত নামক পচ্চেক সম্বুদ্ধকে দেখিয়া পুন্নাগপুষ্পে পূজা করেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। ইনি ধর্ম্মসেনাপতির নিকটে ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন এবং এই গাথা ভাষণ করেন।

꣹ সি— চিত্তো

১৫০। উপাসিতা সপ্পুরিসা সুতা ধম্মা অভিণ্হসো,
সুত্বান পটিপজ্জিস্সং অঞ্জসং অমতোগধং।
ভবরাগহতস্স মে সতো ভবরাগো পুন মে ন বিজ্জতি,
নচাহু ন চ মে ভবিস্সতি ন চ মে এতরহিপি বিজ্জতী'তি। ১০

কণ্হদিন্নো থেরো।

আমি নিত্য সৎপুরুষদিগের সেবা করিয়াছি, "পটিচ্চসমুপ্পাদ" ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি। সে ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া নির্ব্বাণে প্রবেশার্থ অষ্টমার্গ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভবতৃষ্ণা হত হওয়ায় পুনঃ ভবতৃষ্ণা উৎপত্তির কারণ আমার বিদ্যমান নাই। অর্হৎ ফল প্রাপ্তি হইতে আমার সেই তৃষ্ণা ছিল না, ভবিষ্যতেও হইবে না, বর্ত্তমানেও সেই তৃষ্ণা নাই। ১০

তত্রুদ্দানং

উত্তরো ভদ্দজি থেরো সোভিতো বল্লিয়ো ইসি,
বীতসোকো চ সো থেরো পুণ্ণমাসো চ নন্দকো;
ভরতো ভারদ্বাজো চ কণ্হদিন্নো মহামুনী'তি।

চতুর্থ বগ্গো

মিগসির স্থবির। ১৫১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া কশ্যপ বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। একদা ভগবানকে প্রসন্নচিত্তে কুলথ ফল দান করেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় কোশল রাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। মৃগশির নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিল— মিগসির। তিনি ব্রাহ্মণ বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। মৃতশির সম্বন্ধে তিনি এমন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন যে— তিন বৎসরের মৃত মস্তকে নখাঘাত করিয়া বলিতেন— "ইহার অমুক স্থানে জন্ম হইয়াছে। তিনি গৃহ-বাস ইচ্ছা না করিয়া পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সেই বিদ্যা হেতু লোকের নিকট সম্মানিত হইতেন।" একদা বিচরণ করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধ-সদনে নিজের প্রভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন— "হে গৌতম, আমি মৃত ব্যক্তিদের উৎপন্ন স্থান অবগত আছি।" "তুমি তাহা কি প্রকারে জান?" মৃতশিরের প্রতি মন্ত্রজপ করিয়া শিরে নখাঘাত করিলেই তাহাদের নরকাদিতে উৎপত্তি ও অন্যত্র জন্ম বিবরণ বলিতে পারি। তখন ভগবান পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত ভিক্ষুর কপাল আনাইয়া বলিলেন— "বল দেখি এই মৃত মস্তকের কি পরিণাম?" সে কপোলমন্ত্র জপ করিয়া নখাঘাত করিলেও আদ্যন্ত দেখিতে সমর্থ হইল না। তখন ভগবান বলিলেন— "কিহে পরিব্রাজক, বোধ হয় তুমি বলিতে সমর্থ হইলে না।" ভগবন্, "এখন আবার পরীক্ষা করিব।" এই বলিয়া পুনঃপুন পরিবর্ত্তন করিয়াও কিছুই দেখিল না। বাহ্যিক মন্ত্রদ্বারা অর্হতের গতি

কি করিয়া জানিবে ? তখন তাহার মস্তক উপচিয়া ঘর্ম্ম হইতে লাগিল। সে লজ্জায় অধোবদন হইল।” ভগবান জিজ্ঞাসিলেন—“হে পরিব্রাজক, তুমি ক্লান্ত হইতেছ কি ?” হাঁ ক্লান্ত হইতেছি। আমি ইহার গতি জানিতেছি না। “ভন্তে, আপনি জানেন কি ?” “হাঁ আমি জানি, ইহা অপেক্ষা আরও বেশী জানি।” “এই ভিক্ষু নির্ব্বাণে গিয়াছে।” তাহা হইলে—“এই বিদ্যা আমাকে শিক্ষা দেন।” “তবে প্রব্রজিত হও।” তিনি প্রব্রজিত হইয়া অচিরে অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন ও এই গাথা ভাষণ করিলেন।

১৫১। য়তো অহং পব্বজিতো সম্মাসম্বুদ্ধ সাসনে,
বিমুচ্চমানো উগ্গচ্ছিং কামধাতুং উপচ্চগং।
ব্রহ্মুনো পেক্খমানস্স ততো চিত্তং বিমুচ্চি মে,
অকুপ্পা মে বিমুত্তী'তি সব্বসংয়োজনক্খয়া'তি। ১
মিগসিরো থেরো।

যেই সময় হইতে আমি সম্যক্‌সম্বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হইয়াছি, সেই হইতে প্রথম শমথ-বিদর্শন ভাবনাবলে বিমুক্তি মার্গে উঠিয়া অনাগামী মার্গ ভাবনায় কামধাতুকে অতিক্রম করি। দেব-মনুষ্যের ব্রহ্মভূত বুদ্ধের দর্শনকাল হইতে আমার অনাগামী ফললাভে চিত্ত বিমুক্ত হইয়াছে। আমার সমস্ত সংযোজন ক্ষয়ে চিত্ত অকোপিত হইয়াছে অর্থাৎ আমি অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। ১

শিবক স্থবির। ১৫২

ইনি পূর্ব্ববুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদা ভগবানকে পিণ্ডাচরণ করিতে দেখিয়া পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পাত্রপূর্ণ পিষ্টক দান দিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে কামভোগ পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ

করেন। একদা বিচরণ করিতে করিতে বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হন। ভগবানের ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন ও অচিরেই অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

১৫২। অনিচ্চানি গহকানি তত্থ তত্থ পুনপ্পুনং,
* গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক, দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি,
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা × থুণিকা চ ‡ বিদালিতা;
বিপরিয়াদিকতং চিত্তং ইধেব বিধমিস্সতী'তি। ২

সিবকো থেরো।

সেই সেই ভবে পুনঃপুন দেহরূপ গৃহের উৎপত্তি ক্ষণস্থায়ী বা অনিত্য। দেহরূপ গৃহের কারক তৃষ্ণারূপ বর্দ্ধকীকে অনুসন্ধান করিতে করিতে এই জরা-ব্যাধি-মৃত্যু জড়িত জন্ম পুনঃপুন গ্রহণ করা বড়ই দুঃখকর। হে গৃহকারক, আর্য্যমার্গরূপ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা তুমি আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছ, পুনঃ দেহরূপ গৃহ করিতে পারিবে না। তোমার সমস্ত ক্লেশরূপ স্তম্ভ ভগ্ন হইয়াছে, এখন তোমার কৃত দেহরূপ গৃহের অবিদ্যারূপ কর্ণিকা বিদলিত হইয়াছে। আমার চিত্ত বিগত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হইবে না। এই ভবেই চরম চিত্ত নিরুদ্ধ হইবে অর্থাৎ জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। ২

উপবান স্থবির। ১৫৩

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় দরিদ্রকুলে জাত হন। যখন বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, তখন দেব-মনুষ্য-গরুড়-যক্ষ-কুম্ভাণ্ড-গন্ধর্ব্ব সকলে মিলিত হইয়া বুদ্ধের ধাতু (অস্থি) গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্তরত্নময়, চৈত্য নির্ম্মাণ করেন।

* সি— গহকারং × সি— থুনিয়া, ‡ পদালিতা

এই দরিদ্র পুরুষ তাহার সুধৌত উত্তরীয় বস্ত্র বংশাগ্রে ঝুলাইয়া ধ্বজারূপে পূজা করে। যক্ষসেনাপতি অভিসম্মত সেই ধ্বজা লইয়া অদৃশ্যকায়ে আকাশপথে তিনবার চৈত্য প্রদক্ষিণ করে। সে তাহা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণকুলে তাহার জন্ম হয়। জেতবনে বুদ্ধ-প্রভাব দেখিয়া তিনি প্রব্রজিত হন ও অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। কিছুদিন এই উপবান স্থবির ভগবানের সেবক ছিলেন। ভগবানের বাতব্যাধি উৎপন্ন কালীন স্থবিরের গৃহীবন্ধু দেবহিত নামক ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীতে বাস করিতেন। তিনি স্থবিরকে চীবর পিণ্ডাদি দানোদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই সময় স্থবির ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"হে ব্রাহ্মণ, কোন একটি প্রয়োজনে স্থবির তোমার নিকটে আসিয়াছে।" "ভন্তে, কিসের প্রয়োজন বলুন।" স্থবির তাঁহার প্রয়োজন জ্ঞাপন পূর্ব্বক গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন। ব্রাহ্মণ গাথা শুনিয়া উষ্ণজল ও তদনুরূপ বাতহারী ভৈষজ্য ভগবানকে দান দিলেন। তাহা সেবনে ভগবান আরোগ্যলাভ করিলেন ও সেই দানের ফল ব্যাখ্যা করিলেন।

১৫৩। অরহং সুগতো লোকে বাতেহাবাধিকো মুনি,
সচে উণ্হোদকং অত্থি, মুনিনো দেহি ব্রাহ্মণ।
পূজিতো * পূজনেয়্যানং সক্করেয়্যান সক্কতো,
অপচিতো † অপচিনেয়্যানং তস্স ইচ্ছামি হাতবে'তি। ৩

উপবানো থেরো।

যিনি ত্রিলোকে পূজনীয়, ইন্দ্র-দেব-ব্রহ্মদ্বারা পূজিত, সৎকার ভাজন, বিম্বিসার-কোশলরাজাদিদ্বারা সৎকার প্রাপ্ত, সম্মানন যোগ্য ক্ষীণাসবদ্বারা সম্মানিত, অর্হৎ, সুগত, সর্ব্বজ্ঞ মুনি—তিনি বাতব্যাধিতে পীড়িত। হে ব্রাহ্মণ, যদি তোমার নিকট গরম জল থাকে দাও। আমি তাঁহার বাতব্যাধি উপশম করিতে ইচ্ছা করি। ৩

নী— পূজনীয়ানং, † অপবনীয়ানং ;

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে জাত হন। একখানি ব্যজনীদ্বারা বোধিপূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় সুনপরন্ত জনপদে শ্রেষ্ঠীকুলে জন্ম হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভগবানের চন্দনমালা গ্রহণ সময়ে প্রাতিহার্য্য দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ পূর্ব্বক স্রোতাপন্ন হন ও গৃহবাসে থাকেন। তাঁহার হিতৈষিণী এক দেবতা তাঁহাকে উপহাসচ্ছলে গাথা ভাষণ করিলেন। উপাসক গাথা শুনিয়া সংবেগ প্রাপ্ত হন, পরে প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন ও দেব-ভাষিত গাথার পুনরাবৃত্তি করেন।

১৫৪। দিট্‌ঠা ময়া ধম্মধরা উপাসকা
কামা অনিচ্চা ইতিভাসমানা,
সারত্তরত্তা মণিকুণ্ডলেসু
পুত্তেসু দারেসু চ তে অপেক্খা;
অদ্ধা ন জানন্তি ‡ য়থাব ধম্মং
কামা অনিচ্চা ইতি বাপি আহু,
রাগঞ্চ তেসং ন বলত্থি ছেত্তুং
তস্মা সিতা পুত্তদারং ধনঞ্চা'তি। ৪

ইসিদিন্নো থেরো।

আমি এই বুদ্ধশাসনে কামের প্রতি অনিত্যভাষী বা কাম সেবার দোষভাষণকারী শাস্ত্রজ্ঞ উপাসকগণ দেখিয়াছি। নিজে কিন্তু মণিখচিত কুণ্ডলে ও পুত্র-দারে তাহারা আসক্ত চিত্ত। যেহেতু আসক্ত চিত্ত উপাসকগণ ধর্ম্ম

‡ সি—য়তো চ।

সম্বন্ধে জানে না। কেবল কাম অনিত্য বলিয়া মুখেই বলিয়া থাকেন মাত্র। অথচ কামরাগ ছেদন করিতে তাঁহাদের শক্তি নাই। সেই কারণে পুত্র-দার ও ধনের প্রতি আসক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। ৪

সম্বহুল কচ্চায়ন স্থবির। ১৫৫

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৪ কল্প পূর্ব্বে কুলগৃহে জাত হন। তিনি একদিবস শতরংশি নামক পচ্চেক সম্বুদ্ধকে নিরোধধ্যান হইতে উঠিয়া পিণ্ডাচরণে রত দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে তালফল দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধরাজ্যে গৃহপতিকুলে তাঁহার জন্ম হয়। নাম ছিল—সম্বহুল। কচ্চায়ন গোত্রে জন্ম হেতু সম্বহুল কচ্চায়ন নামেও পরিচিত। বয়ঃপ্রাপ্তে শাস্তার ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রব্রজিত হন। হিমবন্ত সমীপে ভেরবায় নামক পর্ব্বত গুহায় বিদর্শন ভাবনা করিতেন। একদা হঠাৎ মেঘ উঠিয়া বিদ্যুৎ চম্‌কাইতে লাগিল ও ভীষণ মেঘ গর্জ্জন করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল সঙ্গে সঙ্গে অশনি পাত হইল। এই ভীষণরবে ব্যাঘ্র-ভল্লুক, মহিষ-হস্তী প্রভৃতি ভীতরবে চীৎকার করিতে লাগিল। স্থবির দৃঢ়তার সহিত ধ্যানে রত রহিলেন। কায়-জীবনের প্রতি তাঁহার মমতা ছিল না। তাই লোমহর্ষণও হইল না। তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া বিদর্শন ভাবনা করিতে লাগিলেন। শীতল বায়ুতে ঘর্ম্মাক্ত দেহ শীতল হইলে, উপযুক্ত সময় পাইয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন ও এই গাথা ভাষণ করিলেন।

১৫৫। দেবো চ বস্সতি দেবো চ গলগলায়তি
এককো চাহং ভেরবে বিলে বিহরামি,
তস্স মযহং এককস্স ভেরবে বিলে বিহরতো
নত্থি ভয়ং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা।

ধম্মতা মমেসা য়স্স মে এককস্স ভেরবে বিলে,
বিহরতো নত্থি ভয়ং ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসোবা'তি। ৫
সম্বহুল কচ্চায়নো থেরো।

মেঘ বর্ষণ করিতে লাগিল ও গম গম করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন আমি একাকী পর্ব্বত-গুহায় ছিলাম। সেই ভীষণ শব্দের সময় গুহায় বাস করিয়াও আমার ভয়, স্তব্ধতা, লোমহর্ষণ কিছুই হয় নাই। একাকী গুহায় বাস করিলে সাধারণের ভয়াদি উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমার সেই ভয়, স্তব্ধতা ও লোমহর্ষণ কিছুই হয় নাই। ৫

খিতক স্থবির। ১৫৬

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় বন্ধুমতী নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এক উদ্যান রক্ষকের কায করিয়া জীবন যাপন করিতেন। একদিন ভগবানকে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া একটি নারিকেল দান দিতে ইচ্ছা করিলেন, ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়া আকাশে থাকিয়াই ঐ দান গ্রহণ করেন। তাহা দেখিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় ইনি কোশলরাজ্যে ব্রাহ্মণ-কুলে জাত হন। ভগবানের ধর্ম্ম শুনিয়া প্রব্রজিত হন ও অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

১৫৬। কস্স সেলূপমং চিত্তং ঠিতং নানুপকম্পতি,
বিরত্তং রজনীয়েসু কুপ্পনীয়ে ন কুপ্পতি;
য়স্সেবং ভাবিতং চিত্তং কুতো তং দুক্খমেস্সতি!

মম সেল্পমং চিত্তং ঠিতং নানুপকম্পতি,
বিরত্তং রজনীয়েসু কুপ্পনীয়ে ন কুপ্পতি ;
মমেবং ভাবিতং চিত্তং, কুতো মং দুক্খমেস্সতী'তি। ৬
খিতকো থেরো।

কাহার চিত্ত শিলাময় পর্ব্বত তুল্য অবস্থিত হইয়া লোকধর্ম্মে কম্পিত হয় না? কামরাগের হেতুভূত ত্রৈভূমিক ধর্ম্ম যাহার উচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহার যে কোন বিষয়ে বিকার উৎপন্ন হয় না, যেই আর্য্য পুদ্গলের চিত্ত এইরূপ ভাবিত, কোন্ সংস্কার হইতে তাহার দুঃখ আগমন করিবে?

আমার চিত্ত শিলাময় পর্ব্বত তুল্য অবস্থিত ও লোকধর্ম্মে কম্পিত হয় না। কামরাগমূলক বিষয় উচ্ছিন্ন হইয়াছে; যে কোন বিরুদ্ধ বিষয়ে আমার বিকার উৎপন্ন হয় না। আমার চিত্ত ভাবিত, কোথা হইতে আর দুঃখ আগমন করিবে অর্থাৎ আমার দুঃখ ক্ষয় হইয়াছে। ৬

সোণশ্রেষ্ঠী-পুত্র স্থবির। ৮৫৭

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী ভগবানের সময় বনচররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন ভগবানকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে কুরুণ্ডিয় ফল দান করে। গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তুতে শেলিশৃরিয় নামক মাতব্বরের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। তাহার নাম ছিল— সোণ। সে বয়ঃপ্রাপ্তে শাক্যরাজ ভদ্দিয়ের সেনাপতি হইয়াছিল। ভদ্দিয়রাজ প্রব্রজিত হইলে, সেনাপতি ভাবিল— "রাজাও প্রব্রজিত হইলেন, আর আমার গৃহবাসে প্রয়োজন কি?" এই ভাবিয়া সেও প্রব্রজিত হইল। প্রব্রজিত হইলে কেবল্ নিদ্রাপ্রিয় হইয়া উঠে, ভাবনার প্রতি তাহার মনোযোগ ছিল না। ভগবান তখন অনুপ্রিয় আম্রবনে ছিলেন। তথা হইতে স্বীয় প্রভা বিকীর্ণ

করিয়া তাহার স্মৃতি উৎপাদনার্থ প্রথম গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণ করিয়া তিনি অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন ও বিদর্শন ভাবনার প্রতি মনোযোগী হইয়া দ্বিতীয় গাথা ভাষণ করিলেন। গাথাবৃত্তির পর অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর বুদ্ধ-ভাষিত ও স্বীয় ভাষিত গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

১৫৭। ন তাব সুপিতুং হোতি রত্তি নক্খত্তমালিনী,
পটিজগ্গিতুমেবেসা রত্তি হোতি বিজানতা।
হত্থিক্খন্ধাবপতিতং কুঞ্জরো চে অনুক্কমে,
সঙ্গামে মে মতং সেয়্যো য়ং চে জীবে পরাজিতো'তি। ৭

† সোণো সেট্‌ঠিপুত্তো থেরো।

"যাবৎ অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া না যায়," তাবৎ নক্ষত্র মালিনী রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়ার সময় নহে। মনুষ্য ও পশুগণের শব্দ না থাকায় ধ্যানিগণের পক্ষে রাত্রিতে জাগ্রত থাকা উচিত, ইহা বিজ্ঞগণ বিশেষ-ভাবে বলিয়াছেন। যখন আমি হস্তীতে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে প্রবিষ্ট হই, তখন হস্তীপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যাই। সেই সময় হস্তীদ্বারা মর্দ্দিত হইয়া মৃত্যু ঘটে। সেই সংগ্রামে আমার মরণই শ্রেয়স্কর, তবুও ক্লেশদ্বারা পরাজিত হইয়া জীবিত থাকা শ্রেয়ঃ নহে। ৭

নিসভ স্থবির। ১৫৮

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদা ভগবানকে পিণ্ডাচরণ করিতে দেখিয়া প্রসন্ন-চিত্তে কপিত্থ ফল প্রদান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি কোলিয় জনপদে কুলগৃহে উৎপন্ন হন। শাক্যবংশীয় ও কোলীয়বংশীয় সংগ্রামের

† সি— সোণো পোটিরিয়ো পুত্তো।

সময় বুদ্ধ-প্রভাব দর্শনে প্রব্রজিত হইয়া সেই দিনেই অর্হত্ব ফল লাভ করেন। নিজের সঙ্গী ভিক্ষুদিগকে প্রমাদবহুল হইয়া বাস করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদানপ্রসঙ্গে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

১৫৮। পঞ্চ কামগুণে হিত্বা পিয়রূপে মনোরমে,
সদ্ধায় * ঘরা নিক্খম্ম দুক্খস্সন্তকরো ভবে।
নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবিতং,
কালঞ্চ পটিকঙ্খামি সম্পজানো পতিস্সতো'তি। ৮

নিসভো থেরো।

প্রিয়রূপ. মনোরম পঞ্চকাম ত্যাগ করিয়া কর্ম্মফল ও রত্নত্রয়ের প্রতি শ্রদ্ধাহেতু গৃহবন্ধন হইতে বাহির হই ও প্রব্রজ্যা লাভ করি। নিশ্চয় দৃঢ়বীর্য্যের সহিত দুঃখের অবসান করা হইবে। আমি মরণকে প্রার্থনা করিনা, বাঁচিয়া থাকিতেও প্রার্থনা করিনা। ক্লেশ পরিনির্ব্বাণ সিদ্ধ হওয়ায় প্রজ্ঞার বিপুলতা হেতু স্মৃতি সহকারে কেবল স্কন্ধ পরিনির্ব্বাণকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বাস করিতেছি। যেহেতু অর্হৎ মার্গে জীবন মরণের হেতু ধ্বংশ হওয়ায় জীবন-মরণকে অভিনন্দন করি না। ৮

উসভ স্থবির। ১৫৯

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিবস ভগবানকে পিণ্ডাচরণে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে কোসম্বফল দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তুতে শাক্যরাজকুলে উৎপন্ন হন। ভগবানের জ্ঞাতি সমাগমে বুদ্ধ-প্রভাব দেখিয়া প্রব্রজিত হইলেন। কিন্তু ধ্যান-সাধন করিতেন না। দিনে গল্প-গুজবে ও সমস্ত

* সী— অভিনিক্খম্ম

রাত্রিতে নিদ্রায় অতিবাহিত করিতেন। তিনি একদিন স্মৃতি বিহ্বল হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময় স্বপ্ন দেখিলেন যে—"কেশ শ্মশ্রু ছেদন করিয়া আম্রপল্লব বর্ণ চীবর পরিধান করত হস্তীর গ্রীবায় বসিয়া পিণ্ডের জন্য প্রবিষ্ট হইলেন, তথায় বিত্তসম্পন্ন লোকদিগকে দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন ও হস্তীর গ্রীবা হইতে নামিয়া পড়িলেন।" এই অবস্থায় নিজকে দেখিয়া জাগ্রত হইলেন। ভাবিলেন—বাস্তবিক এই প্রকার স্বপ্ন, আমি প্রমাদ বহুল হইয়া নিদ্রা যাওয়াতেই দেখিয়াছি।" তৎপর অতিশয় সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া বিদর্শন ভাবনা করত অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন ও স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় গাথাযোগে ভাষণ করিলেন।

১৫৯। অম্ব পল্লব সঙ্কাসং অংসে কত্বান চীবরং,
নিসিন্নো হত্থিগীবায়ং গামং পিণ্ডায় পাবিসিং।
হত্থিক্খন্ধতো ওরুয্হ সংবেগং অলভিং তদা,
সোহং দিত্তো তদা সন্তো পত্তো মে আসবক্খয়ো'তি। ৯

উসভো থেরো।

আম্রপল্লব বর্ণ বা প্রবাল বর্ণ চীবর স্কন্ধে করিয়া হস্তীর গ্রীবায় উপবিষ্ট হওত গ্রামে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করি। তখন হস্তীস্কন্ধ হইতে নামিয়া সংবেগ প্রাপ্ত হই। যখন রাজা ছিলাম তখন কুল গৌরবে ও ভোগমদে গর্ব্বিত হইয়া পড়িতাম। এখন আমার কামাদি আসব ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ৯

কপ্পটকুর স্থবির। ১৬০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিন ভগবান বিনতা নদীর তীরে এক বৃক্ষমূলে বসিয়াছেন দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে কেতকীপুষ্পে পূজা করে। গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে এক দরিদ্র গৃহে জাত হয়। বাল্যকালে একখানি কর্পট

(জীর্ণ বস্ত্র) পরিধান করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে সরাহাতে কুর (ক্ষুদ্) ভিক্ষা করিত। তাই তাহার নাম হইয়াছিল— কর্পটকুর। সে বয়ঃপ্রাপ্তে তৃণ বিক্রী করিয়া জীবন যাপন করিত। একদিন তৃণ ছেদনের জন্য অরণ্যে গিয়াছিল। তথায় এক অর্হৎ স্থবিরকে দেখিয়া বন্দনা পূর্ব্বক একপ্রান্তে বসিল। স্থবির তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ করিলেন। সে ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া ভাবিল— "আমার এই দুঃখময়-জীবনে লাভ কি।" তখন স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পরিহিত কর্পটখানি এক জায়গায় ফেলিয়া দিল। যখন তাহার মনে উৎকণ্ঠা উৎপন্ন হইত, তখন ঐ কর্পটখানি দেখিয়া আসিত। উহা দেখিলেই তাহার মন শান্ত হইত ও সংবেগ প্রাপ্ত হইত। এইরূপে সাতবার চীবর ত্যাগ করে। ভিক্ষুরা তাহার সেই কারণ ভগবানকে বলিলেন। একদিবস এই কর্পটকুর ভিক্ষু ধর্ম্ম-সভার একপ্রান্তে বসিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। ভগবান তাহাকে নিগ্রহ করিয়া দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন। এই গাথায় তাহার এমন চৈতন্য হইল যে যেন তাহার অস্থিভেদ করিয়া ফেলিল এইরূপ বোধ হইল। তখন তিনি মত্তহস্তীর রাস্তায় অবতরণের ন্যায় সংবেগ উৎপাদন পূর্ব্বক অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইলেন ও শাস্তা-ভাষিত গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

১৬০। অয়মী'তি কপ্পটো কপ্পটকুরো,
অচ্ছায় * অতিভরিতায়,
অমতঘটিকায়ং † ধম্মকতমত্তো
‡ কতপদং ঝানানি ওচেতুং।

---

* সি— অচ্ছংকরায়; † ধম্মকটপত্তে; ‡ কটপদং,

মা খো ত্বং কপ্পট পচালেসি
মা ত্বং উপকণ্ণকম্হি তালেস্সং,
ন × হি ত্বং কপ্পট মত্তমঞ্ঞাসি
সঙ্ঘমজ্ঝম্হি পচলায়মানো'তি। ১০

কপ্পটকুরো থেরো।

"কর্পটকুর ভিক্ষু এইরূপ মিথ্যা বিতর্ক করিতেছে" 'ইহা আমার কর্পট, ইহা পরিধান করিয়া যথায় তথায় জীবন যাপন করিব। "ভগবান বলিতেছেন"—আমার বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ অমৃতঘট যথায় তথায় ঢালিয়া দিব, আমি ধর্ম্মতঃ সকলকে অনুশাসন করিব। লৌকিক-লোকোত্তর মার্গভাবনার্থ আমার শাসন। হে কর্পট, তুমি আমার ধর্ম্ম শুনিতে বসিয়া নিদ্রা যাইওনা। আমি তোমার কর্ণকুহরে দেশনা-রূপ হস্তদ্বারা তাড়না করিব না, অর্থাৎ আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ দিব, তুমি সেইরূপ পালন কর। হে কর্পট, তুমি সঙ্ঘমধ্যে নিদ্রা যাইয়া নিজের প্রমাণ জাননা অর্থাৎ 'সময় যে দুর্লভ', এই জ্ঞান তোমার নাই। এই যে তোমার অপরাধ তাহা তুমি ভাবিয়া দেখিতেছ না। ১০

তত্রুদ্দানং

মিগসিরো সিবকো চ উপবানো চ পণ্ডিতো,
ইসিদিন্নো চ কচ্চানো খিতকো চ মহাবসী;
সোণো সেট্ঠি চ নিসভো উসভো কপ্পটকুরো'তি।

× সী— নহ।

পঞ্চম বর্গ

কুমার কশ্যপ স্থবির। ১৬১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পদ্মমুত্তর ভগবানের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। তিনি একদিন ভগবানের নিকটে ধর্ম্ম শুনিতেছিলেন, এমন সময় শাস্তা একজন ভিক্ষুকে বিচিত্রকথিক স্থানে নিয়োগ করিলেন দেখিয়া নিজেও সেই পদের প্রার্থীক হইলেন। কশ্যপ বুদ্ধের সময় ভিক্ষু হইয়া ভাবনা-সাধন করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক শ্রেষ্ঠীকন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। এই শ্রেষ্ঠীকুমারী কুমারীকাল হইতে প্রব্রজ্যা প্রার্থিনী। কিন্তু মাতা পিতার আদেশ না পাইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহাকে বিবাহ দিলেও তাহার সেই ইচ্ছা কিছুতেই নিবৃত্তি হয় নাই। গর্ভ হইলেও তাহার সেই দিকে লক্ষ্য নাই। তখন স্বামীকে সন্তুষ্ট করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি পায় ও দেবদত্তের নিকায়ে ভিক্ষুণীদের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল। ভিক্ষুণীরা নবীনা ভিক্ষুণীর গর্ভ হইয়াছে দেখিয়া দেবদত্তকে বলিল। দেবদত্ত সে "অশ্রমণী" বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতে বলিল। পুনরায় ভিক্ষুণীরা এই বিষয় ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান উপালি স্থবিরের উপর মীমাংসার ভার দিলেন। স্থবির বিশাখা প্রমুখ শ্রাবস্তীর কতিপয় ললনাদিগকে ডাকাইয়া রাজ-পরিষদে ইহার বিচার করিলেন। বিচারে প্রমাণ হইল যে— "এই গর্ভ গৃহীকালের, প্রব্রজ্যার কোন ক্ষতি হয় নাই।" ভগবান এই বিষয়ের সুমীমাংসা হইয়াছে দেখিয়া স্থবিরকে সাধুবাদ দিলেন। কিছুদিন পরে নবীনা ভিক্ষুণী সুবর্ণ বিম্ব সদৃশ এক পুত্ররত্ন প্রসব করিল। রাজা পসেনদিকোশল সেই বালককে পোষণ করিলেন। বালকের নাম

রাখিলেন— কশ্যপ। একদা এই বালককে ভগবানের নিকটে নিয়া প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। কুমারকালে প্রব্রজিত হওয়াতে ভগবান বলিতেন— "কশ্যপকে ডাক, এই ফল, এই খাদ্য কশ্যপকে দাও।" ভিক্ষুরা বলিতেন— "ভন্তে, কোন্ কশ্যপকে দিব?" ভগবান বলিলেন— "কুমার কশ্যপকে।" সেই হইতে কুমার কশ্যপ নামে তিনি পরিচিত হইলেন। তিনি প্রব্রজিত কাল হইতে বিদর্শন ভাবনা করিতেন ও ভগবানের ধর্ম্ম-শিক্ষা করিতেন। অতি পূর্ব্বজন্মে এক উচ্চপর্ব্বতে তাঁহারা পাঁচজন কর্ম্মস্থান ভাবনা করিতেন। তন্মধ্যে একজন অনাগামী হইয়া শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন। সেই মহাব্রহ্মা তাঁহার ভাবনার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে একদা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ১৫ টি প্রশ্ন করেন। তখন স্থবির অন্ধবনে ছিলেন। স্থবিরকে মহাব্রহ্মা বলিলেন—"এই প্রশ্নগুলি আপনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিবেন।" তিনিও ভগবানকে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেন ও প্রত্যুত্তরগুলি শিক্ষা করিয়া অর্হত্ব ফল লাভ করেন। ভগবান তাঁহাকে "বিচিত্র ধর্ম্মকথিক" পদবী প্রদান করেন। তিনি রত্নত্রয়ের গুণ ভাষণ করিয়া এই গাথা আবৃত্তি করিলেন।

১৬১। অহো বুদ্ধা, অহো ধম্মা, অহো নো সত্থু সম্পদা,
যত্থ এতাদিসং ধম্মং সাবকো সচ্ছিকাহিতি।
অসংখেয়্যেসু কপ্পেসু সক্কায়াধিগতা অহু,
তেসময়ং পচ্ছিমকো চরিমোয়ং সমুস্সয়ো;
জাতি মরণ সংসারো নত্থি দানি পুনব্ভবো'তি। ১

কুমার কস্সপো থেরো।

অহো কি আশ্চর্য্য বুদ্ধ! অহো নবলোকোত্তর ধর্ম্ম! অহো বুদ্ধের দশবলাদি সম্পদ! যেই ভগবানের ব্রহ্মচর্য্যায় শ্রাবক শান্ত ধর্ম্মকে সাক্ষাৎ করিবে। অসংখ্য কল্প ব্যাপিয়া এই পঞ্চস্কন্ধ লাভ করিয়াছি। এই আমার শেষ জন্ম; এই অন্তিম জন্ম, মৃত্যু ও সংসার। এখন আর পুনরায় ভবে জন্ম নিতে হইবেনা। ১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া অর্থদর্শী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদা অরণ্যে ভগবানের সাক্ষাৎ পাইয়া প্রসন্নচিত্তে পিলক্ষ ফল প্রদান করেন। গৌতম বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর অবন্তীরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে তক্ষশিলায় গমন করিয়া শিল্প শিক্ষা করেন। তক্ষশিলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে পথিমধ্যে এক বিহারে গমন পূর্ব্বক জনৈক স্থবিরের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করেন ও শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজিত হন। পরে বিদর্শন ভাবনা করিয়া ষড়াভিজ্ঞ হন। একদা বিহারবাসী দুইজন শ্রামণের বৃক্ষাগ্রে পুষ্প চয়ন করিতেছিল। হঠাৎ শাখা ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের পড়িবার সময়ে স্থবির ঋদ্ধিবলে তাঁহাদিগকে হাতে ধরিয়া নিরাপদ ভূমিতে নামাইয়া দিলেন এবং শ্রামণের-দ্বয়কে উপদেশ প্রসঙ্গে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

১৬২। য়ো হবে দহরো ভিক্খু যুঞ্জতি বুদ্ধসাসনে,
জাগরো * পতিসুত্তেসু অমোঘং তস্স জীবিতং।
তস্মা সদ্ধঞ্চ সীলঞ্চ পসাদং ধম্মদস্সনং,
অনুযুঞ্জেথ মেধাবী সরং বুদ্ধানসাসনন্তি। ২

ধম্মপালো থেরো।

যেই তরুণ ভিক্ষু বুদ্ধ-শাসনে অপ্রমত্তভাবে শমথ-বিদর্শন ভাবনা করে, সে অবিদ্যা-নিদ্রায় সুপ্ত, প্রমত্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রদ্ধাদি ধর্ম্মে জাগ্রত। তাহার জীবন সার্থক। সেই কারণে মেধাবী (কর্ম্মফলের প্রতি) শ্রদ্ধা, (চারি পরিশুদ্ধ) শীল, (সঙ্ঘের প্রতি) প্রসাদ ও (চারি-সত্য) ধর্ম্ম দর্শন প্রভৃতি বুদ্ধের শাসন মূলক উপদেশ স্মরণ করত বীর্য্যোৎ-পাদন করিবেন। ২

* সি—স্থি সুত্তেসু।

ব্রহ্মালি স্থবির। ১৬৩

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদা ভগবানকে পিণ্ডাচরণ করিতে দেখিয়া প্রসন্ন-চিত্তে বারফল প্রদান করেন। ভগবান দান ফল ব্যাখ্যা করিয়া প্রস্থান করিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে পূর্ব্বকৃত পুণ্যবলে সংসারের প্রতি তাঁহার বিরাগভাব উৎপন্ন হয়। এক কল্যাণমিত্রের নিকট গমন করিয়া প্রব্রজিত হন ও কর্ম্মস্থান ভাবনা করিয়া ষড়াভিজ্ঞ হন। একদা ধ্যানরত অরণ্যবাসী ভিক্ষুদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

১৬৩। কস্সিন্দ্রিয়ানি সমথং গতানি ? অস্সা য়থা সারথিনা সুদন্তা,
পহীনমানস্স অনাসবস্স দেবাপি কস্স পিহয়ন্তি তাদিনো ?
মযিহন্দ্রিয়ানি সমথং গতানি অস্সা য়থা সারথিনা সুদন্তা,
পহীনমানস্স অনাসবস্স দেবাপি মযহং পিহয়ন্তি তাদিনো'তি। ৩
ব্রহ্মালি থেরো।

সারথী যেমন অশ্বকে সুদান্ত করে. তেমন এই অরণ্যে স্থবির-মধ্যম-নবীন ভিক্ষুদের মধ্যে কাহার ইন্দ্রিয় দান্ত হইয়াছে ? যাহার নয় প্রকার মান ও চারি প্রকার আসব বিনষ্ট হইয়াছে. তাদৃশ কাহাকে দেবগণও ভাল না বাসে ? সারথী যেমন অশ্বকে সুদান্ত করে, তেমন আমার ইন্দ্রিয়ও সুদান্ত হইয়াছে। আমার মান ও আসব বিনষ্ট হইয়াছে। আমার ন্যায় ব্যক্তিকেই দেবগণ ভালবাসিয়া থাকে। ৩

মোঘরাজ স্থবির। ১৬৪

ইনি পূর্ব্ববুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পদ্মমুত্তর ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিন শাস্তার নিকট ধর্ম্মশ্রবণ করিতেছেন, এমন

সময় ভগবান জীর্ণ চীবরধারীর প্রধান স্থানে একজন ভিক্ষুকে নিয়োগ করিলেন দেখিয়া তিনিও সেই পদ প্রার্থনা করিলেন। তিনি অর্থদর্শী ভগবানের সময় ব্রাহ্মণ কুলে উৎপন্ন হন। ব্রাহ্মণ-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ছাত্র-দিগকে শিক্ষা দিতেন। একদিন ভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিবৃত অর্থদর্শী ভগবানকে প্রসন্ন চিত্তে বন্দনা করিলেন এবং ছয়টি গাথাদ্বারা অভিনন্দন করিয়া পাত্র-পূর্ণ মধু দান করিলেন। ভগবান উহা গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলেন। তিনি কশ্যপ বুদ্ধের সময় কাষ্ঠবাহন রাজার অমাত্য হন এবং সহস্র পুরুষ সহিত বুদ্ধকে আনয়নের জন্য গমন করেন। তথায় বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া ২০ হাজার বৎসর শ্রমণধর্ম্ম পালন করেন। তৎপর সুগতি ভূমিতে জন্ম গ্রহণের পর গৌতম বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। বাবরির ব্রাহ্মণের নিকট শিল্প শিক্ষা করেন ও তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদা অজিত প্রমুখ সহস্র তাপস ভগবানের নিকট প্রেরিত হন। তাঁহারা ভগবানকে ১৫টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ও ভগবানের প্রত্যুত্তরের পর অর্হত্ব ফল লাভ করেন। তিনি অর্হৎ হইয়া পাংশু চীবর পরিধান করেন; উহার শেলাই, সূতা ও রং অতিশয় হীন ছিল। তাই জীর্ণ চীবরধারীর পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিছুকাল পরে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে স্থবিরের শরীরে দদ্রু-পীড়কাদি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শয্যাসন দূষিত হইল। হেমন্তকালে মগধক্ষেত্র হইতে তৃণ আনিয়া বিছাইতেন ও তাহাতে বাস করিতেন। একদিন বুদ্ধসেবায় গমন করিলে গাথাদ্বারা শাস্তা তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে আরেকটি গাথা ভাষণ করিলেন।

১৬৪। ছবিপাপক চিত্তভদ্দক মোঘরাজ সততং সমাহিতো,
হেমন্তিকসীতকাল রত্তিয়ো ভিক্খু ত্বংসি কথং করিস্সসী'তি।
সম্পন্ন সস্সা মগধা কেবলা ইতি মে সুতং,
পলালচ্ছন্নকো সেয্যং যথঞ্ঞে সুখজীবিনো'তি। ৪

মোঘরাজো থেরো।

হে যোধরাজ, তোমার চেহারা দক্রু-কণ্ডু-পীড়কে বিবর্ণ হইয়াছে, ক্লেশহীন হওয়ায় তোমার চিত্ত ভদ্র হইয়াছে। তুমি সতত সমাহিত আছ। হে ভিক্ষু, তুমি এই হেমন্ত ঋতুর শীত সময়ে কিরূপে রাত্রিবাস করিবে ?

আমি মগধের সমস্ত শস্য পরিপক্ক হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। অন্যান্য সুখজীবী ভিক্ষুগণ বিচিত্র আস্তরণ-সজ্জিত শয্যায় বাস করেন। এইরূপ আমিও নীচে, উপরে ও পার্শ্বে তৃণদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া "যথালাভ সন্তুষ্ট বিহারে" অবস্থান করিব। ৪

বিশাখ পঞ্চালিপুত্র স্থবির। ১৬৫

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ১৪ কল্প পূর্ব্বে প্রত্যন্ত রাজ্যে এক দরিদ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা ফলান্বেষণে গ্রামবাসীদের সঙ্গে অরণ্যে গিয়াছিল। তথায় একজন পচ্চেক বুদ্ধকে দেখিয়া প্রসন্ন-চিত্তে বল্লিফল প্রদান করিল। সে গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যে মণ্ড-লিক রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করে। নাম ছিল—বিশাখ। পঞ্চালিরাজকন্যার পুত্র হেতু পঞ্চালি পুত্র নামে পরিচিত। পিতার মৃত্যুর পর রাজত্ব লাভ করে। একদা শাস্তা তাহাদের গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সে শাস্তা সদনে গমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হয়। পরে ভাবনা-বলে ষড়াভিজ্ঞ হন। একদা জ্ঞাতিবর্গের প্রতি দয়া করিয়া জন্মভূমিতে পদার্পণ করেন। গ্রামবাসীরা সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট আসিয়া ধর্ম্ম-শ্রবণ করিত। তাহারা একদিন প্রশ্ন করিল যে—"কয়টি গুণ থাকিলে ধর্ম্ম-কথিক হইতে পারে ?" স্থবির প্রত্যুত্তরে গাথা ভাষণ করিলেন। তিনি সংক্ষেপে ধর্ম্মকথিকের লক্ষণ প্রকাশ করত এই সমস্ত গুণ নিজের নিকট বিদ্যমান আছে বলিয়া দেখাইলেন। ইহাতে তাহারা অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছে জানিয়া

বলিলেন—'যাঁহারা ধর্ম্মকথিক, যাঁহারা বিমুক্তি আয়তনে আশ্রিত, তাঁহাদের নির্ব্বাণ লাভ দুর্লভ নহে, একান্তই সুলভ।' তাই দ্বিতীয় গাথা ভাষণ করিলেন।

১৬৫। ন উক্খিপে, নো চ পরিক্খেপে পরে,
ন ওক্খিপে, পারগতং ন এরয়ে;
নচত্তবণ্ণং পরিসাসু ব্যাহরে,
অনুদ্ধতো সম্মিতভাণি সুব্বতো।

সুসুখুম নিপুণত্থদস্সিনা মতিকুসলেন নিবাতবুত্তিনা,
সংসেবিত বুদ্ধসীলিনা নিব্বাণং ন হি তেন দুল্লভন্তি। ৫

বিসাখো পঞ্চালিপুত্তো থেরো।

নিজকে কুল শিল্প-মানাদিদ্বারা তুলিবে না অর্থাৎ অহঙ্কারে স্ফীত হইবে না; অপরকে নীচ ভাবিয়া ফেলিও না অর্থাৎ অপরের গুণ ধ্বংশ মানসে নিক্ষেপ করিও না; অপরের দোষারোপ করিও না অর্থাৎ যাহাতে তাহার অধঃপতন হয়, সেই ভাবে দেখিবে না, সংসার পারগত ক্ষীণাসব ত্রিবিদ্য ষড়াভিজ্ঞ মহাত্মাকে বিদ্রূপ বা বাক্যবাণে প্রহার করিও না। নিজের লাভ-সৎকার-বর্ণ-গুণ কীর্ত্তি ইচ্ছায় ক্ষত্রিয় পরিষদে কিছু বলিবে না। চঞ্চল হইবে না, মিতভাষী হইবে বা বৃথা বাক্যব্যয় করিবে না। সুব্রত বা শীলবান হইবে।

যিনি অতিশয় সূক্ষ্মাসূক্ষ্মভাবে জন্ম-মৃত্যুর কারণদর্শী, সুদক্ষ প্রজ্ঞাবান, সব্রহ্মচারীর প্রতি যথাযোগ্য আচরণকারী, সদাচারসেবী সেই পণ্ডিতের নির্ব্বাণ লাভ দুর্লভ হয় না। ৫

চূলক স্থবির। ১৬৬

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্ব্বে শিখী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিন শাস্তাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে ছত্রপর্ণি ফল প্রদান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে যখন ধনপাল হস্তীকে বুদ্ধ দমন করেন, তখন ভগবানের প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রব্রজিত হন ও ইন্দ্রশাল গুহায় শ্রমণধর্ম্ম পালন করেন। একদিন গুহাদ্বারে বসিয়া মগধ ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তখন গম্ভীর মেঘধ্বনি হইতে লাগিল ও মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ময়ূর-সঙ্ঘ মেঘ-গর্জ্জন শুনিয়া হৃষ্ট-তুষ্ট ভাবে কেকানাদ করিতে করিতে নাচিতে লাগিল। মেঘের শীতল বাতাসে স্থবিরের শরীরও শীতল হইল এবং কর্ম্মস্থানের প্রতি চিত্ত একাগ্র হইল। তখন কর্ম্মস্থান ভাবনায় অগ্রসর হইলেন এবং সময় সম্পদের কীর্ত্তন মানসে নিজকে উৎসাহিত করত এই গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা ভাষণের পর অর্হৎ হইলেন ও পূর্ব্বোক্ত গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

১৬৬। নদন্তি মোরা সুসিখা সুপেখুণা
সুনীল গীবা সুমুখা সুগজ্জিনো,
সুসদ্দলা চাপি মহামহী অয়ং
সুব্যাপিতম্বু সুবলাহকং নভং।
সুকল্লরূপো সুমনস্স * ঝায় তং
সুনিক্খমো সাধু সুবুদ্ধ সাসনে,
সুসুক্কসুক্কং নিপুণং সুদুদ্দসং
ফুসাহি তং উত্তমমচ্চুতং পদন্তি। ৬

চূলকো থেরো।

---

* সি—ঝায়িতং।

সুশিখাযুক্ত, সুপেখমধারী, সুনীলগ্রীবাসম্পন্ন, শ্রীমুখযুক্ত, সুগর্জ্জনকারী ময়ূরগণ শব্দ করিতেছে। এই মহামহী সুন্দর হরিদ্বর্ণ তৃণযুক্ত ও নববারিতে অভিসিক্ত। আকাশ নীলোৎপলদল সদৃশ মেঘপূর্ণ। এখন মেঘের শীতল বাতাসে শরীর স্নিগ্ধ হওয়ায় ধ্যানের উপোযোগী হইয়াছে। চিত্ত নীবরণ বিহীন হওয়ায় উত্তম মনে ভাবনা কর। বাস্তবিক সম্যক্‌সম্বুদ্ধের শাসনে সুনিক্রমণ করিয়া সাধু হইয়াছে। সুপরিশুদ্ধ শীল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, পরম গম্ভীর, উত্তম অচ্যুতপদ বা সেই নিত্য নির্ব্বাণ সাক্ষাৎ কর। ৬

অনুপম স্থবির। ১৬৭

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩৭ কল্প পূর্ব্বে কুলগৃহে জাত হন। একদা পত্নুম নামক পচ্চেক সম্বুদ্ধকে পিণ্ডাচরণ করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে আকুলী পুষ্পে পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে ইভ্যকুলে উৎপন্ন হন। অতিশয় সুশ্রী-বিধায় তাঁহার নাম রাখিয়াছিল—অনুপম। বয়ঃপ্রাপ্তে কামভোগ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হন। এক অরণ্যে বিদর্শন ভাবনা করিতেন। তাঁহার চিত্ত বাহ্যিক রূপ নিমিত্তে ধাবিত হইত। কর্ম্মস্থান রক্ষা করিতে পারিতেন না। তিনি সেই বিপথগামী চিত্তকে নিগ্রহ করত নিজকে নিজে গাথাদ্বারা উপদেশ দিলেন ও অর্হৎ হইয়া এই গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

১৬৭। নন্দমানাগতং চিত্তং সূলমারোপমানকং,
তেন তেনেব বজসি যেন সূলং কলিঙ্গরং।
তাহং চিত্তকলিং ক্রমি, তং ক্রমি চিত্ত দুব্ভকং,
সত্থা তে দুল্লভো লদ্ধো মা'নত্থে মং নিয়োজসী'তি। ৭

অনুপমো থেরো।

চিত্ত ভবে ভবে অভিনন্দনকারী ও দুঃখরূপ শূলে আরোপণকারী। যে যে স্থানে শূল সদৃশ ভব ও কাষ্ঠ স্থাণু সদৃশ কামভোগ আছে, সেই সেই স্থানে এই পাপচিত্ত গমন করিতেছে, অথচ নিজের অহিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে না। সেই কারণে ইহাকে চিত্তকলি বলিতেছি ও চিত্তদ্রোহী বলিতেছি। শাস্তার উৎপত্তি বড়ই দুর্লভ, তুমি সেই শাস্তাকে প্রাপ্ত হইয়াছ, এমতাবস্থায় নিজকে অনর্থ বিষয়ে নিয়োজিত করিও না। ৭

বজ্জিত স্থবির। ১৬৮

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৬৫ কল্প পূর্ব্বে এক প্রত্যন্ত গ্রামে জাত হন। একদা বনে বিচরণ কালে উপশান্ত নামক পচ্চেক সম্বুদ্ধকে পর্ব্বত গুহায় বাস করিতেছেন দেখিলেন। তাঁহার সংযতাচার দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে চম্পকপুষ্পদ্বারা পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কোশল রাজ্যে ইন্দ্রকুলে উৎপন্ন হন। জন্মদিন হইতেই স্ত্রীলোকের স্পর্শে রোদন করিয়া থাকেন। কারণ ব্রহ্মলোক হইতে মনুষ্যলোকে আসায় দরুণ স্ত্রীলোকের স্পর্শ সহ্য করিতে পারিতেন না। স্ত্রীলোকের সংস্রব বর্জ্জিত হইয়াছিলেন বলিয়া নাম রাখিয়াছিল— বর্জ্জিত। বয়ঃপ্রাপ্তে ভগবানের যমক-প্রাতিহার্য্য দেখিয়া প্রব্রজিত হন ও সেই দিবসেই ষড়াভিজ্ঞ হন। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম স্মরণ করিয়া সংবেগের সহিত এই গাথা ভাষণ করেন।

১৬৮। সংসরং দীঘমদ্ধানং গতীসু পরিবত্তিয়ং,
অপস্সং অরিয়সচ্চানি অন্ধভূতো পুথুজ্জনো।

তস্স মে অপ্পমত্তস্স সংসারা বিনলীকতা,
গতি সব্বা সমুচ্ছিন্না নত্থি দানি পুনব্ভবো'তি। ৮

বজ্জিতো থেরো।

অন্ধতুল্য পৃথগ্‌জন চারি আর্য্যসত্যকে জ্ঞানচক্ষে দর্শন না করিয়া অনাদি অনন্তকাল সুগতি-দুর্গতি ভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে পৃথগ্‌জন (মার্গফলহীন) ছিলাম, এখন ভগবানের উপদেশে অপ্রমত্ত হইয়া সংসার দুঃখকে নির্ম্মূল করিয়াছি! আমার সমস্ত ভবাদি গতি সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে। এখন আমার আর ভবে জন্ম গ্রহণ করিবার হেতু নাই। ৮

সঞ্চিত স্থবির। ১৬৯

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্ব্বে শিখী ভগবানের সময়ে এক গোপালক হইয়াছিলেন। ভগবানের পরিনির্ব্বাণের পর একজন স্থবিরের নিকট বুদ্ধগুণমূলক ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তখন "ভগবান কোথায়" জিজ্ঞাসা করিয়া 'পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন' জ্ঞাত হইয়া ভাবিলেন—"এমন মহানুভব বুদ্ধও অনিত্যতার অধীন, অহো! সংস্কার ধ্রুব নহে" এই চিন্তা করিয়া অনিত্য সংজ্ঞা লাভ করিলেন। স্থবির তাহাকে বোধিপূজা করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। তিনি সময়ে সময়ে বোধি সমীপে গমন করিয়া বুদ্ধগুণ স্মরণ পূর্ব্বক বোধি বন্দনা করিতেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে ইত্তকুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে অনিত্য বিষয়ক ধর্ম্ম শুনিয়া সংবেগ প্রাপ্ত হইলেন ও প্রব্রজিত হইয়া ষড়াভিজ্ঞ হন। পূর্ব্বজন্মে যে বোধি-বন্দনা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন।

১৬৯। অস্সত্থে হরিতোভাসে সংবিরূল্‌হম্হি পাদপে,
একং বুদ্ধগতং সঞ্ঞং অলভিত্থং পতিস্সতো।

একতিংসে ইতো কপ্পে য়ং সঞ্ঞং অলভিং তদা,
তস্সা সঞ্ঞায় বাহসা পত্তো মে আসবক্খয়ো'তি। ৯
সঞ্চিতো থেরো।

হরিদ্বর্ণ আলোক বিশিষ্ট, ঘন পল্লবপূর্ণ অশ্বত্থ বৃক্ষ সমীপে একটি বুদ্ধগুণ সহগত সংজ্ঞা স্মৃতিসহকারে লাভ করিয়াছিলাম। এই হইতে ৩১ কল্প পূর্বে তখন যেই বুদ্ধগুণ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলাম, সেই সংজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া আমার আসব ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ৯

তস্সুদ্দানং

কুমারো কস্সপো থেরো ধম্মপালো চ ব্রহ্মালি,
মোঘরাজা বিসাখো চ চুলকো চ অনুপমো ;
বজ্জিতো সঞ্চিতো থেরো কিলেসরজবাহনো'তি।

গাথা দুক নিপাতম্হি নবুতি চেব অট্ঠ চ,
থেরা একূনপঞ্ঞাসং ভাসিতা নয়ো কোবিদা।
দুকনিপাত নিট্ঠিতো।

ন্যায় কোবিদ ঊনপঞ্চাশ জন স্থবির দুক নিপাতে ৯৮টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় নিপাত সমাপ্ত।

তিক নিপাতো

অঙ্গণিক ভারদ্বাজ স্থবির। ১৭০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্ব্বে শিখী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিবস শাস্তাকে পিণ্ডাচরণ করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে পঞ্চ প্রতিষ্ঠিতাকারে বন্দনা করিলেন ও কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি জানাইলেন। সেই পুণ্যকর্ম্ম প্রভাবে গৌতম বুদ্ধের সময় হিমবন্ত সমীপে উক্কট্ঠ নামক নগরে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের গৃহে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে শিল্প বিদ্যায় সুদক্ষ হইলেন। সংসারের প্রতি বিরাগ বশতঃ পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক "অমর" নামক তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন। একদা বুদ্ধকে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহার ধর্ম্ম শ্রবণ করত পূর্ব্বের মিথ্যাদৃষ্টি তপস্যা ত্যাগ করিলেন। বুদ্ধ-শাসনে প্রব্রজিত হইয়া অচিরে ষড়াভিজ্ঞ হইলেন। কিছুদিন পরে জ্ঞাতিদের প্রতি দয়া করিয়া জন্ম ভূমিতে পদার্পণ করেন ও তাহাদিগকে ধর্ম্ম শুনাইয়া বহু জ্ঞাতিকে শরণ শীলে প্রতিষ্ঠিত করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কুরুরাজ্যে কুণ্ডিয় নামক নগরের অনতিদূরে এক অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। একদা কোন কার্য্য বশতঃ উগ্গারামে গমন করেন। তথায় উত্তরপথ হইতে সমাগত পরিচিত ব্রাহ্মণদের সহিত একত্র হন। তাহারা বলিল—"হে ভারদ্বাজ, কি দেখিয়া ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধের শাস্ত্র গ্রহণ করিলে ?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"এই বুদ্ধ-শাসনের বাহিরে অন্য কোন শুদ্ধি নাই।" এই বলিয়া প্রথম গাথা ভাষণ করিলেন।

তৎপর স্থবির আশ্রম হইতে আশ্রমে গমনের ন্যায় বেদবিহিত অগ্নিপরিচর্য্যাদিতে শুদ্ধির অভাব প্রকাশ করিয়া "এই বুদ্ধশাসনেই আমি

শুদ্ধি লাভ করিয়াছি" দেখাইবার জন্য দ্বিতীয় গাথা ভাষণ করিলেন। পুনঃ তৃতীয় গাথাদ্বারা "এই হইতে আমি পরমার্থতঃ ব্রাহ্মণ" বলিয়া ভাষণ করিলেন। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধ-শাসনের প্রতি অতিশয় প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন।

১৭০। অয়োনি সুদ্ধিমন্বেসং অগ্গিং পরিচরিং বনে,
সুদ্ধিমগ্গং অজানন্তো অকাসিং অমরং তপং।
তং সুখেন সুখং লদ্ধং পস্স ধম্ম সুধম্মতং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতং বুদ্ধস্স সাসনং।
ব্রহ্মবন্ধু পুরে আসিং, ইদানি খোম্হি ব্রাহ্মণো,
তেবিজ্জো নহাতকো চ'ম্হি সোত্থিয়ো চ'ম্হি বেদগূ'তি। ১

অঙ্গণিক ভারদ্বাজ থেরো।

আমি অনুপায়ে (অন্যায় মতে) ভবমুক্তি অনুসন্ধান করিয়া বনে অগ্নি পরিচর্য্যা করিতাম। প্রকৃত শুদ্ধি (নির্ব্বাণ) পথ না জানিয়া "অমর" নামে তপস্যা করিয়াছিলাম। আমি সেই নির্ব্বাণ সুখ এখন শমথ-বিদর্শন ভাবনাদ্বারা লাভ করিয়াছি। ভগবানের নির্ব্বাণপ্রদ ধর্ম্মের স্বভাব দেখ। আমি ত্রিবিদ্যা লাভ করিয়াছি। বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আমি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণকুলে জাত হই, সেই কারণে ব্রহ্মবন্ধু ছিলাম, এখন যাবতীয় পাপ অতিক্রম করিয়া অর্হৎ ব্রাহ্মণ হইয়াছি। আমি ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত, অষ্টাঙ্গিক মার্গরূপ জলে স্নাত, শুচীভাব প্রাপ্ত ও চারি সত্য বেদজ্ঞ হইয়াছি। ১

পচ্চয় স্থবির। ১৭১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে বিপশ্বী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিবস শাস্তাকে বিনতা নদীর তীরে গমন করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে সুরসাল ডুমুর ফল ছিঁড়িয়া দান করিলেন। তিনি এই ভদ্রকল্পে কশ্যপ বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হইয়া বিদর্শন ভাবনা করিতে লাগিলেন। একদিন সংসার দুঃখের কথা চিন্তা করিতে করিতে অতিশয় সংবিগ্ন হৃদয় হইয়া পড়িলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন—"অর্হৎ ফল প্রাপ্ত না হইয়া বিহার হইতে বাহির হইব না।" অতি যত্ন সহকারে ধ্যান করিলেও জ্ঞানের অপরিপক্কতার দরুণ ফললাভে সমর্থ হইলেন না। পুনঃ গৌতম বুদ্ধের সময়ে রোহিণী নগরে ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হন। পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যাভিষেক প্রাপ্ত হন। একদা মহারাজ পূজা' নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জনসঙ্ঘ একস্থানে সমবেত হইল। সেই সমাগমের প্রসাদ উৎপাদনার্থ ভগবান জনসঙ্ঘ দেখে মত আকাশে রাজা বৈশ্রবণের নির্ম্মিত রত্নকূটাগারে রত্নময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মদেশনা করিলেন। মহাজনসঙ্ঘের মার্গফলাদি লাভ হইল। সেই ধর্ম্ম শ্রবণে পচ্চয়রাজ রাজত্ব ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইলেন। তিনি শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজিত হওত কশ্যপ বুদ্ধের সময় প্রতিজ্ঞা করিয়া যেরূপ ধ্যান করিয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ধ্যানানুষ্ঠানে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন ও নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১৭১। পঞ্চাহাহং পব্বজিতো সেখো অপ্পত্তমানসো,
বিহারং মে পবিট্ঠস্স চেতসো পণিধি আহু।
নাসেস্সং, ন পিবিস্সামি, বিহারতো নিক্খমে,
নপি পস্সং, ন নিপাতেস্সং তণ্হা সল্লে অনূহতে।

তস্সমেবং বিহরতো পস্স বিরিয়পরক্কমং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি। ২
পচ্চয়ো থেরো।

আমি প্রব্রজ্যার পঞ্চম দিবসে (শেখ-অশেখ) স্রোতাপত্তিমার্গ হইতে অর্হত্বফল পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই। যখন আমি বিহারে প্রবেশ করি, তখন দৃঢ় সঙ্কল্প করি যে—যাবৎ আমার তৃষ্ণারূপ শল্য উৎপাটিত না হয়, তাবৎ কোন ভোজন করিব না, জলপান করিব না, বিহার হইতে বাহির হইব না, আমার শরীরের দুই পার্শ্বের মধ্যে কোন পার্শ্ব দেখিব না ও শয়ন করিব না। এইরূপ দৃঢ়বীর্য্যের সহিত অধিষ্ঠান করিয়া ভাবনা করি। আমার বীর্য্য-পরাক্রম কিরূপ অবগত হও। আমি ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি ও বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য্য হইয়াছি। ২

বক্কুল স্থবির। ১৭২

লক্ষ কল্পাধিক অসংখ্য কল্প পূর্ব্বে অনোমদর্শী ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ না হইতে ইনি ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে ত্রিবেদ শিক্ষা করেন। তথায় কিছুই সার না পাইয়া "পারলৌকিক অর্থ গবেষণা করিব" এই মানসে ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এক পর্ব্বতপাদে ধ্যান করিয়া পঞ্চাভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিলেন। যখন বুদ্ধের উৎপত্তি সংবাদ শুনিলেন, তখন বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইয়া শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হন। একদা ভগবানের উদরপীড়া উৎপন্ন হইলে অরণ্য হইতে ভৈষজ্য আনয়ন করিয়া সেই পীড়া উপশম করেন। তৎপর মরণান্তে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। এই প্রকারে এক অসংখ্য বৎসর দেব-মানব কুলে বিচরণ করিয়া পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে কুলগৃহে উৎপন্ন হন। তখন ভগবান

একজন ভিক্ষুকে 'নীরোগী শ্রেষ্ঠ' উপাধি প্রদান করেন। তিনিও সেই পদ প্রার্থনা করিয়া বহুপুণ্য কাজ করিলেন। পুনঃ বিপশ্বী ভগবানের অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বন্ধুমতী নগরে ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। পূর্ব্বের ন্যায় ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করেন। এক পর্ব্বতপাদে বাস করিতেছেন, এমন সময় বুদ্ধের উৎপত্তি সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন ভিক্ষুদের 'তৃণপুষ্প রোগ' উৎপন্ন হইলে ভৈষজ্য দানে আরোগ্য করেন। তৎপর মরণান্তে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। ৯১ কল্প পূর্ব্বে দেব-মনুষ্য লোকে বিচরণ করিয়া কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে বারাণসীর এক কুলগৃহে জাত হন। গৃহীকালে এক পুরাতন মহা-বিহার বিনষ্ট হইতে দেখিয়া তথায় উপোসথশালা প্রভৃতি সমস্ত গৃহকার্য্য সম্পাদন করেন। ভিক্ষু-সঙ্ঘের যাবতীয় ভৈষজ্য সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। যাবজ্জীবন এইভাবে পুণ্যকর্ম্ম করিয়া দেব-মনুষ্যলোকে এক বুদ্ধান্তর কল্প অতিবাহিত করিলেন। গৌতম বুদ্ধ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে কৌশম্বীতে শ্রেষ্ঠীর গৃহে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার আরোগ্য লাভার্থ মহাযমুনা নদীতে স্নান করাইবার সময়ে ধাত্রীর হস্ত হইতে এক মৎস্য তাঁহাকে গিলিয়া ফেলে। কিছুক্ষণ পরে সেই মৎস্য কৈবর্ত্তের জালে ধৃত হয়। বারাণসী শ্রেষ্ঠীর ভার্য্যা সেই মৎস্য কিনিয়া লইল। মৎস্যের পেটে নীরোগাবস্থায় তাঁহাকে পাইয়া শ্রেষ্ঠী ভার্য্যা পুত্রস্নেহে লালন-পালন করিতে লাগিল। এমন সময় বালকের মাতা-পিতা এই সংবাদ শুনিয়া তাহাদের নিকট পুত্রের দাবী করিতে লাগিল— "এইটি আমাদের পুত্র, আমাদিগকে ফেরৎ দিন।" তখন তাহারা উভয়ে রাজ-সদনে বিচারার্থ উপস্থিত হইল। রাজা বিচার করিলেন যে— "এই পুত্র উভয় কুলের পক্ষে সাধারণ ভাবে থাকুক।" বালক দুই কুলের উত্তরাধিকারী হওয়ায় 'বকুল' নামে পরিচিত হইলেন। তিনি অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে শাস্তার ধর্ম্ম শুনিয়া প্রব্রজিত হন। সাতদিন পরে অষ্টম অরুণোদগমে প্রতিসম্ভিদা সহিত অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন ও নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১৭২। য়ো পুব্বে করণীয়ানি পচ্ছা সো কাতুমিচ্ছতি,
সুখা সো ধংসতে ঠানা পচ্ছা চ মনুতপ্পতি।
য়ং হি কয়িরা তং হি বদে, য়ং ন কয়িরা ন তং বদে,
অকরোন্তং ভাসমানং * তং পরিজানন্তি পণ্ডিতা।
সুসুখং বত নিব্বাণং সম্মাসম্বুদ্ধদেসিতং,
অসোকং বিরজং খেমং য়ত্থ দুক্খং নিরুজ্ঝতী'তি। ৩

বকুলো থেরো।

যে জরাদুঃখাদি আক্রমণ করিবার পূর্ব্বের কর্ত্তব্য সমূহ সময় চলিয়া গেলে করিতে চায়, সে স্বর্গ-নির্ব্বাণ সুখ হইতে ভ্রষ্ট হয় ও অনুতাপ ভোগ করিয়া থাকে। যাহা কাজে করিবে, তাহাই বলিবে, যাহা কাজে করিবে না, তাহাতে কেবল বাক্য ব্যয় করিয়া ফল নাই। যে কাজ করিবে না, অথচ মুখেই আড়ম্বর দেখাইবে, তাহাকে পণ্ডিতগণ বাক্যব্যয়-কালেই জানিয়া থাকেন। সম্যকসম্বুদ্ধ-বর্ণিত নির্ব্বাণ একান্তই শোকহীন, পাপরজঃ হীন, নিরাপদ ও পরম সুখকর; কারণ নির্ব্বাণে সকল প্রকার দুঃখ নিরুদ্ধ হয়। ৩

ধনিয় স্থবির। ১৭৩

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিবস শাস্তার ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে নলমালায় পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে কুম্ভকারকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে কুম্ভকার শিল্পে জীবন যাপন করেন। সেই সময়

* সি—পরিজানন্তি।

শাস্তা ধনিয় কুম্ভকারের শালায় বসিয়া পুক্কুসাতি কুলপুত্রকে 'ধাতুবিভঙ্গ' সূত্র দেশনা করেন, তাহা শুনিয়া তিনি ধর্ম্মচক্ষু লাভ করেন। ধনিয় তাঁহার পরিনির্ব্বাণ সংবাদ শুনিয়া বলিলেন— "অহো. নির্ব্বাণপ্রদ বুদ্ধ-শাসন, ভগবানের সহিত একরাত্রি পরিচয় করিয়া সংসারাবর্ত্ত দুঃখ হইতে মুক্তি-লাভ করিতে সমর্থ হয়।" তৎপর শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজিত হইয়া একখানি সুন্দর কুটির নির্ম্মাণে ব্রতী হইলেন। ভগবান ইহার দোষ দেখাইয়া ভাঙ্গাইয়া দিলেন। তিনি সংঘিক বিহারে বাস করিয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। তখন ধূতাঙ্গধর ভিক্ষুরা "যাহারা নিজকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া সংঘদান নিমন্ত্রণাদি গ্রহণ করিতেছে, তাহাদিগকে হীন ভাবিয়া নিন্দা করিতেছিল।" সেই ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

১৭৩। সুখং চে জীবিতুং ইচ্ছে সামঞ্ঞস্মিং অপেক্খবা,
সঙ্ঘিকং নাতিমঞ্ঞেয্য চীবরং পান ভোজনং।
সুখং চে জীবিতুং ইচ্ছে সামঞ্ঞস্মিং অপেক্খবা,
অহি মূসিক সোব্ভংব সেবেথ সয়নাসনং।
সুখং চে জীবিতুং ইচ্ছে সামঞ্ঞস্মিং অপেক্খবা,
ইতরীতরেন তুস্সেয্য একধম্মঞ্চ ভাবয়ে'তি। ৪

ধনিয়ো থেরো।

শ্রামণ্য ভাবকে অতিশয় গৌরব করিয়া যদি সুখে বাস করিতে ইচ্ছা কর, সঙ্ঘগত চীবর, পানীয় ও ভোজনকে নিন্দা করিও না। যদি শ্রামণ্য ভাবকে গৌরব করিয়া সুখে থাকিতে ইচ্ছা কর, সর্প যেমন মূষিক প্রভৃতির গর্ত্তে বাস করিয়া কখায় তথায় চলিয়া যায়, তুমিও সেইরূপ শয্যাসন পরিভোগ কর। যদি শ্রামণ্য ভাবকে গৌরব করিয়া সুখে থাকিতে ইচ্ছা কর, ভাল মন্দ না বাছিয়া যাহা পাও, তাহাতে সন্তুষ্ট থাক। একমাত্র অপ্রমাদকে অনুসরণ কর। ৪

মাতঙ্গ পুত্র স্থবির। ১৭৪

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হিমবন্ত সমীপে মহৎ হ্রদের নিম্নভাগে নাগভবনে মহানুভব নাগরাজ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। একদিবস নাগ-ভবন হইতে বাহির হইয়া বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় শাস্তাকে আকাশ পথে যাইতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে নিজের কণ্ঠমণিদ্বারা পূজা করি-লেন। সেই পুণ্যকর্ম্ম প্রভাবে দেব-মনুষ্যলোকে বিচরণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময়ে কোশলরাজ্যে মাতঙ্গ কুটুম্বিকের পুত্ররূপে জাত হন। তাই তাঁহার নাম হইয়াছিল—মাতঙ্গ পুত্র। বয়ঃপ্রাপ্তে তিনি এত আলস্য পরায়ণ হইলেন যে, কোন কাযই করিতেন না। তাই জ্ঞাতিবর্গ ও অপরাপর লোকেরা তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন— "শাক্য-পুত্রীয় শ্রমণগণ সুখেই জীবন যাপন করেন।" এইপ্রকার সুখে জীবন যাপনের ইচ্ছায় ভিক্ষুদের সহিত পরিচয় করিলেন। একদা ভগবানের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন। একজন ঋদ্ধিশালী ভিক্ষু দেখিয়া নিজে সেই ঋদ্ধিলাভের প্রার্থনা করেন ও ভগবানের নিকট কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া ষড়াভিজ্ঞ হন। তৎপর আলস্যের দোষ ও বীর্য্যানুষ্ঠানের গুণ কীর্ত্তন করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

১৭৪। অতিসীতং অতিউণ্হং অতিসায়মিদং অহু,
ইতি বিস্সট্ঠ কম্মন্তে খণা অচ্চেন্তি মানবে।

য়ো চ সীতঞ্চ উণ্হঞ্চ তিণা ভিয়্যো ন মঞ্ঞতি,
করং পুরিসকিচ্চানি সো সুখা ন বিহায়তি।

দব্বং কুসং পোটকিলং উসীরং মুঞ্জ বব্বজং,
উরসা পনুদহিস্সামি বিবেক মনুব্রূহয়ন্তি। ৫

মাতঙ্গপুত্তো থেরো।

যাহারা অতি শীত, অতি উষ্ণ বলিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা আলস্যে সময় ক্ষেপণ করে, কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া সেই সত্ত্বগণ সুক্ষণ অতিক্রম করিতেছে। যে শীত-উষ্ণকে তৃণের চেয়ে অধিক মনে না করিয়া পুরুষের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করিয়া থাকে, সে সুখ হইতে বঞ্চিত হয় না। (অবশিষ্ট ব্যাখ্যা ২৭ নম্বর গাথার অনুরূপ) ৫

খুজ্জ শোভিত স্থবির। ১৭৫

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিন ভগবানকে বহু ভিক্ষুসঙ্ঘ সহিত গমন করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে ১০টি গাথাবৃত্তিদ্বারা স্তুতি করিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় পাটলিপুত্র নগরে ব্রাহ্মণ-কুলে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম ছিল—শোভিত। সামান্য কুব্জ বিধায় খুজ্জশোভিত নামে পরিচিত। বয়ঃপ্রাপ্তে আনন্দ স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হইয়া ষড়াভিজ্ঞ হন। তৎপর সপ্তপর্ণি গুহায় প্রথম মহাসঙ্গীতি কালে যখন ভিক্ষুগণ সম্মিলিত হইলেন, তখন সংঘ তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে—'যাও, আয়ুষ্মান আনন্দকে ডাকিয়া আন।' তিনি তখনই ভূমিতে নিমগ্ন হইয়া আনন্দ স্থবিরের সম্মুখে গিয়া উঠিলেন ও সঙ্ঘের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। পুনঃ আনন্দ স্থবিরের পূর্ব্বেই আকাশ পথে আসিয়া সপ্তপর্ণি গুহাদ্বারে উপনীত হইলেন। সেই সময় দেবসঙ্ঘ মারকে নিবৃত্ত করিবার জন্য একজন দেবপুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন। সেই দেবপুত্রও সপ্তপর্ণি গুহা-দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলেন। খুজ্জশোভিত স্থবির নিজের আগমন উপলক্ষে তাঁহাকে প্রথম গাথা ভাষণ করেন। সেই দেবপুত্র গাথা শুনিয়া স্থবিরের আগমন সম্বন্ধে সঙ্ঘকে নিবেদন করিবার জন্য দ্বিতীয় গাথা ভাষণ করেন। দেবপুত্র সঙ্ঘকে নিবেদন করিলে, সঙ্ঘ স্থবিরকে আসিবার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। স্থবির সঙ্ঘের নিকট গমন করিয়া তৃতীয় গাথা ভাষণ করেন।

১৭৫। যে চিত্তকথী বহুস্সুতা সমণা পাটলিপুত্তবাসিনো,
তেসঞ্ঞতরো য়মায়ুবা দ্বারে তিট্ঠতি খুজ্জ সোভিতো।

যে চিত্তকথী বহুস্সুতা সমণা পাটলিপুত্তবাসিনো,
তেসঞ্ঞতরো য়মায়ুবা দ্বারে তিট্ঠতি মালুতেরিতো।

সুয়ুদ্ধেন সুয়িট্ঠেন সঙ্গাম বিজয়েন চ,
ব্রহ্মচরিয়ানুচিণ্ণেন এবায়ং সুখ মেধতী'তি। '৬

খুজ্জসোভিতো থেরো।

পাটলিপুত্র নিবাসী বিচিত্রকথী, বহুশ্রুত শ্রমণ যাঁহারা তাঁহাদের অন্যতর আয়ুষ্মান খুজ্জ শোভিত সপ্তপর্ণি গুহাদ্বারে সঙ্ঘ সভায় প্রবেশার্থ অবস্থান করিতেছেন। পাটলিপুত্র নিবাসী বিচিত্রকথী, বহুশ্রুত শ্রমণ যাঁহারা তাঁহাদের অন্যতর আয়ুষ্মান খুজ্জ শোভিত ঋদ্ধিচিত্ত উৎপাদিত বায়ুবেগে আগমন করিয়া সপ্তপর্ণি গুহাদ্বারে অবস্থান করিতেছেন। ক্লেশমারের সহিত যোদ্ধা, ধর্ম্মযজ্ঞানুষ্ঠানকারী বা ধর্ম্মদাতা, সংগ্রাম বিজয়ী, শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যার সহিত সুপরিচিত এই খুজ্জ-শোভিত স্থবির নির্ব্বাণ সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৬

বারণ স্থবির। ১৭৬

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে তিষ্য ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই সুমেধ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন ও ব্রাহ্মণবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। তৎপর ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ৫৪ হাজার ছাত্রকে মন্ত্রশিক্ষা দিতেন। সেই সময়ে তিষ্য বোধিসত্ত্ব তুষিত স্বর্গ হইতে আসিয়া মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন মহাভূমিকম্প হইয়াছিল। জনসঙ্ঘ তাহা দেখিয়া ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। তাহারা ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া পৃথিবী কম্পনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি

বলিলেন— "মহাবোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়াছেন, তাই ভূমিকম্প হইয়াছে।" তজ্জন্য আপনারা ভয় করিবেন না। জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন শুনিয়া প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই পুণ্যকর্ম্ম প্রভাবে তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে অপরাপর স্থবিরগণের নিকটে ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদা বুদ্ধসেবার জন্য গমন করিতেছেন, এমন সময় রাস্তায় অহি-নকুল ঝগড়া করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল দর্শনে ভাবিলেন— "অহো, সত্ত্বগণ পরস্পর বিরোধ ঘটাইয়া এইভাবে মরিয়া থাকে।" অতিশয় সংবিগ্ন হৃদয়ে বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ভগবান তাঁহার চিত্তের অবস্থা বুঝিয়া তদনুরূপ উপদেশ প্রদানে তিনটি গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণ করিয়া তিনি অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন।

১৭৬। য়ো'ধ কোচি মনুস্সেসু পরপাণানি হিংসতি,
অস্মা লোকা পরম্হা চ উভয়া ধংসতে নরো।

য়ো চ মেত্তেন চিত্তেন সব্ব পাণানুকম্পতি,
বহুং সো * পসবতি পুঞ্ঞং † তেন তাদিসকো নরো।

সুভাসিতস্স সিক্খেথ সমণূপাসনস্স চ,
একাসনস্স চ রহো চিত্তবূপসমস্স চা'তি। ৭

বারণো থেরো।

এ জগতে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র-গৃহস্থ-প্রব্রজিতদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্য প্রাণীদিগকে হত্যা করে, সে ব্যক্তি ইহলোক-পরলোক উভয় লোকের সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হয়। যে ব্যক্তি মৈত্রীচিত্তে সমস্ত প্রাণীদিগকে ঔরস জাত পুত্রের ন্যায় দয়া প্রদর্শন করে, সে ব্যক্তি এই কারণে বহু পুণ্য

---

* সি— হিসো, † পুঞ্ঞং এবং তাদিসকো;

উপার্জ্জন করে। অল্পেচ্ছুকতাদি ও ত্রিপিটক শাস্ত্র শ্রবণ-ধারণ-পরিচয়-জিজ্ঞাসা করিয়া শিক্ষা করিবে। সময়ে শ্রমণদিগের নিকটে সেবার্থ উপস্থিত হইবে ও ধূতাঙ্গব্রতাদি শিক্ষা করিবে। একাসনে, নির্জ্জনে চিত্ত উপশমের জন্য আসন-উপবেশন নীতি শিক্ষা করিবে। ৭

পণ্ডিক স্থবির। ১৭৭

ইনি পূর্ব্ববুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া অর্থদর্শী ভগবানের সময় কুল-গৃহে জাত হন। একদিবস ভগবানকে প্রসন্নচিত্তে পিলক্ষফল প্রদান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। তিনি ভগ-বানের যমক প্রাতিহার্য্য ঋদ্ধি দর্শন করিয়া প্রব্রজিত হন। শ্রমণ ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে এক সময় রোগাক্রান্ত হইলেন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ বৈদ্যের নির্দ্দেশমতে সেবা করিয়া আরোগ্য করিলেন। তিনি রোগ হইতে মুক্ত হইয়া ভাবনাবলে ষড়াভিজ্ঞ হন। তৎপর আকাশ পথে জ্ঞাতিগণের নিকট আসিয়া আকাশে বসিয়াই ধর্ম্মদেশনা করিলেন। তাহারা শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মরিয়া স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করিল। একদা স্থবির ভগবানের সেবার্থ উপস্থিত হইলে বুদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "পণ্ডিক্, তোমার জ্ঞাতিগণ আরোগ্য আছে কি ?" তিনি জ্ঞাতিদের যাহা উপকার করিয়াছেন, তাহা তিনটি গাথাদ্বারা ভাষণ করিলেন।

১৭৭। একোপি সদ্ধো মেধাবী † অসদ্ধানিধ ঞাতিনং,
ধম্মট্ঠো সীলসম্পন্নো হোতি অত্থায় বন্ধুনং।
নিগ্গয্হ অনুকম্পায় চোদিতা ঞাতযো ময়া,
ঞাতিবন্ধবপেমেন কারং কত্বান ভিক্খুসু।

† অসসদ্ধানং।

তে অত্তীতা কালকতা পত্তা তে তিদিবং সুখং,
ভাতরো মযহং মাতা চ মোদন্তি কামকামিনো'তি। ৮
পক্কিকো থেরো।

যে কর্ম্মফল ও রত্নত্রয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান, মেধাবী, লোকোত্তর ধর্ম্মে স্থিত, শীলসম্পন্ন, সে একজন হইলেও অশ্রদ্ধাবানদের, জ্ঞাতিগণের ও বন্ধু-বান্ধবগণের হিতসাধন করিয়া থাকে। আমি জ্ঞাতিবর্গকে নিগ্রহ করিয়া ও দয়া প্রদর্শন করিয়া সতর্ক করিয়াছি। জ্ঞাতিবন্ধুকে ভালবাসিয়া ভিক্ষু-দিগকে সৎকার সম্মান করিতে উপদেশ দিয়াছি। আমার সেই জ্ঞাতিগণ ইহলোক ত্যাগ করিয়া ত্রিবিধ সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার সেই মাতা-ভ্রাতা প্রভৃতি ইচ্ছানুসারে স্বর্গে আমোদ উপভোগ করিতেছেন। ৮

যশোজ স্থবির। ১৭৮

ইনি পূর্ব্ববুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় আরামরক্ষককুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে একদা বিপশ্বী ভগবানকে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে লাবুজফল দান করে। গৌতম-বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীনগরের কৈবর্ত্তকুলে পঞ্চশত কৈবর্ত্তের প্রধান ব্যক্তির পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সমপাঠি কৈবর্ত্ত পুত্রগণের সহিত মৎস্য ধৃত করিবার জন্য অচিরবতী নদীতে জাল নিক্ষেপ করে। তখন এক সুবর্ণ বর্ণ মহামৎস্য জালমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাহা রাজা পসেনদিকে দেখাইল। রাজা বলিলেন—"এই মৎস্যের বিবরণ ভগবান বলিতে পারিবেন।" তাহারা মৎস্যটি ভগবানের নিকটে উপস্থিত করিল। ভগবান বলিলেন—"এই মৎস্য কশ্যপ বুদ্ধের শাসনের পরিহীন সময়ে প্রব্রজিত হয়। সে মিথ্যাচার দোষে শাসনের অবনতি সাধন করে;

মৃত্যুর পর নরকে জন্ম গ্রহণ করে। একবুদ্ধান্তর কল্প নরকে দুঃখ পাইয়া পরে অচিরবর্তীতে মৎস্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহার ভগ্নিগণও নরকে গিয়াছে। তাহার একজন ভ্রাতা নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিল। ভগবান এই সব বিবরণ ঋদ্ধিবলে মৎস্যের দ্বারা বলাইলেন ও 'কপিলসূত্র' দেশনা করিলেন। যশোজ এই বিবরণ শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত হইল। নিজের সমপাঠিগণের সহিত বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজিত হইলেন এবং উপ-যুক্ত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। একদা বুদ্ধ-বন্দনার্থ সপরিষদ জেত-বনে আগমন করেন। তাঁহার আগমনকালীন বিছানাদি দিবার সময়ে বিহারে একটু গণ্ডগোলের সাড়া পড়িয়া যায়। ভগবান তাহা শুনিয়া সপরিষদ যশোজকে বাহির করিয়া দেন। তখন যশোজ কশাহত ভদ্রাশ্বের ন্যায় সপরিষদ বর্ষাবাস নদীতীরে আসিয়া ধ্যানে নিবিষ্ট হন ও বর্ষাভ্যন্তরেই ষড়াভিজ্ঞ হন। ভগবান সপরিষদ যশোজকে ডাকিয়া 'আনেঞ্জ সমাপত্তি' সম্বন্ধে উপদেশ দেন। যশোজ সমস্ত ধূতাঙ্গ রক্ষা করিতেন, তাই তাঁহার শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল। ভগবান তাঁহার বীততৃষ্ণ ভাবের প্রশংসা করিয়া প্রথম গাথা ভাষণ করিলেন। পুনঃ ভিক্ষুদিগকে নিজের বিবেক সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া স্থবির দুইটি গাথা ভাষণ করেন।

১৭৮। * কালপব্বঙ্গ সঙ্কাসো কিসো ধমনি সন্থতো,
মত্তঞ্ঞূ অন্নপানস্মিং † অলীনমনসো নরো।
কুট্ঠো ডংসেহি মকসেহি, অরঞ্ঞস্মিং ব্রহাবনে,
নাগো সঙ্গামসীসেব সতো তত্রাধিবাসয়ে।
য়থা ব্রহ্মা তথা একো, য়থা দেবো তথা দুবে,
য়থা গামো তথা তয়ো কোলাহলং ততুত্তরিন্তি। ৯
য়সোজো থেরো

* সি—কালাপব্বঙ্গ। † সী—অদীন।

তোমার কৃশ, শিরাজাল বিস্তৃত ও মাংসাভাবে দন্তীলতার পর্ব্ব সদৃশ অঙ্গ। তুমি অন্ন-পানীয়ে পরিমাণজ্ঞ, নিরালস্য ও পুরুষ লক্ষণ সম্পন্ন। তুমি দংশক-মশক স্পৃষ্ট হইয়া গভীর অরণ্যে বাস করিতেছ। যুদ্ধক্ষেত্রে নাগতুল্য স্মৃতিসহকারে সমস্তই সহ্য করিয়াছ। ব্রহ্মা যেমন অকুপিত চিত্তে একাকী ধ্যানসুখে অবস্থান করে, সেইরূপ ভিক্ষুও একাকী বিবেক সুখে অবস্থান করিয়া থাকে। দেবগণের যেমন মধ্যে মধ্যে চিত্ত কুপিত হয়, তেমন দুই ভিক্ষু একস্থানে বাস করিলে সময়ে সংঘর্ষ হইয়া থাকে, তিনজন ভিক্ষু একস্থানে বাস করিলে গ্রামে বাস করার ন্যায় হয়। সেই কারণে বলা হইয়াছে, যেমন গ্রাম তেমন তিনজন। ততোধিক একস্থানে বাস করিলে জনসঙ্ঘের সম্মিলন তুল্য কোলাহল হইয়া থাকে। ৯

সাটিমত্তিয় স্থবির। ১৭৯

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিবস শাস্তাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে তাল ব্যজনী দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে অরণ্যবাসী ভিক্ষুদের নিকটে প্রব্রজিত হইয়া ষড়াভিজ্ঞ হন। তৎপর ভিক্ষু-গৃহীদিগকে উপদেশ-অনুশাসন করিতেন। বহু-সত্ত্বদিগকে শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত করেন। একটি শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্ন কুলকে অতিশয় প্রসন্ন করেন। সেই শ্রদ্ধাশীল কুলের নরনারীরা স্থবিরের প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। স্থবির পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিলে পরমা সুন্দরী এক বালিকা ভোজ্যদ্রব্য পরিবেশন করে। একদিবস মার ভাবিল—"এই উপায়ে স্থবিরের অখ্যাতি বর্দ্ধিত হইবে ও এখানে আর তিষ্ঠিতে পারিবেনা।" এই দুরভিসন্ধি পোষণ করিয়া স্থবিরের রূপ ধারণ করত বালিকার হাত ধরিয়াছিল। বালিকা স্পর্শ মাত্রই জানিতে পারিল যে—

"ইহা মনুষ্যের স্পর্শ নহে" তখনই হাত সরাইয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া গৃহস্থেরা স্থবিরের উপর অসন্তুষ্ট হইল। স্থবির পর দিবসে সেই কারণ চিন্তা না করিয়াই পুনঃ সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেদিন আর কেহ তাঁহাকে আদর করিলেন না দেখিয়া স্থবির মারের কুঅভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইলেন। তখন স্থবির অধিষ্ঠান করিলেন যে—"মারের গ্রীবায় কুকুরের মৃতদেহ লাগিয়া থাকুক।" মার সেই মৃত কুকুর ছাড়াইবার জন্য গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বদিনের ঘটনা প্রকাশ করিল। তখন তাহাকে তর্জ্জন করিয়া তাড়াইয়া দিল। গৃহস্বামী স্থবিরকে বলিলেন—"ভন্তে, ক্ষমা করুন।" অদ্য হইতে আমিই আপনাকে পরিবেশন করিব। স্থবির তাহাকে ধর্ম্মদেশনা প্রসঙ্গে তিনটি গাথা ভাষণ করিলেন।

১৭৯। অহু তুয্হং পুরে সদ্ধা সা তে অজ্জ ন বিজ্জতি,
য়ং তুয্হং তুয্হমেবেতং, নত্থি দুচ্চরিতং মম।

অনিচ্চা হি চলা সদ্ধা এবং দিট্ঠা হি সা ময়া,
রজ্জন্তিপি বিরজ্জন্তি, তত্থ কিং জিয্যতে মুনি।

পচ্চতি মুনিনো ভত্তং ‡ থোকং থোকং কুলে কুলে,
পিণ্ডিকায় চরিস্সামি, অত্থি জঙ্ঘাবলং মমা'তি। ১০

সাটিমত্তিয়ো থেরো।

উপাসক, পূর্ব্বে আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ছিল, আজ সেই শ্রদ্ধা আর নাই। যাহা তোমার দান, তাহা তোমার হউক, আমার কোন দুশ্চরিত কর্ম্ম নাই। পৃথগ্জনের শ্রদ্ধা অনিত্য, অচলা নহে। আমি তোমার সেই শ্রদ্ধা দেখিয়াছি, অস্থির চিত্ত সত্ত্বগণ কখন মিত্র ভাবিয়া রমিত হয়, আবার কখনও বিরক্ত চিত্ত হয়, তাহাদের সেই আনন্দে ও বিরক্তিতে

‡ সী থোক থোকং।

প্রব্রজিত মুনির পরিহানি কি? প্রব্রজিত মুনির জন্য দৈনন্দিন কুলে কুলে অল্প অল্প ভাত পক্ক হইয়া থাকে। আমি এখন পিণ্ডাচরণ করিব। আমার জঙ্ঘাবল যথেষ্ট আছে, আমি খঞ্জ বা পঙ্গু নহি। ১০

উপালি স্থবির। ১৮০

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরে এক কুলগৃহে জাত হন। একদিবস ভগবানের ধর্ম্মকথা শুনিয়া দেখিলেন যে—'ভগবান একজন ভিক্ষুকে বিনয়ধরের শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করিতেছেন।' তিনিও সেই পদপ্রার্থী হইয়া যাবজ্জীবন কুশলকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় ক্ষৌর-কার কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ভগবান যখন অনুপ্রিয় আম্রবনে ছিলেন, তখন অনুরুদ্ধ প্রভৃতি ছয়জন ক্ষত্রিয় প্রব্রজ্যা লাভার্থ বুদ্ধের নিকটে গমন করেন। উপালিও তাঁহাদের অনুসরণ করেন ও তাঁহাদের সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি প্রব্রজ্যালাভের পর উপসম্পদা গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবানের নিকট কর্ম্মস্থান গ্রহণ করেন। তৎপর ভগবানকে বলিলেন—"ভন্তে, আমাকে অরণ্যে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করুন।" ভগবান বলিলেন—"হে ভিক্ষু, তোমার অরণ্যবাসে একটি ধুরের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। কিন্তু আমাদের নিকটে থাকিলে বিদর্শনধুর ও গ্রন্থধুর এই উভয় ধুরেরই শ্রীবৃদ্ধি হইবে।" স্থবির ভগবানের বচনে সম্মতি দিয়া বিদর্শন ভাবনায় মনোনিবেশ করিলেন এবং অচিরে অর্হৎ হইলেন। ভগবান স্বয়ং তাঁহাকে সমস্ত বিনয় পিটক শিক্ষা দিলেন। স্থবির নিজের প্রতিভাবলে 'ভারুকচ্ছ, অজ্জক, কুমার-কশ্যপবস্তু' এই তিনটি বিষয়ের সুবিচার করিলেন। ভগবান তাঁহার এক একটি সুবিচারে এক একবার সাধুবাদ দিয়া তাঁহাকে 'বিনয়ধর' উপাধি প্রদান করেন। তিনি উপোসথ দিবসে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালীন ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রসঙ্গে তিনটি গাথা ভাষণ করেন।

১৮০। সদ্ধায় অভিনিক্খম্ম নব পব্বজিতো নবো,
মিত্তে ভজেয়্য কল্যাণে সুদ্ধাজীবে অতন্দিতে।

সদ্ধায় অভিনিক্খম্ম নব পব্বজিতো নবো,
সঙ্ঘস্মিং বিহরং ভিক্খু সিক্খেথ বিনয়ং বুধো।

সদ্ধায় অভিনিক্খম্ম নব পব্বজিতো নবো,
কপ্পাকপ্পেসু কুসলো বিহরেয়্য অপুরক্খতো'তি। ১১

উপালি থেরো

প্রথম শিক্ষার্থী নব প্রব্রজিত কর্ম্মফল ও রত্নত্রয়ের প্রতি বিশ্বাস করিয়া গৃহ হইতে বাহির হওত শুদ্ধজীবি, বীর্য্যপরায়ণ কল্যাণমিত্রের নিকট উপস্থিত হইবেন। সেই নব প্রব্রজিত সঙ্ঘ মধ্যে বাস করিবেন। জ্ঞানী ভিক্ষু বিনয় শিক্ষা করিবেন। সেই নব প্রব্রজিত যোগ্যাযোগ্য বিষয়ে বা সূত্র-সূত্রানুলোম বিষয়ে সুদক্ষ হইবেন ও তৃষ্ণাদি উৎপাদনের প্রত্যাশা না করিয়া বাস করিবেন। ১১

উত্তর পাল স্থবির। ১৮১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের গমন মার্গে একখানি সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের যমক প্রাতিহার্য্য দেখিয়া প্রব্রজিত হওত ভাবনা করেন। তাঁহার একদিন অসংযতভাবে নিমিত্ত চিন্তা করিবার পর কামরাগ উৎপন্ন হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ 'দ্রব্য সমেত চোর ধরার ন্যায়' স্বীয় চিত্তকে নিগ্রহ করিয়া সংবেগ উৎপাদন করিলেন এবং অনুকূলভাবে কর্ম্মস্থান ভাবনা করিয়া অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হওত সিংহনাদে তিনটি গাথা ভাষণ করিলেন।

১৮১। পণ্ডিতং বত মং সন্তং অলমত্থবিচিন্তকং,
পঞ্চকামগুণা লোকে সম্মোহা পাতয়িংসু মং।
পক্খন্তো মারবিসয়ে দলহ সল্ল সমপ্পিতো,
অসক্খিং মচ্চুরাজস্স অহং পাসা পমুচ্চিতুং।
সব্বে কামা পহীণা মে, ভবা সব্বে * বিদালিতা,
'বিক্খীণো জাতি সংসারো, নত্থি দানি পুনব্ভবো'তি। ১২
উত্তরপালো থেরো।

শ্রুতময়ী, চিন্তাময়ী বিষয়ে আমার ন্যায় পণ্ডিতকে, আত্ম-পরহিত চিন্তা করিতে সমর্থ আমাকে পঞ্চস্কন্ধ লোকে সম্মোহকর পঞ্চকামগুণ হইতে চিরদিনের জন্য নিপাত করিল। ক্লেশগার রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ও কামরাগ-শল্য হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া আমি মৃত্যুরাজপাশ হইতে প্রমুক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছি। আমার সমস্ত কামগুণ ধ্বংশ হইয়াছে; কামভব ও কর্ম্মভবাদি বিদলিত হইয়াছে। জন্মরূপ সংসার পরিক্ষীণ হইয়াছে, এখন আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবেনা। ১২

অভিভূত স্থবির। ১৮২

ইনি পূর্ব্ববুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বেশ্বভু ভগবানের সময় এক কুল-গৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে সৎসঙ্গ লাভ করিয়া বুদ্ধ-শাসনের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তিনি ভগবানের পরিনির্ব্বাণের পর বুদ্ধাস্থি গ্রহণ করিতে জনসঙ্ঘকে উৎসাহিত করেন। নিজে সর্ব্বাগ্রে সুগন্ধজলে বুদ্ধের জলন্ত শ্মশান নিবাইয়া দেন। গৌতম বুদ্ধের সময় বেঠিপুর নগরে রাজকুলে উৎপন্ন হন। পিতার

* সি পদালিতা, + সী— উত্তরো।

মৃত্যুর পর রাজত্ব লাভ করেন। সেই সময় ভগবান বহু জনপদ ভ্রমণ করিয়া সেই নগরে উপস্থিত হন। রাজা শুনিলেন 'ভগবান আমার নগরে শুভাগমন করিয়াছেন।' তখনই বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম শ্রবণ করেন ও দ্বিতীয় দিবসে মহাদান প্রবর্ত্তন করেন। ভগবান তাঁহার চিত্তানুরূপ বিস্তারিতভাবে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। তিনি ধর্ম্মশ্রবণের পর রাজত্ব ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হন ও অর্হত্ব ফল লাভ করেন। সেই সময়ে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ ও প্রজাবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া বলিলেন—"ভন্তে, কেন আপনি আমাদিগকে অনাথ করিয়া প্রব্রজিত হইলেন।" এই নিবেদন করিয়া সকলে বিলাপ করিতে লাগিল। স্থবির তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে তিনটি গাথা ভাষণ করেন।

১৮২। সুণাথ ঞাতয়ো সব্বে য়াবন্তেত্থ সমাগতা,
ধম্মং বো দেসয়িস্সামি, দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং।
আরভথ, নিক্খমথ, য়ুঞ্জথ বুদ্ধ-সাসনে,
ধুনাথ মচ্চুনো সেনং নলাগারং'ব কুঞ্জরো।
য়ো ইমস্মিং ধম্ম-বিনয়ে অপ্পমত্তো বিহেস্সতি,
পহায় জাতি সংসারং দুক্খস্সন্তং করিস্সতী'তি। ১৩

অভিভূতো থেরো।

আমার জ্ঞাতি প্রমুখ যতজন এখানে উপস্থিত হইয়াছ, সকলে মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগকে ধর্ম্মদেশনা করিব। পুনঃপুন জন্ম গ্রহণ বড়ই দুঃখকর। বুদ্ধের শাসনে বীর্য্যানুষ্ঠান কর, আলস্য ত্যাগ করিয়া দৃঢ়বীর্য্যের সহিত বাহির হও; শীল পালন, ইন্দ্রিয় রক্ষণ, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, স্মৃতি উৎপাদন এই সব ধর্ম্মে নিযুক্ত হও। হস্তী যেমন নলাগারকে বিধ্বংশ করে, তেমন মৃত্যুরাজ সৈন্যকে অর্থাৎ ক্লেশ-

শত্রুকে বিধ্বংশ কর। যে এই ধর্ম্ম-বিনয়ে অপ্রমত্ত ভাবে বাস করিবে, সে জন্মরূপ সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া চিরদুঃখের অবসান করিবে। ১৩

গৌতম স্থবির। ১৮৩

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী বুদ্ধের পরি-নির্ব্বাণের পরে তাঁহার শ্মশান দেব-মনুষ্যগণ পূজা করিতেছেন দেখিয়া ৮টি চম্পক পুষ্পে পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের উৎপত্তি সময়ে শাক্য-রাজকুলে জাত হন। ভগবানের জ্ঞাতি সমাগমে প্রব্রজিত হইয়া ষড়াভিজ্ঞ হন। একদিবস তাঁহাকে জ্ঞাতিগণ বলিলেন যে— "ভন্তে, কেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন?" তদুত্তরে বলিলেন—আমি সংসার দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়াছিলাম, এখন পরম নির্ব্বাণ সুখ লাভ করিয়াছি। তাহা প্রকাশ করিয়া তিনটি গাথা ভাষণ করিলেন।

১৮৩। সংসরং হি নিরয়ং * অগচ্ছিস্সং, পেতলোকমগমং পুনপ্পুনং,
দুক্খমম্হি পি তিরচ্ছানয়োনিয়া নেকধা হি বুসিতং চিরম্ময়া।

মানুসোপি চ ভবোভিরাধিতো, সগ্গকায়মগমং সকিং সকিং,
রূপধাতুসু অরূপধাতুসু নেবসঞ্ঞীসু অসঞ্ঞীসু ঠিতং।

সম্ভবা সুবিদিতা অসারকা সঙ্খতা পচলিতা সদেরিতা,
তং বিদিত্বা মহমত্তসম্ভবং সন্তিমেব সতিমা সমজ্ঝগন্তি। ১৪

গোতমো থেরো।

---

* সি—অগচ্ছিসং।

আদ্যন্ত-বিরহিত সংসারে পুনঃপুন ভ্রমণ করিয়া সঞ্জীবাদি অষ্ট মহা-নিরয়ে ও ষোড়শ উৎসদ নিরয়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ; পুনঃপুন ক্ষুৎপিপাসাদি প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছি ; উষ্ট্র, গরু, গর্দ্দভ, কাক, বলাকা, কুলাল প্রভৃতি তীর্য্যক যোনিতে অনেকবার ভীত-ত্রাসিত অন্তরে দুঃখ ভোগ করিয়াছি ; কখন কখন স্বর্গেও উৎপন্ন হইয়াছি। রূপ, অরূপ, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞ ও অসংজ্ঞী ভবে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। কামভবাদিতে যোনি গ্রহণ বা জন্ম পরিগ্রহ সম্বন্ধে সুবিদিত হইয়াছি ; অসার 'সংখত' বা সংস্কার মূলক ধর্ম্মসমূহ অস্থির ও প্রভঙ্গুর। ঈশ্বরায়ত্ব বিহীন স্বীয় আয়ত্ব বিষয়ে পরিজ্ঞানদ্বারা জানিয়া স্মৃতিসহকারে শান্তি বা নির্ব্বাণকে অধিগত করিয়াছি। ১৪

হারিত স্থবির। ১৮৪

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। ভগবানের পরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার শ্মশান সুগন্ধিদ্বারা পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে জাত্যভিমান-বশতঃ অপরাপর লোককে বৃষলবাক্যে সম্বোধন করিতেন। তিনি ভিক্ষুদের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন। কিন্তু চিরাভ্যস্ত বৃষলবাদ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। একদা ভগবানের ধর্ম্মকথা শুনিয়া সংবেগ প্রাপ্ত হন, নিজের চিত্তবিকার বুঝিতে পারিয়া মান-ঔদ্ধত্যপূর্ণ চিত্তকে নিগ্রহ করেন এবং অর্হত্বফল প্রাপ্ত হইয়া তিনটি গাথা ভাষণ করেন।

১৮৪। য়ো পুব্বে করণীয়ানি পচ্ছা সো কাতুমিচ্ছতি,
সুখা সো ধংসতে ঠানা পচ্ছা চ মনুতপ্পতি।
য়ং হি কয়িরা তং হি বদে য়ং ন কয়িরা ন তং বদে,
অকরোন্তং ভাসমানং তং পরিজানন্তি পণ্ডিতা।

সুসুখং বত নিব্বাণং সম্মাসম্বুদ্ধদেসিতং,

অসোকং বিরজং খেমং য়ত্থ দুক্খং নিরুজ্ঝতী'তি। ১৫

হারিতো থেরো।

১৭২ নং গাথার ব্যাখ্যা দেখ। ১৫

বিমল স্থবির। ১৮৫

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর ভগবানের সময় এক কুলগৃহে জাত হন। ভগবানের পরিনির্ব্বাণ সময়ে সাধুক্রীড়া করেন। উপাসকগণ ভগবানের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া পৌঁছাইলে বুদ্ধের গুণ স্মরণ পূর্ব্বক সুমন পুষ্পে পূজা করেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময়ে বারাণসীতে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে সোমমিত্র স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হইলেন। তাঁহারই উপদেশে অচিরে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন ও সঙ্গী ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনটি গাথা ভাষণ করেন।

১৮৫। পাপমিত্তে বিবজ্জেত্বা ভজেয়্যুত্তমপুগ্গলে,

ওবাদে চ'স্স তিট্ঠেয়্য পত্থেন্তো অচলং সুখং।

পরিত্তং দারুমারুয়্হ য়থাসীদে মহণ্ণবে,

এবং কুসীতমাগম্ম সাধুজীবী বিসীদতি।

তস্মা নং পরিবজ্জেয়্য কুসীতং হীনবীরিয়ং,

পবিবিত্তেহি অরিয়েহি পহিতত্তেহি ঝায়িহি;

নিচ্চং আরদ্ধ বিরিয়েহি পণ্ডিতেহি সহাবাসে'তি। ১৬

বিমলো থেরো।

পাপী মিত্রকে বর্জ্জন করিয়া উত্তম ব্যক্তির সেবা করিবে। অচল বা নির্ব্বাণসুখ প্রার্থনা করত তাঁহারই উপদেশে থাকিয়া কাজ করিবে।

(অবশিষ্ট গাথার ব্যাখ্যা ১৭২ নম্বরে দেখ) ১৫

তত্রুদ্দানং

অঙ্গণিকো ভারদ্বাজো পচ্চয়ো বক্কুলো ইসি,
ধনিয়ো মাতঙ্গপুত্তো চ সোভিতো বারণো ইসি।
পক্সিকো চ য়সোজো চ সাটিমত্তিয়ুপালি চ,
উত্তরপালো অভিভূতো গোতমো হারিতোপি চ।

থেরো তিক নিপাতম্হি নিব্বাণে বিমলো গতো,
অট্ঠতালিস গাথায়ো থেরো সোলস কিত্তিতা'তি।

তিক নিপাতে নির্ব্বাণগত বিমল স্থবির সহ ষোলজন স্থবির ৪৮টি গাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

তৃতীয় নিপাত সমাপ্ত।

চতুক্ক নিপাতো

নাগসমাল স্থবির। ১৮৬

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদা গ্রীষ্মের সময়ে ছায়াবিহীন পথ দিয়া বুদ্ধ যাইতেছেন দর্শন করিয়া প্রসন্নচিত্তে ছত্র-দান করিলেন। ইনি গৌতম বুদ্ধের সময় শাক্যরাজকুলে উৎপন্ন হন। জ্ঞাতি-সমাগমে প্রব্রজিত হইয়া কিছুদিন ভগবানের সেবা করেন। একদিবস তিনি পিণ্ডাচরণে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় এক সুসজ্জিতা নর্ত্তকীকে রাজপথে বাদ্য সহকারে নৃত্য করিতে দেখিয়া ভাবিলেন—"এই রমণী চিত্তক্রিয়া বায়ুধাতু বলে শরীরকে ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিতেছে।" অহো, সংস্কার কি অনিত্য! তখনই তিনি বিনাশশীল স্বভাবের প্রতি অনু-ধাবন করিয়া অর্হত্ত ফল প্রাপ্ত হন ও নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

১৮৬। অলঙ্কতা সুবসনা মালিনী চন্দনুস্সদা,
মজ্ঝে মহাপথে নারী তুরিয়ে নচ্চতি নট্টকী।

পিণ্ডিকায় পবিট্ঠোহং গচ্ছন্তো নং উদক্খিসং,
অলঙ্কতং সুবসনং মচ্চুপাসং'ব ওড্ডিতং।

ততো মে মনসিকারো যোনিসো উদপজ্জথ,
আদীনবো পাতুরহু নিব্বিদা সমতিট্ঠথ।

ততো চিত্তং বিমুচ্চি মে, পস্স ধম্ম সুধম্মতং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি। ১

নাগসমালো থেরো।

অলঙ্কৃতা, লাবণ্যোজ্জ্বল বস্ত্র পরিহিতা, পুষ্পমালাধারিণী, চন্দন চর্চ্চিতা এক যুবতী নর্ত্তকী নগরের সুবৃহৎ রাস্তার মধ্যে পঞ্চাঙ্গিক তূর্য্য-বাদ্যে নৃত্য করিতেছিল। আমি যখন পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিয়া সেই স্থানদিয়া যাইতেছিলাম, তখন মৃত্যুরাজ-পাশতুল্য রূপজাল বিস্তৃতা, লাবণ্যগর্ব্বিতা, সুন্দর বস্ত্র পরিহিতা তাহাকে দেখিলাম। সেই কারণে এই অস্থিসংযোজিত, স্নায়ুসম্বদ্ধীভূত, মাংসলিপ্ত শরীর দেখিয়া আমার দেহের প্রতি অসারভাব উৎপন্ন হইল। দোষ প্রত্যক্ষ হইল, নির্ব্বিদা (নির্ব্বাণ) জ্ঞান আমার হৃদয়ে স্থিত হইল; বিদর্শন ভাবনার পরে আমার চিত্ত বিমুক্ত হইল। নির্ব্বাণপ্রদ ধর্ম্মের প্রভাব দর্শন কর। আমি ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি ও বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য্য হইয়াছি। ১

ভগু স্থবির। ১৮৭

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। ভগবান নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে পুষ্পদ্বারা বুদ্ধাস্থি পূজা করেন। সেই পুণ্য প্রভাবে নির্ম্মাণ-রতি স্বর্গে উৎপন্ন হন। গৌতম বুদ্ধের সময় শাক্যরাজকুলে জাত হই-লেন। অনুরুদ্ধ, কিম্বিল প্রভৃতির সঙ্গে বাহির হইয়া প্রব্রজিত হন। তখন তিনি বালক লোণক গ্রামে বাস করেন। একদিবস তন্দ্রা দূর করিবার ইচ্ছায় বিহারের বাহিরে চংক্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ পড়িয়া গেলেন। সেই পতনাবস্থা লক্ষ্য করিয়া তন্দ্রা দূর করিলেন এবং অর্হত্বফল লাভ করিলেন। তৎপর নির্ব্বাণসুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। শাস্তা একাকী বাস কেমন সুখকর প্রশ্ন করিবার ইচ্ছায় বলিলেন— "কেমন হে ভিক্ষু, অপ্র-মত্তভাবে বাস করিতেছ কি ?" তখন তিনি নিজের অপ্রমাদ বাস বর্ণনা প্রসঙ্গে চারিটি গাথা ভাষণ করিলেন।

১৮৭। অহং মিদ্ধেন পকতো বিহারা উপনিক্খমিং,

চঙ্কমং অভিরূহন্তো তত্থেব পপতিং ছমা।

গত্তানি পরিমজ্জিত্বা পুনপারুযহ চঙ্কমং,
চঙ্কমে চঙ্কমিং* সোহং অজ্ঝত্তং সুসমাহিতো।
ততো মে মনসিকারো য়োনিসো উদপজ্জথ,
আদীনবো পাতুরহু নিব্বিদা সমতিট্ঠথ।
ততো চিত্তং বিমুচ্চি মে, পস্স ধম্মসুধম্মতং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি। ২

ভগু থেরো।

আমি আলস্যদ্বারা অভিভূত হইয়া বিছানা হইতে বাহির হইলাম। চংক্রমণে আরোহণ করিয়া তথায়ই ভূমিতে পড়িয়া যাই। গাত্র মার্জ্জন করিয়া পুনরায় চংক্রমণে আরোহণ করি। আমি পঞ্চনীবরণ আলোড়ন করিয়া একাগ্রচিত্তে পুনরায় চংক্রমণ করি। (শেষের দুই গাথার ব্যাখ্যা ১৮৬ নম্বর গাথায় দেখ) ২

সভিয় স্থবির। ১৮৮

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ককুসন্ধ বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে জাত হন। একদিবস শাস্তাকে বিহার হইতে গমন করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে উপাহনা (জুতা) দান করেন। কশ্যপ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরে সুবর্ণচৈত্যে সাতজন কুলপুত্র সহিত প্রব্রজিত হন ও কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া অরণ্যে বাস করেন। তাঁহারা সাধনায় সিদ্ধকাম হইতে না পারিয়া একজন অপরজনকে বলিলেন—"আমরা পিণ্ডার্থ গমন করিয়া জীবনের জন্য মমতা উৎপাদন করিয়া থাকি, জীবনের প্রতি মমতা রাখিয়া

* সি—চঙ্কমিং চঙ্কমে।

লোকোত্তর জ্ঞান লাভ করিতে পারিবনা। পৃথগ্‌জনাবস্থায় মরণ বড়ই দুঃখ়কর। চল আমরা সোপান বাঁধিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করি ও কায়-জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রমণধর্ম্ম পালন করি। তাঁহারা সেই উপায় অবলম্বন করিলেন। তৎমধ্যে মহাস্থবির সেই দিনই ষড়াভিজ্ঞ হইলেন ও উত্তরকুরু হইতে পিণ্ড-ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করিলে সঙ্গী ভিক্ষুরা বলিলেন—ভন্তে, আপনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করিলেও আমাদের সময় নষ্ট হয়। আমরা পিণ্ড ভোজন করিব না, আপনি আপনার লব্ধ-সুখ উপভোগ করুন। স্থবির তাহাদিগকে ভোজনের জন্য সম্মত করিতে না পারিয়া চলিয়া গেলেন। তৎপর একজন দুই তিনদিন পরে অনাগামী হইলেন। তিনিও তথা হইতে চলিয়া গেলেন। অর্হৎ স্থবির নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। অনাগামী স্থবির শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইলেন। অপর পাঁচজন ছয় কামস্বর্গে উৎপন্ন হইয়া দিব্যসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় দেবলোক হইতে মর্ত্ত্যে আসিয়া একজন মল্লরাজকুলে, একজন গান্ধার রাজকুলে, একজন বাহিয় রাজ্যে, একজন রাজগৃহে ও একজন পরিব্রাজিকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই পরিব্রাজিকা এক ক্ষত্রিয়ের কন্যা। মাতাপিতার ইচ্ছা—"আমাদের কন্যা শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করুক।" এই উদ্দেশ্যে এক পরিব্রাজকের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন। পরিব্রাজক তাহার সহিত ব্যভিচারে রত হইল। তখন সেই স্ত্রী গর্ভবতী হইল। তাহাকে গর্ভিণী দেখিয়া অপরাপর পরিব্রাজিকারা আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিল। সেই রমণী অন্যত্র যাইবার সময় রাস্তায় এক সভার মধ্যে প্রসব করে। তাই সেই বালকের নাম হইয়াছিল— সভিয়। বালক ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল এবং নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিল। সে ক্রমে মহাতার্কিক হইয়া উঠিল। যেখানে পণ্ডিত আছে শুনিত, সেখানে যাইয়া তর্ক আরম্ভ করিয়া দিত। তাহার সদৃশ তার্কিক না পাইয়া নগরদ্বারে একটি আশ্রম স্থাপন করিল।

তথায় ক্ষত্রিয় কুমারগণকে শিক্ষা দিতে লাগিল। একদা মাতাকে স্ত্রীত্ব লাভের দোষ বর্ণনা করিল। সে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইবার উপযোগী ২০টি প্রশ্ন রচনা করিল। শ্রমণ ব্রাহ্মণদিগকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে কেহই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারিত না। (সভিয়সুত্ত দ্রষ্টব্য) শুদ্ধাবাস ব্রহ্ম-লোকের ব্রহ্মাই এই প্রশ্নগুলি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। তখন ভগবান ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়া রাজগৃহের বেণুবনে বাস করিতেছেন। সভিয় তথায় উপস্থিত হইয়া বুদ্ধকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে। তিনি প্রশ্নোত্তরে প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ব ফল লাভ করেন। যখন দেবদত্ত সঙ্ঘভেদ করিবার উপক্রম করে, তখন দেবদত্ত পক্ষীয় ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথা সমূহ ভাষণ করেন।

১৮৮। পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেত্থ য়মামসে,
য়ে চ তত্থ বিজানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা।

মুদা চ অবিজানন্তা ইরিয়ন্ত্যমরা বিয়,
বিজানন্তি চ য়ে ধম্মং আতুরেসু অনাতুরা।

য়ং কিঞ্চি সিথীলং কম্মং সঙ্কিলিট্ঠং চ য়ং বতং,
সঙ্কস্সরং ব্রহ্মচরিয়ং ন তং হোতি মহপ্ফলং।

য়স্স সব্রহ্মচারীসু গারবো নূপলব্ভতি,
আরকা হোতি সদ্ধম্মা নভং পুথুবিয়া য়থা'তি। ৩

সভিয়ো থেরো।

কলহকারীরা জানে না যে, আমরা সতত মৃত্যুর নিকটে গমন করিতেছি। যাহারা সেই বিষয় জানে, সেই হইতে তাহাদের কলহ মীমাংসা হইয়া যায়। যাহারা বিবাদ মীমাংসার উপায় না জানিয়া 'অমরগণের ন্যায় যখন জরা-মরণ অতিক্রান্ত মনে করে,' তখন আর তাহাদের বিবাদ মীমাংসা হয় না। যাহারা বুদ্ধের ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে জানে, ক্লেশরোগে আতুর

ব্যক্তিগণের মধ্যে তাহারা অনাতুর হইয়া বাস করে। যাহা কিছু শিথিল কুশল কর্ম্ম, যেই ব্রত বা নীতি বেশ্যাসেবা, মায়াযোগ অধর্ম্মতঃ জীবন-যাপনে দূষিত, যে সঙ্ঘ সমাগমে সন্ত্রস্থ, তাহার সেই ব্রহ্মচর্য্য মহাফল প্রদান করে না ও সব্রহ্মচারীর প্রতি তাহার গৌরব উপলব্ধি হয় না। যেমন পৃথিবী হইতে আকাশ দূরে, তেমন সেও সদ্ধর্ম্ম হইতে দূরে অবস্থান করে। ৩

নন্দক স্থবির। ১৮৯

ইনি পদ্মুত্তর বুদ্ধের সময় হংসবতী নগরে মহাধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ভগবানের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ সময়ে দেখিলেন যে—ভগবান একজন ভিক্ষুকে ভিক্ষুণীদের উপদেষ্টার প্রথম স্থান প্রদান করিলেন। তিনি ও সেই উপাধি প্রার্থী হইয়া লক্ষটাকা মূল্যের বস্ত্রে বুদ্ধকে পূজা করিলেন ও উহা প্রার্থনা করিলেন। একদা বোধিবৃক্ষে প্রদীপ পূজা করেন। ককুসন্ধ বুদ্ধের সময় করবিক পক্ষী হইয়া মধুররবে বুদ্ধকে প্রদক্ষিণ করে। পরে ময়ূর হইয়া এক পচ্চেক বুদ্ধের গুহাদ্বারে প্রসন্ন-চিত্তে প্রত্যহ তিনবার কেকানাদে শব্দ করিত। গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে কুলগৃহে জাত হয়। বয়ঃপ্রাপ্তে ভগবানের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন ও অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। একদা পঞ্চশত ভিক্ষুণীকে উপোসথ দিনে একটিমাত্র উপদেশে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত করাইলেন। তাই ভগবান তাঁহাকে 'ভিক্ষুণীদের প্রধান উপদেষ্টা' উপাধি প্রদান করেন। একদিবস তিনি শ্রাবস্তীতে পিণ্ডাচরণে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে এক রমণী তাঁহাকে দেখিয়া কামানুরাগে হাসিয়া উঠিল। স্থবির তাহার অবস্থা দেখিয়া 'শরীরের জঘন্যতা' প্রকাশ করিবার জন্য নিম্নোক্ত গাথা সমূহ ভাষণ করেন।

১৮৯। ধীরত্থু পূরে দুগ্গন্ধে মারপক্খে অবস্সুতে,
নব সোতানি তে কায়ে য়ানি সন্দন্তি সব্বদা।
মা পুরাণং অমঞ্ঞিত্থো, মা সাদেসি তথাগতে,
সগ্গেপি তে ন রজ্জন্তি কিমঙ্গ পন মানুসে।
য়ে চ খো বালা দুম্মেধা দুম্মন্তি মোহ পারুতা,
তাদিসা তত্থ রজ্জন্তি * মারখিত্তম্হিং বন্ধনে।
য়েসং রাগো চ দোসো চ অবিজ্জা চ বিরাজিতা,
তাদী তত্থ ন রজ্জন্তি ছিন্নসুত্তা অবন্ধনা'তি। ৪

নন্দকো থেরো।

নানাবিধ অশুচিপূর্ণ, মারপক্ষভূত, ক্লেশবর্ষণে আর্দ্রযুক্ত তোমাকে ধিক্কার দিতেছি। তোমার নবদ্বার বিশিষ্ট কায়ে যেই নয়টি স্রোত নিত্য প্রবাহিত হইতেছে, তুমি সেই প্রাচীন হাসি-ক্রীড়ার কথা মনে করিও না। এখন আর সেই সময় নাই। তুমি তথাগতের শ্রাবকের প্রতি কুচিন্তা পোষণ করিও না। স্বর্গেও তাঁহার মন রমিত হয় না, মানুষের সঙ্গে আর কি করিবে! যেই মূর্খ-দুর্মেধগণ মোহদ্বারা আবৃত হইয়া দুশ্চিন্তা পোষণ করে, তাদৃশ ব্যক্তিগণ সেই মার-পাশে রমিত হয়। যাহাদের কামরাগ-দ্বেষ-অবিদ্যা সমুচ্ছিন্ন, তাদৃশ মহাপুরুষগণের ভবতৃষ্ণা-সূত্র ছিন্নবিধায় বন্ধন শূন্য হইয়া রমিত হইয়া থাকে। ৪

* সী—মারকৃখিত্তস্মিং।

জম্বুক স্থবির। ১৯০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া তিষ্য ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে ভগবানের সম্যক্সম্বোধিকে বিশ্বাস করিয়া বোধি বৃক্ষকে পাখার বাতাসে পূজা করেন। পুনঃ কশ্যপ বুদ্ধের সময় কুলগৃহে উৎপন্ন হন ও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একজন উপাসকের নির্ম্মিত বিহারে তিনি বাস করিতেন। সেই শ্রদ্ধাবান উপাসক সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতেন। একদিবস এক অর্হৎ স্থবির অতি জীর্ণ চীবরে কেশচ্ছেদনার্থ অরণ্য হইতে গ্রামের দিকে আসিতেছিলেন। উপাসক তাঁহার গমনে শান্ত-দান্ত ভাব দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং ক্ষৌরকার ডাকিয়া কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করাইয়া দিলেন। পরে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া সুন্দর চীবর দান করিলেন এবং উপাসকের বিহারে বাস করিবার জন্য প্রার্থনা করায় তিনিও তথায় বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিহারবাসী ভিক্ষু অর্হৎ স্থবিরের প্রতি ঈর্ষা-মাৎসর্য্য পোষণ করিয়া বলিলেন— "এই পাপী ভিক্ষু উপাসকের সেবা গ্রহণ করিয়া এখানে বাসের চেয়ে অঙ্গুলিদ্বারা কেশ উৎপাটন ও উলঙ্গ পরিব্রাজকরূপে বিষ্ঠা মূত্রে জীবন যাপনই আমি শ্রেয়ঃ মনে করি।" এই আক্রোশ বাক্য বলামাত্রেই সেই ভিক্ষু পায়খানায় প্রবেশ করিয়া পায়স গ্রহণের ন্যায় স্বীয় হস্তে উদর পূর্ণ বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতে লাগিল ও মূত্রপান করিতে লাগিল। যাবজ্জীবন এই উপায়ে থাকিয়া মরণান্তে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। পুনঃ বিষ্ঠাকুণ্ড নিরয়ে অশুচি-মূত্র পান করিয়া কিছুদিন যাপন করে। পরে মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৫০০ জন্ম নিগণ্ঠ পরিব্রাজক হইয়া বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়াছিল। গৌতম বুদ্ধের সময় তাহার মনুষ্য জন্ম লাভ হইলেও আর্য্য-নিন্দার ফলে দরিদ্রকুলে উৎপন্ন হয়। ক্ষীর, ঘৃত পান করাইতে চাহিলে তাহা পান না করিয়া মূত্র পান করিত। ভাত খাওয়াইতে চাহিলে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিত। বাল্যকাল হইতে বিষ্ঠা-মূত্র পানাহারে অভ্যস্থ হওয়ায় বয়স্ক অবস্থায়ও তাহাই খাইত। অপর লোকেরা

বিষ্ঠাভক্ষণ নিবারণ করিতে না পারিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিল। সে জ্ঞাতিদ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া নগ্ন পরিব্রাজক দলে প্রব্রজিত হইল। কোনদিন স্নান করিত না; শরীরে ছালি-মাটী মাখিত; কেশ-শ্মশ্রু টানিয়া টানিয়া ফেলিয়া দিত। এক পায়ের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। কোনদিন কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিত না। সে পুণ্যার্থিগণের দান মাসে একবার গ্রহণ করিবে বলিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিল। সেই দান কুশাগ্রদ্বারা একটুমাত্র জিহ্বাগ্রে দিত। রাত্রিতে আর্দ্র বিষ্ঠায় পোকা আছে ভাবিয়া খাইত না। শুষ্ক বিষ্ঠাই আহার করিত। এই ভাবে তাহার ৫৫ বৎসর অতিক্রম হয়। জনসঙ্ঘ ভাবিল—'ইনি মহাতপস্বী ও অতিশয় অল্পেচ্ছুক।" তাহার প্রতি সকলের তদ্‌গত প্রাণ হইল। অতঃপর ভগবান তাহার হৃদয় অভ্যন্তরে 'ঘটে প্রদীপের ন্যায়' অর্হৎ ফলের হেতু প্রজ্জ্বলিত হইতেছে দেখিয়া নিজেই তাহার নিকট উপস্থিত হন এবং তাহাকে ধর্ম্মদেশনা করিয়া স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত করেন; তৎপর ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা প্রদান করিয়া অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অর্হৎ হইয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

১৯০। পঞ্চপঞ্ঞাস বস্সানি রজো জল্লমধারয়িং,
ভুঞ্জন্তো মাসিকং ভত্তং কেসমস্সুং অলোচয়িং।

একপাদেন অট্‌ঠাসিং, আসনং পরিবজ্জয়িং,
সুক্খ গূথানি চ খাদিং, উদ্দেসং চ ন সাদিয়িং।

এতাদিসং করিত্বান বহুং দুগ্গতিগামিনং,
বুয্‌হমানো মহোঘেন বুদ্ধং সরণমাগমং।

সরণ-গমনং পস্স, পস্স ধম্ম-সুধম্মতং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি। ৫

জম্বুকো থেরো।

আমি ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত শরীরে ধূলা-কাদা ধারণ করিয়াছি। পুণ্যার্থীদিগের শ্রদ্ধাদান মাসে একবার করিয়া ভোজন পূর্ব্বক অঙ্গুলিদ্বারা কেশ-শ্মশ্রু উৎপাটন করিয়াছি। একপদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতাম। আসন পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। শুষ্ক বিষ্ঠা খাইতাম; কোন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতাম না। এতাদৃশ দুর্গতিগামী বহু পাপকর্ম্ম করিয়া কাম-দৃষ্টি প্রভৃতি স্রোতে অপায়-সমুদ্রে পড়িবার সময়ে বুদ্ধের শরণে আগমন করি। আমার শরণগমন দর্শন কর ও নির্ব্বাণপ্রদ ধর্ম্মের গুণ দর্শন কর। আমি ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং বুদ্ধের শাসনে মার্গফল প্রাপ্ত হইয়াছি। ৫

সেনক স্থবির। ১৯১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিবস ভগবানকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে ময়ূর-কলাপে পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় উরুবেল কশ্যপের ভগ্নীর গর্ভে উৎপন্ন হন। ব্রাহ্মণ বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিয়া গৃহবাসে আবদ্ধ থাকেন। সেই সময়ে জনসঙ্ঘ বৎসর বৎসর ফাল্গুনমাসের উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে গয়াতে 'তীর্থাভিষেক উৎসব' করিত। তাই উহা গয়াফাল্গুনী উৎসব নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ভগবান সেই উৎসব দিবসে সত্বগণের প্রতি দয়া করিয়া গয়াতীর্থ সমীপে অবস্থান করিতেন। জন-সঙ্ঘ বহু দূর দূরতর স্থান হইতে ঐ উৎসবে আগমন করিত। সেই সময় সেনকও ঐ স্থানে আগমন পূর্ব্বক ভগবানকে ধর্ম্মদেশনা করিতে দেখিয়া প্রব্রজিত হইলেন ও অচিরে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন।

১৯১। স্বাগতং বত মে আসি গয়ায়ং গয়া ফগ্‌গুয়া,
যং অদ্দসাসিং সম্বুদ্ধং দেসেন্তং ধম্মমুত্তমং।

মহপ্পভং গণাচরিয়ং অগপ্পত্তং বিনায়কং,
সদেবকস্স লোকস্স জিনং অতুলদস্সনং।
মহানাগং মহাবীরং মহাজুতিমনাসবং,
সব্বাসব পরিক্খীণং সত্থারমকুতোভয়ং।
চিরসঙ্কিলিট্ঠং বত মং দিট্ঠিসন্দানসন্দিতং,
বিমোচয়ী য়ো ভগবা সব্বগন্থেহি সেনকন্তি। ৬

সেনকো থেরো।

গয়াতীর্থ সমীপে গয়া-ফাল্গুনী নামক উৎসবে আমার নিশ্চয়ই শুভাগমন হইয়াছে। যেহেতু আমি উত্তম ধর্ম্ম ব্যাখ্যাতা সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে দর্শন করিলাম। শরীর-প্রভায় ও জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল, ভিক্ষুগণের আচার্য্য, শীলাদি শ্রেষ্ঠগুণ প্রাপ্ত, দেব-মনুষ্যের বিনায়ক, সদেবলোকের জিন, দ্বাত্রিংশ লক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জন মণ্ডিত অতুল দর্শন, ক্ষীণাসবগণের নাগস্বরূপ, মারসৈন্য দমনকারী মহাবীর, মহাপ্রতাপশালী, অনাসব, সর্ব্বাসব পরীক্ষীণ নির্ভীক শাস্তাকে দর্শন করিলাম। তিনি চিরকলুষিত স্বকায়দৃষ্টিবন্ধনে আবদ্ধ আমাকে বিমোচন করিলেন। যেহেতু ভগবান অবিদ্যাদি গ্রন্থি হইতে একান্তই সেনক ভিক্ষুকে বিমুক্ত করিলেন। ৬

সম্ভূত স্থবির। ১৯২

ইনি পূর্ব্ববুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধশূন্যকালে চন্দ্রভাগা নদীতীরে কিন্নর যোনিতে উৎপন্ন হন। একদিন পচ্চেক সম্বুদ্ধকে প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করেন ও অর্জ্জুন পুষ্পে পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। ভগবানের পরিনির্ব্বাণের পরে ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক আনন্দ স্থবিরের

নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন ও অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। বুদ্ধের নির্ব্বাণের শতবর্ষ পরে বৈশালীর বজ্জিপুত্ত ভিক্ষুগণ যখন দশবস্তু গ্রহণ করেন, তখন কাকণ্ডকপুত্র যশ স্থবির প্রমুখ ৭০০ অর্হৎ সেই দুর্দৃষ্টি ভেদ করেন ও সদ্ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। বজ্জিপুত্তগণের অধর্ম্মতঃ কার্য্য প্রকাশ করিয়া স্থবির সংবেগভরে এই গাথা ভাষণ করেন।

১৯২। য়ো দন্ধকালে তরতি তরণীয়ে চ দন্ধয়ে,
* অয়োনিসো সংবিধানেন বালো দুক্খং নিগচ্ছতি।
তস্সত্থা পরিহায়ন্তি কালপক্খেব চন্দিমা,
আয়সস্যঞ্চ পপ্পোতি মিত্তেহি চ বিরুজ্ঝতী'তি।
য়ো দন্ধকালে দন্ধেতি তরণীয়ে চ তারয়ে,
য়োনিসো সংবিধানেন সুখং পপ্পোতি পণ্ডিতো।
তস্সত্থা পরিপূরেন্তি সুক্কপক্খেব চন্দিমা,
য়সো কিত্তিঞ্চ পপ্পোতি মিত্তেহি ন বিরুজ্ঝতী'তি। ৭

সম্ভূতো থেরো।

কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে যে ব্যক্তি তাহা মীমাংসা না করিয়া উপেক্ষা করে ও কর্ত্তব্য কার্য্যে আলস্য করে, এই উপায়ে সম্পাদনদ্বারা অর্থাৎ বিপরীতভাবে কার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা সেই মূর্খ ব্যক্তি দুঃখ পাইয়া থাকে। সে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় সদর্থলাভে হ্রাস পাইয়া থাকে; তাহার ত্রিবিধ অখ্যাতি লাভ হইয়া থাকে, কল্যাণমিত্রের বিরুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি অনুচিতকাজ সম্পাদন করে না, উচিত কাজই সম্পাদন করে, ঠিকভাবে কার্য্যানুষ্ঠান করে, সেই পণ্ডিত সুখ লাভ করিয়া থাকে। শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তাহার সদর্থ পরিপূর্ণ হয়। তাহার পরিবার সম্পত্তি ও কীর্ত্তিলাভ হয়, কল্যাণ মিত্রের সহিত তাহার বিরোধ হয় না। ৭

* সী—অয়োনি।

রাহুল স্থবির। ১৯৩

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পদ্মমুত্তর বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে—'শাস্তা একজন ভিক্ষুকে শিক্ষাকামীদের শ্রেষ্ঠ স্থানে নিয়োগ করিতেছেন।' তিনিও সেই পদের প্রার্থনা করিয়া বিহারাদির কার্য্য সম্পাদন করেন এবং গৌতম বুদ্ধের সময় সিদ্ধার্থের ঔরসে যশোধরার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধের নিকট অনেক সুত্তপদ শিক্ষা করেন। জ্ঞান পরিপক্ক হইলে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। তখন নিজের শীল ব্রতাদি দর্শন করিয়া অর্হৎ ফল প্রকাশ পূর্ব্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

১৯৩। উভয়েনেব সম্পন্নো রাহুলভদ্দোতি মং বিদু,
যঞ্চম্হি পুত্তো বুদ্ধস্স যঞ্চ ধম্মেসু চক্খুমা।
যঞ্চ মে আসবা খীণা যং চ নত্থি পুনব্ভবো,
অরহা দক্খিণেয়্যোম্হি তেবিজ্জো অমতদ্দসো।
কামন্ধজালপচ্ছন্না তণ্হাছদন ছাদিতা,
পমত্তবন্ধুনা বদ্ধা মচ্ছা'ব কুমিনা মুখে।
তং কামং অহমুজ্ঝিত্বা ছেত্বা মারস্স বন্ধনং,
সমূলং তণ্হং অব্বুয্হ সীতিভূতোস্মি নিব্বুতো'তি। ৮

রাহুলো থেরো।

জাতি-সম্পদ ও মার্গফল-সম্পদ এই উভয় সম্পদে পরিপূর্ণ বিধায় আমাকে রাহুলভদ্র নামে লোকেরা জানে। যেহেতু আমি বুদ্ধের পুত্র ও ধর্ম্মজ্ঞানে চক্ষুষ্মান। আমার আসব ক্ষীণ হইয়াছে। আমার আর পুনর্জন্ম নাই। আমি অর্হৎ, দাক্ষিণেয়, ত্রিবিদ্যালাভী ও নির্ব্বাণামৃতদর্শী। কাম-

সমূহে অন্ধ, তৃষ্ণারূপ জালে প্রচ্ছন্ন, তৃষ্ণারূপ প্রচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, কুমীন-মুখে আবদ্ধ মৎস্যের ন্যায় প্রমত্তবন্ধু মারদ্বারা কামবন্ধনে আবদ্ধ সত্বগণ এই বন্ধন হইতে বাহির হইতে পারে না। আমি সেই কাম-বাসনাকে পরিত্যাগ করিয়া, মার-বন্ধনকে উচ্ছেদ করিয়া ও তৃষ্ণাকে সমূলে উৎপাটন করিয়া সমস্ত ক্লেশ-পরিদাহ শীতল করিয়াছি এবং অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণে নিবৃত হইয়াছি। ৮

চন্দন স্থবির। ১৯৪

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্ব্বে বুদ্ধশূন্য ধরায় বৃক্ষদেবতারূপে জাত হন। এক পর্ব্বতে সুদর্শন নামক পচ্চেক বুদ্ধকে বাস করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে কূটজ পুষ্পে পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে ধনাঢ্যকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাসে রত থাকেন। ভগবানের নিকট ধর্ম্ম শুনিয়া স্রোতাপন্ন হইলেন। একটি পুত্রলাভের পর গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হন। অরণ্যে গমন করিয়া কর্ম্মস্থান ভাবনা করেন। তৎপর বুদ্ধদর্শনার্থ শ্রাবস্তীতে আসিয়া শ্মশানে বাস করেন। তাঁহার ভার্য্যা তিনি শ্মশানে আসিয়াছেন শুনিয়া বেশ-ভূষায় সজ্জিত হওত বালকটিকে কোলে করিয়া জনসঙ্ঘ সহিত স্থবিরের নিকটে গমন করে। সে ভাবিল "এখনি স্ত্রীমায়া প্রদর্শন করিয়া স্থবিরকে প্রলোভিত করিব ও চীবর ত্যাগ করাইব।" স্থবির দূর হইতে তাহাকে আসিতে দেখিয়া স্থির করিলেন—'সে না পৌঁছিতেই তাহার বাহিরে যাইব।' তখনই দৃঢ়বীর্য্য সহকারে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং আকাশে থাকিয়া ধর্ম্ম-দেশনা করিলেন। সেই স্ত্রী স্থবিরের উপদেশে শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি পুনঃ স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার সঙ্গী ভিক্ষুরা বলিলেন—'বন্ধু, আপনার চেহারা এখন বেশ ফর্শা বোধ হইতেছে, আপনি সত্য লাভ করিয়াছেন কি?' তখন স্থবির এই গাথাযোগে তাঁহার অর্হত্ব ফল প্রাপ্তি প্রকাশ করিলেন।

১৯৪। জাতরূপেন পচ্ছন্না দাসীগণপুরক্খতা,
অঙ্কেন পুত্তং আদায় ভরিয়া মং উপাগমি।

তঞ্চ দিস্বান আয়ন্তিং সকপুত্তস্স মাতরং,
অলঙ্কতং সুবসনং মচ্চুপাসং'ব ওড্ডিতং।

ততো মে মনসিকারো য়োনিসো উদপজ্জথ,
আদীনবো পাতুরহু নিব্বিদা সমতিট্ঠথ।

ততো চিত্তং বিমুচ্চি মে, পস্স ধম্মসুধম্মতং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি। ৯

চন্দনো থেরো।

স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কারে বিভূষিতা ও দাসিগণ পরিবেষ্টিতা রমণী অঙ্কে পুত্র লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। মৃত্যুরাজপাশ তুল্য রূপজাল বিস্তৃতা, অলঙ্কার বিভূষিতা, সুবসনা স্বকীয় পুত্রের জননীকে আসিতে দেখিলাম।

(অবশিষ্ট দুই গাথার ব্যাখ্যা ১৮৬ নম্বর গাথায় দেখ) ৯

ধার্ম্মিক স্থবির। ১৯৫

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী বুদ্ধের সময় নেষাদ কুলে উৎপন্ন হন। একদিবস অরণ্যে ভগবান দেবতাদিগকে ধর্ম্মদেশনা করিতেছেন যে 'ইহাকেই ধর্ম্মবলে' এই দেশনা বাক্যে তিনি নিমিত্ত গ্রহণ করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। ভগবানের জেতবন গ্রহণ দিবসে প্রসন্ন হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এক গ্রাম্য-বিহারে বিহারাধ্যক্ষরূপে বাস করিতেন। বিহারে আগন্তুক ভিক্ষু আসিলে

তাহাদের দোষারোপ করিতেন। সেই কারণে আগন্তুকেরা বিহার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর তিনি একাকী বাস করিতে লাগিলেন। বিহারদাতা এই বিষয় শুনিয়া ভগবানকে উক্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। ভগবান সেই ভিক্ষুকে ডাকিয়া উহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভিক্ষু সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন ভগবান বলিলেন—"শুধু এখন নহে, পূর্ব্বেও সে আগন্তুক সেবায় অক্ষম ছিল।" তাই উপমাস্বরূপ "রুক্‌খধম্ম" জাতকটি বর্ণনা করিলেন এবং উপদেশ প্রসঙ্গে গাথা ভাষণ করিলেন। ভিক্ষু গাথা শ্রবণান্তে উপবিষ্টাবস্থায়ই অর্হত্ব ফল লাভ করেন এবং শেষ গাথায় অর্হত্ব ফল প্রকাশ করেন।

১৯৫। ধম্মো হবে রক্খতি ধম্মচারিং
ধম্মো সুচিণ্ণো সুখমাবহাতি,
এসানিসংসো ধম্মে সুচিণ্ণে
ন দুগ্গতিং গচ্ছতি ধম্মচারী।

নহি ধম্মো অধম্মো চ উভো সমবিপাকিনো,
অধম্মো নিরয়ং নেতি, ধম্মো পাপেতি সুগতিং।

তস্মা হি ধম্মেসু করেয্য ছন্দং
ইতি মোদমানো সুগতেন তাদিনা,
ধম্মে ঠিতা সুগতবরস্স সাবকা
নীয়ন্তি ধীরা সরণবরগ্গগামিনো।

বিপ্ফোটিতো গণ্ডমূলো তণ্হাজালো সমূহতো
সো খীণ সংসারো নচ'ত্থি কিঞ্চনং
চন্দো যথা দোসিনা পুণ্ণমাসিয়া'তি। ১০

ধম্মিকো থেরো।

নিশ্চয়ই লৌকিক-লোকোত্তর সুচরিত-ধর্ম্ম ধর্ম্মচারীকে অপায় দুঃখ, সংসার দুঃখ ও বিবর্ত্ত দুঃখ হইতে রক্ষা করে। কর্ম্ম-কর্ম্মফলকে বিশ্বাস করিয়া সঞ্চিত ধর্ম্ম লৌকিক-লোকোত্তর সুখকে চিত্তপরম্পরা আনয়ন করে। ধর্ম্মাচরণকারী ব্যক্তি সুসঞ্চিত ধর্ম্মলাভের দরুণ দুর্গতিতে গমন করে না। ইহা ধর্ম্মাচরণের অনুশংস বা ফল। ধর্ম্ম (সুচরিত) অধর্ম্ম (দুশ্চরিত) দুইটি সমান ফলদায়ক নহে। অধর্ম্ম নিরয়ে নিয়া যায়, ধর্ম্ম সুগতি প্রাপ্ত করায়। সেই কারণে সুগত-বুদ্ধদ্বারা উপদিষ্ট হইয়া তাদৃশ মঙ্গলকামী ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে ধর্ম্মার্জ্জনে ইচ্ছা উৎপন্ন করিবে। সুগতশ্রেষ্ঠের ধীর শ্রাবকগণ শ্রেষ্ঠ শরণগমনযুত ধর্ম্মে স্থিত হইয়া সংসারাবর্ত্ত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে। আমার অবিদ্যা বিধূত বা বিনষ্ট, তৃষ্ণা-জাল সমুহত ও সংসার দুঃখ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। চন্দ্র যেমন মেঘ-শিশিরাদি দোষ বিরহিত হইয়া জ্যোৎস্না রাত্রিতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় বা পূর্ণিমায় পূর্ণতা লাভ করে, তেমন আমিও কামরাগাদি বিধ্বংশ করিয়া অর্হত্ব ফল লাভে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১০

সপ্পক স্থবির। ১৯৬

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্ব্বে মহানুভব নাগরাজ হইয়া জাত হন। সম্ভবক নামক পচ্চেক বুদ্ধ যখন আকাশতলে ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন মহৎ পদ্মপুষ্প মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। ভগবানের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা লাভ করেন ও অজকরণী নাম্নী নদীতীরস্থ এক বিহারে অচিরে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। তিনি কিছুদিন পরে ভগবানকে বন্দনা করিবার জন্য শ্রাবস্তীতে আসেন। জ্ঞাতিগণের সেবায় তথায় কয়েকদিন থাকিয়া ধর্ম্মদেশনাদ্বারা জ্ঞাতিবর্গকে শরণ-শীলে

প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে জ্ঞাতিগণ বলিল যে—"ভন্তে, এখানে বাস করুন, আমরা আপনার সেবা করিব।" তাঁহাদের প্রার্থনা সত্ত্বেও তিনি গমনেচ্ছা দেখাইয়া নিজের বাসস্থানের বিবেকগুণ প্রকাশ পূর্ব্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

১৯৬। যদা বলাকা সুচিপণ্ডরচ্ছদা
কালস্স মেঘস্স ভয়েন তজ্জিতা,
পলেহিতি আলয়মালয়েসিনী
তদা নদী অজকরণী রমেতি মং।

যদা বলাকা সুবিসুদ্ধপণ্ডরা
কালস্স মেঘস্স ভয়েন তজ্জিতা,
পরিয়েসতি লেনমলেনদস্সিনী
তদা নদী অজকরণী রমেতি মং।

কম্বু তথ ন রমেন্তি জম্বুয়ো উভতো তহিং,
সোভেন্তি আপগা কূলং মম লেনস্স পচ্ছতো।

তামতমদসজ্ঞসুপ্পহীণা ভেকা মন্দবতী পনাদয়ন্তি,
নাজ্জগিরি নদীহি বিপ্পবাসসময়ো
খেমা অজকরণী সিবা সুরম্মা'তি। ১১

সপ্পকো থেরো।

যেই সময়ে সুবিশুদ্ধ ধবলপক্ষ বলাকাগণ কৃষ্ণবর্ণ মেঘের গর্জ্জনভয়ে ভীত হয়, তখন তাহারা আহার্য্য ভূমি হইতে উড়িয়া পলায়ন করে ও স্বকীয় নীড়ে লুকাইতে ইচ্ছা করে। সেই বৃষ্টির দিনে অজকরণী নাম্নী নদী নব বারিতে পূর্ণ হইয়া আমাকে বিবেক সুখে রমিত করে। যখন সর্ব্ব-শ্বেতবর্ণ বলাকা কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ভয়ে ভীত হইয়া পূর্ব্বে বাসস্থান অভাবে

এখন বৃষ্টি সমাগত দেখিয়া নীড় নির্ম্মাণে ব্রতী হয়, তখন অজকরণী নদী আমাকে রমিত করে। আমার বাসগৃহের পশ্চাদ্‌ভাগে অজকরণী নদীর উভয় তীরে ফলভারাবনত জম্বুবৃক্ষ সমূহ শোভা পাইতেছে, কে এমন সৌন্দর্য্যে রমিত হয় না! তথায় সর্পভয় ছিলনা বলিয়া ভেকগুলি মধুর স্বরে শব্দ করিতে লাগিল। অদ্য পর্ব্বত প্রবাহিতা নদী সমূহের পৃথক থাকিবার উপায় নাই অর্থাৎ সমস্ত নদীর দুইকুল উপচিয়া জল ছুটিতেছে। আজ অজকরণী নদীতে কুম্ভীরাদির উপদ্রব না থাকায় নিরুপদ্রব নদী-পুলিন অতিশয় রমণীয়। তাই আমার মন বিবেক সুখে রমিত হইতেছে। ১১

মুদিত স্থবির। ১৯৭

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিবস শাস্তাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে এক (পচিছ) থলে প্রদান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে গৃহপতিকুলে উৎপন্ন হন। সেই সময় রাজা কোন কারণে তাহাদের কুল আক্রমণ করেন। মুদিত ভীত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করেন। তথায় এক অর্হৎ স্থবিরের বাসস্থানে উপস্থিত হন। স্থবির তাঁহার ভীতভাব দেখিয়া আশ্বাসিত করিলেন যে— 'ভয় করিও না।' 'ভন্তে, কতদিন পরে আমার এই ভয় উপশম হইবে?' 'সাত আটমাস পরে।' ভন্তে, এতদিন আমি উহা সহ্য করিতে পারিব না, আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।' তিনি জীবন রক্ষণার্থ প্রব্রজ্যা যাচ্ঞা করেন। স্থবির তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। তিনি প্রব্রজিত হইয়া শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করিলেন। ভয় দূর হইলেও শ্রমণধর্ম্মের প্রতি রুচী পরিত্যাগ করিলেন না। ভাবনা করিতে করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে— "অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত না হইয়া কামড়া হইতে বাহির হইব না।" তৎপর দৃঢ়তার সহিত ভাবনা করিয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত

হইলেন। সঙ্গী ভিক্ষুরা তাহার মার্গফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি গাথা প্রসঙ্গে অর্হত্ব ফল প্রাপ্তি প্রকাশ করেন।

১৯৭। পব্বজিং জীবিকত্থোহং, লদ্ধান উপসম্পদং,
ততো সদ্ধং পটিলভিং, দল্হবিরিয়ো পরক্কমিং।
কামং ভিজ্জতুয়ং কায়ো মংসপেসী বিসীয়রুং,
উভো জন্নুকসন্ধীহি জঙ্ঘায়ো পপতন্তু মে।
নাসিস্সং ন পিবিস্সামি বিহারা চ ন নিক্খমে,
ন পি পস্সং নিপাতেস্সং তণ্হাসল্লে অনূহতে।
তস্সমেবং বিহরতো পস্স বিরিয়পরক্কমং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি। ১২

মুদিতো থেরো।

আমি সুখে জীবন যাপনের জন্য প্রব্রজিত হই ও পরে উপসম্পদা লাভ করি। তৎপর রত্নত্রয়ের প্রতি শ্রদ্ধালাভ করি ও দৃঢ়বীর্য্য সহকারে সাধনায় রত হই। আমার এই পূতিগন্ধময় শরীর বীর্য্যবলে ভগ্ন হউক ও মাংসপেশী বিধ্বস্ত হউক। আমার উভয় জানুসন্ধি, জঙ্ঘা ও উরু ভাঙ্গিয়া ভূমিতে পতিত হউক। ১২

(অবশিষ্ট দুই গাথার ব্যাখ্যা ১৭১ নম্বর গাথায় দেখ)

তত্রুদ্দানং

নাগসমালো ভগু চ সভিয়ো নন্দকোপী চ,
জম্বুকো সেনকো থেরো সম্ভূত রাহুলোপী চ;
ভবতি চন্দনো থেরো নবেতে বুদ্ধসাবকা,
ধম্মিকো সপ্পকো থেরো মুদিতো চাপি তে তয়ো,

* গাথায়ো দ্বে চ পঞ্ঞাস থেরা সব্বেপি বারসা'তি।

* বারজন স্থবির কর্ত্তৃক ৫২টি গাথা ভাষিত হইয়াছে।

পঞ্চক নিপাতো

রাজদত্ত স্থবির। ১৭৮

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ১৪ কল্প পূর্ব্বে বুদ্ধশূন্য সময়ে কুলগৃহে জাত হন। একদিবস কোন কার্য্যবশতঃ বনে গিয়াছিলেন। তথায় বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট একজন পচ্চেক সম্বুদ্ধকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রসন্নচিত্তে অম্বাটকফল দান করেন। সেই পুণ্যকর্ম্মের ফলে দেব-মনুষ্যকুলে বিচরণ পূর্ব্বক গোতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে সার্থবাহকুলে উৎপন্ন হন। মহারাজ বেশ্রবণকে প্রার্থনা করিয়া তাহাকে লাভ করাতে মাতা-পিতা তাঁহার নাম রাখিলেন—রাজদত্ত। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে পঞ্চশত শকটযোগে পণ্যদ্রব্য লইয়া বাণিজ্যার্থ রাজগৃহে আগমন করেন। সেই সময় রাজগৃহে এক সুন্দরী গণিকা দৈনিক সহস্র টাকা লইয়া পুরুষের সেবা করিত। সার্থবাহপুত্র দৈনিক হাজার টাকা দিয়া তাহার সহিত রমিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু অচিরেই তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি এমন দরিদ্র হইলেন যে পরিশেষে অন্ন-বস্ত্রের পর্য্যন্ত অভাব হইল। তাই ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। একদা তিনি উপাসকদের সহিত বেণুবনে চলিয়া গেলেন। সেই সময় শাস্তা মহাপরিষদে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছিলেন। তিনি সভার একপ্রান্তে বসিয়া ভগবানের ধর্ম্মশ্রবণ করত প্রব্রজিত হন, এবং ধূতাঙ্গ গ্রহণ করিয়া শ্মশানে বাস করেন। তখন অন্য একজন সার্থবাহপুত্র সহস্র টাকা দিয়া ঐ গণিকার নিকট গমন করিত। গণিকা তাহার নিকট মহামূল্য মণিরত্ন আছে দেখিয়া উহার প্রতি লোভ উৎপন্ন করে। পরে এক ধূর্ত্তলোকের সাহায্যে সার্থবাহপুত্রকে মারিয়া মণিরত্ন আত্মসাৎ করে। অতঃপর সার্থবাহ-

পুত্রের কর্ম্মচারিগণ এই সংবাদ পাইয়া দূত পাঠাইয়া দিল। সেই দূতগণ রাত্রিতে গণিকার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল এবং তাহার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত না করিয়া শ্মশানে ফেলিয়া দিল। রাজদত্ত স্থবির অশুভ নিমিত্ত গ্রহণ করিবার জন্য শ্মশানে বিচরণ করত সেই গণিকার মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। তখনও সেই দেহ কুকুর-শৃগাল স্পর্শ করে নাই, সদ্যঃমৃত বলিয়া বিকৃতও হয় নাই। কিন্তু ঐ দেহ দর্শনে ভাবনা করিবার চেষ্টা করিলেও স্থবিরের কামরাগ উৎপন্ন হইল। তিনি জ্ঞানবলে চিত্তকে তর্জ্জন করিয়া কিছুদূরে চলিয়া গেলেন। তথায় বসিয়া অশুভভাবনায় মনোযোগী হইলেন। সেই ভাবনাবলেই অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন। তখন নিজের পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্মরণ করিয়া প্রীতিভরে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

১৯৮। ভিক্খু সীবথিকং গন্ত্বা অদ্দসং ইত্থিমুজ্ঝিতং,
অপবিদ্ধং সুসানস্মিং খজ্জন্তিং কিমিহী ফুটং।

যং হি একে জিগুচ্ছন্তি মতং দিস্বান পাপকং,
কামরাগো পাতুরহু, অন্ধোব বসতী অহুং।

ওরং ওদনপাকম্হা তম্হা ঠানা অপক্কমিং,
সতিমা সম্পজানোহং একমন্তং উপাবিসিং।

ততো মে মনসীকারো য়োনিসো উদপজ্জথ,
আদীনবো পাতুরহু, নিব্বিদা সমতিট্ঠথ।

ততো চিত্তং বিমুচ্চি মে পস্স ধম্মসুধম্মতং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি। ১

রাজদত্তো থেরো।

ভিক্ষু শ্মশানে গমন করিয়া পরিত্যক্ত একটি স্ত্রীর দেহ দেখিতে পাইলেন। উহা শ্মশানে নিরপেক্ষভাবে পরিত্যক্ত, অথচ দেহজাত কৃমি তাহাকে খাইতেছে। কেহ কেহ মৃতদেহ দর্শনে পাপযুক্ত বলিয়া ঘৃণা করে। অথচ বিপরীত ভাবে মনোনিবেশ করিয়া উহাতে আমার কামরাগ উৎপন্ন হইয়াছিল। যেই দেহের নবদ্বারে অশুচি স্রাবিত হয়, আমি সেই দেহের পরিণাম না ভবিয়া কামরাগে অন্ধতুল্য হইয়া বসিয়া পড়িলাম। তথাপি একসের চাউল পাক হইতে যতক্ষণ সময় লাগে, তাহা হইতেও অল্প সময়ের মধ্যে আমি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। তৎপর আমি স্মৃতি সহকারে মনোনিবেশ করিয়া এক উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করি। তখন আমার ধ্যানের প্রতি চিত্তের একাগ্রতা উৎপন্ন হয়। কাম-ভোগের দোষ প্রাদুর্ভূত হইল। নির্ব্বাণজ্ঞানে চিত্ত সুস্থিত হইল। সেই হইতে আমার চিত্ত আসব-মুক্ত হইল। সুগত শাসনে নির্ব্বাণপ্রদ ধর্ম্মের মহৎগুণ দর্শন কর। আমি ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইলাম, বুদ্ধের শাসনে আমার মার্গফল লাভ হইল। ১

সুভুত স্থবির। ১৯৯

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া কশ্যপ ভগবানের সময় বারাণসীতে মহাধনাঢ্যকুলে জাত হন। একদিন শাস্তার নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে শরণ-শীলে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি মাসে আটবার চারি প্রকার সুগন্ধ দ্রব্যে ভগবানের গন্ধকুটি মুছিয়া দিতেন। সেই পুণ্যফলে জন্মে জন্মে সুগন্ধ শরীর লাভ করিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যে গৃহপতিকুলে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া তির্থীয়দলে প্রব্রজিত হইলেন। তথায় কোন সার না পাইয়া দেখিলেন যে—"বুদ্ধের

নিকটে উপতিষ্য, কোলিত, শেল ব্রাহ্মণাদি বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রব্রজিত হইয়া শ্রামণ্যসুখ উপভোগ করিতেছেন।" তখন তিনিও বুদ্ধের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া প্রব্রজিত হন ও বিদর্শন ভাবনা করিয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে তির্থীয়দলে প্রব্রজিত হইয়া বিবিধ দৈহিক দুঃখ ও বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হইয়া উত্তম ধ্যানসুখ প্রকাশ করত নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

১৯৯। অয়োগে যুঞ্জমত্তানং পুরিসো কিচ্চমিচ্ছতো,
চরঞ্চে নাধিগচ্ছেয্য, * তম্মে দুব্ভগলক্খণং।

অব্বুল্হং † অঘগতং বিজিতং একঞ্চে ওস্সজ্জেয্য কলী'ব সিয়া,
সব্বানি পি চে ওস্সজ্জেয্য অন্ধো'ব সিয়া সমবিসমস্স অদস্সনতো।

য়ং হি কয়িরা তং হি বদে, য়ং ন কয়িরা ন তং বদে,
অকরোন্তং ভাসমানানং পরিজানন্তি পণ্ডিতা।

য়থাপি রুচিরং পুপ্ফং বণ্ণবন্তং অগন্ধকং,
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতো।

য়থাপি রুচিরং পুপ্ফং বণ্ণবন্তং সগন্ধকং,
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি সকুব্বতো'তি। ২

সুভূতো থেরো।

কোন পুরুষ শরীর নির্য্যাতন মূলক বিষয়ে নিজকে নিযুক্ত করিয়া ইহ-পরকালের হিতসাধন করিতে চায়, কিন্তু তদনুরূপ আচরণ করিলেও অভিলষিত হিত-সুখ লাভ করিতে পারে না। আমি তির্থীক প্রব্রজ্যাকালে যে আত্মগ্লানি উপভোগ করিয়াছি, তাহা আমার দুর্ভাগ্য বা অপুণ্য লক্ষণ। যে কামরাগাদি নির্ম্মূলভাবে উৎপাটন না করিয়া যদি একমাত্র অপ্রমাদকে ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পাপী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

* সি—তং যে। † অঘত জীবিতং।

বিমুক্তি পরিপাচক বীর্য্য-স্মৃতি সমাধি-প্রজ্ঞা এই সমস্ত যদি পরিত্যাগ করা যায়, তা' হইলে উচ্চ-নীচ অদর্শনকারী অন্ধের ন্যায় হইতে হইবে। যাহা কার্য্যত করিবে তাহা বলিবে, যাহা করিবে না তাহা বলিবে না। কাযে না দেখাইয়া কেবল কথায় দেখাইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে জানিতে পারেন। সুশোভিত, বর্ণ সম্পন্ন পুষ্প সুগন্ধহীন হইলে যেমন কেহ উহা ধারণ করে না, সেইরূপ সুভাষিত ত্রিপিটক বচন, কার্য্যত আচরণ না করিলে বলাও নিস্ফল হইয়া থাকে। সুশোভিত, বর্ণ সম্পন্ন পুষ্প সুগন্ধযুক্ত হইলে যেমন সকলে উহা ধারণ করে, সেইরূপ সুভাষিত ত্রিপিটক বচন কার্য্যত আচরণ করিলে বলাও সফল হইয়া থাকে। ২

গিরিমানন্দ স্থবির। ২০০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সুমেধ ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাসে থাকেন। নিজের ভার্য্যার ও পুত্রের মরণে শোকাভিভূত হইয়া অরণ্যে চলিয়া যান। ভগবান অরণ্যে গমন করিয়া ধর্ম্মোপদেশে তাহার শোক নিবারণ করেন। তিনি প্রসন্নচিত্তে সুগন্ধপুষ্পদ্বারা বুদ্ধপূজা করেন ও পঞ্চ প্রতিষ্ঠিতাকারে বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে স্তুতি করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে বিম্বিসার রাজার পুরোহিত পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে ভগবান রাজগৃহে আসিলে বুদ্ধ-প্রভাব দর্শনে প্রব্রজিত হইলেন। কয়েকদিন গ্রাম্য বিহারে থাকিয়া ভগবানকে বন্দনা করিবার জন্য রাজগৃহে গমন করেন। রাজা বিম্বিসার তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিয়া তথায় উপস্থিত হন। নিবেদন করিলেন যে—"ভন্তে আপনি এখানে বাস করুন, আমি আপনার সেবা করিব।" রাজা নিমন্ত্রণ করিয়া চলিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাহা ভুলিয়া গেলেন। কাজেই স্থবির গৃহাভাবে মুক্তস্থানে বাস করিতেন। দেবগণ স্থবিরের ভিজিবার উপদ্রব নিবারণার্থ বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজা অনাবৃষ্টির কারণ অবগত হইয়া

স্থবিরের জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। স্থবির কুটীরে প্রবেশ করিয়া থাকিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। এই সুযোগে ভাবনা করিয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। তাঁহার অর্হত্ব প্রাপ্তিতে হৃষ্ট-তুষ্ট ভাব প্রদর্শনের ন্যায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। স্থবির আরও অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য দেবতাদিগকে নিয়োগ করিবার ইচ্ছায় এই গাথা ভাষণ করিলেন।

২০০। বস্সতি দেবো য়থা সুগীতং ছন্না মে কুটিকা সুখা নিবাতা,
তস্সং বিহরামি বূপসন্তো অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব।
বস্সতি দেবো য়থা সুগীতং ছন্না মে কুটিকা সুখা নিবাতা,
তস্সং বিহরামি সন্তচিত্তো অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেব।
বস্সতি দেবো—পে—বীতরাগো … … …
বস্সতি দেবো—পে—বীতদোসো … … …
বস্সতি দেবো—পে—বীতমোহো … … …।৩

গিরিমানন্দো থেরো।

মেঘ যেমন সুগর্জ্জন করিয়া বর্ষণ করিতেছে, তেমন আমার কুটীর আচ্ছাদিত ও বায়ুহীন হওয়ায় আমি সুখেই চিত্ত উপশম করিয়া সেই কুটীরে বাস করিতেছি। হে মেঘ, যদি ইচ্ছা কর, বর্ষণ কর। আমি শান্তচিত্তে...... বীতরাগ......বীতদোষ......বীতমোহ চিত্তে......বাস করিতেছি। হে মেঘ, যদি ইচ্ছা কর, বর্ষণ কর। ৩

সুমন স্থবির। ২০১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯৫ কল্প পূর্ব্বে বুদ্ধশূন্য ধরায় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা একজন পচ্চেক বুদ্ধকে পীড়িত দেখিয়া হরিতকী ফল প্রদান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে

ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। অতিশয় সুখের সহিত লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মাতুল প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ব ফল লাভ করত অরণ্যে বাস করিতেন। সুমনও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান পূর্ব্বক চরিতনিয়মে কর্ম্মস্থান প্রদান করিলেন। তিনি যোগবলে চারিধ্যান ও পঞ্চাভিজ্ঞা লাভ করিলেন। তৎপর স্থবির বিদর্শন ভাবনা প্রণালী শিক্ষা দিলেন। অচিরে তিনিও অর্হত্ব ফল লাভ করিয়া মাতুল স্থবিরের সেবার্থ উপস্থিত হইলেন। স্থবির তাঁহাকে মার্গফল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যুত্তরে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

২০১। য়ং পত্থয়ানো ধম্মেসু উপজ্ঝায়ো অনুগ্গহী,
অমতং অভিকঙ্খস্তং কতং কত্তব্বকং ময়া।
অনুপত্তো সচ্ছিকতো সয়ং ধম্মো অনীতিহো,
বিসুদ্ধ-ঞাণো নিক্কঙ্খো ব্যাকরোমি তবন্তিকে।
পুব্বে নিবাসং জানামি, দিব্বচক্খু বিসোধিতং,
সদত্থো মে অনুপ্পত্তো, কতং বুদ্ধস্স সাসনং।
অপ্পমত্তস্স মে সিক্খা সুস্সুতা তব সাসনে,
সব্বে মে আসবা খীণা, নত্থিদানি পুনব্ভবো।
অনুসাসি মং অরিয়বতা অনুকম্পি অনুগ্গহী,
অমোঘো তুয্হমোবাদো অন্তেবাসিম্হি সিক্খিতো'তি। ৪

সুমনো থেরো।

শমথ-বিদর্শন ধর্ম্মের মধ্যে আমার যাহা আকাঙ্ক্ষা ছিল, উপাধ্যায় সেই অমৃত বা নির্ব্বাণ বিষয়ক উপদেশ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমাদ্বারা সেই কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইয়াছে। আমি স্বয়ং নির্ব্বিঘ্নে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি ও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিশুদ্ধজ্ঞান লাভ করিয়াছি ও আকাঙ্ক্ষা

শূন্য হইয়া আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি। আমি পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত জানিতেছি, আমার দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে ও অর্হত্ব ফল লাভ হইয়াছে। আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আপনার শাসনে অপ্রমত্তভাবে আমার শিক্ষা পূর্ণ হইয়াছে ও সুন্দররূপে ধর্ম্ম শ্রুত হইয়াছে। আমার সমস্ত আসক্তি ক্ষয় হইয়াছে, আর পুনর্জন্ম হইবে না। আমাকে সুবিশুদ্ধ-শীলাদি ব্রতদ্বারা অনুশাসন ও অনুকম্পা-অনুগ্রহ করিয়াছেন। শিষ্যের প্রতি আপনার উপদেশ অব্যর্থ। আমি শীলাদিতে সুশিক্ষিত হইয়াছি। ৪

বড্ঢ স্থবির। ২০২

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় ভারুকচ্ছ নগরে গৃহপতিকুলে জাত হন। অতঃপর তাঁহার মাতা সংসারের প্রতি বীততৃষ্ণ হইয়া পুত্রকে জ্ঞাতিবর্গের হাতে অর্পণ পূর্ব্বক ভিক্ষুণীদের নিকটে প্রব্রজিত হন। পরে ভাবনাবলে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। অন্য সময়ে পুত্রও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বেলুদত্ত স্থবিরের নিকটে প্রব্রজিত হন। তিনি বুদ্ধ-বচন শিক্ষা করিয়া বহুশ্রুত ও ধর্ম্ম-কথিক হইলেন। তিনি গ্রন্থধুরেই নিবিষ্ট থাকিতেন। একদা দুইখানি মাত্র চীবর পরিধান করিয়া মাতৃ দর্শনে ভিক্ষুণীদের আশ্রমে উপনীত হন। তাঁহার মাতা পুত্রকে দেখিয়া বলিলেন—"আপনি একাকী দুইখানি মাত্র চীবর পরিয়া কেন এখানে আসিয়াছেন?" তিনি মাতার নিগ্রহ-বাক্যে ব্যথিত হইয়া বিহারে চলিয়া আসেন ও দিবা-বাসস্থানে বসিয়াই অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। তৎপর মাতার উপদেশ প্রকাশ করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন।

২০২। সাধু হি কির মে মাতা পতোদং উপদংসয়ী,
যস্সাহং বচনং সুত্বা অনুসিট্ঠো জনেত্তিয়া।

আরদ্ধ বিরিয়ো পহিতত্তো পত্তো সম্বোধিমুত্তমং,
অরহা দক্খিণেয়্যোম্হি তেবিজ্জো অমতদ্দসো।

ছেত্বা নমুচিনো সেনং বিহরামি অনাসবো,
অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ য়ে মে বিজ্জিংসু আসবা।

সব্বে অসেসা উচ্ছিন্না ন চ উপ্পজ্জরে পুন,
বিসারদা খো ভগিনি এতমত্থং অভাসয়ি।

অপিহা নূন ময়িপি বনথো তে ন বিজ্জতি,
পরিয়ন্তকতং দুক্খং অন্তিমোয়ং সমুস্সয়ো;
জাতি মরণ সংসারো নত্থি দানি পুনব্ভবো'তি। ●

বড্ঢো থেরো।

ভালই আমার মাতা প্রজ্ঞারূপশিরে প্রতোদ বা যষ্টিশূলদ্বারা বিদ্ধ করিলেন। আমি মাতাদ্বারা অনুশাসিত হইয়াছি। মাতার বচন শুনিয়া আমি দৃঢ়বীর্যসহকারে ও নির্ব্বাণপ্রবণচিত্তে বাস করিয়া পরম অর্হংফল প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অর্হৎ ও দাক্ষিণেয় হইয়াছি, ত্রিবিদ্যা লাভ করিয়াছি ও নির্ব্বাণামৃত প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নমুচী বা মারসৈন্যকে বিনাশ করিয়া অনাসব হইয়া বাস করিতেছি। আমার দেহের ভিতর-বাহিরে যেই আসব সমূহ বিদ্যমান ছিল, সেই সমস্ত আসব উচ্ছিন্ন হইয়াছে, পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইবে না। আমার বিশারদা ভগিনি (মাতা) এসম্বন্ধে আমাকে বলিলেন যে—এখন আমার ও আপনার নিকট অবিদ্যারূপ বন বিদ্যমান নাই। যাবতীয় দুঃখের অবসান করা হইয়াছে। এই আমাদের অন্তিম জন্ম-মৃত্যু ও সংসার। আর পুনর্জন্ম হইবে না। ●

নদীকশ্যপ স্থবির। ২০৩

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পদ্মমুত্তর ভগবানের সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিবস শাস্তাকে পিণ্ডাচরণ করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে নিজের রোপিত বাগান হইতে মনোশিলাবর্ণ একটি আম্রফল দান করেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে উরুবেল-কশ্যপের ভ্রাতারূপে উৎপন্ন হন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া তাপস প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হইলেন। নৈরঞ্জনা নদীতীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তিনশত তাপস শিষ্য সহিত বাস করেন। নদীতীরে বাস ও কশ্যপ গোত্রে জন্ম বিধায় তিনি নদীকশ্যপ নামে পরিচিত হন। ভগবান তাঁহাকে সপরিষদ ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা প্রদান করেন। তিনি "আদিত্তপরিয়ায়" সূত্র শ্রবণ করিয়া অর্হৎ হন ও নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

২০৩। অত্থায় বত মে বুদ্ধো নদী নেরঞ্জরং অগা,
যস্সাহং ধম্মং সুত্বান মিচ্ছাদিট্‌ঠিং বিবজ্জয়িং।
যজিং উচ্চাবচে যঞ্ঞে অগ্গি হুত্তং জুহিং অহং,
এসা সুদ্ধী'তি মঞ্ঞন্তো অন্ধভূতো পুথুজ্জনো।
দিট্‌ঠিগহনপক্খন্তো পরামাসেন মোহিতো,
অসুদ্ধিং মঞ্ঞিসং সুদ্ধিং অন্ধভূতো অবিদ্দসো।
মিচ্ছাদিট্‌ঠি পহীনা মে ভবা সব্বে বিদালিতা,
জুহামি দক্খিণেয়্যগ্গিং নমস্সামি তথাগতং।
মোহা সব্বে পহীনা মে, ভবতণ্হা পদালিতা,
বিক্খীণো জাতি সংসারো, নত্থি দানি পুনব্ভবো'তি। ৩

নদী কস্সপো থেরো।

বুদ্ধ নিশ্চয়ই আমার হিতার্থ নৈরঞ্জনা নদীতীরে আসিয়াছেন। আমি বুদ্ধের চারি সত্য-ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া মিথ্যাদৃষ্টি পরিবর্জ্জন করিয়াছি। আমি সোমযাগ, বাজপেয়াদি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলাম ও অগ্নিহোম পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম। এই যজ্ঞ-হোমেই শুদ্ধি ভাবিয়া পৃথগ্জনাবস্থায় অবিদ্যান্ধ হইয়া পড়ি। মিথ্যাদৃষ্টি গহনে ধাবিত হইয়া মিথ্যাভাবে মোহিত হওত অশুদ্ধিকে শুদ্ধিজ্ঞানে গ্রহণ করি। অবিদ্যান্ধ হইয়া ধর্ম্মকে অধর্ম্ম, যুক্তিকে অযুক্তি মনে করি। এখন আমার মিথ্যাদৃষ্টি বিধ্বংশ হইয়াছে। সমস্ত কামভবাদি বিদলিত হইয়াছে। দাক্ষিণেয় অগ্নি সদৃশ বুদ্ধের সেবা করিতেছি। সেই তথাগতকে নমস্কার করিতেছি। আমার সমস্ত মোহ বিধ্বংশ হইয়াছে। ভবতৃষ্ণা প্রদলিত হইয়াছে। জন্মরূপ সংসার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আর পুনর্জ্জন্ম হইবেনা। ৬

গয়াকশ্যপ স্থবির। ২০৪

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৩১ কল্প পূর্ব্বে শিখী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্যাশ্রমে বাস করেন। বনজাত ফলমূলাহারে জীবন ধারণ করিতেন। তখন ভগবান একাকী তাঁহার আশ্রমের সমীপস্থ রাস্তাদিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ভগবানকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করিলেন ও সময়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া মনোহর কোলফল প্রদান করিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় গৃহবাস ত্যাগ করিয়া তাপস-প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হন ও দুইশত শিষ্য সহিত গয়াতে বাস করেন। গয়ায় বাস ও কশ্যপগোত্রে জন্ম বিধায় তিনিও গয়াকশ্যপ নামে পরিচিত হন। তিনি সপরিষদ ভগবানের নিকটে ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা লাভ করেন ও "আদিত্যপরিয়ায়"সূত্র শুনিয়া অর্হত্ব ফল লাভ করেন। তৎপর পূর্ব্বকৃত গঙ্গাস্নানাদি স্মরণ করিয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

২০৪ পাতো মজ্ঝন্তিকং সায়ং তিক্খত্তুং দিবসস্সহং,
ওতরিং উদকং সোতং গয়ায় গয়ফগ্গুয়া।

য়ং ময়া পকতং পাপং পুব্বে অঞ্ঞাসু জাতীসু,
তং দানি ওপবাহেমি এবং দিট্ঠি পুরে অহুং।

সুত্বা সুভাসিতং বাচং ধম্মত্থসহিতং পদং,
তথং * য়থাবতং অত্থং য়োনিসো পচ্চবেক্খিসং।

নিণ্হাতসব্বপাপোম্হি নিম্মলো পয়তো সুচি,
সুদ্ধো সুদ্ধস্স দায়াদো পুত্তো বুদ্ধস্স ওরসো।
ওগয্হট্ঠঙ্গিকং সোতং সব্বং পাপং পবাহয়িং,
তিস্সো বিজ্জা অজ্ঝগমিং, কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি। ৭

গয়াকস্সপো থেরো।

আমি গয়াতে উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ব্বাহ্নে (সূর্য্যোদয়কালে) মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে দিনে তিনবার পাপস্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য জলস্রোতে নামিতাম। আমি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মে যে পাপ করিয়াছি, সেই পাপ এই গয়াতীর্থে প্রবাহিত করিব, এইরূপ বিপরীত দৃষ্টি আমার বুদ্ধের ধর্ম্ম শুনিবার পূর্ব্বে ছিল। বুদ্ধের ধর্ম্মার্থপদ সংযুক্ত সুভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞানচক্ষুদ্বারা পরমার্থ সত্যকে দর্শন করিয়াছি। আমি আর্য্যমার্গরূপ জলে সমস্ত পাপ বিক্ষালন করিয়াছি ও কামরাগরূপ ময়লাদি ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ হইয়াছি। আমি কায়-বাক্য-মনাচরণে শুদ্ধি লাভ করিয়া শুদ্ধবুদ্ধের ঔরসজাত পুত্ররূপে লোকোত্তর ধর্ম্মের দায়াদ বা উত্তরাধিকারী হইয়াছি ও অষ্টমার্গরূপ স্রোতে পতিত হইয়া সমস্ত পাপকে প্রক্ষালন করিয়াছি; আমি ত্রিবিধ বিদ্যা লাভ করিয়াছি ও বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য্য হইয়াছি। ৭

* সি—য়াথাবতং।

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে উপাসকদের সহিত বিহারে গমন পূর্ব্বক সভার একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মশ্রবণ করেন। তখন ভগবান একজন ভিক্ষুকে শ্রদ্ধাশীলদের শ্রেষ্ঠস্থানে নিয়োগ করেন। তিনি সেইপদ প্রার্থনা করিয়া সাতদিন পর্য্যন্ত মহাদান দিলেন। ভগবান তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া প্রকাশ করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। তিনি ত্রিবেদ শিক্ষা করেন ও ব্রাহ্মণবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন। তিনি ভগবানের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। তাই ভগবানের সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থান করিতেন। গৃহ-বাসে থাকিলে নিত্য বুদ্ধ দর্শনের ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া ভগবানের নিকট প্রব্রজিত হন। কেবল ভোজনের সময় ব্যতীত যেখানে থাকিয়া বুদ্ধ-দর্শন করা যায়, সেখানে থাকিয়া সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। ভগবান তাঁহার জ্ঞান পরিপককাল অপেক্ষা করিয়া বহুদিন রূপদর্শনে ব্যাপৃত থাকিলেও কিছুই বলেন নাই। একদিবস বলিলেন— "হে বক্কলি, এই পূতিকায় দর্শনে তোমার প্রয়োজন কি? হে বক্কলি, যে ধর্ম্মকে দেখে সে আমাকে দেখে। যে আমাকে দেখে সে ধর্ম্মকে দেখে। হে বক্কলি, ধর্ম্মকে দেখিলেই আমাকে দেখিয়া থাকে। তুমি ধর্ম্মকে না দেখিয়া শুধু আমাকে দেখিয়া থাকিলে ধর্ম্মকে দেখিতে পাইবে না।" ভগবান এইরূপ উপদেশ দিলেও তিনি বুদ্ধ-দর্শন না করিয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিতেন না। ভগবান ভাবিলেন— "এই ভিক্ষু সংবেগ প্রাপ্ত না হইলে বুঝিতে পারিবেনা। একদা বর্ষাবাসারম্ভ দিনে শাস্তা বলিলেন— 'হে বক্কলি, তুমি অন্যত্র চলিয়া যাও।" এই বলিয়া ভগবান হস্তপ্রসারণ করিলেন। তিনি ভগবানদ্বারা নিবারিত হইয়া সম্মুখে থাকিতে আর সমর্থ হইলেন না। ভাবিলেন— "আমার জীবন ধারণে আর কি

ফল, যেহেতু আমি বুদ্ধ দর্শন করিতে পাইব না।" তখন গৃধ্রকূট পর্ব্বতের এক প্রপাতে গিয়া উঠিলেন। ভগবান তাহার এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া ভাবিলেন—"আমি এই ভিক্ষুকে এখন আশ্বাস প্রদান না করিলে সে মার্গফলের হেতুকে ধ্বংশ করিয়া ফেলিবে।" তখন ভগবান তাহাকে দেখা দিবার জন্য একটি রশ্মি বিসর্জ্জন করিলেন।

"বুদ্ধ শাসনের প্রতি প্রসন্ন ও প্রমোদ-বহুল ভিক্ষু সংস্কারকে উপশম করিয়া শান্ত-সুখপ্রদ নির্ব্বাণকে লাভ করিয়া থাকে।"

ভগবান এই গাথাটি ভাষণ পূর্ব্বক "আস বক্কলি" বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন। স্থবির ভাবিলেন—"ভগবান আমাকে দেখিতে পাইয়াছেন। তাই "আস" বচনটিও আমি পাইয়াছি। তখন অপ্রতিভ ভাবে কোন্ দিকে যাইবেন লক্ষ্য স্থির করিতে না পারিয়া ভগবানের দিকেই আকাশমার্গে ধাবিত হইলেন। তিনি প্রথম পদবিক্ষেপে পর্ব্বতে স্থিত হইয়া ভগবানের কথিত গাথা চিন্তা করিলেন। তৎপর আকাশেই প্রীতি বিলোড়ন করিয়া প্রতিসম্ভিদা সহিত অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। একদা তিনি বাতব্যাধি আক্রান্ত হইলে ভগবান গাথাযোগে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

২০৫। বাতরোগাভিনীতো ত্বং বিহরং কাননে বনে,
পবিট্ঠগোচরে লূখে কথং ভিক্খু করিস্সসি?
পীতিসুখেন বিপুলেন ফরমানো সমুস্সয়ং,
লূখম্পি অভিসম্ভোন্তো বিহরিস্সামি কাননে।
ভাবেন্তো সতিপট্ঠানে ইন্দ্রিয়ানি বলানি চ,
বোজ্ঝঙ্গানি চ ভাবেন্তো বিহরিস্সামি কাননে।
আরদ্ধ বিরিয়ো পহিতত্তো নিচ্চং দল্হপরক্কমো,
সমগ্গে সহিতে দিস্বা বিহরিস্সামি কাননে।

অনুস্সরন্তো সম্বুদ্ধং অগ্গং দন্তং সমাহিতং,
অতন্দিতো রত্তিং দিবং বিহরিস্সামি কাননে'তি। ৮

বক্কলি থেরো।

হে ভিক্ষু, তুমি বাতরোগাক্রান্ত হইয়া রোগের উপযুক্ত ভৈষজ্যাদির অভাবে এই মহাঅরণ্যের কঠিন ভূমিতে কি প্রকারে বাস করিবে? আমি বিপুল প্রীতিসুখে শরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া দুঃখে জীবন যাপন সহ্য করত কাননে বাস করিব। আমি স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল প্রভৃতি বোধ্যঙ্গ ভাবনা করিয়া কাননে বাস করিব। আমি আরব্ধবীর্য্যপরায়ণ, আমার চিত্ত নির্ব্বাণ-প্রবণ ও নিত্য দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং বিবাদ অভাবে মৈত্রী ভাবাপন্ন, তাই শীলবান ব্রহ্মচারীদিগের গুণ দেখিয়া কাননে বাস করিব। শ্রেষ্ঠ, দান্ত, সমাহিত সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে অনুস্মরণ করিয়া রাত্রি-দিন অনালস্যভাবে কাননে বাস করিব। ৮

বিজিতসেন স্থবির। ২০৬

ইনি পূর্ব্ববুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া অর্থদর্শী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহ-বাস ত্যাগ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হন। তিনি সর্ব্বদা অরণ্যে বাস করিতেন। একদা ভগবানকে আকাশ-পথে গমন করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান তাঁহার অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া আকাশ হইতে অবতরণ করি-লেন। তিনি ভগবানকে মনোহর মধুরফল প্রদান করিলে ভগবান তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া ফল গ্রহণ করিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় কোশল-রাজ্যে হস্ত্যাচার্য্যকুলে উৎপন্ন হন। সেন ও উপসেন নামে তাঁহার দুই মাতুল ছিল। তাঁহারা ভগবানের ধর্ম্মশ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন ও

অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। বিজিতসেনও হস্তীবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিলেন। গৃহবাসে উৎকণ্ঠিত হইয়া একদা ভগবানের যমকপ্রাতিহার্য্য ঋদ্ধি দর্শনে মাতুলস্থবিরগণের নিকট প্রব্রজিত হন। তাঁহাদের উপদেশে ভাবনায় রত হইলেও চিত্ত নানা নিমিত্তে ধাবিত হইতে লগিল। তখন নিজের চিত্তকে উপদেশ দিবার জন্য এই গাথা ভাষণ করেন। সেই গাথাদ্বারা চিত্তকে নিগ্রহ করিয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন ও পূর্ব্বোক্ত গাথার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

২০৬। * ওলগেস্সামি তে † চিত্ত আণিদ্বারেব হত্থিনং,

ন তং পাপে নিয়োজেস্সং + কামজাল × সরীরজ।

ত্বং ওলগ্গো ন = গচ্ছসি দ্বারবিবরং গজো'ব অলভন্তো,

ন চ চিত্তকলি পুনপ্পুনং পসহং পাপরতো চরিস্সসি।

য়থা কুঞ্জরং অদন্তং নবগ্গহং অঙ্কুসগ্গাহো,

বলবা আবত্তেতি অকামং, এবং আবত্তয়িস্সং তং।

য়থা বরহয়দমকুসলো সারথি পবরো দমেতি আজঞ্ঞং,

এবং দময়িস্সং তং পতিট্‌ঠিতো ÷ পঞ্চসু বলেসু।

সতিয়া তং নিবন্ধিস্সং পয়তত্তো বো দমেস্সামি,

বিরিয়ধুর নিগ্গহীতো নয়িতো দূরং গমিস্সসে চিত্তা'তি। ৯

বিজিতসেনো থেরো।

হে চিত্ত, প্রাচীর বেষ্টিত নগরের ক্ষুদ্রদ্বারদিয়া হস্তীর গমন নিবারণের ন্যায় তোমাকে নিবারণ করিব। শরীরজ কামজালভূত লোভাদি পাপধর্ম্মে তোমাকে নিযুক্ত করিবনা। তুমি স্মৃতি-প্রজ্ঞারূপ তাড়নাঙ্কুশদ্বারা নিবারিত

* সি—ওলগ্গিস্সামি, † চিত্তং, + কামজালং, × সরীরজং ;
= সী—গচ্ছিসি। ÷ পঞ্চসু।

হইয়াছ, হস্তীর ন্যায় বিবৃত দরজা না পাইয়া যথেচ্ছা গমন করিতে পারিবে না। হে. চিত্তকলি, তুমি পুনঃপুন দুঃসাহসের সহিত পাপরত হইয়া অবস্থান করিতে পারিবে না। মাহুত যেমন নবধৃত অদান্ত কুঞ্জরকে কৌশলে উহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিবৃত্ত করে, তেমন আমিও তোমাকে দুশ্চরিত হইতে নিবৃত্ত করিব। যেমন বরাশ্ব-দমনে সুদক্ষ সারথি অশ্বকে দমন করে, তেমন শ্রদ্ধাদি পঞ্চবলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তোমাকে দমন করিব। হে চিত্তকলি স্মৃতিরূপ রজ্জুদ্বারা কর্ম্মস্থানরূপ স্তম্ভে তোমাকে বন্ধ করিব ও অতি প্রযত্ন সহকারে তোমাকে দমন করিব। হে চিত্ত, যেমন সুদক্ষ সারথিদ্বারা যুগে যোজিত অশ্ব নিগ্রহ প্রাপ্ত হইলে দূরে যাইতে পারে না, তেমন তুমিও বীর্য্যধুরে নিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মস্থান হইতে দূরে যাইতে পারিবে না। ৯

যশদত্ত স্থবির। ২০৭

ইনি পূর্ব্ববুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর ভগবানের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। পরে ব্রাহ্মণবিদ্যায় সুনিপুণ হইলেন। কামভোগ পরিত্যাগ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিতেন। একদিবস শাস্তাকে দর্শন করিয়া প্রসন্নচিত্তে স্তুতি করিতে লাগিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় মল্লরাজ্যে মল্লরাজকুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে তক্ষশিলায় গমন করিয়া যাবতীয় শিল্প শিক্ষা করেন। একদা সভিয় নামক পরিব্রাজকের সহিত বিচরণ করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সভিয় পরি-ব্রাজক ভগবানকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ভগবান যখন উহার প্রত্যুত্তর দিতেছিলেন, তখন বুদ্ধ-বাক্যে তাহার দোষারোপ করিবার চিত্ত উৎপন্ন হয়। ভগবান তাহাদের চিত্তচোরকে অবগত হইয়া 'সভিয়সুত্ত' দেশনা করেন। তৎপর গাথাযোগে উপদেশ দিতে থাকেন। উপদেপ শ্রবণান্তে সংবেগ

উৎপন্ন হয়। তৎপর প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ব ফল লাভ করেন এবং সেই বুদ্ধ-ভাষিত গাথায় পুনরাবৃত্তি করেন।

২০৭। উপারম্ভচিত্তো দুম্মেধো সুণাতি জিনসাসনং,
আরকা হোতি সদ্ধম্মা নভসো পঠবী য়থা।
উপারম্ভচিত্তো দুম্মেধো সুণাতি জিনসাসনং,
পরিহায়তি সদ্ধম্মা কালপক্খেব চন্দিমা।
উপারম্ভচিত্তো দুম্মেধো সুণাতি জিনসাসনং,
পরিসুস্সতি সদ্ধম্মে মচ্ছো অপ্পোদকে য়থা।
উপারম্ভচিত্তো দুম্মেধো সুণাতি জিনসাসনং,
ন বিরূহতি সদ্ধম্মে খেত্তে বীজং'ব পূতিকং।
য়ো চ তুট্ঠেন চিত্তেন সুণাতি জিনসাসনং,
খেপেত্বা আসবে সব্বে সচ্ছিকত্বা অকুপ্পতং,
পপ্পুয়্য পরমং সন্তিং পরিনিব্বাতি অনাসবো'তি। ১০

য়সদত্তো থেরো।

কোন হীনবুদ্ধি ব্যক্তি দোষারোপণ চিত্তে বুদ্ধের ধর্ম্ম যদি শ্রবণ করে, পৃথিবী হইতে আকাশ যেমন দূরে অবস্থিত, তেমন সেও মার্গফল-সদ্ধর্ম্ম হইতে দূরে অবস্থান করে।

... ...

কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তাহার শ্রদ্ধাদি সদ্ধর্ম্ম হইতে ক্ষয় পাইয়া থাকে। ... ... জলশূন্য স্থানে মৎস্য যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, সেও কুশল ধর্ম্মের অভাবে পরিশুষ্ক হইয়া যায়। ... ... ক্ষেত্রে উপ্ত পূতিবীজ যেমন গজায় না, তেমন সে সদ্ধর্ম্মে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। যিনি তুষ্টচিত্তে বুদ্ধের ধর্ম্মশ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত আসব ত্যাগ করিয়া

অর্হত্ব ফলকে সাক্ষাৎ করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হন ও অনাসব হইয়া পরি-নির্ব্বাণ লাভ করেন। ১০

সোণ কুটিকণ্ণ স্থবির। ২০৮

ইনি পদ্মমুত্তর ভগবানের সময় বিভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠী হইয়া হংসবতী নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিবস শতসহস্র ক্ষীণাসব পরি-বেষ্টিত শাস্তাকে মহতী বুদ্ধলীলা প্রভাবে গ্রামে প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অপরাহ্নে উপাসকদের সহিত বিহারে গমন করিয়া ভগবানের নিকট ধর্ম্মশ্রবণ করেন। তখন ভগবান এক ভিক্ষুকে মিষ্টভাষীদের প্রধান স্থানে নিয়োগ করেন। তিনিও সেই পদ লাভের প্রার্থনা করিয়া মহাদান প্রবর্ত্তন করিলেন। ভগবান তাঁহার প্রার্থনা বিনা অন্তরায়ে পূর্ণ হইবে দেখিয়া বলিলেন—"তুমি ভবিষ্যতে গৌতম বুদ্ধের শাসনে মিষ্টভাষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিবে।" তৎপর যাবজ্জীবন পুণ্যকর্ম্ম করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় প্রব্রজিত হন। সদাচার ব্রত পালন করিয়া একজন ভিক্ষুকে চীবর শেলাই করিয়া দিয়াছিলেন। পুনঃ বুদ্ধশূন্য ধরায় বারাণসীতে তন্তুবায় জন্মে একজন পচ্চেক সম্বুদ্ধের জীর্ণ চীবর শেলাই করিয়া দিয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় অবন্তী-রাজ্যে কুরর ঘরে মহাধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—সোণ। কোটি টাকা মূল্যের কর্ণাভরণ ধারণ করি-তেন বলিয়া কোটিকর্ণ বা কুটিকণ্ণ নামেই পরিচিত। যখন আয়ুষ্মান মহা-কচ্চায়ণ স্থবির কুররঘরের সমীপস্থ পর্ব্বতে বাস করিতেন, তখন তাঁহার নিকট ধর্ম্মশ্রবণ করিয়া শরণ-শীলে প্রতিষ্ঠিত হন ও চীবর-খাদ্যাদি দানে তাঁহাকে সেবা করেন। কিছুদিন পরে গৃহবাসে বীততৃষ্ণ হইয়া কচ্চায়ণ স্থবিরের নিকটে প্রব্রজিত হন। স্থবির অতি কষ্টে দশজন ভিক্ষু একত্রিত

করিয়া উপসম্পদা প্রদান করেন। তিনি কিছুদিন স্থবিরের সঙ্গে বাস করিয়া তাঁহার অনুমতিতে বুদ্ধ দর্শনে গমন করেন। যখন শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হন, তখন ভগবানের গন্ধকুটিতে এক সঙ্গে বাস করেন। প্রত্যূষ-কালে ভগবান তাঁহার মুখে গাথা শ্রবণ করিয়া সাধুবাদ প্রদান করেন। তিনি গন্ধকুটিতেই অর্হত্ব ফল লাভ করেন। তৎপর উপাধ্যায় স্থবিরের নির্দ্দেশ মতে বলিতে লাগিলেন যে—"ভন্তে, প্রত্যন্ত রাজ্যে পাঁচজন ভিক্ষুদ্বারা উপ-সম্পদা কার্য্য সম্পাদন করা হউক, নিত্য স্নানের অনুমতি প্রদান করা হউক, চর্ম্মাস্তরণ ব্যবহারের আদেশ করা হউক, অসুখে ও অসুবিধা স্থানে জুতা পায়ে দিবার ব্যবস্থা করা হউক ও চীবরের পাপ (আপত্তি) সম্বন্ধে বিবেচনা করা হউক।" ভগবানের নিকট এই পাঁচটি বিষয়ের আদেশ গ্রহণ করিয়া পুনরায় উপাধ্যায়ের নিকট ফিরিয়া গেলেন। তিনি অন্য সময়ে আনন্দ স্থবিরের সহিত এই প্রীতিদায়িনী গাথা ভাষণ করিলেন।

২০৮। উপসম্পদা চ মে লদ্ধা, বিমুত্তো চ'ম্হি অনাসবো,
সো চ মে ভগবা দিট্ঠো, বিহারে চ সহাবসিং।
বহুদেব রত্তিং ভগবা অব্ভোকাসে'তিনাময়ি,
বিহারকুসলো সত্থা বিহারং পাবিসী তদা।
সন্থরিত্বান সঙ্ঘাটিং সেয়্যং কপ্পেসি গোতমো,
সীহো সেল গুহায়ং'ব পহীণভয়ভেরবো।
ততো কল্যাণবাক্করণো সম্মাসম্বুদ্ধসাবকো,
সোণো অভাসি সদ্ধম্মং বুদ্ধসেট্ঠস্স সম্মুখা।
পঞ্চক্খন্ধে পরিঞ্ঞায় ভাবয়িত্বান অঞ্জসং,
পপ্পুয়্য পরমং সন্তিং পরিনিব্বায়িস্সত্যনাসবো'তি। ১১

সোণো কুটিকণ্ণো থেরো।

আমার উপসম্পদা লাভ হইয়াছে। আমি বিমুক্ত ও অনাসব হইয়াছি। আমার সেই ভগবান দৃষ্ট হইয়াছে। আমি বুদ্ধের সঙ্গে এক বিহারে বাস করিয়াছিলাম। ভগবান রাত্রির প্রথম-মধ্যম যাম মুক্ত আকাশতলে অতিক্রম করিলেন। আর্য্যাচরণে সুদক্ষ শাস্তা তখন বিহারে প্রবেশ করিলেন। শৈলগুহায় ভয়-ভৈরব হীন সিংহ যেমন শয়ন করে, তেমন ভগবান গৌতম চারিগুণ সজ্ঘাটি পাতিয়া সিংহ শয্যায় শয়ন করিলেন। তৎপর বিছানা হইতে উঠিয়া সোণকে গাথা ভাষণ করিতে আদেশ করিলেন। মিষ্ট-মধুরভাষী সম্যক্‌সম্বুদ্ধের শ্রাবক সোণ বুদ্ধশ্রেষ্ঠের সম্মুখে সদ্ধর্ম্মগাথা ভাষণ করিলেন। তিনি পঞ্চস্কন্ধকে ত্রিবিধ পরিজ্ঞানদ্বারা জানিয়া আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনাবলে পরম শান্তি প্রাপ্ত হইলেন ও অনাসব হইয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন। ১১

কোশিয় স্থবির। ২০৯

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিপশ্বী ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদিবস শাস্তাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে ইক্ষুদান করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। গোত্রানুযায়ী তাঁহার নাম হইল—কোশিয়। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে সর্ব্বদা ধর্ম্মসেনাপতির নিকটে গমন করিতেন এবং ধর্ম্মশ্রবণ করিতেন। তাঁহারই উপদেশে অচিরে অর্হত্ব ফল লাভ করিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

২০৯। যো বে গরূনং বচনঞ্ঞু ধীরো
বসে চ তম্হি জনয়েথ পেমং,
সো ভত্তিমা নাম চ হোতি পণ্ডিতো
ঞত্বা চ ধম্মেসু বিসেসি অস্স।

য়ং আপদা উপ্পতিতা উলারা
নক্খম্ভয়ন্তে পটিসঙ্খয়ন্তং,
সো থামবা নাম চ হোতি পণ্ডিতো
এতত্বা চ ধম্মেসু বিসেসি অস্স।

য়ো বে সমুদ্দো'ব ঠিতো অনেজো
গম্ভীরপঞ্ঞো নিপুণত্থদস্সী,
অসংহারিয়ো নাম চ হোতি পণ্ডিতো
এতত্বা চ ধম্মেসু বিসেসি অস্স।

বহুস্সুতো ধম্মধরো চ হোতি
ধম্মস্স হোতি অনুধম্মচারী,
সো তাদিসো নাম চ হোতি পণ্ডিতো
এতত্বা চ ধম্মেসু বিসেসি অস্স।

অত্থঞ্চ য়ো জানাতি ভাসিতস্স
অত্থঞ্চ এতত্বান তথা করোতি,
অত্থন্তরো নাম সহোতি পণ্ডিতো
এতত্বা চ ধম্মেসু বিসেসি অস্সা'তি। ১২

কোসিয়ো থেরো।

যেই ধীর ব্যক্তি গুরুদিগের অনুশাসন রক্ষা করিয়া যথাধর্ম্ম আচরণ করে ও তৎপ্রতি প্রেম বা গৌরব উৎপাদন করে, সেই ধীরজন ভক্ত ও পণ্ডিত নামে কথিত হয়। সে লৌকিক-লোকোত্তর ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া ত্রিবিদ্যা, ষড়াভিজ্ঞা ও প্রতিসম্ভিদা বিশেষ ভাবে লাভ করিয়া থাকে। ক্ষুধা-পিপাসাদি প্রকাশ্য উপদ্রব ও কামরাগাদি প্রচ্ছন্ন উপদ্রব প্রবলভাবে উৎপন্ন হইলেও যাহাকে কিছুতেই চালিত করিতে পারেনা, তাহাকে চিত্তের একাগ্রতাবলে শক্তি-

সম্পন্ন পণ্ডিত নামে কথিত হয় ও ত্রিবিদ্যাদি বিশেষ ভাবে লাভ করিয়া থাকে। সমুদ্রের ন্যায় স্থির প্রকৃতি যাহার, অকম্পিত, গম্ভীরপ্রজ্ঞ, নিপুণার্থদর্শী, দেবমায়াদি কিছুই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, সে ব্যক্তিই পণ্ডিত নামে কথিত হয় ও ত্রিবিদ্যাদি বিশেষ ভাবে লাভ করিয়া থাকে। সে বহুশ্রুত, ধর্ম্মধর। সে নবলোকোত্তর ধর্ম্মের প্রত্যেকটি গীতি পালন করিয়া থাকে। সে গুরুর অনুরূপ আচরণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ গুরু সদৃশ হয়। সে পণ্ডিত, ত্রিবিদ্যাদি বিশেষ ভাবে লাভ করিয়া থাকে। সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ভাষিত ত্রিপিটকের অর্থ যে জানে, ভাষিত অর্থ জ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করে, সে অর্থ-কারণ-শীলাদিকে আশ্রয় করিয়া পণ্ডিত নামে কথিত হয় ও ত্রিবিদ্যাদি বিশেষ ভাবে লাভ করিয়া থাকে। ১২

তক্রুদানং

রাজদত্তো সুভূতো গিরিমানন্দো সুমনো,
বড্ঢো চ কস্সপো থেরো তথা কস্সপ বক্কলি।
বিজিতো য়সদত্তো চ সোণো কোসিয় সব্‌হয়ো,
* সট্‌ঠি চ পঞ্চ গাথায়ো থেরা চ এত্থ দ্বাদসা'তি।

* দ্বাদশ জন স্থবির ৬৫টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

———

ছক্ক নিপাতো

উরুবেল কশ্যপ স্থবির। ২১০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর, ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে তাঁহার নিকট ধর্ম্মশ্রবণ করেন। সে সময় শাস্তা এক ভিক্ষুকে মহাপরিষদলাভীর শ্রেষ্ঠস্থানে নিয়োগ করিলেন দেখিয়া তিনিও ঐ পদ লাভার্থ মহাদান প্রবর্ত্তন করেন। ভগবান বলিলেন—"তুমি গৌতম বুদ্ধের শাসনে মহাপরিষদ-লাভীর শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিবে।" তৎপর তিনি যাবজ্জীবন পুণ্যকার্য্য করিয়া মরণান্তে দেব-মনুষ্যলোকে বহু-কাল বিচরণ করেন। ৯২ কল্প পূর্ব্বে ফুস্সো ভগবানের বৈমাত্রেয় ভ্রাতারূপে উৎপন্ন হন। তাঁহার আরও দুইজন কনিষ্ঠভ্রাতা ছিল। তাঁহারা তিনজন একত্র হইয়া বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে পরমা পূজা করেন। তৎপর গৌতম বুদ্ধের উৎ-পত্তির অল্পকাল পূর্ব্বে বারাণসীতে ব্রাহ্মণকুলে সহোদর ভ্রাতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। কশ্যপ গোত্রে জন্মবিধায় তিনজন কশ্যপ নামে পরিচিত ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তে তাঁহারা ত্রিবেদ শিক্ষা করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতার পঞ্চশত, মধ্যম ভ্রাতার তিনশত ও কনিষ্ঠভ্রাতার দুইশত পরিষদ ছিল। তাঁহারা গ্রন্থসমূহের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তৎ-পর অগ্রজ কশ্যপ স্বীয় পরিষদবর্গ সহিত উরুবেলায় গমন করিয়া ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক উরুবেল কশ্যপ নামে পরিচিত হন। মধ্যম কশ্যপ মহাগঙ্গা নদীর বাঁকে ছিলেন বলিয়া তিনি নদীকশ্যপ নামে পরিচিত হন। কনিষ্ঠ কশ্যপ গয়াশীর্ষে ছিলেন বলিয়া গয়াকশ্যপ নামে পরিচিত হন। তাঁহারা তিনজন ঋষি সপরিষদ বহুকাল তথায় বাস করেন। তখন আমাদের বোধিসত্ত্ব গৌতম মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং বারাণসীতে

ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। তথায় পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভগবান যশস্থবির প্রমুখ পঞ্চান্নজন বন্ধুকে অর্হত্ব ফল প্রদান করিয়া আদেশ করিলেন যে— "ভিক্ষুগণ, তোমরা দেশদেশান্তরে গমন কর।" তৎপর ভগবান ভদ্রবর্গীয় কুমারদিগকে দমন করিয়া উরুবেল কশ্যপের বাসস্থানে উপনীত হন এবং তাঁহার অগ্নিশালায় বাস করেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া নাগদমন প্রভৃতি ৩৫০০ প্রকার ঋদ্ধি প্রদর্শন পূর্ব্বক সপরিষদ উরুবেলকশ্যপকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। তাঁহার প্রব্রজ্যার কথা শুনিয়া অপর ভ্রাতা দুইজনও সপরিষদ বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজিত হন। সকলেই ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা লাভ করেন। ভগবান সেই একসহস্র ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া গয়াশীর্ষে এক সুবিস্তৃত পাষাণপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হন ও "আদিত্ত পরিয়ায় সুত্ত" দেশনাদ্বারা সকলকে অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত করেন। স্থবির অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া সিংহনাদে এই গাথাগুলি ভাষণ করেন।

২১০। দিস্বান পাটিহীরানি গোতমস্স যসস্সিনো,
ন তাবাহং পণিপতিং ইস্সা-মানেন বঞ্চিতো।

মম সঙ্কপ্পমঞ্ঞায় চোদেসি নরসারথি,
ততো মে আসি সংবেগো অব্ভুতো লোমহংসনো।

পুব্বে জটিলভূতস্স যা মে ইদ্ধি পরিত্তিকা,
তাহং তদা নিরঙ্কত্বা পব্বজিং জিন-সাসনে।

পুব্বে যঞ্ঞেন সন্তুট্ঠো কামধাতু পুরক্খতো,
পচ্ছা রাগঞ্চ দোসঞ্চ মোহঞ্চাপি সমূহনিং।

পুব্বেনিবাসং জানামি, দিব্বচক্খুং বিসোধিতং,
ইদ্ধিমা পরচিত্তঞ্ঞু দিব্বসোতঞ্চ পাপুণিং।

যস্স চ'থায় পব্বজিতো অগারস্মা অনগারিয়ং,
সো মে অত্থো অনুপ্পত্তো সব্বসংয়োজনক্খয়ো'তি। ১
উরুবেল কস্সপো থেরো।

আমি মহর্ষি গৌতমের প্রাতিহার্য্য দর্শন করিলেও ঈর্ষাভিমানদ্বারা অভিক্ষীত হইয়া তখনও প্রণাম করি নাই। নর সারথী আমার মিথ্যাসঙ্কল্প জানিয়া আমাকে "অর্হৎ হও নাই" বলিয়া নিগ্রহ করিলেন। সেই হইতে আমার সংবেগ ও অদ্ভুত লোমহর্ষণ উৎপন্ন হইল অর্থাৎ পরম জ্ঞান উৎপন্ন হইল। পূর্ব্বে জটিল সময়ে আমার যে লাভ-সৎকাররূপ সামান্য ঋদ্ধি ছিল, ভগবানের উপদেশে সংবেগ উৎপন্নকাল হইতে তাহা ত্যাগ করিয়া জিনশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি। পূর্ব্বে স্বর্গসুখ ভোগ করিব ভাবিয়া যজ্ঞে সন্তুষ্ট থাকিতাম; প্রব্রজ্যার পরে কামরাগ-দ্বেষ-মোহ সম্যকরূপে ধ্বংশ করিয়া ষড়াভিজ্ঞ হইয়াছি। আমি এখন পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি, আমার দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে, আমি ঋদ্ধি লাভ করিয়াছি, আমার পরচিত্ত জ্ঞান লাভ হইয়াছে ও দিব্যশ্রোত্র উৎপন্ন হইয়াছে। আমি যেই কারণে আগার হইতে অনাগারিক কুলে প্রব্রজিত হইয়াছি, এখন আমার সেই কারণ বা পরমার্থ লাভ হইয়াছে ও যাবতীয় সংযোজন বা বন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ১

তেকিচ্ছকানি স্থবির। ২১১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৯১ কল্প পূর্ব্বে বিপশ্বী ভগবানের সময় বৈদ্যকুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে বৈদ্যশাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করেন। তিনি বুদ্ধের সেবক অশোক নামক ভিক্ষুকে ব্যাধিমুক্ত করেন। অপর সাধারণকে ঔষধ দানে উপকার করিতেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় সুবন্ধু ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। গর্ভকাল হইতে তাঁহার কোন চিকিৎসার

প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া 'তেকিচ্ছক' বা চিকিৎসক নামে তিনি পরিচিত হইলেন। স্বীয় কুলানুকূলে শিল্পবিদ্যাদি শিক্ষা করেন। তখন চাণক্য সুবন্ধুর প্রজ্ঞাকৌশল দর্শন করিয়া ভাবিলেন— "যদি ইনি রাজকুলে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন, তাহা হইলে আমাকে পরাস্ত করিবেন।" তাই ঈর্ষাপোষণ করিয়া রাজা চন্দ্রগুপ্তদ্বারা কারাগারে আবদ্ধ করাইলেন। তেকিচ্ছক পিতা কারারুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন এবং বনবাসী স্থবিরের নিকট যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। পরে অভ্যবকাশিক ও নৈষদ্যিক ধূতাঙ্গ গ্রহণ করেন। শীতোষ্ণ উপেক্ষা করিয়া শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতেন ও সর্ব্বদা ব্রহ্মবিহার ভাবনা করিতেন। পাপাত্মা মার তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিল— "ইঁহাকে আমার সীমা অতিক্রম করিতে দিব না।" তাই বিচলিত করিবার ইচ্ছায় শস্য সম্পাদনকালে ক্ষেত্ররক্ষকবেশে স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য বলিতে লাগিল। স্থবিরও গাথাযোগে প্রত্যুত্তর দিয়া অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন। বিন্দুসার রাজার সময় এই স্থবির উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই কারণে তৃতীয় সঙ্গীতিতে এই গাথা ভাষিত হইয়াছিল।

২১১। অতিহিতা বীহি, খলগতা সালি,
ন চ লভে পিণ্ডং, কথমহং কস্সং?
বুদ্ধমপ্পমেয্যং অনুস্সর পসন্না
পীতিয়া ফুটসরীরো হোহিসি সততমুদগ্গো,
ধম্মমপ্পমেয্যং—পে—
সঙ্ঘমপ্পমেয্যং—পে—
অব্ভোকাসে চ বিহরসি
সীতা হেমন্তিকা ইমা রত্তিয়ো,
মা সীতেন পরেতো বিহঞ্ঞিত্থো
পবিস ত্বং বিহারং ফুস্সিতগ্গলং।

ফুস্সিস্সং চতস্সো অপ্পমঞ্ঞায়ো তাহি চ সুখিতো বিহরিস্সং,
নাহং সীতেন বিহঞ্ঞিস্সং অনিঞ্জিতো বিহরন্তো'তি। ২
তেকিচ্ছকানি থেরো।

মার বলিল— ব্রীহি ধান্য গোলায় বা ভাণ্ডারে আনিয়া রাখা হইয়াছে, শালি খলমণ্ডলে আনা হইয়াছে। এইরূপ সুলভ্য সময়ে পিণ্ড লাভ করিতেছি না, আমি কি উপায়ে জীবন যাপন করিব? এই বলিয়া স্থবিরকে উপহাস করিতে লাগিল। স্থবির মারকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন— প্রমাণাতীত গুণসম্পন্ন বুদ্ধকে প্রসন্নচিত্তে অনুস্মরণ কর। প্রীতিদ্বারা শরীরকে পূর্ণ বা ব্যাপ্ত কর। সতত সন্তুষ্টচিত্তে থাক। তদ্রূপ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘকে অনুস্মরণ কর ... ... তাহা শুনিয়া মার বলিল— ভিক্ষু, তুমি আকাশতলে বাস করিতেছ, এখন এই হৈমন্তিক রাত্রি শীতে পরিপূর্ণ, তাই শীতে অভিভূত হইয়া কষ্টভোগ করিও না। তুমি কবাটবদ্ধ বিহারে প্রবেশ কর। স্থবির বলিলেন— আমি সময়ে সময়ে চারিব্রহ্মবিহার ভাবনা করিয়া থাকি। সেই কারণে সর্ব্বদা সুখে বাস করিতেছি। আমি শীতের দরুণ কোন কষ্ট অনুভব করিতেছি না। চিত্তের কম্পনভূত হিংসাদির অভাবে ধ্যানসুখে বাস করিতেছি। ২

মহানাগ স্থবির। ২১২

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ককুসন্ধ ভগবানের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদা ভগবানকে অরণ্যের এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া, প্রসন্নচিত্তে দাড়িম্বফল প্রদান করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় সাকেত রাজ্যে মধুবাশিষ্ট ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ভগবান যখন সাকেতরাজ্যের অঞ্জনবনে বাস করেন, তখন তিনি আয়ুষ্মান গবম্পতি স্থবিরের

ঋদ্ধি দর্শন করিয়া স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হন। তাঁহার উপদেশে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। তৎপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা ভিক্ষুদের প্রতি অগৌরব প্রদর্শন করাতে তিনি উপদেশ প্রসঙ্গে গাথা ভাষণ করেন।

২১২। যস্স সব্রহ্মচারীসু গারবো নূপলব্ভতি,
পরিহায়তি সদ্ধম্মা মচ্ছো অপ্পোদকে যথা।
যস্স সব্রহ্মচারীসু গারবো নূপলব্ভতি,
ন বিরূহতি সদ্ধম্মে খেত্তে বীজং'ব পূতিকং।
যস্স সব্রহ্মচারীসু গারবো নূপলব্ভতি,
আরকা হোতি নিব্বাণাং ধম্মরাজস্স সাসনে।
যস্স সব্রহ্মচারীসু গারবো উপলব্ভতি,
ন বিহায়তি সদ্ধম্মা মচ্ছো বহোদকে যথা।
যস্স সব্রহ্মচারীসু গারবো উপলব্ভতি,
সো বিরূহতি সদ্ধম্মে খেত্তে বীজং'ব ভদ্দকং।
যস্স সব্রহ্মচারীসু গারবো উপব্ভলতি,
সন্তিকে হোতি নিব্বাণং ধম্মরাজস্স সাসনে'তি। ৬

মহানাগো থেরো।

সমান ব্রহ্মচারীর বা সহধর্ম্মীর প্রতি যাহার গৌরব উপলব্ধি হয় না, জলবিহীন স্থানে মৎস্য যেমন পরিক্ষয় হইয়া যায়, তেমন সে-ও সদ্ধর্ম্ম হইতে পরিক্ষয় হইয়া যায়। সমান ব্রহ্মচারীর প্রতি যাহার গৌরব উপলব্ধি হয় না, ক্ষেত্রে পূতিবীজ বপন করিলে যেমন গজায় না, তেমন সে-ও সদ্ধর্ম্মরূপ ক্ষেত্রে শ্রীবৃদ্ধিলাভ করেনা। সমান ব্রহ্মচারীর প্রতি যাহার গৌরব উপলব্ধি হয় না, সে ধর্ম্মরাজ বুদ্ধের শাসনে নির্ব্বাণ হইতে দূরে

বাস করে। সমান ব্রহ্মচারীর প্রতি যাঁহার গৌরব উপলব্ধি হয়, গভীর জলে মৎস্য যেমন বিনষ্ট হয় না, তেমন তিনিও সদ্ধর্ম্ম হইতে বিনষ্ট হন না। সমান ব্রহ্মচারীর প্রতি যাঁহার গৌরব উপলব্ধি হয়, ক্ষেত্রে উত্তম বীজ বপন করিলে যেমন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, তেমন তিনিও সদ্ধর্ম্মে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। সমান ব্রহ্মচারীর প্রতি যাঁহার গৌরব উপলব্ধি হয়, ধর্ম্মরাজ বুদ্ধের শাসনে নির্ব্বাণ তাঁহার নিকটেই হয় অর্থাৎ তিনি নির্ব্বাণ সমীপে অবস্থান করেন। ৩

কুল্ল স্থবির। ২১৩

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে কুটুম্বিক (কৃষক) কুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে ভগবানের নিকট প্রব্রজিত হন, কিন্তু তাঁহার কামরাগ অতিশয় প্রবল ছিল। তাই সর্ব্বদা কামজ্বালায় জর্জ্জরিত হইতেন। ভগবান তাঁহার এই অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া অশুভকর্ম্মস্থান ভাবনা করিতে দিলেন এবং বলিলেন—"হে কুল্ল, তুমি সর্ব্বদা শ্মশানে বিচরণ করিবে।" তিনি শ্মশানে স্ফীত দেহ প্রভৃতি দেখিয়া তৎ-মুহূর্ত্তে অশুভ ভাবনায় মনোনিবেশ করেন, কিন্তু শ্মশান হইতে বাহির হওয়া মাত্রেই কামরাগে রঞ্জিত হন। ভগবান তাঁহার এই অবস্থা অবগত হইয়া একদিবস যখন তিনি শ্মশানে গমন করিলেন, তখন ঋদ্ধিবলে এক মৃতা তরুণী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দেখাইলেন। জীবিত শরীরের ন্যায় তৎপ্রতি তিনি কামরাগ উৎপন্ন করিলেন। তৎপর ভগবান দেখাইলেন যে—সেই মৃতা স্ত্রীর নবদ্বারদিয়া অত্যন্ত বীভৎস দুর্গন্ধ ঘৃণিত কৃমি নির্গত হইতেছে। তিনি মৃত দেহের এই পরিণাম দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তখন ভগবান আলোক সম্পাত করিয়া স্মৃতি উৎপাদনার্থ গাথা ভাষণ করিলেন।

আতুর দুর্গন্ধ পূতি দেখ কুল্ল অতিশয়,
ক্ষরিত স্রাবিত দেহ বালদের প্রিয় হয় ।

তিনি গাথা শ্রবণ করিয়া অশুভ ভাবনায় মনোযোগী হন। পরে অর্হত্ত্ব ফল লাভ করিয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

২১৩। কুল্লো সীবথিকং গন্ত্বা অদ্দসং ইত্থিমুজ্ঝিতং,
অপবিদ্ধং সুসানস্মিং খজ্জন্তিং কিমিহী ফুটং।

আতুরং অসুচিং পূতিং পস্স কুল্ল সমুস্সয়ং,
উগ্ঘরন্তং পগ্ঘরন্তং বালানং অভিনন্দিতং।

ধম্মাদাসং গহেত্বান ঞাণদস্সন পত্তিয়া.
পচ্চবেক্খিং ইমং কায়ং তুচ্ছং সন্তর বাহিরং।

য়থা ইদং তথা এতং য়থা এতং তথা ইদং,
য়থা অধো তথা উদ্ধং য়থা উদ্ধং তথা অধো।

য়থা দিবা তথা রত্তিং য়থা রত্তিং তথা দিবা,
য়থা পুরে তথা পচ্ছা য়থা পচ্ছা তথা পুরে।

পঞ্চঙ্গিকেন তুরিয়েন ন রতি হোতি তাদিসী,
য়থা একগ্গচিত্তস্স সম্মাধম্মং বিপস্সতো'তি। ৪

কুল্লো থেরো।

কুল্ল শ্মশানে যাইয়া পরিত্যক্ত একটি স্ত্রীর দেহ দেখিতে পাইল। উহা শ্মশানে নিরপেক্ষভাবে পরিত্যক্ত, দেহে কৃমি উঠিয়া খাইতেছে। "হে কুল্ল, নিত্য পীড়িত অশুচি-দুর্গন্ধপূর্ণ নাভি হইতে উপরে ও নীচে ব্রণদিয়া ক্ষরিত, মূর্খগণের প্রশংসিত দেহ দর্শন কর।" আমি জ্ঞানদর্শন লাভার্থ ধর্ম্মরূপ দর্পণ লইয়া ভিতর-বাহির তুচ্ছ কায়াকে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দর্শন করিলাম। যেমন

আমার শরীরজাত অশুচিদ্রব্যগুলি আয়ু-উষ্ণ-বিজ্ঞানবলে মায়াতুল্য ক্রিয়া প্রদর্শন করে, তেমন মৃত শরীরও প্রদর্শন করে অর্থাৎ যেমন জীবিত শরীর, তেমন মৃত শরীর ; যেমন মৃত শরীর তেমন জীবিত শরীরও অশুচি। যেমন নাভি হইতে নীচে, তেমন নাভি হইতে উপরে, যেমন উপরে, তেমন নীচে এই শরীর অশুচি। যেমন দিবসে, তেমন রাত্রিতে, যেমন রাত্রিতে তেমন দিবসে এই শরীর অশুচি। যেমন পূর্ব্বে যৌবন কালে, তেমন পরে বৃদ্ধ-কালে, যেমন বৃদ্ধকালে তেমন তরুণকালে এই শরীর অশুচি। পঞ্চাঙ্গিক (আতত, বিতত, আততবিতত, ঘণ ও সুসীর) তূর্য্যদ্বারা পরিচর্য্যমান কাম-সুখ, ধনাঢ্য জনের পক্ষেও তাদৃশ সুখকর নহে। যেমন সম্যক্‌রূপে বিদর্শন ধর্ম্মে একাগ্রচিত্ত যোগীর ধর্ম্মরতি উৎপন্ন হয়, তেমন কামরতি ষোলকলার এক কলাও নহে। ৪

মালুঙ্ক্যপুত্ত স্থবির। ২১৪

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর কোশলরাজ্যে অগ্রাসনিকের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল— মালুঙ্ক্যা। তাই মাতৃনামে মালুঙ্ক-পুত্র বলিয়া পরিচিত। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদা ভগবানের ধর্ম্ম শুনিয়া প্রব্রজিত হন এবং অচিরেই ষড়াভিজ্ঞ হন। তিনি জ্ঞাতিদের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাদের নিকটে আগমন করেন। জ্ঞাতিগণ শ্রেষ্ঠ খাদ্য-ভোজ্যে পরিবেশন পূর্ব্বক ধনদিয়া প্রলোভন দেখাইবার জন্য তাঁহার সম্মুখে ধনস্তূপ স্থাপন করিলেন এবং বলিলেন— "তাত, এই ধন আপনার, চীবর ত্যাগ করিয়া এই ধনদ্বারা স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন পূর্ব্বক পুণ্যকার্য্য করুন।" স্থবির তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া আকাশে উপবেশন পূর্ব্বক এই গাথা ভাষণ করিলেন।

২১৪। মনুজস্স পমত্তচারিনো তণ্হা বড্‌ঢতি মালুবা বিয়,
সো প্লবতি হুরাহুরং ফলমিচ্ছং'ব বনস্মিং বানরো।
য়ং এসা সহতে জম্মী তণ্হা লোকে বিসত্তিকা,
সোকা তস্স পবড্‌ঢন্তি অভিবট্টং'ব বীরণং।
য়ো * বে তং সহতে জম্মিং তণ্হং লোকে দুরচ্চয়ং,
সোকা তম্হা পপতন্তি উদবিন্দু'ব পোক্খরা।
তং বো বদামি ভদ্দং বো য়াবন্তেত্থ সমাগতা,
তণ্হায় মূলং খণথ উসীরত্থো'ব বীরণং।
মা বো নলং'ব সেতো'ব মারো ভঞ্জি পুনপ্পুনং,
করোথ বুদ্ধবচনং খণো † বো মা উপচ্চগা।
খণাতীতা হি সোচন্তি নিরয়ম্হি সমপ্পিতা,
পমাদো রজো, পমাদানুপতিতো রজো;
অপ্পমাদেন বিজ্জায় অব্বহে সল্লমত্তনো'তি। ৫

মালুঙ্ক্যপুত্তো থেরো।

প্রমত্তচারী ব্যক্তির মালু লতার ন্যায় তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয়। 'বানর যেমন ফল প্রত্যাশায় বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করে,' তেমন তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিও ভব হইতে ভবান্তরে ধাবিত হইয়া থাকে। এ জগতে বিষতুল্য বিষাক্ত এই হীন তৃষ্ণা যেই ব্যক্তিকে অভিভূত করে, বৃষ্টিজলে যেমন বীরণ তৃণ বর্দ্ধিত হয়, তেমন তাহার শোক সমূহ প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এ জগতে যেই ব্যক্তি দুস্ত্যজ্য হীন তৃষ্ণাকে একান্তই অভিভূত করে. সেই ব্যক্তির 'পদ্মপত্র হইতে জলবিন্দু পতনবৎ' শোক সমূহ পড়িয়া

---

* সি—চেতং, † —বে।

যায়। সেই কারণে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি— যাহারা এখানে সমাগত হইয়াছ, তাহারা শান্ত হও বা তৃষ্ণার দরুণ বিনাশ প্রাপ্ত হইওনা। যেমন উশীর (বীণামূল) প্রার্থী কুদালদ্বারা বীরণ তৃণকে খনন করে, তেমন অর্হৎমার্গরূপ জ্ঞানকুদালদ্বারা অবিদ্যাদি ক্লেশ গহনকে খনন বা ছেদন কর। নদীতীরে জাত নলবনকে নদীস্রোত যেমন ভাঙ্গিয়া ফেলে, তেমন মার তোমাদিগকে পুনঃপুন ভগ্ন না করুক। সেই কারণে বুদ্ধবচন যথা নিয়মে সম্পাদন কর। যে বুদ্ধবচন রক্ষা করে না, সে সমস্ত সুক্ষণ অতিক্রম করে। কিন্তু তোমরা অতিক্রম করিও না। যাহারা সুক্ষণকে অতিক্রম করে, তাহারা নিরয়ে পতিত হইয়া নিশ্চয়ই শোক করিয়া থাকে। প্রমাদ রজঃ সদৃশ, কেহ কেহ প্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়া এই রজঃ উৎপাদন করিয়া থাকে, অপ্রমাদ ও মার্গফলবিদ্যাদ্বারা নিজের হৃদয়াশ্রিত কামরাগাদিশল্য সমূহকে উৎপাটন করিবে। ৫

অপর সপ্পদাস স্থবির। ২১৫

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গোতম বুদ্ধের সময় কপিলপুরে শুদ্ধোদন মহারাজের পুরোহিত পুত্ররূপে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে ভগবানের জ্ঞাতি সমাগমে প্রব্রজিত হইলেন, কিন্তু ক্লেশ পরাজয় করিয়া চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সংবেগ উৎপাদন করিলেন। ভগবান তাঁহার মনোনিবেশ বাড়াইয়া দেন। উহাতেই তিনি অর্হত্ব ফল লাভ করিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন।

০১৫। পণ্ণবীসতি বস্সানি য়তো পব্বজিতো অহং,
অচ্ছরা সঙ্ঘাতমত্তম্পি চেতো সন্তিং অনজ্ঝগং।
অলদ্ধা চিত্তস্সেকগ্গং কামরাগেন অদ্দিতো,
বাহা পগ্গযহ কন্দন্তো বিহারাম্হুপনিক্খমিং।

সত্থং বা আহরিস্সামি, কো অত্থো জীবিতেন মে,
কথং হি সিক্খং পচ্চক্খং কালং কুব্বেথ মাদিসো।

তদাহং খুরমাদায় মঞ্চকম্হি উপাবিসিং,
পরিনীতো খুরো আসি ধমনিং ছেত্তুমত্তনো।

ততো মে মনসিকারো য়োনিসো উদপজ্জথ,
আদীনবো পাতুরহু, নিব্বিদা সমতিট্ঠথ।

ততো চিত্তং বিমুচ্চি মে, পস্স ধম্মসুধম্মতং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতং বুদ্ধস্স সাসন'ন্তি। ৬

সপ্পদাসো থেরো।

পঁচিশ বৎসর হইল আমি প্রব্রজিত হইয়াছি, এযাবৎ আঙ্গুলের তুরী-প্রহারকালও চিত্তে শান্তি পাই নাই। কারণ কামজ্বালার বিদগ্ধ হইয়া চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে পারি নাই। 'এতকাল কামপঙ্কে নিমগ্ন থাকা কতই অন্যায় ভাবিয়া, উভয় হস্তে বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিহার হইতে বাহির হইলাম। হয় প্রপাতে পড়িব, নচেৎ গলায় দড়িদিয়া মরিব, আমার বাঁচিয়া থাকা ফল কি? কি প্রকারে চীবর ত্যাগ করিয়া মৃত্যু সমতুল দুঃখ আমার ন্যায় ব্যক্তি ভোগ করিবে! তখনই খুর লইয়া প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক বিছানায় বসিয়া পড়ি এবং কণ্ঠনালির স্নায়ু ছেদনকল্পে গ্রীবায় যখন খুর বসাইয়া দিলাম, তখন ভাবিলাম— আমার শীল পরিশুদ্ধ আছে কি? শীলের বিশুদ্ধতা হেতু প্রীতিবশে আমার চিত্তের একাগ্রতা উৎপন্ন হইল, বিবিধ দোষ প্রাদুর্ভূত হইল ও নির্ব্বাণজ্ঞান বিকশিত হইল। তৎপর আমার চিত্ত বিমুক্ত হইল। নির্ব্বাণপ্রদ ধর্ম্মের প্রভাব দর্শন কর—আমি ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইলাম ও বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য্য হইলাম। ৬

কাতিয়ান স্থবির। ২১৬

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে কোশিয় গোত্র ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জাত হন। মাতৃগোত্র কাতিয়ান বিধায় কাতিয়ান নামে পরিচিত। ইনি সামঞ্ঞকানি স্থবিরের গৃহীবন্ধু। স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হইয়া শ্রমণধর্ম্ম পালন করেন। রাত্রিতে নিদ্রা দূর করিবার জন্য চংক্রমণ করিতেন। তিনি চংক্রমণ করিতে করিতে নিদ্রাবেগে হঠাৎ পড়িয়া ভূমিতে শয়ন করেন। ভগবান তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক আকাশে দাঁড়াইয়া সংজ্ঞা প্রদান করেন। তিনি বুদ্ধকে দেখিয়া জাগ্রত হইলেন ও সংবেগ প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর ভগবান তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশপ্রসঙ্গে গাথা ভাষণ করিলেন। ধর্ম্ম শ্রবণান্তে তিনি অর্হত্বফল প্রাপ্ত হন ও সেই গাথার পুনরাবৃত্তি করেন।

২১৬। * উট্ঠেহি নিসীদ কাতিয়ান, মা নিদ্দাবহুলো অহু জাগরস্সু,
মা তং অলসং পমত্তবন্ধু কূটেনেব জিনাতু মচ্চুরাজা।

† সেয়্যথাপি মহাসমুদ্দবেগো, এবং জাতি জরাতিবত্ততে তং,
সো করোহি সুদীপমত্তনো ত্বং, ন হি তাণং তব বিজ্জতেব অঞ্ঞং।

সত্থা হি বিজেসি মগ্গমেতং সঙ্গা-জাতি-জরাভয়া অতীতং,
পুব্বাপররত্তমপ্পমত্তো অনুযুঞ্জস্সু দল্হং করোহি য়োগং।

পুরিমানি পমুঞ্চ বন্ধনানি সঙ্ঘাটীখুরমুণ্ডভিক্খভোজী,
মা খিড্ডারতিঞ্চ নিদ্দং অনুযুঞ্জিত্থ কাতিয়ান।

---

* সি— উট্ঠাহি, † সী— সয়থাপি।

ঝায়াহি জিনাহি কাতিয়ান, য়োগক্খেমপথেসু কোবিদোসি,
পপ্পুয্য অনুত্তরং বিসুদ্ধিং পরিনিব্বাহিসি বারিনাব জোতি।
পজ্জোতিকরো পরিত্তরংসো বাতেন বিনম্যতে লতা'ব,
এবম্পি তুবং অনাদিয়ানো মারং ইন্দসগোত্ত নিদ্ধুনাহি;
সো বেদয়িতাসু বীতরাগো কালং কঙ্খ ইধেব সীতিভূতো'তি।

কাতিয়ানো থেরো। ৭

হে কাতিয়ান, উত্থিত হও; পদ্মাসনে বস, নিদ্রাবহুল হইও না; জাগ্রত হও। 'শিকারীর মৃগ-পক্ষী পরাজয়ের ন্যায়' প্রমত্তবন্ধু মৃত্যুরাজ তোমার ন্যায় অলসকে পরাজয় না করুক। সেমন মহাসমুদ্রের ঊর্ম্মি-বেগ পুরুষকে অভিভূত করে, তেমন জন্ম-জরা-আলস্য তোমাকে অভিভূত করিবে। কাতিয়ান, তুমি নিজকে অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত কর, সেই অর্হত্ব ফল ব্যতীত ত্রাণ লাভের আর অন্য উপায় নাই। শাস্তা পঞ্চবিধসঙ্গ ও জন্ম-জরা-ভয় অতীত করিয়াছেন অর্থাৎ আর্য্যমার্গ বলে পরাজিত করিয়াছেন। 'ভগবানের নিকট শ্রাবকদের তাহাই গ্রহণীয়, উহা প্রত্যাখ্যান করিও না।' পূর্ব্বযামে ও পশ্চিম যামে যোগসাধনে দৃঢ়তা উৎপাদন কর। কাতিয়ান, তুমি সঙ্ঘাটি পরিধান করিয়াছ, খুরেরদ্বারা মস্তক মুণ্ডন করিয়াছ ও ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করিতেছ, সুতরাং পূর্ব্বের গৃহীকালের কামবন্ধন খুলিয়া দাও। ক্রীড়া-রতি-নিদ্রায় অনুরক্ত হইও না। কাতিয়ান, ধ্যানকর, তৃষ্ণাকে পরাজয় কর, নির্ব্বাণের পথস্বরূপ বোধিপক্ষীয় ধর্ম্মে সুদক্ষ হও। জলদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপনের ন্যায় অনুত্তর বিশুদ্ধিদায়ক অর্হৎফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হও। যেমন বর্ত্তিকার দোষে প্রদীপের জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ হয়, সামান্য লতাও বায়ুবেগে বিধ্বংশ হয়, তেমন তুমি ইন্দ্রগোত্র সদৃশ মারের বশীভূত না হইয়া তাহাকে ধ্বংশ কর। তুমি এই প্রকারে সেই মারকে বিধ্বস্ত কর, সমস্ত বেদনা সমূহে বীতরাগ হইয়া এই জন্মে তৃষ্ণাজ্বালা উপশম পূর্ব্বক নির্ব্বাণের জন্য অপেক্ষা কর। ৭

মিগজাল স্থবির। ২১৭

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে মহাউপাসিকা বিশাখার পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। তিনি প্রত্যহ বিহারে গমন করিয়া বুদ্ধের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিতেন। পরে প্রব্রজিত হইয়া বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্ব ফল লাভ করেন ও নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন।

২১৭। সুদেসিতো চক্খুমতা বুদ্ধেনাদিচ্চবন্ধুনা,
সব্বসংয়োজনাতীতো সব্ববট্টবিনাসনো।
নীয়্যানিকো উত্তরণো তণ্হামূল বিসোসনো,
বিসমূলং আঘাতনং ছেত্বা পাপেতি নিব্বুতিং।
অঞ্ঞাণমূলভেদায় কম্মযন্তবিঘাটনো,
বিঞ্ঞাণানং পরিগ্গহে ঞাণবজিরনিপাতনো।
বেদনানং বিঞ্ঞাপনো উপাদানপ্পমোচনো,
ভবং অঙ্গারকাসুং'ব ঞাণেন * অনুপস্সকো।
মহারসো সুগম্ভীরো জরা-মচ্চু নিবারণো,
অরিয়ো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো দুক্খূপসমনো সিবো।
কম্মং কম্মন্তি ঞত্বান বিপাকঞ্চ বিপাকতো,
পটিচ্চুপ্পন্নধম্মানং যথা বা লোকদস্সনো;
মহাখেমঙ্গমো সন্তো পরিয়োসানভদ্দকো'তি। ৮

মিগজালো থেরো।

* সি— অনুপস্সনো।

পঞ্চচক্ষু সম্পন্ন, আদিত্যবন্ধু বুদ্ধকর্ত্তৃক কামরাগাদি সমস্ত অতীত সংযোজন, কর্ম্ম-ক্লেশ-বিপাকবর্ত্ত বিনাশশীল, সংসার চক্র হইতে উদ্ধার-কারী, সংসার স্রোত হইতে উত্তীর্ণকারী, সর্ব্বতৃষ্ণার মূলভূত অবিদ্যা-শোষণকারী ধর্ম্ম সুদেশিত হইয়াছে এবং সেই ধর্ম্ম বিষমূল বা দুঃখের কারণভূত কর্ম্ম-কর্ম্মক্লেশকে সমুচ্ছেদ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। অজ্ঞান-মূল ভেদনার্থ কামযন্ত্র বা দেহযন্ত্রের বিধ্বংশনশীল ও চরম প্রতিসন্ধি গ্রহণে জ্ঞানরূপ বজ্রদ্বারা নিপাতনশীল ধর্ম্ম দেশিত হইয়াছে। বেদনা সমূ-হের প্রকাশক কাম উপাদানাদিদ্বারা চিত্ত প্রবাহের বিমোচনকারী, কামভবাদি প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারগর্ত্তের ন্যায় মার্গজ্ঞানদ্বারা দর্শনকারী, শান্ত-প্রণীত হেতু মহারসযুক্ত, সুগম্ভীর, জরামৃত্যু নিবারণকারী ও নানাদুঃখ উপশমকারী, নিরাপদ আর্য্যাষ্টাঙ্গিকমার্গ সুদেশিত হইয়াছে। 'পটিচ্চসমুপ্পন্ন' হেত্বোৎ-পত্তি ধর্ম্ম সমূহে কর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়া ও বিপাককে বিপাক বলিয়া জানিয়া যথাভূত লোকোত্তর জ্ঞানালোকের দর্শনভূত, উপদ্রবহীন, শান্ত, অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণলাভের হেতুভূত ভদ্রধর্ম্ম চক্ষুষ্মান বুদ্ধদ্বারা দেশিত হইয়াছে। ৮

জেন্ত স্থবির। ২১৮

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে কোশলরাজার পুরোহিত পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে জাতি-ভোগ-ঐশ্বর্য্যমদমত্ত হইয়া গুরুস্থানীয় লোককে সম্মান করিতেন না, সর্ব্বদা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া বিচরণ করিতেন। তিনি একদিবস শাস্তাকে মহাসভায় ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ভাবিলেন যে—"যদি শ্রমণ গৌতম প্রথমে আমার সহিত আলাপ না করেন, আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিব না।" ইহা মনে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন দেখিলেন যে ভগবান প্রথমে তাহার সহিত আলাপ

করিতেছেন না, তখন মানভরে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে ভগবান গাথা ভাষণ করিলেন।

হে ব্রাহ্মণ, মান করা ভাল নহে; হে ব্রাহ্মণ, এজগতে কাহারো কাহারো মান আছে। তুমি যেই উদ্দেশ্যে আসিয়াছ, তাহাই আমাকে বর্ণনা কর।

গাথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিল— "শ্রমণ গৌতম আমার চিত্তাবস্থা অবগত হইয়াছেন।" তখন তিনি ভগবানের চরণে পতিত হইয়া অতিশয় গৌরব প্রদর্শন করিলেন। ভগবান জিজ্ঞাসিলেন—

কাহার প্রতি মান করিবেনা? কাহার প্রতি গৌরবশীল হইবে? কাহাকে সম্মান করা উচিত? কাহাকে পূজা করা উত্তম?

ভগবান আবার সেই প্রশ্নের উত্তর নিজেই প্রদান করিলেন।

মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও আচার্য্য এই চারিজনের প্রতি মান করিবে না। তাঁহাদিগকে গৌরব ও সম্মান করিবে। তাঁহাদিগকে পূজা করাই উত্তম। অর্হতের প্রতি সম্পূর্ণরূপে মান ধ্বংশ করিয়া বিনীত চিত্তে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবে।

ভগবান প্রশ্নোত্তর প্রদানের পর তাহাকে ধর্মোপদেশ দিলেন। তিনি ধর্ম্মশ্রবণান্তে স্রোতাপন্ন হইয়া প্রব্রজিত হইলেন। পরে অর্হত্ব ফল লাভ করিয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

২১৮। জাতিমদেন মত্তোহং ভোগ-ইস্সরিয়েন চ,
সণ্ঠানবণ্ণরূপেন মদমত্তো অচারিহং।

নাত্তনো সমকং কঞ্চি অতিরেকঞ্চ মঞ্ঞিসং,
অতিমানহতো বালো পত্থদ্ধো উস্সিতদ্ধজো।

মাতরং পিতরং বাপি অঞ্ঞে চ গরুসম্মতে,
ন কঞ্চি অভিবাদেসিং মানথদ্ধো অনাদরো।

দিস্বা বিনায়কং অগ্গং সারথীনং বরুত্তমং,
তপন্তমিব আদিচ্চং ভিক্খুসঙ্ঘপুরক্খতং।
মানং মদং চ ছড্ডেত্বা বিপ্পসন্নেন চেতসা,
সিরসা অভিবাদেসিং সব্বসত্তানমুত্তমং।

অতিমানো চ ওমানো পহীনা সুসমূহতা,
অস্মিমানো সমুচ্ছিন্নো, সব্বে মানবিধা হতা'তি। ৯

জেন্তো পুরোহিতপুত্তো থেরো।

আমি জাত্যভিমানে ও ভোগৈশ্বর্য্য প্রভাবে মত্ত হইয়াছিলাম। আমি শরীরের গঠনে, বর্ণে, আরোগ্য সম্পদে মত্ততাচরণ করিয়াছিলাম। নিজের সমান বা নিজের চেয়ে অতিরিক্ত গুণশালী কাহাকেও মনে করি নাই। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অতিমানদ্বারা কুশলাচার বিহত করিয়াছি। অতিশয় গর্ব্বভরে 'উড্ডীয়মান ধ্বজার ন্যায় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। এমন কি মাতা-পিতা ও গুরুসম্মত ব্যক্তিদিগকে মানগর্ব্বিত হইয়া অনাদর প্রযুক্ত কাহাকেও নমস্কার করি নাই। এমন সময় বিনায়কশ্রেষ্ঠ, সারথী সমূহের অতিশ্রেষ্ঠ, 'আদিত্যের ন্যায় আলোক প্রদানকারী' ভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিবেষ্টিত সর্ব্বসত্ত্বো-ত্তম বুদ্ধকে মানমদ পরিত্যাগ করিয়া অবনত শিরে বন্দনা করি। আমার অতিমান ও অবজ্ঞাভাব সম্যকরূপে বিনষ্ট হইল। অহঙ্কার সমুচ্ছিন্ন হইল ও সমস্ত মান-বিধি বিহত হইল। ৯

সুমন স্থবির। ২১৯

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শিখী ভগবানের সময় এক কুলগৃহে জাত হন। একদিবস ভগবানকে সুমন পুষ্পে পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় এক উপাসকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই উপাসক অনুরুদ্ধ স্থবিরের সেবক। উপাসকের পূর্ব্বজাত পুত্রগুলির মৃত্যু

হইয়াছিল। তাই সে মানত করিল— "যদি আমি একটি পুত্র লাভ করি, আর্য্য অনুরুদ্ধ স্থবিরের নিকটে প্রব্রজ্যা প্রদান করিব। "পরে তাঁহার এক পুত্ররত্ন লাভ হয়। তাঁহার নাম রাখিলেন—সুমন। সেই সুমন ক্রমে সপ্তবর্ষে পদার্পণ করিল। উপাসক পুত্রকে স্থবিরের নিকটে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। তিনি পারমীপূর্ণ বিধায় অচিরেই অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন। সর্ব্বদা তিনি স্থবিরের পরিচর্য্যা করিতেন। একদা সুমন জল আহরণার্থ ঋদ্ধিবলে ঘট লইয়া অনবতপ্ত হ্রদে আগমন করিলেন। তথায় এক মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন নাগরাজ ঋদ্ধিবলে অনবতপ্তহ্রদকে সাত বার বেষ্টন করিয়া ও হ্রদের উপরিভাগে বৃহৎ ফণা বিস্তার করিয়া সুমন শ্রামণেরকে জল গ্রহণের অবকাশ দিলেন না। সুমন গরুড়রূপ ধারণ করিয়া নাগরাজকে পরাস্ত করেন এবং জল লইয়া আকাশপথে আসিতে লাগিলেন। তখন ভগবান জেতবনে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তৎপর সারীপুত্র স্থবিরকে ডাকিয়া বলিলেন— 'সারীপুত্র, শ্রামণের সুমনকে দেখ।' ভগবান চারিটি গাথাদ্বারা তাঁহার গুণ বর্ণনা করিলেন। তৎপর সুমন স্থবির অর্হত্বফল প্রকাশ করিয়া গাথা ভাষণ করেন। (এইখানে প্রথম দুই গাথা সুমন স্থবির ভাষণ করেন, অপর চারিটি গাথা ভগবান ভাষণ করিয়াছেন) পরে সমস্ত গাথা একত্র করিয়া সুমন স্থবির পুনরাবৃত্তি করেন।

২১৯। যদা নবো পব্বজিতো জাতিয়া সত্তবস্সিকো,
ইদ্ধিয়া অভিভোত্বান পন্নগিন্দং মহিদ্ধিকং।

উপজ্ঝায়স্স উদকং অনোতত্তা মহাসরা,
আহরামি ততো দিস্বা মং সত্থা এতদব্রবী।

সারিপুত্ত ইমং পস্স আগচ্ছন্তং কুমারকং,
উদকুম্ভকমাদায় অজ্ঝত্তং সুসমাহিতং।

পাসাদিকেন বত্তেন কল্যাণইরিয়াপথো,
সামণেরো'নুরুদ্ধস্স ইদ্ধিয়া চ বিসারদো।

য়দা নবো পব্বজিতো জাতিয়া সত্তবস্সিকো,
ইদ্ধিয়া অভিভোত্বান পন্নগিন্দং মহিদ্ধিকং।

আজানীয়েন আজঞ্ঞো সাধুনা সাধুকারিতো,
বিনীতো অনুরুদ্ধেন কতকিচ্চেন সিক্খিতো।

সো পত্বা পরমং সন্তিং সচ্ছিকত্বা অকুপ্পতং,
সামণেরো স সুমনো মা মং জঞ্ঞাতি ইচ্ছতী'তি। ১০

সুমনো থেরো।

আমি যখন সপ্তমবর্ষীয় নূতন শ্রামণের তখন মহাঋদ্ধিশালী নাগরাজকে ঋদ্ধিদ্বারা পরাভূত করিয়া অনবতপ্ত মহাসরঃ হইতে উপাধ্যায়ের জন্য জল আনিতেছি, এমন সময় শাস্তা আমাকে দেখিয়া বলিলেন যে— সারীপুত্র, অর্হৎফলে সুসমাহিত এই কুমারকে জলের ঘট লইয়া আসিতে দেখ। সে অনুরুদ্ধ স্থবিরের শ্রামণের, সুখাবহশীলব্রতদ্বারা পরিপূর্ণ, কল্যাণ গমনাগমন সম্পন্ন, ঋদ্ধিতে বিশারদ। সপ্তমবর্ষীয় নূতন শ্রামণের মহাঋদ্ধিশালী নাগরাজকে ঋদ্ধিদ্বারা পরাভূত করিয়াছে, কাজেই ভিক্ষুনাগ অনুরুদ্ধদ্বারা শ্রামণের নাগ ও সাধু অনুরুদ্ধদ্বারা শ্রামণের সাধু গঠিত হইয়াছে। এই সুমন অনুরুদ্ধদ্বারা শ্রেষ্ঠ বিদ্যায় বিনীত ও অর্হৎ ফলে সুশিক্ষিত হইয়াছে। সেই পরমশান্তিভূত অর্হত্বফল প্রাপ্ত শ্রামণের সুমন এইরূপ ইচ্ছা করিতেছে যে—আমাকে কেহ অর্হৎ বলিয়া অবগত না হউক। ১০.

নহাতক মুনি স্থবির। ২২০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে শিল্পবিদ্যায় বিশারদ হয়েন। স্নাতকলক্ষণযোগে জন্ম বিধায় নহাতক বা স্নাতক নামে পরিচিত। তিনি তাপস

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া রাজগৃহ হইতে তিনযোজন দূরে এক অরণ্যে বাস করিতেন। তিনি 'নিবার' ভক্ষণ করিতেন ও অগ্নি পরিচর্য্যা করিতেন। ভগবান "ঘটে প্রদীপের ন্যায়" তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে অর্হৎ ফলের হেতু প্রজ্জলিত হইতেছে দেখিয়া আশ্রমে গমন করিলেন। তিনি বুদ্ধদর্শনে হৃষ্ট-তুষ্ট হইয়া নিজের জন্য সম্পাদিত আহার দান করেন। ভগবান তাহা ভোজন করেন। এইরূপে তিনদিন দান করিয়া চতুর্থ দিবসে বলিলেন—"ভগবন, আপনার দেহ সুকোমল, কি প্রকারে এই আহারে যাপন করিতেছেন?" ভগবান তাহাকে 'আর্য্যসন্তোষগুণ' প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। তাপস ধর্ম্ম শ্রবণে স্রোতাপন্ন হইলেন। পরে প্রব্রজিত হইয়া অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইলেন। ভগবান তাঁহাকে অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি তথায় বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। ভগবান তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবির প্রত্যুত্তর প্রসঙ্গে এই গাথা প্রকাশ করিলেন।

২২০। বাতরোগাভিনীতো ত্বং বিহরং কাননে বনে,
পবিদ্ধগোচরে লূখে কথং ভিক্খু করিস্সসি?
পীতিসুখেন বিপুলেন ফরিত্বান সমুস্সয়ং,
লূখম্পি অভিসম্ভোন্তো বিহরিস্সামি কাননে।
ভাবেন্তো সত্তবোজ্ঝঙ্গে ইন্দ্রিয়ানি বলানি চ,
ঝানসোখুম্মসম্পন্নো বিহরিস্সং অনাসবো।
বিপ্পমুত্তং কিলেসেহি সুদ্ধচিত্তং অনাবিলং,
অভিণ্হং পচ্চবেক্খন্তো বিহরিস্সং অনাসবো।
অজ্ঝত্তং চ বহিদ্ধা চ য়ে মে বিজ্জিংসু আসবা,
সব্বে অসেসা উচ্ছিন্না ন চ উপ্পজ্জরে পুন।

পঞ্চক্খন্ধা পরিঞ্ঞাতা তিট্‌ঠন্তি ছিন্নমূলকা,
দুক্খক্খয়ো অনুপ্পত্তো, নত্থিদানি পুনব্ভবো'তি। ১১
নহাতকমুনি থেরো।

হে ভিক্ষু, তুমি বাতরোগাক্রান্ত হইয়া রোগের উপযুক্ত ভৈষজ্যাদির অভাবে এই মহাঅরণ্যের অসমতল ভূমিতে কি প্রকারে বাস করিবে? আমি বিপুল প্রীতিসুখে শরীরকে ব্যাপ্ত বা পূর্ণ করিয়া দুঃখে জীবন যাপন সহ্য করত কাননে বাস করিব। আমি সপ্তবোধ্যঙ্গ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল প্রভৃতি ভাবনা করিয়া অষ্টসমাপত্তি সম্পন্ন অনাসব হইয়া বাস করিব। আমি সমস্ত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়াছি, আমার চিত্ত শুদ্ধ ও অনাবিল। নিত্য জ্ঞানচক্ষে দর্শন পূর্ব্বক অনাসবাবস্থায় বাস করিব। দেহের ভিতরে-বাহিরে আমার যে সমস্ত আসব বিদ্যমান ছিল, সমস্ত নিঃশেষভাবে উচ্ছিন্ন হইয়াছে, পুনরায় এই আসব আর উৎপন্ন হইবে না। পঞ্চস্কন্ধের পরিমাণ সম্বন্ধে আমি পরিজ্ঞাত হইয়াছি। আমার সমুদয় দুঃখসত্যের মূল ছিন্ন হইয়াছে ও দুঃখ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, এখন পুনর্ভবে জন্ম গ্রহণের হেতু আর নাই। ১১

ব্রহ্মদত্ত স্থবির। ২২১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে কোশল রাজার পুত্ররূপে জাত হন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে জেতবনে বুদ্ধ-প্রভাব দেখিয়া প্রব্রজিত হইলেন। পরে প্রতিসম্ভিদা সহিত ষড়াভিজ্ঞ হন। একদা নগরে পিণ্ডাচরণ করিবার সময় জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া আক্রোশ করিয়াছিল। স্থবির তাহা শুনিয়া নীরবেই পিণ্ডাচরণ করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পুনরায় আক্রোশ করিতে লাগিল। স্থবির তথাপি পিণ্ডাচরণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিল—"পুনঃপুন

আক্রোশ করিলেও স্থবির কিছুই বলিলেন না।" তথাপি স্থবির তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

২২১। অক্কোধস্স কুতো কোধো দন্তস্স সমজীবিনো,
সম্মদঞ্ঞা বিমুত্তস্স উপসন্তস্স তাদিনো।

তস্সেব তেন পাপিয়ো য়ো কুদ্ধং পটিকুজ্ঝতি,
কুদ্ধং অপ্পটিকুজ্ঝন্তো সঙ্গামং জেতি দুজ্জয়ং।

উভিন্নমত্থং চরতি অত্তনো চ পরস্স চ,
পরং সঙ্কুপিতং ঞত্বা য়ো সতো উপসম্মতি।

উভিন্নং তিকিচ্ছন্তং তং অত্তনো চ পরস্স চ,
জনা মঞ্ঞন্তি বালোতি য়ে ধম্মস্স অকোবিদা।

উপ্পজ্জে তে সচে কোধো, আবজ্জ ককচূপমং,
উপ্পজ্জে চে রসে তণ্হা, পুত্তমংসূপমং সর।

সচে ধাবতি চিত্তং তে কামেসু চ ভবেসু চ,
খিপ্পং নিগ্গণ্হ সতিয়া কিট্ঠাদং বিয় দুপ্পসুস্তি। ১২

ব্রহ্মদত্তো থেরো।

যিনি ক্রোধহীন, দান্ত, সমজীবী, সম্যক্‌রূপে জানিয়া বিমুক্ত, উপশান্ত তাদৃশ মহাপুরুষের ক্রোধ কোথায়? যে নিজের উপর ক্রুদ্ধব্যক্তিকে প্রতি-ক্রোধ করে, তদ্দ্বারা তাহার পাপ বা নিরয়াদি দুঃখ উৎপন্ন হয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির উপর ক্রোধ প্রকাশ না করিলে, সে দুর্জ্জয় ক্লেশসংগ্রামকে পরা-জিত করে। যে অপরকে সংকুপিত বলিয়া জানিয়া তাহাকে মৈত্রীবলে উপশম বা ক্ষমা করে, সে নিজের ও পরের এবং ইহ-পর উভয় লোকের অর্থ-হিত আচরণ করে। যাহারা আর্য্যধর্ম্মে অপটু, তাহারা আত্মপর উভয় ব্যক্তির ক্রোধ-ব্যাধির চিকিৎসককে মূর্খ বলিয়া মনে করে। যদি তোমার

ক্রোধ উৎপন্ন হয়, 'ক্রকচোপম' সূত্র স্মরণ কর। যদি তোমার রসের প্রতি (তৃষ্ণার প্রতি) অভিলাষ জন্মে 'পুত্রমাংসোপম'সূত্র স্মরণ কর। তথাপি যদি তোমার চিত্ত পঞ্চকামসেবনের প্রতি ধাবিত হয়, 'শস্যখাদক দুষ্ট গরুকে স্তম্ভে বাঁধিয়া যেমন সুবাধ্য করে,' তেমন স্মৃতি যোক্ত্রদ্বারা সমাধি-স্তম্ভে চিত্তরূপ গরুকে বাঁধিয়া শীঘ্র নিগ্রহ বা দমন কর। ১২

সিরিমণ্ড স্থবির। ২২২

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় সুংসুমারগিরে ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। যখন ভগবান ভেসকলাবনে বাস করেন, তখন শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম শ্রবণ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করেন। একদা উপোসথ দিনে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে তথায় উপবিষ্ট হন। নিদান উদ্দেশের শেষ ভাগে "পাপ প্রকাশ করিলেই তাহার পক্ষে নিরাপদ, যে পাপ করিয়া প্রকাশ না করে, সে আরও পাপ করিয়া থাকে, সেই কারণে তাহার পক্ষে নিরাপদ হয় না।" তিনি এই অর্থ ভাবিতে ভাবিতে "অহো, বুদ্ধের শাসন অতি পবিত্র." এই বলিয়া আনন্দিত হইলেন। সেই আনন্দ বিলোড়ন করিয়া বিদর্শন-ভাবনাবলে অর্হত্ত্ব ফল লাভ করিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

২২২। ছন্নমতিবস্সতি বিবটং নাতিবস্সতি,
তস্মা ছন্নং বিবরেথ এবন্তং নাতিবস্সতি।

মচ্চুনাব্ভাহতো লোকো জরায় পরিবারিতো,
তণ্হাসল্লেন ওতিণ্ণো ইচ্ছা ধূপায়িতো সদা।

মচ্চুনাব্ভাহতো লোকো, পরিক্খিত্তো জরায় চ,
তণ্হাসল্লেন ওতিণ্ণো, ইচ্ছাধূপায়িতো সদা।
মচ্চুনাব্ভাহতো লোকো, পরিক্খিত্তো জরায় চ,
হঞ্ঞতি নিচ্চমত্তাণো পত্তদণ্ডো'ব তক্করো।
আগচ্ছন্তগ্গিখন্ধা'ব মচ্চু-ব্যাধি-জরা তয়ো,
পচ্চুগন্তুং বলং নত্থি জবো নত্থি পলায়িতুং।
অমোঘং দিবসং কয়িরা অপ্পেন বহুকেন বা,
য়ং য়ং বিহরতে রত্তিং তদূনং তস্স জীবিতং।
চরতো তিট্ঠতো বাপি আসীন-সয়নস্স বা,
উপেতি চরিমা রত্তি, ন তে কালো পমজ্জিতুন্তি। ১৩
সিরিমণ্ডো থেরো।

অপ্রকাশিত দুশ্চরিত পাপবর্ষণে ও ক্লেশবর্ষণে অতিশয় বর্ষিত হয়। প্রকাশিত পাপ বর্ষণ করে না। সেই কারণে গুপ্ত পাপ থাকিলে বিবৃত কর, এইরূপ হইলে সেই পাপ আর বর্ষণ করিবে না বা বাড়িবে না। লোক (পঞ্চস্কন্ধ) সর্ব্বদা মৃত্যুদ্বারা অভিহত হয়, জরাদ্বারা বেষ্টিত হয়, তৃষ্ণারূপ শল্য হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করে, লোক ইচ্ছাদ্বারা সর্ব্বদা পরিদাহ প্রাপ্ত হয়। লোক মৃত্যুদ্বারা অভিহত হয় ও জরাদ্বারা পরিক্ষিপ্ত হয়। তস্কর যেমন রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া হত হয়, তেমন জরা-মরণ অশরণভূত পঞ্চস্কন্ধকে নিত্য হত্যা করে। অগ্নিস্কন্ধের ন্যায় সবেগে মৃত্যু-ব্যাধি-জরা এই তিনটি আগমন করিতেছে। প্রত্যুদগমন করিতে বল বা উৎসাহ নাই। পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিতে জঙ্ঘাবল নাই। অল্পক্ষণ বা গো-দোহন পরিমাণকাল অথবা অহোরাত্রি বিদর্শন ভাবনাবলে দিনটা অমোঘ বা সফল করিবে। কারণ যেই যেই রাত্রি অতিক্রমিত হইতেছে, সেই সেই রাত্রি তাহার জীবন বা পরমায়ু কমিয়া যাইতেছে। গমনে, দাঁড়ানে, ভোজনে ও শয়নে চরমা রাত্রি বা মৃত্যুকাল (চরমচিত্ত) উপস্থিত হইতেছে। সেই কারণে তোমার প্রমাদিত হওয়ার সময় নহে। ১৩

সব্বকামি স্থবির। ২২৩

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের শাসনে একজন স্থবির উৎপন্ন দোষ বিচার করিয়া সুমীমাংসা করিলেন দেখিয়া প্রার্থনা করিলেন— "আমিও যেন ভবিষ্যৎ বুদ্ধের শাসনে উৎপন্ন দোষ মীমাংসা করিতে সমর্থবান হই।" এই প্রার্থনা করিয়া বহু পুণ্যকর্ম্ম করিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বে বৈশালীতে ক্ষত্রিয়-কুলে জন্ম 'গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে জ্ঞাতিগণের অনুরোধে বিবাহ করেন। কিছুদিন পরে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া আনন্দ স্থবিরের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রমণধর্ম্ম পালন করেন। একদা উপাধ্যায়ের সহিত বৈশালীতে গমনকালীন জ্ঞাতিগৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার ভার্য্যা স্বামী বিয়োগ দুঃখে অতিশয় কৃশ ও দুর্ব্বর্ণ হইয়াছিল। একখানি ক্লিষ্ট-বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহাকে বন্দনা পূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া স্থবি-রের করুণা পূর্ব্বগামী মৈত্রী-ভাব জাগ্রত হইল। অসংযতভাবে চিন্তার দরুণ সহসা তাঁহার ক্লেশ উৎপন্ন হইল। সেই কারণে কশাহত অশ্বের ন্যায় সংবেগ উৎপন্ন হইল। পরে শ্মশানে গমন পূর্ব্বক অশুভ ভাবনায় নিবিষ্ট হইলেন। সেই ভাবনাবলেই অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর তাঁহার শ্বশুর বহু লোকজন সহিত অলঙ্কৃতা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া স্থবিরের চীবর ত্যাগ করাইতে বিহারে উপস্থিত হইল। স্থবির তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া কামভোগের প্রতি নিজের বীততৃষ্ণভাব প্রকাশ করত গাথা ভাষণ করিলেন। গাথা শ্রবণে শ্বশুর ভাবিল— "ইনি সর্ব্ববিষয়ে এখন নির্লিপ্ত, কামসেবায় প্রতারণা করা আর সম্ভব হইবে না।" এই ভাবিয়া চলিয়া গেল। স্থবির ১২০ বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু লাভ করেন। বৈশালীর বজ্জীপুত্রগণ বুদ্ধশাসনে দোষ উৎপন্ন করিলে তিনি উহা মীমাংসা করিয়া দ্বিতীয় সঙ্গীতির কার্য্য সম্পাদন করেন। ভবিষ্যতে ধর্ম্মাশোক রাজার সময়ে উৎপাদিত দোষ মীমাংসা করিবার জন্য তিষ্য মহাব্রাহ্মণকে আদেশ দিয়া পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

১২৩। দিপাদকোয়ং অসুচি দুগ্গন্ধো পরিহীরতি,
নানাকুণপপরিপূরো বিস্সবন্তো ততো ততো।
মিগং নিলীনং কূটেন বলিসেনেব অম্বুজং,
বানরং বিয় লেপেন বাধয়ন্তি পুথুজ্জনং।
রূপা সদ্দা রসা গন্ধা ফোট্ঠব্বা চ মনোরমা,
পঞ্চকামগুণা এতে ইত্থি রূপস্মিং দিস্সরে।
য়ে এতা উপসেবন্তি রত্তচিত্তা পুথুজ্জনা,
বড্ঢেন্তি কটসিং ঘোরং আচিণন্তি পুনব্ভবং।
য়ো চেতা পরিবজ্জেতি সপ্পস্সেব পদা সিরো,
সো'মং বিসত্তিকং লোকে সতো সমতিবত্ততি।
কামেস্বাদীনবং দিস্বা নেক্খম্মং দট্ঠু খেমতো,
নিস্সটো সব্বকামেহি পত্তো মে আসবক্খয়ো'তি। ১৪

সব্বকামি থেরো।

এই মানব দেহ অশুচি, দুর্গন্ধ, তাই পুষ্পাদির সুগন্ধদ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কেশাদি বিবিধ কুণপপূর্ণ, তাই পুষ্পগন্ধাদি অতিক্রম করিয়া নবদ্বারদিয়া থুথু-বিষ্ঠা-মূত্রাদি ও লোমকূপ দিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হয়। সে কারণে দেহকে সুগন্ধদ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। নেষাদ জাল-যন্ত্রাদিদ্বারা লুকায়িত মৃগকে, বড়শীদ্বারা মৎস্যকে ও নির্য্যাসদ্বারা বানরকে যেমন আবদ্ধ করে, তেমন অন্ধ-মূর্খজনকেও পঞ্চকামগুণে আবদ্ধ করিয়া থাকে। স্ত্রীরূপের মধ্যে রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-মনোরম স্পর্শ এই পঞ্চকামগুণ দেখা যায়। যেই সমস্ত আসক্তচিত্ত অন্ধ-মূর্খজন এই রূপাদি সেবন করে, তাহাদের ভীষণভাবে নিরয় বৃদ্ধি হইয়া যায়। তাহারা পুনঃপুন ভবতৃষ্ণাকে সঞ্চয় করিয়া থাকে। যে "নিজের পদদ্বারা সর্পশির ত্যাগের ন্যায়" এই স্ত্রী মায়া পরিত্যাগ করে, সে এই তৃষ্ণাযুক্ত লোককে স্মৃতিসহকারে অতিক্রম করে। আমি কামের

এইরূপ দোষ প্রত্যক্ষ করিয়া ও প্রব্রজ্যাকে (নৈষ্ক্রম্যকে) নিরাপদভাবে দর্শন করিয়া সমস্ত ত্রৈভূমিক ধর্ম্ম হইতে পৃথক হইয়াছি। আমার আসব ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৪

তস্সুদ্দানং

উরুবেলকস্সপো চ থেরো তিকিচ্ছকানি চ,
মহানাগো চ কুল্লো চ মালুঙ্ক্যোয় সপ্পদাসকো।
কাতিয়ানো চ মিগজালো জেন্তো সুমন সব্হয়ো,
মহাতমুনি ব্রহ্মদত্তো সিরিমণ্ডো সব্বকামিকো;
* গাথায়ো চতুরাসীতি থেরাচেত্থ চতুদ্দসা'তি।

* চৌদ্দজন স্থবির ৮৪টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

সত্তক নিপাতো

সুন্দর সমুদ্দ স্থবির। ২২৪

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক ধনাঢ্যশ্রেষ্ঠীর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল— সমুদ্দ। অতিশয় সুশ্রী বিধায় সুন্দর সমুদ্দ নামে পরিচিত। তাঁহার তরুণকালে ভগবান রাজগৃহে আসেন। তিনি বুদ্ধ-প্রভাব দেখিয়া প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা গ্রহণ করেন। পরে ধূতাঙ্গব্রত গ্রহণ করিয়া রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীতে গমন পূর্ব্বক কল্যাণ মিত্রের নিকট বিদর্শনভাবনা শিক্ষা করেন ও কর্ম্মস্থান ভাবনায় মনোযোগী হন। একদা রাজগৃহের উৎসব সময়ে অন্যান্য স্বামী-স্ত্রীগণ সুসজ্জিত হইয়া উৎসবক্রীড়ায় রত হয়। তখন তাঁহার মাতা পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এক গণিকা তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে। ভিক্ষুর মাতা সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। গণিকা বলিল— "আপনি চিন্তা করিবেন না, আমি এখনই তাহাকে আনিয়া দিতেছি।" ভাল, যদি তাহাই হয়, তোমাকেই তাহার স্ত্রী করিয়া এই কুলের অধিকারিণী করিব। তখন গণিকাকে বহুধন দিয়া পাঠাইয়া দিল। সেই গণিকা বহুলোক সহিত শ্রাবস্তীতে আসিয়া স্থবিরের পিণ্ডাচরণ রাস্তায় একটি ঘরে বাস করিতে লাগিল এবং প্রত্যেক দিন শ্রদ্ধার সহিত পিণ্ডদান করিতে লাগিল। গণিকা সুসজ্জিতা বেশে সুবর্ণপাদুকায় চড়িয়া স্থবিরকে দেখা দিত। একদিন গৃহদ্বারের সম্মুখ দিয়া যখন স্থবির যাইতেছিলেন, তখন সে সুবর্ণপাদুকা ত্যাগ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখভাগে উপস্থিত হইল এবং নানা প্রকারে কাম-সেবনার্থ

আহ্বান করিতে লাগিল। স্থবির তাহা শুনিয়া ভাবিলেন— "পৃথগ্জনের চিত্তমাত্রেই চঞ্চল, এখন ধ্যানের প্রতি আমার উৎসাহিত হওয়া উচিত।" এই সঙ্কল্প করিয়া সেইস্থানে দাঁড়াইয়াই ভাবনায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক ষড়াভিজ্ঞ হইলেন ও গাথা ভাষণ করিলেন।

২২৪। অলঙ্কতা সুবসনা মালভারী বিভূসিতা,
অলত্তককতা পাদা পাদুকারুয্হ বেসিকা।

পাদুকা ওরুহিত্বান পুরতো পঞ্জলীকতা,
সা মং সণ্হেন মুদুনা মিহিতপুব্বং অভাসথ।

য়ুবাসি ত্বং পব্বজিতো, তিট্ঠাহি মম সাসনে,
ভুঞ্জ মানুসকে কামে, অহং বিত্তং দদামি তে।
সচ্চং তে পটিজানামি, অগ্গিং বা তে হরামহং,
য়দা জিণ্ণা ভবিস্সাম উভো দণ্ডপরায়ণা।

উভোপি পব্বজিস্সাম উভয়ত্থ কটগ্গহো,
তঞ্চ দিস্বান য়াচন্তিং বেসিকং পঞ্জলীকতং।

অলঙ্কতং সুবসনং মচ্চুপাসং'ব ওড্ডিতং,
ততো মে মনসীকারো য়োনিসো উদপজ্জথ।

আদীনবো পাতুরহু নিব্বিদা সমতিট্ঠথ,
ততো চিত্তং বিমুচ্চি মে, পস্স ধম্ম-সুধম্মতং;
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতং বুদ্ধস্স সাসনং'তি। ৮

সুন্দর সমুদ্দো থেরো।

বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, সুবসনা, পুষ্পমালাধারিণী, সুগন্ধ-বিলেপনে বিভূষিতা, অলক্তক চরণযুগলা, পাদুকায় অবস্থিত গণিকা পাদুকা হইতে

নামিয়া আমার সম্মুখে আসিল এবং জোড়হস্তে মধুরবাক্যে মৃদুহাস্তে বলিল—"তুমি অতি তরুণ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছ, আমার কথায় অবহিত হও, মনুষ্য-সেবনোপযোগী কাম পরিভোগ কর, আমি তোমাকে বিত্ত প্রদান করিব। সত্যই তোমাকে আমি প্রতিজ্ঞাপন করিতেছি, তুমি অগ্নি আনয়ন কর, আমি অগ্নিস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া বলিব। যখন উভয়ে জীর্ণ হইব, যষ্টির উপর ভার করিয়া চলিব, তখন উভয়ে প্রব্রজিত হইব। তাহা হইলে আমাদের ইহ-পর উভয়কাল জয়যুক্ত হইবে।" স্থবির বেশ্যাকে জোড়হস্তে যাচ্ঞা করিতে দেখিয়া—(অবশিষ্ট গাথার ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ১৯৮ নম্বরে দেখ) ১

লকুণ্টক ভদ্দিয় স্থবির। ২২৫

ইনি পদ্মুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে মহাভোগকুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে একদা শাস্তার নিকট ধর্ম্মশ্রবণ করিতেছিলেন, তখন শাস্তা এক ভিক্ষুকে মধুরভাষীদের শ্রেষ্ঠস্থানে নিয়োগ করিলেন। তিনিও সেই পদপ্রার্থী হইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন যে—"আমিও যেমন ভবিষ্যৎ বুদ্ধের শাসনে মধুরভাষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারি।" ভগবান বিনা অন্তরায়ে প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া, প্রস্থান করিলেন। তৎপর যাবজ্জীবন পুণ্যকার্য্যে অতিবাহিত করিয়া ফুস্সো বুদ্ধের সময় চিত্রপত্র কোকিল হইয়া জাত হয়। একদা কোকিল রাজোদ্যান হইতে মধুর আম্রফল চঞ্চুতে করিয়া নিতে ছিল, এমন সময় ভগবানকে দেখিতে পাইয়া তাহার আম্র দান দিবার চিত্ত উৎপন্ন হয়। ভগবান তাহার মনোভাব অবগত হইয়া পাত্রহস্তে বসিয়া রহিলেন। কোকিল দশবলের পাত্রে পক্কআম্র দান করিল। ভগবান তাহা ভক্ষণ করিলেন। কোকিল এই দানে সপ্তাহকাল প্রীতিসুখে অতিবাহিত করে। সেই পুণ্যফলেই মধুর-

ভাষী হইয়াছিল। কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময়ে চৈত্য সম্বন্ধে কথা উঠিলে সাত যোজন মন্দির নির্ম্মাণের প্রস্তাব করা হয়। সে তখন প্রধান বর্দ্ধকী ছিল। সে বলিল— এত বড় মন্দির মেরামত করা কষ্টকর হইবে, তাই রজ্জু দ্বারা মাপিয়া ঠিক করিল যে—৩।৪ যোজন প্রমাণের মধ্যে কোন একটি করিলে ভাল হয়। তাহার কথা সকলে একবাক্যে অনুমোদন করিল। 'অপ্রমাণ বুদ্ধের প্রমাণ করার দরুণ' সে জন্মে জন্মে অন্যান্য লোক হইতে প্রমাণে ছোট হইয়া জন্ম গ্রহণ করিত। আমাদের গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে মহাধনাঢ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করে। তাহার নাম ছিল— ভদ্দিয়। অতিশয় হ্রস্ব বিধায় বামনভদ্দিয় নামে পরিচিত। তিনি ভগবানের ধর্ম্মশ্রবণ করিয়া প্রব্রজিত হন। বহুশ্রুত বিধায় মধুরস্বরে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। এক সময় উৎসব দিনে একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তিনি রথে করিয়া যাইতেছিলেন। তখন এক গণিকা স্থবিরকে দেখিয়া দাঁত দেখাইয়া হাসিতে লাগিল। স্থবির তাহার দন্তদর্শনে 'অস্থি' সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং ভাবনাবলে অনাগামী হইলেন। তিনি সর্ব্বদা 'কায়গতাস্মৃতি' ভাবনা করিতেন। একদা ধর্ম্মসেনাপতির উপদেশে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া এই গাথা ভাষণ করেন।

২২৫। পরে অম্বাটকারামে বনসণ্ডম্হি ভদ্দিয়ো,
সমূলং তণ্হং অব্বুয্হ তত্থ ভদ্দো ঝিয়ায়তি।

রমন্তেকে মুতিঙ্গেহি বীণাহি পণবেহি চ,
অহঞ্চ রুক্খমূলস্মিং রতো বুদ্ধস্স সাসনে।

বুদ্ধো চ মে বরং দজ্জা সো চ লব্ভেথ মে বরো,
গণ্হেহং সব্বলোকস্স নিচ্চং কায়গতাসতি।

যে মং রূপেন পামিংসু যে চ ঘোসেন অন্বগূ,
ছন্দরাগবসূপেতা ন মং জানন্তি তে জনা।

অব্ভন্তঞ্চ ন জানাতি বহিদ্ধা চ ন পস্সতি,
সমন্তাবরণো বালো স বে ঘোসেন বুয্হতি।

অব্ভন্তঞ্চ ন জানাতি বহিদ্ধা চ বিপস্সতি,
বহিদ্ধা ফলদস্সাবী, সোপি ঘোসেন বুয্হতি।

অব্ভন্তঞ্চ পজানাতি বহিদ্ধা চ বিপস্সতি,
অনাবরণ দস্সাবী, ন সো ঘোসেন বুয্হতী'তি। ২

লকুণ্টক ভদ্দিয়ো থেরো।

ভদ্দিয় বিবিধ বৃক্ষলতা সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ অম্বাটক উদ্যানে সমূলে তৃষ্ণা উৎপাটন করিয়া তথায় শ্রেষ্ঠ লোকোত্তরশীলে অবস্থিত হওত ধ্যান করিতেছে। এ জগতে কেহ মৃদঙ্গ-বাদনে, কেহ বীণারস্বরে, কেহ বা করতাল শব্দে রমিত হয়। কিন্তু আমি বৃক্ষমূলে বুদ্ধের শাসনে রত ছিলাম। বুদ্ধ আমাকে (অরহত্ব) বর দিয়াছেন, আমি সেই বর লাভ করিয়াছি। সর্ব্বলোকের নিত্য 'কায়গতাস্মৃতি' ভাবনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমি ইহা গ্রহণ করি। যাহারা আমার রূপদ্বারা আমাকে জানিয়াছিল ও আমার মধুর-শব্দে আমার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল, তাহারা ছন্দ-রাগের (কামাসক্তির) অধীন হইয়া আমাকে জানিতে পারে নাই। তাহারা আমার আভ্যন্তরিক অর্হৎশীল জানে না ও বাহ্যিক সদাচারব্রত দেখে না। যে মূর্খ দেহের ভিতর-বাহিরের আবরণে আবৃত, সে কেবল শব্দ মাধুর্য্যে তন্ময় হইয়া থাকে। সে ভিতরের গুণ জানে না, বাহিরের গুণ দর্শন করে না। কেবল বাহ্যিক ফল দেখিয়া শব্দ-সম্পদে আত্মহারা থাকে। যে ভিতরের গুণ জানে, বাহিরের গুণ দেখে, কিছুতেই আবৃত বা আসক্ত নহে, কেবল আর্য্যগুণদর্শী, সে শব্দ-মাধুর্য্যে আত্মভোলা হয় না। ২

ভদ্দ স্থবির। ২২৬

ইনি পদ্মমুত্তর ভগবানকে ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে লক্ষ পরিমাণ চীবরাদি বস্ত্র পূজা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে শ্রেষ্ঠীকুলে জাত হন। স্বভাবতঃ অপুত্রক মাতাপিতা পুত্রলাভার্থ দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। যদি তাহাতেও পুত্রলাভ না হয়, ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলে— "ভন্তে, যদি আমরা একটি পুত্র লাভ করি, তাহাকে আপনার দাস করিয়া দিব।" তখন স্বর্গে এক দেবপুত্রের আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে বলিল— "অমুককুলে জন্ম গ্রহণ কর।" সে তাহাই করিল। এই ভদ্রও ইন্দ্র-বচনে জন্ম গ্রহণ করেন। যখন তাঁহার সাত বৎসর বয়স হয়, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে বিভূষিত করিয়া বুদ্ধের নিকটে নিয়া গেল এবং বলিল— "ভন্তে, ভবদীয় সদনে প্রার্থনা করিয়া এই বালককে পাইয়াছি, এখন তাহাকে আপনার হস্তে প্রদান করিতেছি।" ভগবান আনন্দকে আদেশ দিলেন যে— "এই বালককে প্রব্রজ্যা দাও।" তৎপর শাস্তা গন্ধকুটীতে প্রবেশ করিলেন। স্থবির তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিয়া সংক্ষেপে বিদর্শন সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তিনি পারমীপূর্ণ বিধায় অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই ষড়াভিজ্ঞ হইলেন। তৎপর ভগবান তাঁহাকে 'আস ভদ্র' বলিয়া আহ্বান করিলেন। তিনি তখনই বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই বাক্যেই তাঁহার উপসম্পদা লাভ হইল। তখন স্থবির জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া অর্হত্ব ফল লাভ প্রসঙ্গে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

২২৬। একপুত্তো অহং আসিং পিয়ো মাতু পিয়ো পিতু,
বহূহি বত চরিয়াহি লদ্ধো আয়াচনাহি চ।
তে চ মং অনুকম্পায় অত্থকামা হিতেসিনো,
উভো পিতা চ মাতা চ বুদ্ধস্স উপনাময়ুং।

কিচ্ছালদ্ধো অয়ং পুত্তো সুখুমালো সুখেধিতো,
ইমং দদামি তে নাথ জিনস্স পরিচারকং।

সথা চ মং পটিগ্গয্হ আনন্দং এতদব্রুবি,
পব্বাজেহি ইমং খিপ্পং হেস্সত্যাজানিয়ো অয়ং।

পব্বাজেত্বান মং সথা বিহারং পাবিসী জিনো,
অনোগতস্মিং সুরিয়স্মিং ততো চিত্তং বিমুচ্চি মে।

ততো সথা নিরঙ্কত্বা পটিসল্লান বুট্‌ঠিতো,
"এহি ভদ্দো"তি মং আহ, সা মে আসূপসম্পদা।

জাতিয়া সত্তবস্সেন লদ্ধা মে উপসম্পদা,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা, অহো ধম্ম-সুধম্মতা'তি। ৩

ভদ্দো থেরো।

আমি মাতা-পিতার একমাত্র প্রিয় পুত্র ছিলাম। আমার মাতাপিতা বহু ব্রতানুষ্ঠান ও প্রার্থনা করিয়া আমাকে পাইয়াছেন। মাতা-পিতা উভয়ে আমার প্রতি দয়া করিয়া ও অর্থ-হিতকামী হইয়া আমাকে বুদ্ধের নিকটে নিয়া আসিলেন। তৎপর বলিলেন— হে নাথ, এই কৃচ্ছ্রলব্ধ, সুখে লালিত-পালিত সুকোমল পুত্রকে জিনের কিঙ্করস্বরূপ আপনাকে দান করিতেছি। শাস্তা আমাকে গ্রহণ করিয়া আনন্দ স্থবিরকে বলিলেন— ইহাকে শীঘ্র প্রব্রজ্যা প্রদান কর, এই বালক আমার শাসনে আজানের (নাগসদৃশ) হইবে। শাস্তা আমাকে প্রব্রজ্যা দেওয়াইয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন। সূর্য্যাস্ত না হইতেই আমার চিত্ত আসব হইতে বিমুক্ত হইল, অর্থাৎ আমি অর্হৎ হইলাম। আমার আসবক্ষয়ের পরে শাস্তা ফলসমাপত্তি হইতে উঠিয়া 'আস ভদ্র' বলিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন। বুদ্ধের সেই বাক্যেই আমার উপসম্পদা হইল। আমার সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে উপ-

সম্পদা হয়। আমি ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হই। অহো, নির্ব্বাণপ্রদ ধর্ম্মের কি প্রভাব! ৩

সোপাক স্থবির। ২২৭

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে ব্রাহ্মণশিল্পে সুদক্ষ হন। কাম-ভোগের দোষ দেখিয়া গৃহবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি এক পর্ব্বতে বাস করিতেন। ভগবান তাঁহার আসন্ন মৃত্যুদর্শনে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বুদ্ধদর্শনে প্রীত হইয়া পুষ্পাসন রচনা করিয়া দিলেন। শাস্তা তথায় বসিয়া অনিত্য বিষয়ক ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং স্বচক্ষে দেখেন মত আকাশপথে গমন করেন। তিনি পূর্ব্বগৃহীত নিত্যভাব ত্যাগ করিয়া হৃদয়ে অনিত্য সংজ্ঞা স্থাপন করিলেন। তখন তাঁহার মৃত্যু হয়। দেহান্তে দেবলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় সোপাক যোনিতে জাত হন। কেহ কেহ বণিককুলে জাত বলিয়াও সোপাক নামে অভিহিত করেন। তাঁহার চারিমাস বয়ঃক্রমকালে পিতার মৃত্যু হয়। কাজেই তাঁহার খুল্লতাত তাঁহাকে পালন করে। তাঁহার সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে খুল্লতাত নিজের পুত্রের সঙ্গে কলহ করিতে দেখিয়া অতিশয় রাগ হয়। তখনি তাহাকে শ্মশানে নিয়া হাত দুইখানি বাঁধিয়া ফেলে এবং এক মৃত দেহের সহিত দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া চলিয়া আসে। তাহাকে 'শৃগালাদি ভক্ষণ করুক' এই ছিল খুল্লতাতের দুরভিসন্ধি, কিন্তু পারমীপূর্ণ বালক, তাহার এই শেষ জন্ম। তাই বালকের পুণ্যবলে মারিয়া ফেলিতে খুল্লতাতের সাহস হইল না, শৃগাল প্রভৃতিও অনিষ্ট করিল না। বালক অর্দ্ধরাত্রি সময়ে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল—

"অহো আমার কি দুর্গতি হইবে, এই অবন্ধুর বন্ধু কে হইবে! শ্মশানের মাঝে আমি একাকী বাঁধা আছি, কে আমার অভয় দাতা হইবে।"

ভগবান তখন সত্ত্বগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতেছিলেন। তিনি বালকের হৃদয়াভ্যন্তরে অর্হৎফলের হেতু প্রজ্জ্বলিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহার দেহ হইতে একটি আলোক সম্পাত করিলেন ও স্মৃতি উৎপাদন করিয়া বলিলেন—

"সোপাক, আস ভয় করিওনা, তথাগতকে দর্শন কর। 'রাহুমুখগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়' আমিই তোমাকে ত্রাণ করিব।"

বুদ্ধ-প্রভাবে বালকের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল এবং গাথা শ্রবণের পর স্রোতাপন্ন হইয়া গন্ধকুটির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার মাতা পুত্রকে না দেখিয়া বালকের খুল্লতাতকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কিছুই বলিল না। এদিক ওদিক অন্বেষণ করা সত্বেও পুত্রকে না দেখিয়া ভাবিল "বুদ্ধগণ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সম্বন্ধে জানেন, এখন আমি ভগবানের নিকট গমন করিয়া আমার পুত্রের বিষয় জানিয়া লইব।" এই ভাবিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইল। 'ভগবান তখন বালককে ঋদ্ধিবলে লুকাইয়া রাখিলেন।' পুত্রের মাতা জিজ্ঞাসা করিল "ভন্তে, আমার পুত্রকে দেখিতেছিনা, আপনি তাহার কোন খবর জানেন কি?" ভগবান তাহার প্রশ্নোত্তরে একটি গাথা ভাষণ করিলেন—

"পুত্র, পিতা, বান্ধব ত্রাণের কারণ নহে। মৃত্যুরাজ আসিয়া যখন বাধ্য করিবে, তখন জ্ঞাতি বন্ধু কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।"

পরে ভগবান আরও ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। ধর্ম্ম শুনিয়া বালকের মাতা স্রোতাপন্ন হইলেন। বালক অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন। তখন ভগবান ঋদ্ধি ছাড়িয়া দিলেন। সেই স্ত্রী পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট-তুষ্ট হইলেন। বালক অর্হৎ হইয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। ভগবান গন্ধকুটীর ছায়ায় চংক্রমণ করিতেছেন, এমন সময় তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চংক্রমণ করিতে লাগিলেন। ভগবান তাঁহাকে উপসম্পদা দিবার ইচ্ছায় 'এক নাম কি?' হইতে দশটি

প্রশ্ন করিলেন। তিনি ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়া 'সমস্ত সত্ত্ব আহারে স্থিত' হইতে দশটি প্রশ্নোত্তর প্রদান করেন। সেই কারণে ঐ প্রশ্ন দশটি 'কুমার প্রশ্ন' নামে অভিহিত। ভগবান তাঁহার প্রশ্নোত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া উপসম্পদার আদেশ দিলেন। তাই উহা 'প্রশ্নোত্তর উপসম্পদা' নামে অভিহিত হইল। তখন তিনি নিজের ঘটনা প্রসঙ্গে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

২২৭। দিস্বা পাসাদছায়ায়ং চঙ্কমন্তং নরুত্তমং,
তত্থ নং উপসঙ্কম্ম বন্দিসং পুরিসুত্তমং।
একংসং চীবরং কত্বা সংহরিত্বান পাণয়ো,
অনুচঙ্কমিস্সং বিরজং সব্বসত্তানমুত্তমং।
ততো পঞ্হে অপুচ্ছি মং পঞ্হানং কোবিদো বিদু,
অচ্ছম্ভী চ অভীতো চ ব্যাকাসিং সত্থুনো অহং।
বিস্সজ্জিতেসু পঞ্হেসু অনুমোদি তথাগতো,
ভিক্খুসঙ্ঘং বিলোকেত্বা ইমমত্থং অভাসথ।
লাভা অঙ্গান-মগধানং যেসায়ং পরিভুঞ্জতি,
চীবরং পিণ্ডপাতং চ পচ্চয়ং সয়নাসনং।
পচ্চুট্ঠানং চ সামীচিং, তেসং লাভা'তি * চ'ব্রুবি,
অজ্জতগ্গে মং সোপাক দস্সনায়োপসঙ্কম।
এসা চেব তে সোপাক ভবতু উপসম্পদা,
জাতিয়া সত্তবস্সোহং লদ্ধান উপসম্পদং;
ধারেমি অন্তিমং দেহং, অহো ধম্ম-সুধম্মতা'তি। ৪

সোপাকো থেরো।

---

* সি— চাব্রবি।

আমি নরোত্তম বুদ্ধকে গন্ধকুটীর ছায়ায় চংক্রমণ করিতে দেখিয়া সেই পুরুষোত্তমের নিকট গমন পূর্ব্বক বন্দনা করি। আমি চীবর একাংশে স্থাপন করিয়া জোড় হস্তে বিরজ, সর্ব্বসত্ত্বোত্তম বুদ্ধের পশ্চাতে চংক্রমণ করি। তৎপর প্রশ্ন বিষয়ে সুনিপুণ বুদ্ধ আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি শাস্তাকে নিস্পন্দ ও নির্ভীক ভাবে প্রশ্নোত্তর প্রদান করি। আমার প্রশ্নোত্তর তথাগত অনুমোদন করিলেন। তৎপর ভিক্ষুসঙ্ঘকে দর্শন করিয়া এই বিষয় বলিলেন— যেই অঙ্গ-মগধবাসিগণের চীবর-পিণ্ড-শয্যাসন ও ঔষধ এই ভিক্ষু সোপাক পরিভোগ করিতেছে, উহা তাহাদের মহালাভ। তাহাদের প্রত্যুত্থান এবং সেবাকর্ম্মও লাভজনক বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। সোপাক অদ্য যে তুমি আমাকে দর্শনের জন্য উপস্থিত হইয়াছ, ইহাই তোমার উপসম্পদা হউক। আমি সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে উপসম্পদা লাভ করিয়া অন্তিম দেহ ধারণ করিতেছি। অহো! নির্ব্বাণপ্রদ ধর্ম্মের কি মহান্ প্রভাব। ৪

শরভঙ্গ স্থবির। ২২৮

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গোতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশগত নাম ছিল— 'অনভিলক্ষিত'। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে তাপস প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হন। স্বয়ং শরতৃণ ভাঙ্গিয়া এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় বাস করিতেন। সেই হইতে তাঁহার নাম হইয়াছিল— শরভঙ্গ। ভগবান বুদ্ধ-চক্ষুদ্বারা জগৎ দর্শনকালীন তাঁহার অর্হৎ ফলের হেতু প্রত্যক্ষ করিলেন এবং তাঁহার নিকটে পৌঁছিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। তিনি সেই উপদেশে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অচিরেই অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্যেরা তাপস-কালীন নির্ম্মিত পর্ণশালা অতিশয় জীর্ণ হইয়াছে দেখিয়া বলিল— "ভন্তে,

কেন এই পর্ণশালা মেরামত করিতেছেন না ? স্থবির বলিলেন— "আমি আমার তাপস সময়ে যেরূপ ইহা নিজে নির্ম্মাণ করিয়াছি, এখন সেরূপ করিতে পারিতেছি না। সেই বিষয় প্রকাশ করিয়া দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন। এইপ্রকারে তৃণকুটীর মেরামত সম্বন্ধে অন্য কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক একটি গাথা ভাষণ করিলেন। তৎপর অর্হত্ব ফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে ৪ টি গাথা ভাষণ করেন।

২২৮। সরে হত্থেহি ভঞ্জিত্বা কত্বান কুটিমচ্ছিসং,
তেন মে সরভঙ্গোতি নামং সম্মুতিয়া অহু।

ন মযহং কপ্পতে অজ্জ সরে হত্থেহি ভঞ্জিতুং,
সিক্খাপদা নো পঞ্ঞত্তা গোতমেন যসস্সিনা।

সকলং সমত্তং রোগং সরভঙ্গো নাদ্দসং পুব্বে,
সো'য়ং রোগো দিট্ঠো বচন করেনাতিদেবস্স।

য়েনেব মগ্গেন গতো বিপস্সী
য়েনেব মগ্গেন সিখী চ বেস্সভূ,
ককুসন্ধ কোনাগমনো চ কস্সপো
তেনঞ্জসেন অগমাসি গোতমো।

বীততণ্হা অনাদানা সত্তবুদ্ধা খয়োগধা,
য়েহয়ং দেসিতো ধম্মো ধম্মভূতেহি তাদিহি।

চত্তারি অরিয়সচ্চানি অনুকম্পায় পাণিনং,
দুক্খং সমুদয়ো মগ্গো নিরোধো দুক্খসঙ্খয়ো।

য়স্মিং নিবত্ততে দুক্খং সংসারস্মিং অনন্তকং,
ভেদা ইমস্স কায়স্স জীবিতস্স চ সঙ্খয়া;
অঞ্ঞো পুনব্ভবো নত্থি সুবিমুত্তোম্হি সব্বধী'তি। ৫

সরভঙ্গো থেরো।

আমি পূর্ব্বে তাপসকালে স্বীয় হস্তে শরতৃণ ছেদন করিয়া কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিয়াছি। সেই কারণে আমার নাম শরভঙ্গ নামে কীর্ত্তিত। আজ কিন্তু আমার স্বীয়হস্তে শরতৃণ ছেদন করা উচিত নহে। যশস্বী গৌতম বুদ্ধকর্ত্তৃক আমাদের শিক্ষাপদ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সমস্ত পরিপূর্ণ পঞ্চস্কন্ধরোগ শরভঙ্গ পূর্ব্বে দেখে নাই। বুদ্ধের উপদেশ রক্ষক শরভঙ্গ সেই পঞ্চস্কন্ধরোগ মার্গজ্ঞানদ্বারা দেখিয়াছে বা পরিজ্ঞাত হইয়াছে। যেই অষ্টমার্গদিয়া বিপশ্বী, শিখী, বেশ্বভূ, ককুসন্ধ, কোনাগমন ও কশ্যপবুদ্ধ গমন করিয়াছেন, সেই মার্গদিয়া গৌতম বুদ্ধও গিয়াছেন। বীততৃষ্ণ উপাদান-হীন সাতজন বুদ্ধ নির্ব্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন। তাদৃশ ধর্ম্ম পরায়ণ বুদ্ধগণদ্বারা এই নবলোকোত্তর ধর্ম্ম ও প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিয়া দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখ নিরোধ এবং দুঃখক্ষয়কর মার্গসত্য এই চারি আর্য্যসত্য দেশিত হইয়াছে। যেই নির্ব্বাণলাভে অপরিমেয় সংসারে জন্ম দুঃখ প্রভৃতি নিবৃত্ত হয় তাহাও বুদ্ধের শিক্ষা। যেহেতু এই পঞ্চস্কন্ধের ও জীবিতেন্দ্রিয়ের পুনরোৎপত্তি হয় না, সেই কারণ আমি জানি বলিয়া সমস্ত ভবহইতে সুবিমুক্ত হইয়াছি। ৫

তদ্দানং

সুন্দর সমুদ্দো থেরো থেরো লকুণ্টক ভদ্দিয়ো,
ভদ্দো থেরো চ সোপাকো সরভঙ্গো মহাইসি।
* সত্তকে পঞ্চকা থেরা গাথায়োপঞ্চতিংসতী'তি।

* সপ্তম নিপাতে পাঁচজন স্থবির ৩৫ টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

অট্ঠক নিপাতো

মহাকচ্চায়ন স্থবির। ২২৯

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পদ্মমুত্তর ভগবানের সময় মহাধনাঢ্য গৃহপতিকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একদিন শাস্তার ধর্ম্ম শুনিতেছিলেন, এমন সময় শাস্তা সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় পটু একজন ভিক্ষুকে শ্রেষ্ঠস্থানে নিয়োগ করিলেন দেখিয়া তিনি নিজেও সেই পদবী প্রার্থনা করিলেন ও দানাদি পুণ্যক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। তৎপর সুমেধ ভগবানের সময় বিদ্যাধর হইয়া আকাশপথে গমন করিতেছেন, এমন সময় শাস্তাকে হিমবন্ত পর্ব্বতের এক বনে উপবিষ্টাবস্থায় দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে কর্ণিকার পুষ্পদ্বারা পূজা করেন। পরে কশ্যপ ভগবানের সময় বারাণসীর এক কুলঘরে জাত হন। তখন ভগবানের পরিনির্ব্বাণ চৈত্য নির্ম্মাণকালে লক্ষটাকা মূল্যের স্বর্ণ ইষ্টকে পূজা করেন এবং প্রার্থনা করিলেন যে—"জন্মে জন্মে আমার শরীর সুবর্ণ বর্ণ হউক।" পুনঃ গৌতম বুদ্ধের সময় উদেনরাজ চণ্ডপজ্জোতের পুরোহিত গৃহে জাত হন। তাঁহার নামকরণ দিবসে মাতা বলিলেন—"আমার পুত্র সুবর্ণ বর্ণ, নিজের নাম নিজেই আনিয়াছে।" তাই তাঁহার নাম রাখিলেন—কাঞ্চনমানব। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে ত্রিবেদ শিক্ষা করিয়া পিতার মৃত্যুর পর পুরোহিতপদ লাভ করিলেন। কাত্যায়নগোত্রে জন্মবিধায় তিনি কাত্যায়ন নামেও পরিচিত হইলেন। রাজা চণ্ডপজ্জোত বুদ্ধের উৎপত্তি সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আচার্য্য, আপনি তথায় গমন করিয়া ভগবানকে এখানে লইয়া আসুন" এই বলিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি সাতজন লোক লইয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন,

তাঁহারা বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অর্হত্ব ফল লাভ করেন। তখন ভগবান "আস ভিক্ষুগণ" বলিয়া যেই হস্ত-প্রসারণ করিলেন, অমনি তাঁহাদের মস্তকে দুই আঙুল মাত্র চুল রহিল, ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবর ধারণ করিলেন ও শতবর্ষ স্থবিরের ন্যায় গাম্ভীর্য্য মণ্ডিত হইলেন। তৎপর রাজার সংবাদ ভগবানকে বলিলেন। রাজা চণ্ডপজ্জোত আপনার পদবন্দনা ও ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ভগবান বলিলেন—'ভিক্ষু, তুমি তথায় যাও, তোমার গমনে রাজা প্রসন্ন হইবেন।' স্থবির ভগবানের আদেশে সাতজন ভিক্ষু লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজাকে প্রসন্ন করিয়া অবন্তীরাজ্যে শাসন প্রতিষ্ঠাপন করিলেন। পরে আবার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। একদা তিনি দেখিলেন যে— বহু ভিক্ষু শ্রমণ-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অনেক বাহ্যিক কাজে লিপ্ত হইয়াছে, জনসঙ্গপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, রস-তৃষ্ণায় বিভোর হইয়াছে ও প্রমত্ত বহুল হইয়া বাস করিতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রসঙ্গে প্রথমে দুই গাথা ও পরে ছয় গাথা ভাষণ করিলেন। রাজা চণ্ডপজ্জোত ব্রাহ্মণদের কথায় বিশ্বাস করিয়া পশুঘাত যজ্ঞ করিতেন। তিনি অবিচারক ছিলেন। নির্দ্দোষীকে দণ্ড দিতেন, অস্বামীকে স্বামী করিতেন। তাই স্থবির রাজাকে লক্ষ্য করিয়া শেষোক্ত ছয়টি গাথা ভাষণ করেন। স্থবিরের উপদেশে সেই হইতে রাজা কর্ত্তব্যকাজে মনোযোগী হইলেন।

২২৯। কম্মং বহুকং ন কারয়ে, পরিবজ্জেয়্য জনং ন উয্যমে,
সো উস্সুকো রসানুগিদ্ধো, অত্থং রিঞ্চতি যো সুখাধিবাহো।

পঙ্কোতি হি নং অবেদয়ু যায়ং বন্দন-পূজনা কুলেসু,
সুখুমং সল্লং দুরুব্বহং, সক্কারো কাপুরিসেন দুজ্জয়ো।

ন পরস্স্ উপণিধায় কম্মং মচ্চস্স পাপকং,
অত্তনা তং ন সেবেয়্য কম্মবন্ধু হি মাতিয়া।

ন পরে বচনা চোরো, ন পরে বচনা মুনি,
অত্তানঞ্চ যথা বেত্তি দেবাপি নং তথা বিদূ।

পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেত্থ যমামসে,
যে চ তত্থ বিজানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা।

জীবিতে বাপি সপ্পঞ্ঞো অপি বিত্ত পরিক্খয়ো,
পঞ্ঞায় চ অলাভেন বিত্তবাপি ন জীবতি।

সব্বং সুণাতি সোতেন, সব্বং পস্সতি চক্খুনা,
ন চ দিট্ঠং সুতং ধীরো সব্বং উজ্ঝিতুমরহতি।

চক্খুমস্স যথা অন্ধো সোতবা বধিরো যথা,
পঞ্ঞাবস্স যথা মূগো বলবা দুব্বলোরিব ;
অথ অত্থে সমুপ্পন্নে সয়েথ মতসায়িকন্তি। ১

মহাকচ্চায়নো থেরো।

শ্রমণধর্ম্মের ব্যাঘাতজনক নববিহার নির্ম্মাণাদিকার্য্য করিবেনা। জনসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিবে। দ্রব্যাদি উৎপাদন ও গৃহীকুলের উপকারার্থ তত উদ্যম করিবেনা। কারণ, সেই বিষয়ে উৎসুক ও রসতৃষ্ণা-জড়িত ভিক্ষু শমথ-বিদর্শন মার্গফলসুখাবহ শীলাদি বিষয়ে পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষু ভিক্ষার্থ কুলে প্রবেশ করিয়া যে বন্দনা-পূজা লাভ করে, তাহা পঙ্কতুল্য বলিয়া বুদ্ধ প্রভৃতি আর্য্যগণ বলেন। অন্ধমূর্খজনের পক্ষে এই সৎকার দূরোৎপাটনীয় সূক্ষ্ম শল্য সদৃশ। কাপুরুষ উহা দুঃখে ত্যাগ করিতে পারে। অপরকে উদ্দেশ করিয়া বধ-বন্ধনাদি পাপকর্ম্ম করাইবে না। নিজেও সেই পাপকর্ম্ম করিবে না। কারণ সত্বগণ কর্ম্মবন্ধু ও কর্ম্মদায়াদ। নিজে চুরি না করিলে অপরের বাক্যদ্বারা চোর হয় না, তদ্রূপ অপরের বচনদ্বারা মুনি হইতেও পারে না। নিজের চিত্ত নিজকে 'আমি পরিশুদ্ধ কি অপরিশুদ্ধ

জানে।' সেইরূপ পরচিত্তজ্ঞাত দেবগণও তাহাকে জানে। অন্ধ-মূর্খজনেরা 'আমরা এই জীবলোক হইতে সতত মৃত্যুর সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি' বলিয়া জানে না। 'আমরা মৃত্যু মুখে পৌঁছিতেছি' বলিয়া যেই পণ্ডিতেরা জানে, তাহারা পরহিংসা নিবারণে রত হয় অর্থাৎ অপরকে পীড়া প্রদান না করিয়া সেই হইতে আপনাদের কলহ বিবাদ উপশম করিয়া থাকে। ধনক্ষয় হইলেও জ্ঞানবান ব্যক্তি ধর্ম্মতঃ লব্ধবিত্তে জীবন যাপন করিয়া থাকে। দুষ্ট ব্যক্তি জ্ঞানের অভাবে ইহ-পারলৌকিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সম্পত্তি থাকিলেও বিনাশ করে এবং সুখে জীবন যাপন করিতে পারে না। কর্ণ ভাল-মন্দ সমস্ত শুনে, চক্ষু ভাল-মন্দ সমস্ত দেখে; ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি দৃষ্ট-শ্রুত সমস্ত বিষয়ে ভালমন্দ বিচার করিয়া গ্রহণের যোগ্য হইলে গ্রহণ করে, ত্যাগের যোগ্য হইলে ত্যাগ করে। সেই কারণে অবিষয়ে অকারণে চক্ষু থাকিয়া অন্ধের ন্যায়, কর্ণ থাকিয়া বধিরের ন্যায়, জ্ঞান থাকিয়া বোবার ন্যায়, বল থাকিয়া দুর্ব্বলের ন্যায় হইবে। নিজের অকরণীয় বিষয় উৎপন্ন হইলে মৃতের ভাণে শয়ন করিয়া থাকিবে। ১

শ্রীমিত্র স্থবির। ২৩০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে মহাধন কুটুম্বিকের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা শ্রীগুপ্তের ভগিনী। এই বিষয় 'ধর্ম্মপদার্থ' বর্ণনায় বর্ণিত আছে। শ্রীগুপ্তের ভাগিনেয় শ্রীমিত্র। ভগবান যখন ধনপাল হস্তী দমন করেন, তখন তিনি বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রব্রজিত হন এবং অচিরে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। একদিন প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবার জন্য আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ব্যজনী গ্রহণ করিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে এই গাথা ভাষণ করিলেন।

২৩০। অক্কোধনো অনুপনাহী অমায়ো রিত্তপেসুনো,
সচে তাদিসকো ভিক্খু এবং পেচ্চ ন সোচতি।
অক্কোধনো অনুপনাহী অমায়ো রিত্তপেসুনো,
গুত্তদ্বারো সদা ভিক্খু এবং পেচ্চ ন সোচতি।
অক্কোধনো অনুপনাহী অমায়ো রিত্তপেসুনো,
কল্যাণসীলো সো ভিক্খু এবং পেচ্চ ন সোচতি।
অক্কোধনো অনুপনাহী অমায়ো রিত্তপেসুনো,
কল্যাণোমিত্তো সো ভিক্খু এবং পেচ্চ ন সোচতি।
অক্কোধনো অনুপনাহী অমায়ো রিত্তপেসুনো,
কল্যাণপঞ্ঞো সো ভিক্খু এবং পেচ্চ ন সোচতি।

যস্স সদ্ধা তথাগতে অচলা সুপ্পতিট্ঠিতা,
সীলঞ্চ যস্স কল্যাণং অরিয়কন্তং পসংসিতং।

সঙ্ঘে পসাদো যস্সত্থি উজুভূতঞ্চ দস্সনং,
অদলিদ্দোতি তং আহু অমোঘং তস্স জীবিতং।

তস্মা সদ্ধঞ্চ সীলঞ্চ পসাদং ধম্মদস্সনং,
অনুযুঞ্জেথ মেধাবী সরং বুদ্ধান-সাসনন্তি। ২

সিরিমিত্তো থেরো।

যদি ভিক্ষু ক্রোধহীন হন, অপকারীর প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছুক না হন, দোষ গোপনেচ্ছায় মায়া প্রদর্শন না করেন ও পিশুন বাক্য প্রয়োগ না করেন, তাহা হইলে তিনি পরকালে শোকতাপ প্রাপ্ত হন না। ... ... কায়বাক্য যাহার সংযত; ... ... যিনি কল্যাণশীল বা বিশুদ্ধশীল; ... ... কল্যাণপ্রাজ্ঞ, তিনি পরকালে শোকতাপ প্রাপ্ত

হইবেন না। তথাগতের প্রতি অচলা ও সুপ্রতিষ্ঠিতা যাঁহার শ্রদ্ধা, শীল যাঁহার কল্যাণকর, আর্য্যগণের যিনি প্রিয় ও প্রশংসিত, সঙ্ঘের প্রতি যাঁহার প্রসাদ আছে, দর্শন যাঁহার সারল্যময়, তাঁহাকে দরিদ্র বলা হয় না। তাঁহার জীবন ধন্য। সেই কারণে মেধাবী, বুদ্ধের শাসনকে অনুস্মরণ করত শ্রদ্ধা, শীল, সন্তুষ্টি ও ধর্ম্মদর্শনভূত প্রসাদে অনুযুক্ত হউন। ২

মহাপন্থক স্থবির। ২৩১

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে বিভবসম্পন্ন কুটুম্বিক হইয়া জাত হন। একদিবস যখন তিনি ভগবানের নিকট ধর্ম্ম শুনিতেছিলেন, তখন ভগবান এক ভিক্ষুকে সংজ্ঞাবিবর্ত্তকুশল ভিক্ষুদের শ্রেষ্ঠস্থানে নিয়োগ করিতেছেন দেখিয়া নিজেও সেইস্থান প্রার্থনা করিলেন ও বুদ্ধ-প্রমুখ সঙ্ঘকে সপ্তাহকাল দান দিলেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবানকে বলিলেন—"ভন্তে, আমি চিত্তবিতর্ককুশল ও মনোমত ঋদ্ধিকায় গঠন এই দুইটি বিষয়ের প্রার্থনা করিতেছি।" ভগবান বলিলেন—"লক্ষ কল্প পরে গোতম বুদ্ধের শাসনে তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।" তাঁহারা দুইভ্রাতা পুণ্যকর্ম্ম করিয়া দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। এখানে মহাপন্থকের কোন আসন্ন পুণ্যকর্ম্মের কথা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য নাই। চুলপন্থক কশ্যপ ভগবানের শাসনে প্রব্রজিত হইয়া ২০ সহস্র বৎসর 'অবদাত কসিন' ভাবনা করেন। তৎপর দেবলোকে উৎপন্ন হন। কেহ কেহ বলেন—"চুলপন্থক পদুমুত্তর ভগবানের সময় তাপস হইয়া যখন হিমবন্তে বাস করিতেন, তখন ভগবানকে পুষ্পছত্রে পূজা করেন।" তাঁহাদের দেব-মনুষ্য-লোকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে লক্ষ কল্প অতীত হইয়া গেল। যখন গোতম বুদ্ধ বুদ্ধত্বলাভের পর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়া রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন রাজগৃহের ধনশ্রেষ্ঠীর

ধীতা স্বীয় দাসের সহিত ব্যভিচারে রত হয়। জ্ঞাতিভয়ে কতেক সম্পত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক দাসকে লইয়া অন্যত্র পলায়ন করে। যখন তাহার প্রথম গর্ভ হয়, তখন জ্ঞাতিগৃহে প্রসব করিবার ইচ্ছায় চলিয়া যাইতেছিল। পথেই তাহার এক পুত্র প্রসব হয়। তাহার স্বামী তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনে। পথে পুত্র প্রসব হওয়ায় পুত্রের নাম রাখিল—'পন্থক'। পুনরায় দ্বিতীয় পুত্রও পথে প্রসব হওয়ায় জ্যেষ্ঠের নাম 'মহাপন্থক' রাখিয়া কনিষ্ঠের নাম 'চুলপন্থক' রাখিল। শ্রেষ্ঠী-ধীতা বালকদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার মাতা-পিতার নিকটে পাঠাইয়া দেয়। সেই ধনশ্রেষ্ঠীর গৃহেই বালকদ্বয় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে চুলপন্থক অতি ছোট ছিল, মহাপন্থক মাতামহের সহিত বুদ্ধের নিকটে গমন করিত। বুদ্ধ-দর্শনে তাহার অতিশয় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। তাই প্রব্রজ্যালাভার্থ মাতামহের আদেশ গ্রহণ করিল। শ্রেষ্ঠী ভগবানকে বলিয়া প্রব্রজ্যা প্রদান করাইলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন ও বহু শাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। পরে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন।

২৩১। য়দা পঠমমদ্দক্খিং সত্থারমকুতোভয়ং,
ততো মে আহু সংবেগো পস্সিত্বা পুরিসুত্তমং।
সিরিং হত্থেহি পাদেহি য়ো পণামেয়্য আগতং,
এতাদিসং সো সত্থারং আরাধেত্বা বিরাধয়ে।
তদাহং পুত্ত-দারঞ্চ ধন-ধঞ্ঞঞ্চ ছড্ডয়িং,
কেস মস্সূনি ছেদেত্বা পব্বজিং অনাগারিয়ং।
সিক্খাসাজীবসম্পন্নো ইন্দ্রিয়েসু সুসংবুতো,
নমস্সমানো সম্বুদ্ধং বিহাসিং অপরাজিতো।
ততো মে পণিধী আসি চেতসো অভিপত্থিতো,
ন নিসীদে মুহুত্তম্পি তণ্হাসল্লে অনূহতে।

তস্সমেবং বিহরতো পস্স বিরিয়পরক্কমং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতং বুদ্ধস্স সাসনং।
পুব্বেনিবাসং জানামি, দিব্বচক্খুং বিসোধিতং,
অরহা দক্খিণেয়্যোম্হি, বিপ্পমুত্তো নিরূপধি।

ততো রত্যা বিবসনে সুরিয়স্সুগ্গমনং পতি,
সব্বং তণ্হং বিসোসেত্বা পল্লঙ্কেন উপাবিসীন্তি।

মহাপন্থকো থেরো।

আমি যখন অকুতোভয় শাস্তাকে প্রথমে দর্শন করি, তখন হইতে পুরু-ষোত্তমকে দেখিয়া আমার সংবেগ উৎপন্ন হয়। তখন আমি চিন্তা করিলাম—যেমন কোন ধনার্থী পুরুষ আসিয়া 'আমি আপনার নিকটে বাস করিব বলিয়া প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক শ্রীশয্যায় উপগত হয়, এবং গৃহস্থ তাহাকে হস্ত-পদে আঘাত করিয়া বাহির করিয়া দেয়; সেইরূপ কোন পুরুষ শাস্তাকে এতাদৃশ শঠতাপূর্ব্বক আরাধনা করিয়া বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। 'আমি কিন্তু সেইরূপ করিব না।' তখন আমি পুত্র-দার-ধন-ধান্য ত্যাগ করিয়াও কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করিয়া অনা-গারিককুলে প্রব্রজিত হই। আমি প্রাতিমোক্ষশীলে প্রতিষ্ঠিত হই, ইন্দ্রিয় সমূহ সুসংযত করি, বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা করি ও ক্লেশমারদ্বারা অপরাজেয় হইয়া বাস করি। সেই হইতে আমার চিত্তে এইরূপ প্রণিধান ও ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছিল—শ্রেষ্ঠ মার্গ-জ্ঞানদ্বারা তৃষ্ণাশল্যকে উৎপাটন না করিয়া এক মুহূর্ত্তও বসিব না। সেই হইতে আমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বাস করিয়া আসিতেছি, এখন আমার বীর্য্য-পরাক্রম দর্শন কর। আমি পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত জানিতেছি, আমার দিব্যচক্ষু লাভ হইয়াছে, অর্হৎ-দাক্ষিণেয় ও সর্ব্ববিষয়ে বিমুক্ত হইয়াছি। ক্লেশ-উপধি আমার নাই। অতঃপর রাত্রি অবসানে সূর্য্যোদয় লক্ষণ দেখিয়া সমস্ত তৃষ্ণা বিশোষণ পূর্ব্বক ধ্যানাসনে উপবেশন করি। ৩

তত্ৰুদ্দানং

মহাকচ্চায়নো থেরো সিরিমিত্তো মহাপন্থকো,
* তয়ো অট্ঠনিপাতম্হি গাথায়ো চতুবীসতী'তি।

* অষ্টম নিপাতে তিনজন স্থবির ২৪টী গাথা ভাষণ করিয়াছেন

নবক নিপাতো

ভূত স্থবির। ২৩২

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় ব্রাহ্মণকুলে জাত হন। তাঁহার নাম ছিল— সেন। একদিবস শাস্তাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে চারিটি গাথাদ্বারা স্তুতি করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় সাকেত নগরে মহাবিভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠীর পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। সেই শ্রেষ্ঠীর পুত্র জন্মিলেই অতীতশক্র নামক এক যক্ষ খাইয়া ফেলিত। কিন্তু বর্ত্তমান বালকের এই অন্তিম জন্ম, তাই মনুষ্যেরা অতি সাবধানে তাহাকে রক্ষণা-বেক্ষণ করিত। যক্ষও রাজা বেশ্রবণের সেবার্থে গমন করাতে আর আসিবার সুযোগ পায় নাই। তাহার নামকরণ দিবসে সকলে চিন্তা করিলেন যে— "এই প্রকার নাম রাখিলে অমনুষ্যেরা ছেলেকে দয়া করিয়া রক্ষা করিবে।" তাই নাম রাখিল— ভূত। বালক নিজের পুণ্যবলে বিনা অন্তরায়ে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিল। তাহার তিনটি প্রাসাদ ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উপাসকদের সহিত সাকেত বিহারে ভগবানের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করে। তৎপর প্রব্রজিত হইয়া অজকরণী নদীতীরে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। জ্ঞাতিদের প্রতি দয়া করিয়া কিছুদিন অঞ্জনবনে বাস করেন। পুনরায় তাঁহার পূর্ব্বস্থানে যাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে জ্ঞাতিগণ নিবেদন করিল যে—"আপনি এখানে বাস করুন, আপনার কোন কষ্ট হইবে না।" আমরাও আপনার আশ্রয়ে পুণ্যধনে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিব। স্থবির তথায় বিবেকবাসে অসুবিধা প্রকাশ করিয়া এই গাথা ভাষণ পূর্ব্বক অজকরণী নদীতীরে চলিয়া গেলেন।

২৩২। য়দা দুক্খং জরামরণন্তি পণ্ডিতো অবিদ্দসূ য়ত্থ সিতা পুথুজ্জনা,
দুক্খং পরিঞ্ঞায় সতো চ ঝায়তি, ততো রতিং পরমতরং ন বিন্দতি।

য়দা দুক্খআবহনিং বিসত্তিকং পপঞ্চসঙ্ঘাট দুক্খাধিবাহিনিং,
তণ্হং পহত্বান সতো'ব ঝায়তি, ততো রতিং পরমতরং ন বিন্দতি।

য়দা সিবং দ্বে চ তুরঙ্গগামিনং মগ্গুত্তমং সব্বকিলেসসোধনং,
পঞ্ঞায় পস্সিত্বা সতো'ব ঝায়তি, ততো রতিং পরমতরং ন বিন্দতি।

য়দা অসোকং বিরজং অসংখতং সন্তং পদং সব্বকিলেসসোধনং,
ভাবেতি সংয়োজনবন্ধনচ্ছিদং, ততো রতিং পরমতরং ন বিন্দতি।

য়দা নভে গজ্জতি মেঘদুন্দুভি ধারাকুলা বিহগপথে সমন্ততো,
ভিক্খু চ পব্ভারগতো'ব ঝায়তি, ততো রতিং পরমতরং ন বিন্দতি।

য়দা নদীনং কুসুমাকুলানং বিচিত্তবানেয়্যবটংসকানং,
তীরে নিসিন্নো সুমনো'ব ঝায়তি, ততো রতিং পরমতরং ন বিন্দতি।

য়দা নিসীথে রহিতম্হি কাননে দেবে গলন্তম্হি নদন্তি দাঠিনো,
ভিক্খু চ পব্ভারে গতো'ব ঝায়তি, ততো রতিং পরমতরং ন বিন্দতি।

য়দা বিতক্কে উপরুন্ধিয়ত্তনো নগন্তরে নগবিবরং সমস্সিতো,
বীতদ্দরো বিগখীলো'ব ঝায়তি, ততো রতিং পরমতরং ন বিন্দতি।

য়দা সুখী মলখিল সোকনাসনো নিরগ্গলো নিব্বনথো বিসল্লো,
সব্বাসবে ব্যন্তিকতো'ব ঝায়তি, ততো রতিং পরমতরং ন বিন্দতী'তি।

ভূতো থেরো।

অন্ধমূর্খজন যখন জরা-মরণ দুঃখকে সম্যক্‌রূপে না জানিয়া 'পঞ্চ উপাদান স্কন্ধে আসক্ত হওত দুঃখের প্রমাণ উপলব্ধি করিতে পারে না,

যখন পণ্ডিত ভিক্ষু মার্গপ্রজ্ঞাদ্বারা দুঃখকে পরিজ্ঞাত হইয়া স্মৃতি সহকারে ধ্যান করেন, তখন বিদর্শনরতি ও মার্গরতি হইতে অন্য পরমতর রতি অনুভব করেন না। যখন ভিক্ষু দুঃখাবহকারিণী বিষতুল্যা তৃষ্ণাকে ও প্রপঞ্চ (কাম-মানাদি) সংঘট্টনকর দুঃখ উৎপাদনকারিণী তৃষ্ণাকে আর্য্যমার্গ দ্বারা সমুচ্ছেদ করিয়া স্মৃতিসহকারে ধ্যান করেন, তখন তাহা হইতে পরমতর রতি অনুভব করেন না। যখন ভিক্ষু শিবপ্রদ বা নিরুপদ্রব দ্বিবিধ চারি অঙ্গ বিশিষ্ট অর্থাৎ অষ্টমার্গগামী, মার্গোত্তম ও সর্ব্বক্লেশ শোধনকর প্রজ্ঞাদ্বারা দর্শন করিয়া স্মৃতিসহকারে ধ্যান করেন, তখন তাহা হইতে পরমতর রতি অনুভব করেন না। যখন ভিক্ষু অশোক, বিরজঃ, অসস্কৃত, শান্তপদ লাভার্থ, সর্ব্বক্লেশ উপশম করিয়া সংযোজন বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক ভাবনা করেন, তখন তাহা হইতে পরমতর রতি অনুভব করেন না। যখন বিহগপথে নভে মেঘ দুন্দুভি গর্জ্জন করে ও চারিদিক ব্যাপিয়া অবিরামভাবে বর্ষণ করে, তখন ভিক্ষু গুহায় প্রবেশ করিয়া ধ্যান করেন. তাহা হইতে পরমতর রতি অনুভব করেন না। যখন ভিক্ষু তরু-পতিত বিবিধ বন্য কুসুমসমাকুল নদীতীরে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্র চিত্তে ধ্যান করেন, তখন তাহা হইতে পরমতর রতি অনুভব করেন না। যখন জনবিরহিত বিবিক্ত নিশীথে কাননে বৃষ্টি বর্ষণ সময়ে সিংহ, ব্যাঘ্রাদি শব্দ করে, তখন ভিক্ষু গুহায় প্রবেশ করিয়া ধ্যান করে, তাহা হইতে পরমতর রতি অনুভব করেন না। যখন ভিক্ষু মিথ্যা-বিতর্কাদি উপরোধ করত পর্ব্বত-গুহায় প্রবেশ পূর্ব্বক ক্লেশ দূর করিয়া ও চিত্তখিল উৎপাটন করিয়া ধ্যান করেন, তখন তাহা হইতে পরমতর রতি অনুভব করেন না। যখন ভিক্ষু ধ্যান-প্রভাবে কামরাগাদি ময়লা, চিত্তখিল ও জ্ঞাতি বিয়োগজনিত শোক ত্যাগ করিয়া অবিদ্যারূপ অর্গল মুক্ত হওত নিতৃষ্ণ হয় ও কামশল্যাদি দূর করিয়া সমস্ত আসবকে আর্য্য আর্য্যমার্গদ্বারা বিনাশ করে, তখন তাহা হইতে পরমতর রতি অনুভব করেন না। ১

তক্রদানং

ভূত তথদ্দসো থেরো একো খগ্গবিসাণবা,
নবকম্হি নিপাতম্হি গাথায়োপি ইমা নবা'তি।

* নবম নিপাতে একজন স্থবির ৯টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন

দসক নিপাতো

কালুদায়ি স্থবির। ২৩৩

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে কুলগৃহে জাত হন। একদা তিনি ভগবানের ধর্ম্মদেশনা শুনিতেছিলেন, এমন সময় ভগবান এক ভিক্ষুকে কুলপ্রসাদকদিগের শ্রেষ্ঠস্থানে নিয়োগ করিলেন দেখিয়া তিনিও সেই পদ লাভার্থ প্রার্থনা করিলেন। সেই হইতে তিনি দেব-নরলোকে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আমাদের বোধিসত্ত্বের মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ দিবসে কপিলবাস্তুতে অমাত্যগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্বের জন্মদিনেই ভূমিষ্ঠ হন। তখন তাঁহাকে একখানি শ্বেতবস্ত্রে শয়ন করাইয়া বোধিসত্ত্বের নিকটে লইয়া গিয়াছিল। বোধিসত্ত্বের সহজাত বোধিবৃক্ষ, রাহুল-মাতা, চারি নিধিকুম্ভ, আরোহণীয় হস্তী, কন্থক অশ্ব, ছন্ন সারথী ও কালুদায়ি অমাত্য এই সাতটিও ছিল। কালুদায়ির জন্ম গ্রহণে সমস্ত নগরবাসী উন্নতমনা হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখিল— উদায়ি। শরীরের বর্ণ ঈষৎ কাল বিধায় কালুদায়ি নামে পরিচিত। তিনি বোধিসত্ত্বের বাল্য-সখা ছিলেন। সর্ব্বদা বোধিসত্ত্বের সঙ্গে ক্রীড়া রত হইয়া শ্রীবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে লোকনাথ মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করেন। তখন রাজা শুদ্ধোদন এই সংবাদ পাইয়া বুদ্ধকে আনিবার জন্য সহস্র পুরুষ সহিত জনৈক অমাত্যকে পাঠাইয়াছিলেন। সেই অমাত্য বুদ্ধের ধর্ম্মদেশনার সময় তথায় উপস্থিত হন। ধর্ম্ম শুনিয়া সপরিবার অর্হত্ব ফল লাভ করেন। সকলে বুদ্ধের নিকট ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা লাভ করেন। অর্হত্বফল লাভ করিয়া রাজার প্রেরিত

সংবাদ দশবলবুদ্ধকে আর বলেন নাই। এদিকে রাজা তাঁহাদের কোন সংবাদ না পাইয়া পুনঃ সহস্র পুরুষ সহিত একজন অমাত্য পাঠাইলেন। তাঁহারাও অর্হত্ব ফল ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। এই প্রকারে রাজা নয় জন অমাত্য সহিত নয় হাজার লোক পাঠাইয়াছিলেন, সকলেই বুদ্ধের ধর্ম্ম শুনিয়া অর্হত্ব ফল লাভ করেন। কিন্তু কেহই রাজার সংবাদ বুদ্ধকে বলেন নাই। রাজা চিন্তা করিলেন— "বোধ হয় এতগুলি লোকের দয়া আমার উপর না থাকায় দশবলকে এখানে আগমন করিবার জন্য কেহই বলে নাই। এই উদায়ি দশবলের সমবয়স্ক, বাল্যক্রীড়ার সঙ্গী, আমার প্রতি তাহার স্নেহও যথেষ্ট, ইহাকেই পাঠাইব।" এই ভাবিয়া রাজা তাহাকে বলিলেন— "তুমি একসহস্র লোক লইয়া রাজগৃহে গমন পূর্ব্বক দশবলকে লইয়া আস।" তিনি বলিলেন—"রাজন্, যদি আমি প্রব্রজ্যা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে ভগবানকে এখানে লইয়া আসিব।" রাজা বলিলেন— "তুমি যাহাই কর না কেন, আমার পুত্রকে দেখাও।" তিনিও বেণুবনে গিয়া সপরিষদ বুদ্ধের ধর্ম্মশ্রবণে অর্হত্বফল লাভ করিলেন ও ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি চিন্তা করিলেন— "এখন ভগবানের কপিলবাস্তু নগরে যাওয়ার সময় নহে। যখন বসন্ত সমাগমে বৃক্ষলতাদি পুষ্পিত হইবে ও মাঠ হরিদ্বর্ণ তৃণে সমাচ্ছন্ন হইবে, তখন যাওয়ার উপযুক্ত সময় হইবে।" তাই তিনি কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া বসন্ত সমাগমে কপিলবাস্তু নগরে গমনার্থ ভগবানকে প্রাকৃতিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে গাথা ভাষণ করিলেন।

২৩৩। অঙ্গরিনোদানি দুমা ভদন্তে ফলেসিনো ছদনং বিপ্পহায়,
তে অচ্চিমন্তো'ব পভাসয়ন্তি সময়ো মহাবীর ভাগী রসানং।
দুমানি ফুল্লানি মনোরমানি সমন্ততো সব্বদিসা পবন্তি,
পত্তং পহায় ফলমাসসানা কালো ইতো পক্কমনায় বীর।

নেবাতিসীতং ন পনাতি উণ্হং সুখা উতু অদ্ধনিয়া ভদন্তে,
পস্সন্তু তং সাকিয়া কোলিয়া চ পচ্ছামুখং রোহিণিং তারয়ন্তং।

আসায় কসতে খেত্তং, বীজং আসায় বপ্পতি,
আসায় বাণিজা য়ন্তি, সমুদ্দং ধনহারকা;
য়ায় আসায় তিট্ঠামি সা মে আসা সমিজ্ঝতু।

পুনপ্পুনং চেব বপন্তি বীজং, পুনপ্পুনং বস্সতি দেবরাজা,
পুনপ্পুনং খেত্তং কসন্তি কস্সকা, পুনপ্পুনং ধঞ্ঞমুপেতি রট্ঠং;

পুনপ্পুনং য়াচনকা চরন্তি, পুনপ্পুনং দানপতী দদন্তি,
পুনপ্পুনং দানপতী দদিত্বা পুনপ্পুনং সগ্গমুপেন্তি ঠানং।

ধীরো হবে সত্তযুগং পুনেতি য়স্মিং কুলে জায়তি ভূরিপঞ্ঞো,
মঞ্ঞামহং সক্কতি দেবদেবো, তয়াভিজাতো মুনিসচ্চনামো।

সুদ্ধোদনো নাম পিতা মহেসিনো বুদ্ধস্স মাতা পন মায়নামা,
য়া বোধিসত্তং পরিহরিয় কুচ্ছিনা কায়স্সভেদা তিদিবম্হি মোদতি।

সা গোতমী কালকতা ইতো চুতা দিব্বেহি কামেহি সমঙ্গিভূতা,
সা মোদতি কামগুণেহি পঞ্চহি পরিবারা দেবগণেহি তেহি।

বুদ্ধস্স পুত্তোম্হি অসয্হসাহিনো অঙ্গীরসস্সপ্পটিমস্স তাদিনো,
পিতু পিতা ময্হং তুবংসি সক্ক ধম্মেন মে গোতম অয়্যকোসী'তি। ১

কালুদায়ী থেরো।

ভদন্ত, ফলগ্রাহী বৃক্ষ সমূহ পুরাতন (পাণ্ডুপলাশ) পত্র ত্যাগ করিয়া এখন ঈষৎ লোহিত বর্ণ কুসুম-কিশলয়ে সুশোভিত। সেই বৃক্ষ সমূহ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রভাসিত হইতেছে। হে, অর্থরস সমূহের ভাগী মহাবীর, এখন আপনার কপিলবাস্তু নগরে যাওয়ার সময়। পুরাতন পত্র ত্যাগ

করিয়া ফলগ্রাহী সর্ব্বদিকে কুসুমিত মনোরম বৃক্ষ সমূহ সুগন্ধ ছড়াইতেছে, এখন আপনার প্রস্থানের উপযুক্ত সময়। ভদন্ত, এখন অতি শীতও নহে, অতি উষ্ণও নহে, তাই দীর্ঘরাস্তা গমনের উপযুক্ত সুখময় ঋতু। শাক্য-কোলিয় জনপদের মধ্যে রোহিণী নদী উত্তর দক্ষিণভাবে প্রবাহিত হইতেছে। রাজগৃহ ইহার পূর্ব্ব দক্ষিণে। সেই কারণে রাজগৃহ হইতে কপিলবাস্তু গমন করিতে পশ্চাৎ দিকে রোহিণী নদী উত্তীর্ণ হওয়ার সময়ে ভগবানকে শাক্য-কোলীয়বাসীরা দর্শন করুক। কৃষক ফসলাশায় ক্ষেত্র কর্ষণ করে, ফসলাশায় বীজ বপন করে; ধনাহরণকারী বণিকেরা ধনাশায় সমুদ্রে গমন করে; আমি আপনাকে কপিলবাস্তু নিবার আশায় এখানে অবস্থান করিতেছি, আমার সেই আশা সফল হউক। কৃষক পুনঃপুন বীজ বপন করিয়া থাকে; দেবরাজ বা মেঘ পুনঃপুন বর্ষণ করিয়া থাকে; কৃষক পুনঃপুন ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া থাকে; পুনঃপুন ধান্য রাষ্ট্রে (বা ধান্য-ভাণ্ডারে) আনয়ন করে; যাচক পুনঃপুন যাজ্ঞা করে। দানপতি পুনঃপুন দান করিয়া থাকে; দানপতি পুনঃপুন দান দিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। "তদ্ধেতু আমিও পুনঃপুন যাজ্ঞা করিতেছি।" নিশ্চয়ই বীর বা বীর্য্যবান পুরুষ সাত পুরুষ উদ্ধার করিয়া থাকে। যেই কুলে ভূরিপ্রাজ্ঞ বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন, আমি মনে করি সেই কুল দেবাতিদেব শক্র তুল্য। যেহেতু আপনি আর্য্য জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া মুনিভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহর্ষি বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোদন, মাতা মায়াদেবী। যিনি বোধিসত্ত্বকে গর্ভে ধারণ করিয়া দেহত্যাগের পর তুষিত স্বর্গে প্রমোদিত হইতেছেন, সেই গৌতমী গোত্রভূতা মায়াদেবী এখান হইতে মরিয়া দেবগণের সহিত পঞ্চ-কামগুণে পরিবেষ্টিত হইয়া মোদিত হইতেছেন। আমি অসহ সহিষ্ণু, অঙ্গীরস, অপ্রতিম বুদ্ধের পুত্র, আর্য্যজাতি হিসাবে আপনি আমার পিতা, লোক ব্যবহারেও আপনি আমার পিতা, শাক্যধর্ম্মের অনুকূলে লৌকিক জাতি হিসাবে এবং গৌতম গোত্র বিধায় আপনি আমার পিতামহ। ১

একবিহারীতিষ্য স্থবির। ২৩৪

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া কশ্যপ দশবলের সময় কুলগৃহে জাত হন। একদা ভগবানের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তিনি প্রব্রজিত হন ও এক অরণ্য বিহারে বিবেকের সহিত বাস করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় ভগবানের পরিনির্ব্বাণের পর ধর্ম্মাশোক রাজার কনিষ্ঠভ্রাতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ অশোক ভগবানের পরিনির্ব্বাণের ২১৮ বৎসর পরে সমগ্র জম্বুদ্বীপে একচ্ছত্র রাজত্ব করেন। তিনি নিজের কনিষ্ঠ তিষ্য কুমারকে উপরাজত্ব অর্পণ পূর্ব্বক কৌশলে শাসনের প্রতি তাঁহার প্রসন্নতা উৎপাদন করেন। একদিন তিনি মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। অরণ্যে মহাধর্ম্মরক্ষিত স্থবিরকে তখন এক বন্যহস্তী শালশাখা দিয়া ব্যজন করিতেছিল। তিনি ইহা দেখিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। ভাবিলেন—"অহো! নিশ্চয়ই মহাস্থবিরের ন্যায় প্রব্রজিত হইয়া অরণ্যে বাস করিলেই আমার ভাল হয়।" স্থবির তাঁহার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া তিনি দেখেন মত আকাশ পথে আসিয়া অশোকারাম পুষ্করিণীতে জলের উপর বসিয়া স্নান করিতে লাগিলেন এবং উত্তরাসঙ্গ চীবরখানি আকাশে ঝুলাইয়া রাখিলেন। কুমার স্থবিরের ঋদ্ধি প্রভাব দর্শন করিয়া অরণ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং নিবেদন করিলেন যে—'রাজন্, আমি প্রব্রজিত হইব।' রাজা তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াও প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। তিনি উপাসকবেশে প্রব্রজ্যাসুখ প্রার্থনা করিয়া ছয়টি গাথা বলিলেন। গাথা শুনিয়া রাজা ধর্ম্মাশোক রাজবাড়ী হইতে অশোকরাম পর্য্যন্ত রাস্তা সজ্জিত করাইলেন ও কুমারকে সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া মহতী সেনা সহিত রাজলীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিহারে নিয়া গেলেন। কুমার ধ্যান-কুটীরে গমন পূর্ব্বক মহাধর্ম্মরক্ষিত স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হইলেন। তাঁহার প্রব্রজ্যাকে আদর্শ করিয়া পরে বহুশত লোক প্রব্রজিত হইলেন। রাজার ভাগিনেয় সঙ্ঘমিত্রার স্বামী অগ্নিব্রহ্মাও

প্রব্রজিত হইলেন। তিনি প্রব্রজিত হইয়া হৃষ্ট-তুষ্ট চিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্য প্রকাশ পূর্ব্বক তিনটি গাথা ভাষণ করিলেন। তৎপর অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন এবং উপাধ্যায়ের সহিত কলিঙ্গরাজ্যে গমন করিলেন। একদা তাঁহার পায়ে বল্মীকরোগ উৎপন্ন হয়। এক বৈদ্য উহা দেখিয়া বলিল— 'ভন্তে, আপনি ঘৃত সংগ্রহ করুন, আমি আপনার চিকিৎসা করিব।' স্থবির ঘৃত অন্বেষণ না করিয়া ধ্যান-রত হই-লেন। ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রোগের প্রতি স্থবিরের ঔদাসীন্য ভাব দেখিয়া বৈদ্য নিজে ঘৃত সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে আরোগ্য করি-লেন। তিনি নীরোগ হইয়া অচিরে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং তথায় বাস করিতে লাগিলেন। রাজা এককোটি ধন ব্যয়ে ভোজনগিরি নামক বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া স্থবিরকে দান করিলেন। তিনি সেই বিহারে নির্ব্বাণ লাভ করেন ও নির্ব্বাণকালীন এই গাথা ভাষণ করেন।

২৩৪। পুরতো পচ্ছতো বাপি অপরো চে ন বিজ্জতি,
অতীব ফাসু ভবতি একস্স বসতো বনে।

হন্দ একো গমিস্সামি অরঞ্ঞং বুদ্ধবণ্ণিতং,
ফাসুং একবিহারিস্স পহিতত্তস্স ভিক্খুনো।

য়োগী পীতিকরং রম্মং মত্তকুঞ্জর সেবিতং,
একো অত্থবসী খিপ্পং পবিসিস্সামি কাননং।

সুপুপ্ফিতে সীতবনে সীতলে গিরিকন্দরে,
গত্তানি পরিসিঞ্চিত্বা চঙ্কমিস্সামি এককো।

একাকিয়ো অদুতিয়ো রমণীয়ে মহাবনে,
কদাহং বিহরিস্সামি কতকিচ্চো অনাসবো।

এবম্মে কত্তুকামস্স অধিপ্পায়ো সমিজ্ঝতু,
সাধয়িস্সাম্যহং য়েব, নাঞ্ঞো অঞ্ঞস্স কারকো'তি।

এসব বন্ধামি সন্নাহং, পবিসিস্সামি কাননং,
ততো ন নিক্খমিস্সামি অপ্পত্তো আসবক্খয়ং।

মালুতে উপবায়ন্তে সীতে সুরভিগন্ধিকে,
অবিজ্জং দালয়িস্সামি নিসিন্নো নগমুদ্ধনি।

বনে কুসুমসঞ্ছন্নে পব্ভারে নূন সীতলে,
বিমুত্তিসুখেন সুখিতো রমিস্সামি গিরিব্বজে।

সোহং পরিপুণ্ণসঙ্কপ্পো চন্দো পন্নরসো য়থা,
সব্বাসবপরিক্খীণো নত্থিদানি পুনব্ভবো'তি।

একবিহারিকো থেরো। ২

যদি পূর্ব্ব-পশ্চাৎ দিকে দর্শন করিয়া অপর কাহাকেও দেখা না যায়, তাহা হইলে একাকী বনবাসে বড়ই চিত্তসুখ উৎপন্ন হয়। আমি বুদ্ধ-প্রশংসিত অরণ্যে নিশ্চয়ই একাকী গমন করিব। কারণ নির্ব্বাণপ্রবণচিত্ত ভিক্ষুর একাকী অরণ্যে বাস সুখকর। আমি যোগীপ্রীতিকর, মত্তকুঞ্জর সেবিত রমণীয় কাননে শীঘ্র শ্রমণধর্ম্ম সাধনে একাকী প্রবেশ করিব। সুপুষ্পিত, ছায়া-জলসম্পন্ন শীতবনে শীতল গিরিকন্দরে স্নান করিয়া (গাত্রে জল সিঞ্চন করিয়া) একাকী চংক্রমণ করিব। একাকী তৃষ্ণাঅভাবে দ্বিতীয়জন বিহীন রমণীয় মহাবনে কৃতকার্য্য ও অনাসব হইয়া আমি কখন বাস করিব? এই প্রকারে আমার একাকী বাস করার অভিপ্রায় সফল হউক। আমি যোগ সাধন করিব। একজন অন্যজনের নহে, অর্থাৎ সমস্তই আত্ম-নির্ভর। আমি বীর্য্যরূপ কবচ পরিধান করিয়া বা কায়-জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া কাননে প্রবেশ করিব। আসব বিহীন না হইয়া কানন হইতে বাহির হইব না। স্নিগ্ধ সুরভিগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হইলে আমি পর্ব্বতশিখরে বসিয়া অবিদ্যাকে প্রদলিত করিব। কুসুমাচ্ছাদিত শীতল

বনের গিরিবেষ্টিত গুহায় বিমুক্তি সুখে সুখীত হইয়া রমিত হইব। আমি পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় সঙ্কল্প পরিপূর্ণ করিয়া সমস্ত আসবকে পরিক্ষয় করিয়াছি। এখন আমার আর পুনর্জন্ম নাই। ২

মহাকপ্পিন স্থবির। ২৩৫

ইনি পদ্মমুত্তর বুদ্ধের সময় হংসবতী নগরে কুলগৃহে জাত হন। একদিন তিনি ভগবানের ধর্ম্ম শুনিতেছিলেন, এমন সময় শাস্তা জনৈক ভিক্ষুকে উপদেষ্টা ভিক্ষুদের প্রধান স্থানে নিয়োগ করিলেন দেখিয়া, তিনিও সেই পদ প্রার্থনা করিলেন। কশ্যপ বুদ্ধের সময় বারাণসীর কুলগৃহে উৎপন্ন হন এবং সহস্র পুরুষের মধ্যে প্রধান হইয়া সহস্র কামড়া যুক্ত বিহার (পরিবেণ) নির্ম্মাণ করাইলেন। তাঁহারা সকলে যাবজ্জীবন কুশলকর্ম্ম করিয়া প্রধান উপাসক সহিত সপরিবারে দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন। গৌতম বুদ্ধ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে প্রধান উপাসক রাজগৃহের কুক্কুট নামক নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল— কপ্পিন। অবশিষ্ট পুরুষেরা সেই নগরেই অমাত্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিল। কপ্পিন পিতার মৃত্যুর পর রাজত্ব লাভ করেন; সেই হইতে তিনি মহাকপ্পিন নামে পরিচিত। সদ্ধর্ম্ম শ্রবণে তাঁহার বাসনা বড়ই বলবতী। তাই প্রত্যহ প্রাতে চারিদিকে চারিজন দূত পাঠাইয়া বলিতেন—"যাও, তোমরা বহুশ্রুত পণ্ডিত পাও কিনা দেখ, সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমাকে জানাইবে।" তখন গৌতম বুদ্ধ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া শ্রাবস্তীতে বাস করিতেছেন। সেই সময় শ্রাবস্তীবাসী কয়েকজন বণিক পণ্যদ্রব্য লইয়া সেই নগরে উপস্থিত হয়। তাহারা দ্রব্যগুলি একস্থানে রাখিয়া উপহার সহ রাজদর্শনে আগমন করেন, রাজা তাহাদিগকে ডাকাইলে তাহারা উপহারগুলি রাজাকে দিয়া বন্দনান্তে একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন—"তোমরা কোন্‌স্থান হইতে আসিয়াছ?" শ্রাবস্তী হইতে দেব। কেমন 'তোমাদের দেশে সুভিক্ষ কি? রাজা ধার্ম্মিক কি? হাঁ দেব। এখন তথায় কোন্ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়?' দেব, তাহা আমাদের এই উচ্ছিষ্টমুখে বর্ণনা করিতে পারিব না। রাজা তখন তাহাদিগকে স্বর্ণগারুপূর্ণ জল দেওয়াইলেন। তাহারা মুখ ধুইয়া দশবলের দিকে হাত জোড় করিয়া বলিল—"দেব, আমাদের দেশে বুদ্ধরত্ন উৎপন্ন হইয়াছেন?" 'বুদ্ধ'শব্দ শ্রবণ মাত্রেই রাজার সমস্ত তনুমন প্রীতিপূর্ণ হইল। রাজা তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়া ভাবিলেন "বুদ্ধ এই পদ অপ্রমাণ," তাই তাহাদিগকে এই সুসংবাদের পুরস্কার স্বরূপ লক্ষ টাকা উপহার দিলেন এবং ধর্ম্ম-সঙ্ঘরত্নোৎপত্তি সংবাদেও দুই লক্ষটাকা উপহার দিলেন। তখনই রাজা বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হইবার ইচ্ছায় বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গে অমাত্যেরাও বাহির হইল। রাজা সহস্র অমাত্য সহিত অশ্বারোহণে নদী তীরে উপনীত হওত ভাবিলেন। যদি ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ হন, তাহা হইলে এই গঙ্গার জলে অশ্বসমূহের খুর আর্দ্র না হউক। এই সত্যক্রিয়া করিয়া তিনটি নদী পার হইয়া গেলেন। ভগবান সেই-দিন পূর্ব্বাহ্নে 'মহাকরুণসমাপত্তি' ধ্যান হইতে উঠিয়া জগতের দিকে অবলোকন করিতেছেন; দেখিলেন— আজ রাজা মহাকপ্পিন ৩০০ যোজন বিস্তৃত রাজত্ব ত্যাগ করিয়া সহস্র অমাত্যসহ আমার নিকট প্রব্রজ্যা লাভার্থ আগমন করিবে। আজ আমার তাহাদের প্রত্যুদ্গমন করা উচিত। তৎপর ভগবান আকাশপথে চন্দ্রভাগা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যেই ঘাটদিয়া আসিবেন তাহারই সম্মুখে শাস্তা এক বটবৃক্ষ মূলে উপবিষ্ট হইয়া ষড়রশ্মি ছড়াইয়া দিলেন। তাঁহারাও সেই ঘাটে আসিয়া চতুর্দ্দিকে বুদ্ধরশ্মি বিকীর্ণ দেখিয়া মনে করিলেন যে— "আমরা সেই বুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসিয়াছি, নিশ্চয় ইনিই সেই ভগবান।" তখনই অবনতশিরে অতি গৌরবের সহিত ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজা ভগবানের পদ স্পর্শ করিয়া বন্দনা করিলেন এবং সহস্র অমাত্য সহিত উপবেশন

করিলেন। তখনই সকলে ভগবানের নিকটে ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অর্হত্বফল লাভ করিলেন ও প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। ভগবান তাঁহাদিগকে ঋদ্ধিময়ী প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিলেন। পরে শাস্তা সহস্র ভিক্ষু লইয়া আকাশ-পথে জেতবনে আসিলেন। একদিবস ভগবান তাঁহার শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন, কপ্পিনভিক্ষু তোমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেয় কি? না ভগবান। উনি কেবল ধ্যান-সুখেই অবস্থান করিতেছেন। ভগবান তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"কপ্পিন, তোমার এইরূপ করা উচিত নয়।" আজ হইতে সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দাও। স্থবির বুদ্ধের উপদেশে সম্মতি প্রদান করিয়া ধর্ম্মদেশনা আরম্ভ করিলেন। একদা তাঁহার একটিমাত্র উপদেশে এক সহস্র লোককে অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদর্শনে ভগবান তাঁহাকে উপদেষ্টা ভিক্ষুদের সর্ব্বোচ্চপদ প্রদান করিলেন। একদিন ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দিয়া নিম্নোক্ত গাথাগুলি ভাষণ করিলেন। ভিক্ষুণীরা তাঁহার উপদেশে থাকিয়া সদর্থ পরিপূর্ণ করিলেন।

২৩৫। অনাগতং য়ো পটিগচ্চ পস্সতি হিতঞ্চ অত্থং অহিতঞ্চ তং দ্বয়ং,
বিদ্দেসিনো তস্স হিতেসিনো বা রন্ধং ন পস্সন্তি সমেক্খমানা।

আনাপানসতী য়স্স পরিপুণ্ণা সুভাবিতা,
অনুপুব্বং পরিচিতা য়থা বুদ্ধেন দেসিতা;
সো'মং লোকং পভাসেতি অব্ভা মুত্তোব চন্দিমা।

ওদাতং বত মে চিত্তং অপ্পমাণং সুভাবিতং,
* নিব্বিদ্ধং পগ্গহীতঞ্চ সব্বা ওভাসতে দিসা;
জীবিতে বাপি সপ্পঞ্ঞো অপি বিত্তপরিক্খয়া,
পঞ্ঞায় চ অলাভেন বিত্তবাপি ন জীবতি।

---

* সি— নিব্বদ্ধং।

পঞ্ঞাসুত বিনিচ্ছিনী, পঞ্ঞা কিত্তি-সিলোকবড্ঢনী,
পঞ্ঞাসহিতো নরো ইধ অপি দুক্খেসু সুখানি বিন্দতি।

নায়ং অজ্জতনো ধম্মো নচ্ছেরো নপি অব্ভুতো,
যত্থ জায়েথ মীয়েথ, তত্থ কিং বিয় অব্ভুতং।

অনন্তরং হি জাতস্স জীবিতা মরণং ধুবং,
জাতা জাতা মরন্তী'ধ, এবং ধম্মাহি পাণিনো।

নহেতদত্থায় মতস্স হোতি যং জীবিতত্থং পর পোরিসানং,
মতম্হি রুণ্ণং'ন যসো ন লোক্যং, ন বণ্ণিতং সমণ-ব্রাহ্মণেহি।

চক্খুং সরীরং উপহন্তি রোণ্ণং, নিহীয়তি বণ্ণবলং মতী চ,
আনন্দিনো তস্স দিসা ভবন্তি, হিতেসিনো নাস্স সুখী ভবন্তি।

তস্মা হি ইচ্ছেয্য কুলে বসন্তো মেধাবিনো চেব বহুস্সুতে চ,
য়েসং হি পঞ্ঞাবিভবেন কিচ্চং তরন্তি নাবায় নদীং'ব পুণ্ণন্তি।

মহাকপ্পিনো থেরো। ৩

যে ব্যক্তি নিজের হিতাবহ ও অহিতাবহ দুইটি কার্য্য না আসিবার (সম্পাদন না করিবার) পূর্ব্বে প্রজ্ঞাচক্ষুদ্বারা দর্শন করে, তাহা হইলে হিতৈষী-অহিতৈষী ব্যক্তি তাহার ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পায় না। বুদ্ধ যেমন দেশনা করিয়াছেন, তেমন যাহার আশ্বাস-প্রশ্বাস ভাবনা পরিপূর্ণ সুভাবিত, যথাক্রমে পরিচিত, সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এ জগতে অবিদ্যা-ক্লেশ বিমুক্ত হইয়া জ্ঞান প্রভাবে সংস্কার লোকে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পঞ্চ নীবরণ অভাবে আমার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, প্রমাণকর কামরাগাদি বিনষ্ট হওয়ায় অপ্রমাণ নির্ব্বাণ আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। আমার সমস্ত ক্লেশ নিগৃহীত হইয়া পূর্ব্বাস্তদিক প্রকাশিত হইয়াছে। জ্ঞানবান ব্যক্তি ধনক্ষয় হইলেও সন্তোষের সহিত পবিত্র জীবন যাপন করে। অজ্ঞানী ব্যক্তি সম্পত্তিলাভ করিলেও

প্রজ্ঞার অভাবে উহা বিনষ্ট করিয়া থাকে, তাই সুখে জীবন যাপন করিতে পারে না। প্রজ্ঞা শ্রুত বিষয়ের ভালমন্দ বিচার করিতে পারে; প্রজ্ঞা কীর্তি সম্মান শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকে। প্রজ্ঞাসমাহিত ব্যক্তি এই পঞ্চস্কন্ধ আয়তনে নিরামিষ-বা অনাবিল সুখ অনুভব করিয়া থাকে। এই জন্ম-মৃত্যু স্বভাব অধুনাগত নহে। নিত্য ইহার উৎপত্তি আছে বলিয়া আশ্চর্য্য বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। সেই কারণে যেই সত্ত্বের জন্ম হয়, তাহার যে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? জন্মের অনন্তরেই প্রাণীর মৃত্যু ধ্রুব-ভাবে রহিয়াছে। এ জগতে উৎপন্ন মাত্রেই সত্ত্ব মরিতেছে। ইহা প্রাণী সমূহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পরিপুরুষদের পক্ষে মৃতব্যক্তির জীবন লাভার্থ যে রোদন উহাতে মৃতের জীবন লাভ হওয়া দূরে থাকুক, কাহারও কোন অর্থই লাভ হয় না। মৃতের জন্য রোদন করিলে ইহাতে যশ-বিশুদ্ধি লাভ কিছুই হয় না, ইহা শ্রমণ-ব্রাহ্মণদ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। রোদনকারীর চক্ষু ও শরীর উপহত হয় এবং বর্ণ-বল-মতি পরিহীন হয়, তাহার চারিদিকের শত্রুরা আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। উহাতে তাহার হিতৈষীরা সুখী হইতে পারে না। তদ্ধেতু মেধাবিগণ বহুশ্রুত ব্যক্তিকে কুলপুরোহিত করিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিবে, মেধাবিগণের প্রজ্ঞাবলে জলপূর্ণ নদী যেমন নৌকাযোগে উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তেমন কুলপুত্রগণ নিজের কর্ম্মশক্তি প্রভাবে নির্ব্বাণরূপ পার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চুলপন্থক স্থবির। ২৩৬

অষ্টক নিপাতে 'মহাপন্থক স্থবিরের' উপাখ্যানে ইঁহার বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে বিশেষত্ব এই— মহাপন্থক অর্হৎ হইয়া শ্রেষ্ঠফল সুখে অবস্থান পূর্ব্বক চিন্তা করিলেন— "আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চুলপন্থককে কি প্রকারে এই সুখে প্রতিষ্ঠিত করিব।" তখন তিনি মাতামহ ধনশ্রেষ্ঠীর নিকট উপস্থিত

হইয়া বলিলেন— "যদি মহাশ্রেষ্ঠী আদেশ করেন, আমি চুলপন্থককে প্রব্রজ্যা প্রদান করিব।" শ্রেষ্ঠী বলিলেন— "ভন্তে, আপনি তাহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।" স্থবির তাহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। তিনি দশশীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভ্রাতার নিকটে একটি গাথা চারিমাসে মুখস্থ করিতে পারিলেন না। এই শিখে এই ভুলিয়া যায়। তখন স্থবির বলিলেন— "দেখ পন্থক, তুমি এই শাসনে অন্ধতুল্য, চারিমাসে একটি গাথা শিক্ষা করিতে পারিতেছ না, আর কখন প্রব্রজ্যাকৃত্যের চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।" সুতরাং "তুমি এখনি চলিয়া যাও।" তিনি স্থবিরদ্বারা বহিষ্কৃত হইয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন ভগবান জীবকের আম্রবনে বাস করিতেছিলেন। জীবক একজন লোককে বলিয়া পাঠাইলেন যে—"পঞ্চশত ভিক্ষু সহিত ভগবানকে নিমন্ত্রণ কর।" সেই সময় আয়ুষ্মান মহাপন্থক 'ভক্তুদ্দেশক' অর্থাৎ নিমন্ত্রণ গ্রহীতা ছিলেন। তিনি চুলপন্থককে বাদ দিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। চুলপন্থক তাহা শুনিয়া আরও দুঃখিত হইলেন। ভগবান তাঁহার ক্ষোভের বিষয় জানিতে পারিয়া ভাবিলেন— "কৌশলে সে আমার সমস্ত বিষয় জানিতে সমর্থ হইবে। তৎপর ভগবান তাহার অনতিদূরে যাইয়া দেখা দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে— "পন্থক, তুমি রোদন করিতেছ কেন?" "ভন্তে, আমার ভ্রাতা আমাকে বাহির করিয়া দিয়াছে।" "পন্থক, তুমি কোন চিন্তা করিও না; আমার শাসনেই তোমার প্রব্রজ্যা। এদিকে আস, দেখ, এই বস্ত্রখণ্ড মর্দ্দন করিয়া "রজঃহরণ রজঃহরণ" শব্দে মনোনিবেশ কর।" তিনি বুদ্ধের আদিষ্ট নিয়মে বস্ত্রখণ্ড মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দুই হস্তের সংঘর্ষণে বস্ত্রখণ্ড এমন ময়লা হইয়া উঠিল যে অন্নপাত্র মুছিবার ন্যাকড়ার ন্যায় অতিশয় মলিন হইল। তিনি চিন্তা করিলেন— "এই বস্ত্রখণ্ড স্বভাবতঃ পরিষ্কৃত ছিল, অথচ এই দেহের আশ্রয়ে ময়লা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এই দেহই অনিত্য, তখনই তাঁহার বিদর্শনজ্ঞান উৎপন্ন হইল এবং প্রতিসম্ভিদা সহিত অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন। অর্হত্ব

প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিপিটকে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান উৎপন্ন হইল। এদিকে ভগবান ৪৯৯ জন ভিক্ষু লইয়া জীবকগৃহে ভোজনার্থ উপস্থিত হওত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মহাপন্থক চুলপন্থকের জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই জানিয়া তিনি তথায় যান নাই। জীবক যাগু পরিবেশন করিতে আসিলে যখন শাস্তা হাতদ্বারা পাত্র ঢাকিয়া রাখিলেন, তখন জীবক জিজ্ঞাসা করিলেন— "ভন্তে, কেন যাগু গ্রহণ করিতেছেন না ?" জীবক, বিহারে একজন ভিক্ষু আছে। তিনি একজন লোককে বলিয়া দিলেন যে— 'যাও, বিহারে যাইয়া তৎক্ষণাৎ ভিক্ষুকে লইয়া আস।' সেই সময় চুলপন্থক নিজের প্রতিকৃতি তুল্য এক সহস্র ভিক্ষু ঋদ্ধিবলে নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। লোকটি বিহারে যাইয়া বহুভিক্ষু দর্শনে ফিরিয়া গিয়া জীবককে বলিল— এই ভিক্ষুদের চেয়েও অতিবেশী ভিক্ষু বিহারে আছেন, আমি আর্যাকে জানিতে পারিলামনা। জীবক শাস্তাকে বলিলেন— "ভন্তে, বিহারে যে ভিক্ষু আছেন, তাঁহার নাম কি ?" জীবক, তাহার নাম চুলপন্থক। 'হে দূত, তুমি পুনরায় বিহারে যাইয়া চুলপন্থক ভিক্ষুকে জানিয়া লইয়া আস।' সে বিহারে যাইয়া যখনই জিজ্ঞাসা করিল যে— চুলপন্থক কে ? তখনই সহস্রজন ভিক্ষু বলিয়া উঠিল, 'আমি চুলপন্থক, আমি চুলপন্থক।' পুনঃ দূত ফিরিয়া গিয়া সেই বৃত্তান্ত বলিল। ভগবান বলিলেন— তবে আবার যাও, যে প্রথম বলিবে "আমি চুলপন্থক" তুমি তাঁহাকে বলিবে 'শাস্তা আপনাকে অহ্বান করিতেছেন' "এই বলিয়া 'চীবরের কোণায় ধরিবে।" সে বিহারে যাইয়া তাহাই করিল। তখনই নির্ম্মিত ভিক্ষুরা অন্তর্হিত হইল। সেই দূত স্থবিরকে লইয়া যখন জীবকের বাড়ীতে পৌছিল, তখন শাস্তা যাগু গ্রহণ করিলেন। ভগবান ভোজনান্তে বিহারে আসিলেন; ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় আলোচনা করিতে লাগিলেন যে— "অহো! বুদ্ধগণের কি প্রভাব, যিনি চারিমাসে একটি গাথা শিখিতে পারেন নাই, ভগবান তাঁহাকে অল্পক্ষণের মধ্যে মাহাঋদ্ধি সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। ভগবান ভিক্ষুদের আলোচনা

শুনিয়া ধর্ম্মসভায় গমন পূর্ব্বক বলিলেন— "ভিক্ষুগণ, চুলপন্থক আমার উপদেশে এখন যে লোকোত্তর দায়াদ হইয়াছে এমন নহে, পূর্ব্বজন্মে ও লৌকিক দায়াদ হইয়াছিল।" ভগবান তাঁহাদের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া চুলপন্থক জাতক বলিলেন। ভিক্ষুরা তাঁহাকে "তাঁহার অজ্ঞানতা পরিহার করিয়া কিরূপে সত্যলাভ করিলেন" উহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গাথা প্রসঙ্গে ইহার প্রত্যুত্তর দিলেন।

২৩৬। দন্ধা মযহং গতি আসি, পরিভূতো পুরে অহং,
ভাতা চ মং পণামেসি গচ্ছদানি তুবং ঘরং।

সোহং পণামিতো ভাতা সঙ্ঘারামস্স কোট্ঠকে,
দুম্মনো তত্থ অট্ঠাসিং সাসনস্মিং অপেখবা।

ভগবা তত্থ আগঞ্ছি, সীসং মযহং পরামসি,
বাহায় মং গহেত্বান সঙ্ঘারামং পবেসয়ি।

অনুকম্পায় মে সত্থা অদাসি পাদপুঞ্ছনিং,
এতং সুদ্ধং অধিট্ঠেহি একমন্তং স্বধিট্ঠিতং।

তস্সাহং বচনং সুত্বা বিহাসিং সাসনে রতো,
সমাধিং পটিপাদেসিং উত্তমত্থস্স পত্তিয়া।

পুব্বে নিবাসং জানামি দিব্বচক্খুং বিসোধিতং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা কতং বুদ্ধস্স সাসনং।

সহস্সক্খত্তুং অত্তানং নিম্মিণিত্বান পন্থকো,
নিসীদম্ববনে রম্মে য়াব কালপ্পবেদনা।

ততো মে সত্থা পাহেসি দূতং কালপ্পবেদকং,
পবেদিতম্হি কালম্হি বেহাসাদুপসঙ্কমিং।
বন্দিত্বা সত্থুনো পাদে একমন্তং নিসীদহং,
নিসিন্নং মং বিদিত্বান অথ সত্থা পটিগ্গহি।
আয়াগো সব্বলোকস্স আহুতীনং পটিগ্গহো,
পুঞ্ঞক্খেত্তো মনুস্সানং পটিগণ্হিত্থ দক্খিণন্তি। ৪

চূলপন্থকো থেরো।

আমার বুদ্ধি বড় মোটা ছিল, পৃথগ্জন সময়ে আমার স্মৃতি দুর্ব্বল ছিল। "তুমি এখন তোমার মাতামহের ঘরে যাও" বলিয়া, আমার ভ্রাতা আমাকে বাহির করিয়া দিলেন। আমি ভ্রাতাদ্বারা বহিষ্কৃত হইয়া সঙ্ঘারামের দ্বারপ্রকোষ্ঠের সমীপে বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা ত্যাগ না করিবার ইচ্ছায় দুঃখিত চিত্তে তথায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। ভগবান তথায় আগমন করিলেন। আমার মস্তকে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং বাহুতে ধরিয়া সঙ্ঘারামে প্রবেশ করাইলেন। শাস্তা আমার প্রতি দয়া করিয়া ঋদ্ধি-নির্ম্মিত পদ মুছিবার এক টুকরা খণ্ড বস্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন— এই শুদ্ধ বস্ত্র "রজঃহরণ রজঃহরণ" বলিয়া চিত্তে সম্যক্‌রূপে ধারণা কর। আমি ভগবানের বচন শুনিয়া শাস্তার শাসনে অর্থাৎ ধ্যানে রত হইলাম। উত্তমার্থ বা অর্হত্ব ফল প্রাপ্তির জন্য মার্গ পাটি পাটি সমাধি সম্পাদন করিলাম। আমি পূর্ব্ব-জন্মে কোথায় ছিলাম তাহা জানিতেছি, আমার দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হইল। ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইলাম এবং বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য্য হইলাম। পন্থক নিজকে সহস্রভাগে ঋদ্ধিবলে নির্ম্মাণ করিয়া রমণীয় আম্রবনে পিণ্ডাচরণ কাল পর্য্যন্ত বসিলেন। তৎপর শাস্তা সময় জ্ঞাপক দূত পাঠাইলেন। কাল বিজ্ঞাপিত হইলে আমি আকাশ পথে উপস্থিত হইলাম। আমি ভগবানের পদ বন্দনা করিয়া এক প্রান্তে বসিলাম। শাস্তা আমি বসিয়াছি জানিয়া

খাদ্য-ভোজ্য গ্রহণ করিলেন। সমস্ত লোকের শ্রেষ্ঠ দাক্ষিণেয়, দক্ষিণা-আহুতি প্রতিগ্রাহক ও মনুষ্যগণের পুণ্যক্ষেত্র খাদ্য-ভোজ্যরূপ দক্ষিণা গ্রহণ করিলেন। ৪

কপ্প স্থবির। ২৩৭

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থ ভগবানের সময় এক ধনাঢ্যকুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে বিচিত্র বর্ণ বস্ত্র, আভরণ, মণিরত্ন, পুষ্পদাম, মালাদিদ্বারা কল্পবৃক্ষ অলঙ্কৃত করিয়া ভগবানের স্তূপ পূজা করিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যে মণ্ডলিক রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর রাজত্ব লাভ করেন। তিনি অতিশয় কামাসক্ত ছিলেন। একদা ভগবানের জ্ঞান-জালে তাঁহাকে পতিত হইতে দেখিয়া 'সে কি ফল প্রাপ্ত হইবে ভগবান চিন্তা করিলেন।' দেখিলেন যে—সে তাঁহার নিকট অশুভ কথা শুনিয়া কামের প্রতি বীতস্পৃহ হইবে এবং প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং ভগবান আকাশ পথে তথায় গমন করিয়া গাথা প্রসঙ্গে অশুভ কথা বলিলেন। তিনি ভগবানের মুখে শরীরের পরিণাম মূলক ধর্ম্ম কথা শুনিয়া নিজের কায়ের প্রতি ঘৃণা ও সংবেগ উৎপাদন করিলেন এবং ভগবানকে বন্দনা করিয়া প্রব্রজ্যা যাচ্ঞা করিলেন। ভগবান সমীপস্থ ভিক্ষুকে বলিলেন—"হে ভিক্ষু যাও, এই ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা দিয়া লইয়া আস।" সেই ভিক্ষু তাঁহাকে 'ত্বকপঞ্চক' কর্ম্মস্থান দিয়া প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। তিনি খুর দ্বারা কেশ ছেদনের সঙ্গে সঙ্গেই অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। অর্হৎ হইয়া ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও বুদ্ধ-ভাষিত গাথায় পুনরাবৃত্তি করেন।

২৩৭। নানাকুলমলসম্পুণ্ণো মহাউক্কার সম্ভবো,
চন্দনিকং'ব পরিপক্কং মহাগণ্ডো মহাবণো।

পুব্ব-রুহিরসম্পুণ্ণো গূথকূপেন গাল্হিতো,
আপো পগ্ঘরণো কায়ো সদা সন্দতি পূতিকং।

সট্ঠিকণ্ডর সম্বন্ধো মংসলেপনলেপিতো,
চম্মকঞ্চুকসন্নদ্ধো পূতিকায়ো নিরত্থকো।

অট্ঠিসঙ্ঘাটঘটিতো নহারুসুত্তনিবন্ধনো,
নেকেসং সঙ্গতিভাবা কপ্পেতি ইরিয়াপথং।

ধুবপ্পয়াতো মরণস্স মচ্চুরাজস্স সন্তিকে,
ইধেব ছড্ডয়িত্বান য়েন কামং গমো নরো।

অবিজ্জায় নিবুতো কায়ো চতুগন্থেন গন্থিতো,
ওঘসংসীদন কায়ো অনুসয়জালমোত্থতো।

পঞ্চনীবরণে য়ুত্তো, বিতক্কেন সমপ্পিতো,
তণ্হামূলেনানুগতো মোহচ্ছাদনছাদিতো।

এবায়ং বত্ততিকায়ো কম্ময়ন্তেন য়ন্তিতো,
সম্পত্তি চ বিপত্যন্তা, নানাভাবো বিপজ্জতি।

য়ে'মং কায়ং মমায়ন্তি অন্ধবালা পুথুজ্জনা,
বড্ঢেন্তি কটসিং ঘোরং, আদিয়ন্তি পুনব্ভবং।

য়ে'মং কায়ং বিবজ্জেন্তি গূথলিত্তং'ব পন্নগং,
ভবমূলং বমিত্বান পরিনিব্বায়িস্সন্ত্যনাসবা'তি। ৫

কপ্পো থেরো।

এই দেহ কেশ-লোমাদি নানা প্রকার ময়লা পূর্ণ; বিষ্ঠা-কূপ তুল্য মাতৃ কুক্ষিতে উৎপন্ন; উচ্ছিষ্টাদি ফেলিবার পুরাতন স্থান তুল্য; মহাগণ্ড সদৃশ; মহাব্রণ যুক্ত; পূয-রক্ত-পূর্ণ; বিষ্ঠাকূপদ্বারা পূর্ণ অর্থাৎ বিষ্ঠাকূপ হইতে নির্গত; জল ধাতু নিঃসরণশীল এই কায়; সর্ব্বদা পিত্তাদি পূতি-গন্ধ নির্গত হয়; ৬০ খানি মহাস্নায়ুর সহিত সম্বন্ধ; মাংসদ্বারা লিপ্ত ও ৯৫০টি মাংসপেশী দ্বারা উপলিপ্ত; চর্ম্ম কঞ্চুক তুল্য প্রতিচ্ছন্ন এই পূতি-কায়ের কোন প্রয়োজন নাই; ত্রিশতাধিক অস্থিদ্বারা পরস্পর সম্বন্ধ; ৯০০ স্নায়ুসূত্র দ্বারা নিবদ্ধ; চারিমহাভূত-জীবিতেন্দ্রিয়-আশ্বাস-প্রশ্বাস ও বিজ্ঞা-নাদির সমবায়ে গমনাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়; মৃত্যুরাজের বা মৃত্যুর নিকটে সর্ব্বদা বা একান্তই অবস্থিত; মানব ইহ জগতেই এই দেহ ত্যাগ করিয়া যথারুচি স্থানে চলিয়া যায়। অবিদ্যাদ্বারা আচ্ছাদিত শরীর, অভিধ্যাদি গ্রন্থিদ্বারা গ্রথিত। এই কায় কামাদি স্রোতে নিমগ্নশীল; কামাদি অনুশয়জালে অভিভূত বা আবদ্ধ; পঞ্চনীবরণ যুক্ত; কামবিতর্কাদিদ্বারা আশ্রিত; তৃষ্ণাভূত ভবমূলদ্বারা অনুবদ্ধ; মোহ-আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত; পূর্ব্বোক্ত নিয়মে এই কায় প্রবর্ত্তিত হয়; সুখ দুঃখমূলক কর্ম্মরূপ যন্ত্রে যন্ত্রিত হয়। সম্পত্তি মাত্রেই বিপত্তিকাল পর্য্যন্ত, দেহ নানা অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে অন্ধ-মূর্খ পৃথগ্‌জনগণ এই কায়াকে ভালবাসে বা কায়ে আসক্ত হয়, তাহারা ভীষণ নরক বৃদ্ধি করিয়া থাকে ও পুনঃপুন জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহারা এই কায়াকে বিষ্ঠালিপ্ত সর্পের ন্যায় বিবর্জ্জন করে, তাহারা ভব-মূলকে বমি করিয়া বা ত্যাগ করিয়া আসববিহীন হওত পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে। ৫

উপসেন স্থবির। ২৩৮

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে এক কুলগৃহে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে ভগবানের নিকট গমন করিয়া যখন ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে-

ছিলেন. শাস্তা তখন একজন ভিক্ষুকে সর্ব্বত্র প্রসন্নতা লাভীর শ্রেষ্ঠ স্থানে নিয়োগ করিতেছেন দেখিয়া নিজেও সেই পদ প্রার্থনা করিলেন এবং যাবজ্জীবন কুশল কার্য্য করিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় নালক গ্রামে রূপাসারী ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। নাম ছিল—উপসেন। বয়ঃপ্রাপ্তে ত্রিবেদ শিক্ষা করেন। পরে ভগবানের নিকট ধর্ম্ম শুনিয়া প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করেন। উপসম্পদার এক বৎসর পরে "আর্য্য গর্ভ বৃদ্ধি করিব" ভাবিয়া একজন ভিক্ষু শিষ্য গ্রহণ পূর্ব্বক বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। ভগবান তাঁহার শিষ্যকে দেখিয়া নিন্দা করিয়া বলিলেন যে—"হে তুচ্ছ পুরুষ, তুমি অতিশীঘ্র বহুলতায় রত হইয়াছ কেন?" তিনি ভাবিলেন— "আজ যেই পুরুষের দ্বারা বুদ্ধকর্ত্তৃক আমি তিরস্কৃত হইলাম, সেই পুরুষের দ্বারাই ভগবানের প্রশংসা লাভ করিব।" তৎপর দৃঢ়বীর্য্যের সহিত ভাবনা করিয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি নিজে সমস্ত ধূতাঙ্গ পালন করিতে লাগিলেন এবং অপরকে ধূতাঙ্গ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাই তাঁহাকে ভগবান সর্ব্বত্র প্রসন্নতা লাভীর শ্রেষ্ঠ স্থানে নিয়োগ করিলেন। যখন কৌশম্বীবাসী ভিক্ষুদের কলহ উৎপন্ন হয়, তখন এক ভিক্ষুর প্রশ্নোত্তরে 'বিবেক বাস হইতে স্বীয় সদাচারই শ্রেয়ঃ' এই সম্বন্ধে গাথা ভাষণ করিলেন।

২৩৮। বিবিত্তং অপ্পনিগ্ঘোসং বাল়মিগ নিসেবিতং,
সেবে সেনাসনং ভিক্খু পটিসল্লানকারণা।

সঙ্কারপুঞ্জা আহত্বা সুসানা রথিয়াহি চ,
ততো সঙ্ঘাটিকং কত্বা লূখং ধারেয্য চীবরং।

নীচং মনং করিত্বান সপদানং কুলাকুলং,
পিণ্ডিকায় চরে ভিক্খু গুত্তদ্বারো সুসংবুতো।

লূখেন পিচ সন্তুস্সে, নাঞ্ঞং পত্থে রসং বহুং,
রসেসু অনুগিদ্ধস্স ঝানে ন রমতী মনো।

অপ্পিচ্ছো চেব সন্তুট্ঠো পবিবিত্তো বসে মুনি,
অসংসট্ঠো গহট্ঠেহি অনাগারেহি চূভয়ং।

যথা জলো চ মূগো চ অত্তানং দস্সয়ে তথা,
নাতিবেলং পভাসেয্য সঙ্ঘমজ্ঝম্হি পণ্ডিতো।

ন সো উপবদে কঞ্চি উপঘাতং বিবজ্জয়ে,
সংবুতো পাতিমোক্খস্মিং মত্তঞ্ঞূ চ'স্স ভোজনে।

সুগ্গহীত নিমিত্তস্স সো চিত্তস্সুপ্পাদ কোবিদো,
সমথং অনুযুঞ্জেয্য কালেন চ বিপস্সনং।

বিরিয়সাতচ্চসম্পন্নো যুত্তয়োগো সদা সিয়া,
ন চ অপ্পত্বা দুক্খন্তং বিস্সাসং এয্য পণ্ডিতো।

এবং বিহরমানস্স সুদ্ধিকামস্স ভিক্খুনো,
খীয়ন্তি আসবা সব্বে নিব্বুতিঞ্চাধিগচ্ছতী'তি। ৬

উপসেনো বঙ্গন্তপুত্তো থেরো।

ভিক্ষু কর্ম্মস্থানে চিত্তাভিনিবিষ্ট কারণে বিবিক্ত, শব্দহীন, হিংস্রজন্তু-সেবিত শয্যাসন সেবন করিবে। আবর্জ্জনাপুঞ্জ, শ্মশান কিম্বা রাস্তা হইতে বস্ত্র আহরণ পূর্ব্বক, সেই বস্ত্রদ্বারা সঙ্ঘাটি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শেলাই ও রঞ্জনদ্বারা বিরূপ করিয়া চীবর ধারণ করিবে। ভিক্ষু চক্ষুদ্বারাদি সংযম করিয়া, হস্তপদ বিকৃত না করিয়া ও মান-চিত্ত ত্যাগ করিয়া ঘর পাটি-পাটি প্রত্যেক ঘরে পিণ্ডাচরণ করিবে। অল্প ও খারাপ খাদ্য-ভোজ্য পাইলেও সন্তুষ্ট থাকিবে। অন্য বহু রস ইচ্ছা করিবে না। রস-গৃধ্নু ভিক্ষুর চিত্ত ধ্যানে রমিত হয় না। মুনি বা ভিক্ষু ইচ্ছাহীন, সন্তুষ্ট পরায়ণ, প্রবিবিক্ত হইয়া বাস করিবে এবং গৃহী ও প্রব্রজিত উভয়ের সহিত সংসর্গ করিবে না। নিজে জড়-মূক না হইয়া

অথচ তদ্রূপ দেখাইবে। পণ্ডিত ভিক্ষু সঙ্ঘমধ্যে অধিক কথা বলিবেনা অর্থাৎ মিতভাষী হইবে। সেই ভিক্ষু কাহাকেও ভাল-মন্দ কোন কথা বলিবে না ও শরীরদ্বারা কাহাকেও নিষ্পীড়ণ করিবেনা। প্রাতিমোক্ষশীলে সংযত হইবে। ভোজনে মাত্রজ্ঞ হইবে। সেই ভিক্ষু সুন্দররূপে বা মনো-যোগের সহিত সমাধি নিমিত্ত গ্রহণ করিবে। সঙ্কীর্ণ-উদ্ধত চিত্ত দমনে সুদক্ষ হইবে। শমথ ভাবনায় রত হইবে। যথা সময়ে বিদর্শন ভাবনা করিবে। সতত বীর্য্যবান হইবে ও ধ্যান-রত থাকিবে। পণ্ডিত ভিক্ষু দুঃখান্ত বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত না হইয়া বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না। এই ভাবে বাস করিয়া শুদ্ধি-কামী ভিক্ষুর সমস্ত আসব ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। ৬

অপর গৌতম স্থবির। ২৩৯

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের উৎপত্তির পূর্ব্বেই শ্রাবস্তীতে উদীচ্য ব্রাহ্মণ কুলে জাত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে ত্রিবেদে পারদর্শী হইয়া তর্কশাস্ত্রে অতিশয় দক্ষতা লাভ করেন। তর্কে তাঁহার সমকক্ষ কাহাকেও না পাইয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন আমাদের ভগবান ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়া যশ স্থবির প্রমুখ বহু শিষ্য লাভ করিয়াছেন। তৎপর অনাথপিণ্ডিকের প্রার্থনায় শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণ তথায় ভগবানের ধর্ম্ম শুনিয়া প্রব্রজ্যা আকাঙ্ক্ষা করেন। ভগবান একজন ভিক্ষুদ্বারা তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দেওয়াইলেন। কেশছেদনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অর্হত্ত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। পরে কোশল জনপদে দীর্ঘদিন বাস করিয়া পুনরায় শ্রাবস্তীতে আসিলেন। তাঁহার বহু জ্ঞাতি ছিল। তাহারা শুদ্ধি-বাদী। একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে—"কি প্রকার আচরণ করিলে

সংসারে শুদ্ধি লাভ করা যায়।" স্থবির তাহা প্রকাশ করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন। তাঁহার গাথা শুনিয়া ধনাঢ্য ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইল এবং ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হইল।

২৩৯। বিজানেয্য সকং অত্থং অবলোকেয্যাথ পাবচনং,
য়ঞ্চেত্থ অস্স পতিরূপং সামঞ্ঞং অজ্ঝুপগতস্স।

মিত্তং * ইধেব কল্যাণং সিক্খাবিপুলং সমাদানং,
সুস্সূসা চ গরূনং এতং সমণস্স পতিরূপং।

বুদ্ধেসু চ সগারবতা ধম্মে অপচিতি য়থাভূতং,
সঙ্ঘে চ চিত্তিকারো এতং সমণস্স পতিরূপং।

আচারগোচরে যুত্তো আজীবো সোধিতো অগারয়্হো,
চিত্তস্স চ সণ্ঠাপনং এতং সমণস্স পতিরূপং।

চারিত্তং অথ বারিত্তং ইরিয়াপথিয়ং পসাদনীয়ং,
অধিচিত্তে চ আয়োগো এতং সমণস্স পতিরূপং।

আরঞ্ঞকানি সেনাসনানি পন্তানি অপ্পসদ্দানি,
ভজিতব্বানি মুনিনা এতং সমণস্স পতিরূপং।

সীলঞ্চ বাহুসচ্চঞ্চ ধম্মানং পবিচয়ো য়থাভূতং,
সচ্চানং অভিসময়ো এতং সমণস্স পতিরূপং।

ভাবয়ে অনিচ্চসঞ্ঞং অনত্তসঞ্ঞং অসুভসঞ্ঞঞ্চ,
লোকস্মিঞ্চ অনভিরতিং এতং সমণস্স পতিরূপং।

* সী— ইধ।

ভাবেয্য চ বোজ্ঝঙ্গে ইদ্ধিপাদানি ইন্দ্রিয়-বলানি,
অট্ঠঙ্গমগ্গচরিয়ং এতং সমণস্স পতিরূপং।

তণ্হং পজহেয্য মুনি সমূলকে আসবে পদালেয্য,
বিহরেয্য বিপ্পমুত্তো এতং সমণস্স পতিরূপন্তি। ৭

গোতমো থেরো।

বিজ্ঞ পুরুষ বিচার পূর্ব্বক নিজের ভাল-মন্দ জ্ঞাত হইবে এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণের বচন ও বুদ্ধ-বচন প্রজ্ঞাচক্ষুযোগে দর্শন করিবে। প্রব্রজিত কুল-পুত্রের পক্ষে যাহা প্রতিরূপ বা উপযোগী, তাহাও দর্শন করিবে। এই বুদ্ধশাসনে কল্যাণমিত্রের সেবা, বিপুল জ্ঞান লাভ, গুরুবর্গের বাক্য রক্ষা করা, ইহাই শ্রমণের পক্ষে উপযোগী। বুদ্ধের প্রতি গৌরব, আর্য্য-ধর্ম্মের পূজা, আর্য্য-সঙ্ঘের সম্মান-সৎকার করা, ইহাই শ্রমণের পক্ষে উপযোগী। আচার-গোচরে যুক্ত হওয়া, জীবিকা-বিশোধন করা, অগর্হিত জীবন যাপন করা, চক্ষু প্রভৃতি দ্বারে ও রূপাদি নিমিত্তে লোভ উৎপাদন না করিয়া চিত্তকে সুরক্ষা করা, ইহাই শ্রমণের পক্ষে উপযোগী। সদাচরণে চারিত্রশীল পূর্ণ করা, বিরতিদ্বারা বারিত্রশীল পূর্ণ করা, গমনাগমনাদিতে সংযত হওয়া, শমথ-বিদর্শন ভাবনায় চিত্তকে নিবিষ্ট করা, ইহাই শ্রমণের পক্ষে উপযোগী। অরণ্যে, বিবিক্ত শয্যাসনে, শব্দবিহীনস্থানে মুনির বা ভিক্ষুর গমন করা কর্ত্তব্য, ইহাই শ্রমণের পক্ষে উপযোগী। চারি পরিশুদ্ধিশীল, বহুশ্রুতভাব, যথাভূতরূপে রূপারূপ ধর্ম্ম সমূহের পরিমীমাংসা, আর্য্যসত্য সমূহের উপলব্ধি, ইহাই শ্রমণের পক্ষে উপযোগী। ভিক্ষু অনিত্য, অনাত্ম ও অশুভসংজ্ঞা ভাবনা করিবে, ত্রৈভূমিক সংস্কারের প্রতি অনভিরতি সংজ্ঞা উৎপাদন করিবে, ইহাই শ্রমণের পক্ষে উপযোগী। সপ্ত বোধ্যঙ্গ, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, অষ্টাঙ্গমার্গচর্য্যা ভাবনা করিবে, ইহাই শ্রমণের পক্ষে উপযোগী। মুনি তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিবে,

সমূল আসব সমূহ বিদলিত করিবে, নির্ব্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়া বাস করিবে ইহাই শ্রমণের পক্ষে উপযোগী। ৩

তত্রুদানং

কালুদায়ী চ সো থেরো একবিহারী চ কপ্পিনো,
চূলপন্থকো কপ্পো চ উপসেনো চ গোতমো ;
সত্তিমে দসকে থেরা গাথায়ো চেত্থ সত্ততী'তি।

দশম নিপাতে সাতজন স্থবির ৭০ টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

একাদসক নিপাতো

সঙ্কিচ্চ স্থবির। ২৪০

ইনি পূর্ব্ববুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি গর্ভে থাকিতেই তাঁহার মাতা রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া দাহন করিলেও গর্ভাশয় দগ্ধ হয় নাই। মনুষ্যেরা শূল দ্বারা মৃতদেহ বিদ্ধকালে গর্ভস্থিত বালকের অক্ষিপ্রান্তে আঘাত লাগে। তাহারা সেই গর্ভাশয় জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা আবৃত করিয়া প্রস্থান করে। পরে কুক্ষিপ্রদেশ দগ্ধ হইয়া অঙ্গারের উপরে সুবর্ণ বিম্ব সদৃশ বালক পদ্মগর্ভে শায়িতবৎ পড়িয়া থাকে। যেই সত্ত্ব অন্তিম জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে সুমেরু পর্ব্বতদ্বারা চাপা দিলেও অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত না হইয়া মরিবে না। পরদিন শ্মশানে গমনকারী মনুষ্যেরা সেই শায়িত বালককে দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হয়। তাহারা বালককে গ্রামে আনিয়া নৈমিত্তিককে ইহার শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করে। নৈমিত্তিক বলিল—"যদি এই বালক গৃহে বাস করে, সপ্তকুল দরিদ্র হইবে। যদি প্রব্রজিত হয়, পঞ্চশত শ্রমণ পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিবে।" তাহা শুনিয়া জ্ঞাতিগণ বলিল—তাহাই হউক। 'বালক বয়স্ক হইলে আমাদের আর্য্য সারীপুত্র স্থবিরের নিকটে প্রব্রজ্যা প্রদান করিব।' শঙ্কুদ্বারা অক্ষিপ্রান্ত ছিন্ন হইয়াছিল বলিয়া বালকের নাম রাখিল—'সঙ্কিচ্চ।' যখন তাহার বয়স সাত বৎসর, তখন সে জানিতে পারিল যে তাহাকে গর্ভে লইয়াই তাহার মাতার মৃত্যু হয়।" এই বিষয়ে সে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া প্রব্রজ্যা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করে। জ্ঞাতিগণ বলিল—"ভাল বাছা, তাহাই হউক।" তাহাকে ধর্ম্ম সেনাপতির নিকটে নিয়া প্রার্থনা

করিল—"ভন্তে, এই বালককে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।" স্থবির তাহাকে 'ত্বক পঞ্চক' কর্ম্মস্থান দিয়া প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। তাহার কেশচ্ছেদন কালেই অর্হত্ব ফল প্রাপ্তি ঘটে। তৎপর ত্রিশজন ভিক্ষু লইয়া অরণ্যে গমন করেন। একদা সেই ভিক্ষুদিগকে চোরকবল হইতে রক্ষা করিয়া চোরদিগকে মৈত্রীবলে দমন পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা দান করিয়াছিলেন। তৎ-পর তিনি বহু ভিক্ষু সহিত বিহারে বাস করিতেছিলেন। একদিন ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইলে তিনি অন্যত্র যাওয়ার ইচ্ছায় ভিক্ষুদের অনুমতি চাহি-লেন। এমন সময় তাঁহার এক ভক্ত উপাসক তাঁহার সেবার্থ প্রার্থনাপ্রসঙ্গে একটি গাথা বলিলেন। তিনি উপাসকের প্রত্যুত্তরে নিম্নোক্ত গাথাসমূহ ভাষণ করিলেন।

২৪০। কিং তবত্থো বনে তাত উজ্জুহানোব * পাবুসে,
বেরম্ভা রমণীয়া তে পবিবেকো হি ঝায়িনং।

যথা অব্ভানি বেরম্ভো বাতো নুদতি পাবুসে,
সঞ্ঞা মে অভিকীরন্তি বিবেকপটিসঞ্ঞুতা।

অপণ্ডরো অণ্ডসম্ভবো সীবথিকায় নিকেতচারিকো,
উপ্পাদয়তেব মে সতিং সন্দেহস্মিং বিরাগনিস্সিতং।

যঞ্চ অঞ্ঞে ন রক্খন্তি, যো চ অঞ্ঞে ন রক্খতি,
সবে ভিক্খু সুখং সেতি কামেসু অনপেক্খবা।

অচ্ছোদিকা পুথুসিলা গোণঙ্গুলমিগাযুতা,
অম্বু সেবাল সঞ্ছন্না সেলা রমযন্তি মং।

বসিতম্মে অরঞ্ঞেসু কন্দরাসু গুহাসু চ,
সেনাসনেসু পন্তেসু বালমিগ নিসেবিতে।

---

* সি—পাবুসো।

ইমে হঞ্ঞন্তু বজ্ঝন্তু দুক্খং পপ্পোন্তু পাণিনো,
সঙ্কপ্পং নাভিজানামি অনরিয়ং দোস-সংহিতং।
পরিচিণ্ণো ময়া সত্থা, কতং বুদ্ধস্স সাসনং,
ওহিতো গরুকো ভারো, ভবনেত্তি সমূহতা।
য়স্স চত্থায় পব্বজিতো অগারস্মা অনগারিয়ং,
সো মে অত্থো অনুপ্পত্তো সব্বসংয়োজনক্খয়ো।
নাভিনন্দামি মরণং, নাভিনন্দামি জীবিতং,
কালঞ্চ পটিকঙ্খামি নিব্বিসং ভতকো য়থা।
নাভিনন্দামি মরণং, নাভিনন্দামি জীবিতং,
কালঞ্চ পটিকঙ্খামি সম্পজানো পতিস্সতো'তি। ১

সঙ্কিচ্চো থেরো।

হে শ্রামণের, এই বর্ষাকালে উজ্জুহান নামক অস্বাস্থ্যকর পর্ব্বতে তোমার কি প্রয়োজন? এই ভীষণ ঝটিকার সময় তথায় বাস তোমার রমণীয় (সুখকর) হইবে কি? ধ্যানীর পক্ষে নির্জ্জন গুহাই বিবেকজনক বা উপযুক্তস্থান। উপাসকের গাথা শ্রবণে তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন—

যেমন বর্ষাকালে ভীষণ ঝটিকা প্রবাহে মেঘ মালা অপসারিত করে, তেমন বিবেক প্রতিসংযুক্ত বনই আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। অণ্ডজাত কৃষ্ণবর্ণ কাক যেমন শ্মশানাশ্রয়ে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বিচরণ করে, তেমন আমার চিত্তে বিরাগাশ্রিত 'কায়গতাস্মৃতি' কর্ম্মস্থান-মার্গ উৎপন্ন হইতেছে। মৈত্রীবিহারী ও বস্তুকামে অলোভী প্রব্রজিতকে যেমন অন্য সেবকেরা রক্ষা করে না, তেমন যে কোন প্রব্রজিত নিরুপদ্রবকারণে অন্য কাহাকেও ইচ্ছা করে না। কাম্য বস্তু সমূহে একান্ত নিরপেক্ষ ভিক্ষু গ্রামে বা অরণ্যে নিরুদ্বেগে অবস্থান করিয়া থাকে। অগম্ভীর পরিষ্কৃত জল সম্পন্ন, মহৎ শিলা বিস্তৃত, গরুর ন্যায় লাঙ্গুল বিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ

বানরযুত ও শৈবালাচ্ছাদিত শীতলজল পূর্ণ সেই শৈল সমূহ আমাকে আনন্দদান করে। সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগ সমাকুল অরণ্যে, কন্দরে, গুহায় ও জনমানবহীন শয্যাসনে আমি পূর্ব্বেও বাস করিয়াছি। এই বন্য প্রাণী সমূহকে কেহ তীর-দ্বারা হত্যা করুক, মুষ্টিযুদ্ধে বধ করুক, যে কোন উপায়ে দুঃখ উৎপাদন করুক, এইরূপ ক্রোধসংযুক্ত এবং অনার্য্যাচরিত হিংসামূলক পাপসঙ্কল্প বা মিথ্যা বিতর্ক আমার মনে কোনদিন উদিত হইয়াছে কিনা আমি জানি না। আমাদ্বারা শাস্তার উপদেশ-অনুশাসন উপাসিত হইয়াছে, আমি বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য্য হইয়াছি, আমি গুরুভার বিশিষ্ট পঞ্চস্কন্ধাদি নামাইয়া রাখিয়াছি ও আমি ভবতৃষ্ণা সমূহত করিয়াছি। আমি যে কারণে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়াছি, আমার সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। আমার সমস্ত ভব-তৃষ্ণা পরিক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আমি মরণকে ইচ্ছা করি না, চিরজীবন লাভ করিতেও ইচ্ছা করিনা। ভৃত্য যেমন কেবল দিন গণিয়া বেতনের অপেক্ষায় থাকে, আমিও তেমন পরিনির্ব্বাণলাভের অপেক্ষায় আছি। আমি মরণকে অভিনন্দন করিনা, দীর্ঘ জীবনকেও অভিনন্দন করিনা। কেবল জাগ্রত স্মৃতিতে অবহিত হইয়া পরিনির্ব্বাণ লাভের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। ১

তত্রুদানং

সঙ্কিচ্চো থেরো একোব কতকিচ্চো অনাসবো,
একাদস নিপাতম্হি গাথা একাদসেবচা'তি।

* একাদশ নিপাতে একজন স্থবির ১১টী গাথা ভাষণ করিয়াছেন

দ্বাদসক নিপাতো

সীলব স্থবির। ২৪১

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বহুজন্ম কুশল সঞ্চয়ের পরে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে রাজা বিম্বিসারের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—সীলবকুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা অজাতশত্রু তাঁহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছায় প্রচণ্ড মত্তহস্তী তাঁহার উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু হস্তীর আক্রমণে তাঁহার মৃত্যু হইল না দেখিয়া রাজা আরও বহুবিধ হত্যা-কৌশল উদ্ভাবন করেন। কিন্তু কুমারের এই শেষ জন্ম, অর্হত্ব ফল অপ্রাপ্তে তাঁহাকে হত্যা করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। তাই রাজার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ভগবান এমন পুণ্যবানের উপর মহাবিপদ দেখিয়া মোদগল্লায়ন স্থবিরকে আদেশ দিলেন যে—'তুমি সীলবকুমারকে লইয়া আস।' স্থবির ঋদ্ধিবলে কুমারকে হস্তীপৃষ্ঠে চড়াইয়া বুদ্ধের সম্মুখে হাজির করিলেন। কুমার হস্তীপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া শাস্তার চরণে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক একান্তে বসিলেন। ভগবান তাঁহার উদ্দেশ্যানুযায়ী ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। ধর্ম্ম শ্রবণে কুমারের শ্রদ্ধা জাগ্রত হইল। পরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক ভাবনাবলে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। যখন তিনি কোশলরাজ্যে বাস করিতেছিলেন, তখন অজাতশত্রু পুনরায় তাঁহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছায় কয়েকজন ঘাতক নিযুক্ত করিলেন। ঘাতকেরা সীলব স্থবিরের মুখে ধর্ম্ম শুনিয়া সংবিগ্ন হৃদয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। স্থবির তাহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া নিম্নোক্ত গাথাগুলি ভাষণ করেন।

২৪১। * সীলমেবিধ সিক্খেথ অস্মিং লোকে সুসিক্খিতং,
সীলং হি সব্বসম্পত্তিং উপনামেতি সেবিতং।

সীলং রক্খেয়্য মেধাবী পত্থয়ানো তয়ো সুখে,
পসংসং বিত্তিলাভঞ্চ পেচ্চসগ্গে চ মোদনং।

সীলবা হি বহূ মিত্তে সঞ্ঞমেনাধিগচ্ছতি,
দুস্সীলো পন মিত্তেহি ধংসতে পাপমাচরং।

অবণ্ণঞ্চ অকিত্তিঞ্চ দুস্সীলো লভতে নরো,
বণ্ণকিত্তিং পসংসঞ্চ সদা লভতি সীলবা।

আদি সীলং পতিট্ঠা চ কল্যাণানঞ্চ মাতুকং,
পমুখং সব্বধম্মানং তস্মা সীলং বিসোধয়ে।

বেলা চ সংবরো সীলং চিত্তস্স অভিভাসনং,
তিত্থং চ সব্ববুদ্ধানং, তস্মা সীলং বিসোধয়ে।

সীলং বলং অপ্পটিমং সীলং আবুধমুত্তমং,
সীলং আভরণং সেট্ঠং, সীলং কবচমব্ভুতং।

সীলং সেতু মহেসক্খো সীলং গন্ধো অনুত্তরো,
সীলং বিলেপনং সেট্ঠং য়েন বাতি দিসোদিসং।

সীলং সম্বলমেবগ্গং, সীলং পাথেয়্যমুত্তমং,
সীলং সেট্ঠো অতিবাহো য়েন য়াতি দিসোদিসং।

ইধেব নিন্দং লভতি পেচ্চাপায়ে চ দুম্মনো,
সব্বত্থ দুম্মনো বালো সীলেসু অসমাহিতো।

* সী—সীল মেবেধ।

ইধেব কিত্তিং লভতি পেচ্চ সগ্গে চ সুমনো,
সব্বত্থ সুমনো ধীরো সীলেসু সুসমাহিতো।
সীলমেব ইধ অগ্গং পঞ্‌ঞবা পন উত্তমো,
মনুস্সেসু চ দেবেসু সীলপঞ্‌ঞাণতো জয়ন্তি। ১

সীলবত্থেরো।

এই সত্বলোকে আত্মহিতকামী কুলপুত্র 'চারিত্র-বারিত্র' শীলকে শিক্ষা বা পূর্ণ করে। সে শিক্ষা করিলেও পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধভাবে উহাতে সুশিক্ষিত হয়, কারণ এই শীল উত্তমরূপে সেবিত হইলে সমস্ত (দেবত্ব-ব্রহ্মত্ব-মোক্ষত্ব) সম্পত্তি আনয়ন করে। মেধাবী উক্ত ত্রিবিধ সুখ প্রার্থনা করিয়া শীল রক্ষা করে ও ব্রতাদি পূর্ণ করে। সে ইহকালে প্রশংসা, বিত্ত, সন্তুষ্টি লাভার্থ ও পরকালে স্বর্গে পঞ্চকাম-সুখ লাভার্থ শীল রক্ষা করে। কায় সংযমের দ্বারা শীলবান বহু মিত্র লাভ করে, পাপ-কর্ম্মদ্বারা দুঃশীল মিত্রদিগকে ধ্বংশ করে। দুঃশীল ব্যক্তি নিন্দা ও অকীর্ত্তির ভাজন হয়, শীলবান প্রশংসা ও সুকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া থাকে। কুশলধর্ম্ম সমূহের মধ্যে শীল আদি বা প্রথম। সেই শীল উত্তম জ্ঞানার্জ্জনের আধারস্বরূপ ও 'শমথ-বিদর্শন' সাধনার মাতৃ তুল্য বা জননীস্বরূপ। তাই পবিত্র ধর্ম্ম সমূহের মূলভূত বলিয়া আদিতে শীলকে সম্পূরণ করিবে। সংযমশীল দুশ্চরিত্র নিবারণের বেলা বা সীমা স্বরূপ, মনস্তুষ্টি সাধক। সমস্ত বুদ্ধগণের নির্দ্দেশ মতে নির্ব্বাণ মহাসমুদ্রের অবগাহন তীর্থ স্বরূপ। সেই কারণে শীল পালনে মনোযোগী হইবে। মারসৈন্য মর্দ্দনে শীলরূপ সৈন্য সদৃশ আর অন্য সৈন্য নাই, তৃষ্ণাছেদন কালেও শীলরূপ অস্ত্রই উত্তম, শরীরের শোভাবৃদ্ধি কারণে শীলাভরণই শ্রেষ্ঠ, জীবন রক্ষণে শীলরূপ কবচই অভেদ্য। অপায় অতিক্রম কারণে শীলরূপ সেতু মহাশক্তিশালী, সর্ব্বদিক সুগন্ধ করণে শীলরূপ গন্ধই অনুত্তর, শীলরূপ বিলেপনই শ্রেষ্ঠ, কারণ এই শীলগন্ধ দশদিকে প্রবাহিত হয়। শীলরূপ

সম্বল অগ্র, শীলরূপ পাথেয় উত্তম, শীলরূপ বাহনই নিরাপদ যান। তৎপ্রভাবে স্বর্গ-ব্রহ্মাদিতে সুখেই গমন করিতে পারে। দূষিতচিত্ত ব্যক্তি ইহকালে নিন্দা ও পরকালে নরক ভোগ করিয়া থাকে। শীল পালনে অমনোযোগী, দুর্ম্মনা, অজ্ঞানী ব্যক্তি ইহলোকে লোকের তাড়না ও পরলোকে যমের তাড়না ভোগ করিয়া থাকে। সুচিত্ত পরায়ণ ব্যক্তি ইহলোকে সুকীর্ত্তি ও পরলোকে স্বর্গ লাভ করে। শীলপালনে সুসমাহিত, সুমন, ধীর-ব্যক্তি ইহ-পরলোকে বিবিধ শান্তিসুধা উপভোগ করে। ইহলোকে শীল পালনই অগ্র, প্রজ্ঞা-সাধন উত্তম, দেব-মনুষ্যলোকের মধ্যে শীলকে আদিতে এখানে গৃহীত বলিয়া প্রজ্ঞার চেয়ে শীলের জয়ই প্রধান। স্থবির এই শীল দেশনাদ্বারা নিজের অর্হত্ব ফল প্রকাশ করিলেন।

সুনীত স্থবির। ২৪২

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বহু জন্ম দেব-মনুষ্যকুলে পুণ্যসঞ্চয় পূর্ব্বক বুদ্ধশূন্যকালে এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে কয়েকজন অসৎ বন্ধুর সংসর্গে পড়িয়া এক পচ্চেকবুদ্ধকে বলিল—"কিহে, সর্ব্বদা ব্রণ ঢাকিয়া রাখার ন্যায় সমস্ত শরীর চীবরাবৃত করিয়া ভিক্ষাচরণ কর কেন? তুমি কি কৃষি-বাণিজ্যদ্বারা জীবন যাপন করিতে পার না? যদি তাহাও করিতে না পার ঘরের বিষ্ঠা মূত্রাদি বাহির করিয়া আবর্জ্জনা পরিষ্কারের কাজ কর না কেন?" এই প্রকার আক্রোশ করার ফলে মরণান্তে তাহার নরক প্রাপ্তি হয়। বহুকাল নরকযন্ত্রণা ভোগের পর মনুষ্যলোকে পুষ্পাবর্জ্জনাত্যাগী নীচকুলে জন্ম গ্রহণ করে। বহু জন্ম নীচকুলে আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে থাকে। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় আবার আবর্জ্জনাশোধনকারীর কুলে জাত হইয়া নীচকর্ম্মে জীবন যাপন করে। এই জন্মে অন্ন-বস্ত্রাভাবে বড়ই দুঃখ পাইতে থাকে।

তৎপর ভগবানের করুণাচক্ষে সে পতিত হইল। বুদ্ধ দেখিলেন যে—'ঘটে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপতুল্য তাহার দেহরূপ ঘটে অর্হত্ত্ব-শিখা জ্বলিতেছে।' রাত্রি প্রভাত হইলে শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে রাজগৃহে পিণ্ডার্থ প্রবেশ পূর্ব্বক সুনীত যেই রাস্তায় ময়লা পরিষ্কার করিতেছিল, সেই রাস্তায় উপনীত হইলেন। সুনীত আবর্জ্জনা ভার স্কন্ধে লইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত শাস্তাকে আসিতে দেখিয়া সে আকুল হৃদয়ে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অন্যপথেও লুকাইবার সুযোগ না পাইয়া আবর্জ্জনার ভারটি এক প্রাচীরের কিনারায় রাখিয়া দিল এবং একটি গলিতে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাচীরের সঙ্গে এমন ভাবে শরীর লাগাইয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল—যেন সে প্রাচীরের ছিদ্রদিয়া পলাইতে পারিল না। তথাপি ভগবান তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন "এই সুনীত বুঝিতে পারে নাই যে আমি তাহার মঙ্গলার্থ আসিয়াছি, অথচ সে হীন কর্ম্মের দরুণ আমার সম্মুখে আসিতেও লজ্জানুভব করিতেছে।" তাহার অন্তরের সঙ্কীর্ণতা এখনি দূর করিয়া দিব। শাস্তা এই ভাবিয়া ব্রহ্মস্বর বিনন্দিত জলদগম্ভীরস্বরে ডাকিলেন— "সুনীত, এই দুঃখময় জীবনে তোমার লাভ কি! তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারিবে কি?" সুনীত শাস্তার অমৃতবাণীতে অভিষিক্ত হইল, তাহার হৃদয় প্রীতিতে পূর্ণ হইল। আর থাকিতে না পারিয়া মনের আবেগে বলিয়া ফেলিল— "ভগবন, আমার ন্যায় অধম যদি প্রব্রজ্যার অধিকারী হয়, কেন আমি এই সম্পদের অধিকারী হইব না, দয়া করিয়া আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।" শাস্তা অমনি 'আস ভিক্ষু, বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন। সে এই বাক্যে ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবরে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করিয়া এমন শোভাপাইতে লাগিল— 'যেন প্রব্রজ্যার বয়স শতবর্ষ হইয়াছে।' তখনি সে বুদ্ধ-সদনে আসিয়া দাঁড়াইল। করুণাবতার বুদ্ধ তাহাকে বিহারে নিয়া কর্ম্মস্থান শিক্ষা দিলেন। তিনি প্রথম সাধনাবলেই অষ্টসমাপত্তি ও পঞ্চাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন এবং পরে বিদর্শন ভাবনাবলে ষড়াভিজ্ঞ হইলেন। তখনি ইন্দ্র-ব্রহ্মাগণ আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন।

ভগবান তাঁহাকে দেব-ব্রহ্ম পরিষদ পরিবৃত দেখিয়া ঈষৎ হাস্তে গাথাযোগে দেশনা করিলেন। তারপর ভিক্ষুগণ আসিয়া তাঁহার প্রভাব দর্শন মানসে জিজ্ঞাসিলেন—'বন্ধু সুনীত, আপনি কোন্ কুল হইতে প্রব্রজিত? কিরূপেই বা নির্ব্বাণ সত্য অভিজ্ঞাত হইলেন?' তিনি প্রত্যুত্তরে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

২৪২। নীচে কুলম্হি × জাতো'হং দলিদ্দো অপ্পভোজনো,
হীনং কম্মং + মমং আসি, অহোসিং পুপ্ফছড্ডকো।

জিগুচ্ছিতো মনুস্সানং পরিভূতো চ বম্ভিতো,
নীচং মনং * করিত্বান বন্দিস্সং বহুকং জনং।

অথদ্দসাসিং সম্বুদ্ধং ভিক্খুসঙ্ঘপুরক্খতং,
পবিসন্তং মহাবীরং মাগধানং পুরুত্তমং।

নিক্খিপিত্বান ব্যাভঙ্গিং বন্দিতুং উপসঙ্কমিং,
মমেব অনুকম্পায় অট্‌ঠাসি পুরিসুত্তমো।

বন্দিত্বা সত্থুনো পাদে একমন্তং ঠিতো তদা,
পব্বজ্জং অহমায়াচিং সব্বসত্তানমুত্তমং।

ততো কারুণিকো সত্থা সব্বলোকানুকম্পকো,
'এহি ভিক্খূ'তি মং আহ; সা মে আসূপসম্পদা।

সোহং একো অরঞ্ঞস্মিং বিহরন্তো অতন্দিতো,
অকাসিং সত্থু বচনং য়থা মং ওবদি জিনো।

রত্তিয়া পঠমং য়ামং পুব্বজাতিমনুস্সরিং,
রত্তিয়া মজ্ঝিমং য়ামং দিব্বচক্খুং বিসোধয়িং।

সী— × জাতো; + কম্মং আসি; * কত্বান।

রত্তিয়া পচ্ছিমে য়ামে তমোখন্ধং পদালয়িং,
ততো রত্যা বিবসনে সুরিয়স্সুগ্গমনং পতি।

ইন্দো ব্রহ্মা চ আগন্ত্বা মং নমস্সিংসু পঞ্জলী,
নমো তে পুরিসাজঞ্ঞ, নমো তে পুরিসুত্তম।

য়স্স তে আসবা খীণা, দক্খিণেয়্যোসি মারিস,
ততো দিস্বান মং সত্থা দেবসঙ্ঘপুরক্খতং;
সীতং পাতুকরিত্বান ইমমত্থং অভাসথ।

তপেন ব্রহ্মচরিয়েন সংয়মেন দমেন চ,
এতেন ব্রাহ্মণো হোতি, এতং ব্রাহ্মণমুত্তমন্তি। ২

সুনীতো থেরো।

আমি নীচকুলে দরিদ্র ও অনশনক্লিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করি। আমার কাজ অতিশয় হীন ছিল, পুষ্পাদি আবর্জ্জনা ত্যাগ করিতাম। মানুষের পক্ষে যাহা ঘৃণিত, অবজ্ঞাকৃত, তিরস্কৃত কাজ, তাহা অতি ছোট মনে করিতাম ও দর্শন মাত্রেই সকলকে প্রণাম করিতে হইত। একদা ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত বুদ্ধকে দর্শন করি, মহাবীর তখন পুরোত্তম মগধরাজ্যে প্রবেশ করিতেছেন। এমন সময়ে আমার ভারখানি অদূরে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বন্দনার জন্য অগ্রসর হই। পুরুষোত্তম আমার প্রতি দয়া করিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তখন শাস্তার চরণে বন্দনা পূর্ব্বক একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সর্ব্বসত্বোত্তমের নিকটে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করি। সেই সর্ব্বলোকের করুণাধার কারুণিক শাস্তা আমাকে 'আস ভিক্ষু' বলিয়া যেই আহ্বান করিলেন, উহাতেই আমার উপসম্পদা হইল। সেই হইতে আমি একাকী অরণ্যে আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক জিনরাজের উপদেশানুযায়ী সাধনায় রত হই। রাত্রির প্রথমযামে পূর্ব্বজন্ম অনুস্মরণ জ্ঞান লাভ করি, রাত্রির মধ্যমযামে দিব্যচক্ষু

জ্ঞান লাভ করি ও রাত্রির শেষ যামে অবিদ্যারূপ তমঃকে প্রদলন করিয়া অর্হত্ব ফল লাভ করি। পরে রাত্রির অবসানে যখন সূর্যোদয় হয়, তখন ইন্দ্র-ব্রহ্মা প্রভৃতি আগমন করিয়া আমাকে বন্দনা করিলেন। হে পুরুষ নাগ, তোমাকে নমস্কার হউক, হে পুরুষোত্তম, তোমাকে নমস্কার হউক। যেহেতু তোমার আসব ক্ষীণ হইয়াছে। তাই হে মারিষ, তুমি দাক্ষিণেয় হইয়াছ। অতঃপর শাস্তা আমাকে দেবসঙ্ঘ পরিবেষ্টিত দেখিয়া ঈষৎ হাস্যে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

'ইন্দ্রিয় সংযমে, শীলরক্ষণে, প্রজ্ঞাসাধনে ও বিবিধ শ্রেষ্ঠাচরণে আর্য্য ব্রাহ্মণ নামে কথিত হয়, এই কারণে আর্য্য-ব্রাহ্মণই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

তত্রুদ্দানং

সীলবা চ সুনীতো চ থেরা দ্বে'তে মহিদ্ধিকা,
দ্বাদসম্হি নিপাতম্হি গাথায়ো চতুবীসতী'তি।

দ্বাদশ নিপাতে দুইজন স্থবির ২৪টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

থেরস নিপাতো

সোণকোলিবীস স্থবির। ২৪৩

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণের পর বহুজন্ম পুণ্য সঞ্চয় করেন। অনোমদর্শী বুদ্ধের সময়ে মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠীত্ব লাভ করেন। একদা উপাসকদের সহিত বিহারে যাইয়া ধর্ম্ম শ্রবণ করেন। শাস্তার চংক্রমণে চুণা লেপন করিয়া নানাবর্ণ পুষ্পে পূজা করেন ও চন্দ্রাতপ বন্ধন করেন। ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য সুদীর্ঘ শালা দান করেন। এই সমস্ত পুণ্যপ্রভাবে দেব-নরকুলে বহুজন্ম বিচরণ করিয়া পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় হংসবতী নগরে শ্রেষ্ঠীকুলে জাত হন। নাম ছিল— সিরিবড্ঢ। বয়ঃপ্রাপ্তে বিহারে গমন পূর্ব্বক শাস্তার ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে বসিয়া দেখিলেন যে— শাস্তা একজন ভিক্ষুকে আরব্ধ-বীর্য্যবানের প্রধান স্থান দিতেছেন। তিনিও সেই উপাধি প্রার্থী হইয়া সপ্তাহকাল মহাদান প্রবর্ত্তন করেন। ভগবান তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া আশ্বাসিত করিলেন। তৎপর তিনি দেব-নরকুলে বহুজন্ম পরিভ্রমণ করিয়া কশ্যপ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরে গৌতম বুদ্ধের আগমনের পূর্ব্বে বারাণসীর এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে গঙ্গাতীরে একখানি পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া জনৈক পচ্চেক বুদ্ধকে চারি প্রত্যয়ে পূজা করেন। পচ্চেক-বুদ্ধ তাঁহার দান গ্রহণ করিয়া বর্ষান্তে গন্ধমাদন পর্ব্বতে চলিয়া যান। তিনিও পুনরায় দেব-নরকুলে বহু জন্ম পরিভ্রমণের পর গৌতম বুদ্ধের সময় চম্পানগরে উসভ শ্রেষ্ঠীর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভোৎপত্তি কাল হইতে শ্রেষ্ঠীর সম্পত্তি শ্রীবৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং জন্মদিনে মহোৎসব সম্পন্ন হইল। বালক পূর্ব্বে পচ্চেক বুদ্ধকে লক্ষ টাকা মূল্যের এক কম্বল দান দিয়াছিল, সেই পুণ্য প্রভাবে সুধৌতরক্ত সুবর্ণ-

বর্ণ সুকোমল দেহ প্রাপ্ত হইল। সে কারণে তাহার নাম হইল— সোণ বা স্বর্ণ কুমার। সে অতিশয় সুখে লালিত পালিত হইতে লাগিল। তাহার হস্ত-পদতল বন্ধুজীবক পুষ্প (রক্তজবা) বর্ণ হইয়াছিল। তাহার শতধুনিত কার্পাসের ন্যায় সুকোমল হস্ত-পদতল। পদতলে মণিকুণ্ডলাকারে লোমজাত হয়। বয়ঃপ্রাপ্তে ত্রিবিধ ঋতুর উপযোগী তিনটি প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। প্রাসাদ নিত্য নর্ত্তকীনৃত্যে শব্দায়মান থাকিত। তিনি ঋতুত্রয়ের অনুকূল প্রাসাদে দেবকুমারের ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। গৌতমবুদ্ধ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়া রাজগৃহে পৌঁছিলে রাজা বিম্বিসার ৮০ হাজার গ্রামবাসীকে আহ্বান করিলেন। তিনিও রাজার আহ্বানে রাজগৃহে আসেন। তখন শাস্তার ধর্ম্ম শুনিয়া মাতা-পিতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করেন। শাস্তার নিকট কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া জনসংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীতবনে সাধনায় রত হইলেন। তিনি ভাবিলেন— 'আমার শরীর সুকোমল, এজগতে সুখে সুখলাভ করা যায় না, শরীরকে দুঃখ দিয়া সাধনে রত হওয়াই উচিত।' তাই অধিষ্ঠান করিলেন,— 'চংক্রমণেই সাধন-রত হইব।' হাটিতে হাটিতে তাঁহার সুকোমল পদতলে ফোস্কা উঠিল, তথাপি বেদনার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই। দৃঢ়বীর্য্য সহকারে উপেক্ষা করিয়াও যখন ধ্যানফল লাভ করিতে পারিলেন না, তখন হতাশ হইয়া ভাবিলেন আমি "যদি মার্গফল উৎপাদন করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমার এই প্রব্রজ্যা লাভে ফল কি? গৃহী হইয়া সুখে থাকিব ও পুণ্যার্জ্জন করিব।" শাস্তা তখন তাঁহার চিত্তের দুর্ব্বলতা পরিজ্ঞাত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বীণার উপমা দিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। "হে শোণ, তুমি বীর্য্যসমতা যোজনাদ্বারা কর্ম্মস্থানে উৎসাহিত হও।" শাস্তা এই উপদেশ দিয়া গৃধ্রকূট পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। স্থবির বুদ্ধের নির্দ্দেশ মতে সাধনা করিয়া অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হওত গাথা সমূহ ভাষণ করিলেন।

২৪৩। য়াহু রটেঠ সমুক্কটেঠা রঞ্ঞো অঙ্গস্স পদ্ধগূ,
* স্বাজ্জ ধম্মেসু উক্কটেঠা সোণো দুক্খস্স পারগূ।
পঞ্চ ছিন্দে পঞ্চ জহে পঞ্চ চুত্তরি ভাবয়ে,
পঞ্চ সঙ্গাতিগো ভিক্খু ওঘতিণ্ণো'তি বুচ্চতি।
উন্নলস্স পমত্তস্স × বাহিরাসয়স্স ভিক্খুনো,
সীলং সমাধি পঞ্ঞা চ পারিপূরিং ন গচ্ছতি।
য়ং হি কিচ্চং ‡ তদপবিদ্ধং অকিচ্চং পন কয়িরতি,
উন্নলানং পমত্তানং তেসং বড্‌ঢন্তি আসবা।
য়েসঞ্চ সুসমারদ্ধা নিচ্চং কায়গতা সতি,
অকিচ্চং তে ন সেবন্তি কিচ্চে সাতচ্চকারিনো।
সতানং সম্পজানানং অত্থং গচ্ছন্তি আসবা
উজুমগ্গম্হি অক্খাতে গচ্ছথ মা নিবত্তথ।
অত্তনা চোদয়ত্তানং নিব্বাণমভিহারয়ে
অচ্চারদ্ধম্হি বিরিয়ম্হি সত্থা লোকে অনুত্তরো।
বীণোপমং করিত্বা মে ধম্মং দেসেসি চক্খুমা,
তস্সাহং বচনং সুত্বা বিহাসিং সাসনে রতো।
সমতং পটিপাদেসিং উত্তমত্থস্স পত্তিয়া,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতম্বুদ্ধস্স সাসনং।
নেক্খম্মে অধিমুত্তস্স পবিবেকঞ্চ চেতসো,
※ অব্যাপজ্জাধিমুত্তস্স উপাদানক্খয়স্স চ।

---

* ব— পটুঠগূ, † ব—সজ্জধম্মেসু × সী—বাহিরাসস ‡ ব—অপবিট্‌ঠং
※ সী—অব্যাপজ্‌ঝ

তণ্হক্খয়াধিমুত্তস্স অসম্মোহঞ্চ চেতসো
দিস্বা আয়তনুপ্পাদং সম্মা চিত্তং বিমুচ্চতি।
তস্স সম্মা বিমুত্তস্স সন্ত চিত্তস্স ভিক্খুনো
কতস্স পতিচয়ো নত্থি, করণীয়ং ন বিজ্জতি।
সেলো য়থা একঘনো বাতেন ন সমীরতি,
এবং রূপা রসা সদ্দা গন্ধা ফস্সা চ কেবলা।
ইট্ঠা ধম্মা অনিট্ঠা চ নপ্পবেধন্তি তাদিনো,
ঠিতং চিত্তং বিসংয়ুত্তং বয়ং চস্সানুপস্সতী'তি।
সোণকোলিবীসো থেরো।

অঙ্গরাজ্যের অশীতি সহস্র প্রজারঞ্জক, সমুৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য সমন্বিত রাজা বিম্বিসারের পরিবার স্থানীয় যে সোণ শ্রেষ্ঠী ছিল, সেই সোণ আজ লোকোত্তর ধর্ম্মে উৎকৃষ্টতর ফল লাভ করিল; সে গৃহীকালে শ্রেষ্ঠ মানব ছিল, এখনও সংসারাবর্ত্ত দুঃখের পরপারে চলিয়া গেল। অপায়-কামসুগতিতে জন্মদাতা ৫টি নিম্নমুখী বন্ধন মার্গত্রয়ে (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী) ছেদন করিবে। রূপারূপভবে জন্মদাতা ৫টি উপরিমুখী বন্ধন শ্রদ্ধাদি পঞ্চেন্দ্রিয়বলে বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়া অর্হত্বমার্গদ্বারা ত্যাগ করিবে। এই প্রকারে কামরাগ-দ্বেষ-মোহ-মান-মিথ্যাদৃষ্টি (ভ্রান্ত ধারণা) এই পঞ্চ সঙ্গ অতিক্রমকারী ভিক্ষু কাম-ভব-মিথ্যাদৃষ্টি-অবিদ্যারূপ স্রোত উত্তীর্ণ নামে কথিত হয়। উদ্গত নল তুল্য তুচ্ছ মানী, স্মৃতিবিহ্বলতা হেতু প্রমত্ত, বহিরায়তন কামপঙ্কে নিমগ্ন শীল ভিক্ষুর শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা পূর্ণতা লাভ করে না। কারণ সে প্রব্রজিত কাল হইতে শীলরক্ষণে-অরণ্যবাসে-ধুতাঙ্গ পালনে-ভাবনা সাধনে অবহিত না হইয়া কেবল পাত্র-চীবর ছাতা-জুতা প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য সংগ্রহ জনিত অকার্য্য সাধনে সচেষ্ট হইয়া থাকে। তাই তাহার নল তুল্য তুচ্ছ-মান-

প্রমত্তভাব ও কাম-ভব-মিথ্যাদৃষ্টি-অবিদ্যা এই আসব চতুষ্টয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহাদের কায়ানুদর্শী ভাবনা সুভাবিত হইয়াছে, তাহারা দ্রব্যাদি সংগ্রহে অকার্য্য সাধন করে না, সতত চারি সম্প্রজ্ঞানে (সার্থক, হিতজনক, গোচর, অসম্মোহে) অবস্থিত থাকে, সেই স্মৃতিশীল সম্প্রজ্ঞানী ভিক্ষুদের আসব ক্ষয় পাইয়া থাকে। "এখন সমীপস্থ ভিক্ষুদিগকে উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন"—কামসুখ-আত্মগ্লানি অন্তঃদ্বয় বর্জ্জিত মধ্যম পন্থা অষ্টমার্গদেশক ভগবানের প্রদর্শিত পথ ধরিয়া চল, মধ্যে মধ্যে থামিও না। তাই আত্মহিতকামী কুলপুত্র নির্ব্বাণ প্রত্যক্ষ কারণে নিজকে নিয়োজিত করে। আমি দৃঢ়বীর্য্য সহকারে সাধনে রত হইলে ত্রিলোক পূজ্য অনুত্তর শাস্তা আমার গতি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। চক্ষুমান বীণার টান-ঢিল-সমতা নির্দ্দেশক উপমা প্রদান করিয়া আমাকে ধর্ম্মোপদেশ দেন, আমি তাঁহার বচন শ্রবণ করিয়া ভাবনায় মনোযোগী হই। তিনি আমাকে অর্হত্বফল প্রাপ্তির জন্য অতিদৃঢ়তায় চঞ্চলতা ও অতি শৈথিল্যে আলস্য উৎপত্তির দোষ বর্ণনা করিয়া ইন্দ্রিয় সমতায় নিয়োগ করিলেন। আমি সেই নির্দ্দেশ মতে ভাবনা করিয়া ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি ও বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আমি প্রব্রজিত হইয়া সাধু উপায়ে কামবাসনা ত্যাগ করিয়াছি ও ধ্যানচিত্ত লাভ করিয়াছি; দুঃখ ত্যাগ করিয়া শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, অর্হত্বফল লাভার্থ বিদর্শন ভাবনায় অনুপ্রাণিত হইয়াছি, তৃষ্ণার ক্ষয় সাধনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছি, চিত্তের সম্মোহ বর্জ্জনে আর্য্যমার্গে উপগত হইয়াছি। চক্ষু প্রভৃতি আয়তনের উৎপত্তি দেখিয়া চিত্ত সর্ব্বাসব বিমুক্ত হইয়াছে। সেই কারণে সম্যক প্রকারে বিমুক্ত-শান্তচিত্ত অর্হৎ ভিক্ষুর কৃত কুশলাকুশলের উপচয় নাই, আর তাঁহার কোন কর্ত্তব্যও অবশিষ্ট নাই। শিলাময় পর্ব্বত যেমন বায়ুবেগে কম্পিত হয় না, তেমন রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ নিমিত্ত প্রভৃতি ইষ্টানিষ্ট গুণে অর্হতের চিত্তকে কম্পিত করিতে পারে না। সেই সর্ব্বযোগ-বিমুক্ত সুস্থির চিত্ত ভিক্ষু সময়ে সময়ে সাধনে রত হইয়া ব্যয় বা নিরোধ লক্ষণ এবং ভগ্নপ্রবণ স্বভাব-ধর্ম্মকে দর্শন করিয়া থাকেন।

তত্রুদানং

সোণোকোলিবীসো থেরো একোয়েব মহিদ্ধিকো,
তেরসম্হি নিপাতম্হি গাথায়ো চেত্থ তেরসা'তি।

ত্রয়োদশ নিপাতে একজন স্থবির তেরটি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

চুদ্দস নিপাতো

খদিরবনীয় রেবত স্থবির। ২৪৪

এই রেবত স্থবিরের চরিত-কথা একক নিপাতে কথিত হইয়াছে। তথায় তাঁহার ভাগিনার স্মৃতি উৎপাদনকল্পে প্রদর্শিত, এখানে স্থবিরের প্রব্রজিতকাল হইতে পরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত বলা হইতেছে। স্থবির অর্হত্বফল প্রাপ্ত হইয়া সময়ে সময়ে শাস্তা ও ধর্ম্মসেনাপতি প্রমুখ মহাস্থবিরগণের সেবার্থ গমন করিতেন। তথায় কিছুদিন তাঁহাদের সেবা করিয়া পুনরায় খদিরবনে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সাধন সুখে ও ব্রহ্মবিহারে অতিক্রম করিতেন। যখন বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইলেন, তখন তিনি একদিন বুদ্ধের সেবার্থ গমন কালীন শ্রাবস্তীর অনতিদূরে পথিমধ্যে অরণ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন। সেই সময়ে কয়েকজন চোর প্রহরিগণের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া তাহাদের চোরা-মালগুলি স্থবিরের নিকটে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। প্রহরীরা স্থবিরের নিকটে মাল পাইয়া স্থবিরকে চোর ভাবিয়া বাঁধিয়া ফেলিল এবং রাজার নিকটে আনয়ন করিল। তাহারা বলিল 'দেব, এই চোর।' তখন রাজা স্থবিরের বন্ধন মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'ভন্তে, আপনি কি এই মাল চুরি করিয়াছেন, না করেন নাই ?. স্থবির বলিলেন—'রাজন্, জন্মগ্রহণকাল হইতে কোনদিন চুরি করি নাই. প্রব্রজ্যার পর হইতে সমস্ত তৃষ্ণাক্ষয় কারণে চুরি করিতে পারি নাই।' এই সমস্ত কারণ প্রদর্শন মানসে সমীপস্থ ভিক্ষুদিগকে ও রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রসঙ্গে গাথা সমূহ ভাষণ করিলেন।

২৪৪। যদাহং পব্বজিতো অগারস্মা অনগারিয়ং,
নাভিজানামি সঙ্কপ্পং অনরিয়ং দোসসংহিতং।
ইমে হঞ্ঞন্তু বজ্ঝন্তু দুক্খং পপ্পোন্তু পাণিনো,
সঙ্কপ্পং নাভিজানামি ইমস্মিং দীঘমন্তরে।
মেত্তঞ্চ অভিজানামি অপ্পমাণং সুভাবিতং
অনুপুব্বং পরিচিতং যথা বুদ্ধেন দেসিতং।
সব্বমিত্তো সব্বসখো সব্বভূতানুকম্পকো
মেত্তং চিত্তঞ্চ ভাবেমি † অব্যাপজ্জরতে সদা।
অসংহীরং অসংকুপ্পং চিত্তং আমোদয়ামহং
ব্রহ্মবিহারং ভাবেমি অকাপুরিস সেবিতং।
অবিতক্কং সমাপন্নো সম্মাসম্বুদ্ধসাবকো,
অরিয়েন তুণ্হীভাবেন উপেতো হোতি তাবদে।
যথাপি পব্বতো সেলো অচলো সুপ্পতিট্ঠিতো
এবং মোহক্খয়া ভিক্খু পব্বতো'ব ন বেধতি।
অনঙ্গণস্স পোসস্স নিচ্চং সুচি গবেসিনো,
বালগ্গমত্তং পাপস্স অব্ভামত্তং'ব খায়তি।
নগরং যথা পচ্চন্তং গুত্তং সন্তর বাহিরং
এবং গোপেথ অত্তানং খণো বো মা × উপচ্চগা।
নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবিতং,
কালঞ্চ পটিকঙ্খামি নিব্বিসন্তভকো যথা।

† সী—অব্যাপজ্ঝরতো × ব—উপজ্ঝগ,

নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবিতং,
কালঞ্চ পটিকঙ্খামি সম্পজানো পতিস্সতো।

পরিচিণ্ণো ময়া সত্থা কতম্বুদ্ধস্স সাসনং,
ওহিতো গরুকো ভারো, ভবনেত্তি সমূহতা।

* য়স্সত্থায় পব্বজিতো অগারস্মা অনগারিয়ং,
সো মে অত্থো অনুপ্পত্তো সব্বসংয়োজনক্খয়ো।

সম্পাদেথপ্পমাদেন এসা মে অনুসাসনী,
হন্দাহং পরিনিব্বিস্সং বিপ্পমুত্তোম্হি সব্বধী'তি।

খদিরবনীয় রেবতথেরো।

আমি যখন আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়াছি, সেই হইতে অনার্য্যজন-আচরিত হিংসাযুক্ত সঙ্কল্প আমার চিত্তে কোন দিন উদিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। 'এই বন্য প্রাণীদিগকে বধ করুক, হত্যা করুক, ইহারা যে কোন উপায়ে দুঃখ প্রাপ্ত হউক, এই সঙ্কল্প প্রব্রজিতকাল হইতে এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন দিন আমার উদিত হয় নাই। বুদ্ধ যে-ভাবে মৈত্রী ধর্ম্ম দেশনা করিয়াছেন, সেই ভাবে মৈত্রী ভাবনাই বিশেষরূপে জানি। উহা অপ্রমাণরূপে আমার সুভাবিত হইয়াছে, অনুক্রমে উহাই আমার পরিচিত হইয়াছে। সকলে আমার মিত্র, সকলে আমার সখা, সব্ব প্রাণীর প্রতি আমার দয়া, আমি সর্ব্বদা সকলের হিতকামী ও সকলের প্রতি মৈত্রীচিত্ত পোষণ করি। আমি নিকটস্থ কাহাকেও হিংসাবশে আকর্ষণ করি না, দূরস্থ কাহারও প্রতি কুপিত চিত্ত নহি। আমি সকলকে আনন্দ দান করি, আমি অকাপুরুষ সেবিত ব্রহ্মবিহারেই অবস্থান করি। আমি বিতর্ক-হীন দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত, আর্য্য-তুষ্ণীভাবযুত সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রাবক নামে কথিত হই। যেমন শিলাময় পর্ব্বত অচল সুপ্রতিষ্ঠিত, তেমন

---

* ব—য়স্সত্থায়

মোহ ক্ষয় প্রাপ্ত অর্হৎ ভিক্ষু পর্ব্বতের ন্যায় কম্পিত হয় না। কামরাগাদি-হীন, শুচি অনুসন্ধিৎসু সৎপুরুষের কেশাগ্র মাত্র পাপও সুপরিব্যাপ্ত মেঘ তুল্য বোধ হয় 'সেই কারণে আমাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিবেন না।' যেমন প্রত্যন্তবাসীরা নগরের ভিতর-বাহির প্রাচীর শক্তভাবে প্রস্তুত করে, তেমন তোমরাও শরীরের ষড়দ্বারকে পাপ হস্ত হইতে রক্ষা কর। যে রক্ষা করে না, সে সুক্ষণকে অতিক্রম করিতেছে। (অবশিষ্ট ব্যাখ্যা ২৪০ নম্বরে দেখ) দান-শীলাদি কুশলকর্ম্ম সকলে অপ্রমাদের সহিত সম্পাদন কর, ইহাই আমার অনুশাসন বা উপদেশ। আমি সমস্ত ক্লেশভব হইতে বিমুক্ত হইয়াছি, নিশ্চয়ই আমি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিব।

"স্থবির এই গাথাগুলি ভাষণ করিয়া আকাশে উঠিয়া বসিলেন এবং আকাশেই পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন।'

গোদত্ত স্থবির। ২৪৫

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া বহুজন্ম দেব-নরকুলে কুশলসঞ্চয়ের পর গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে সার্থবাহ কুলে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম রাখিয়াছিল—গোদত্ত। তাঁহার যৌবনকালে পিতার মৃত্যু হয়। তিনি পঞ্চশত শকটযোগে বাণিজ্য করিতেন ও সম্পত্তির অনু-কূলে পুণ্যক্রিয়া করিতেন। তিনি একদিন গাড়ী লইয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে ভারবহনে অক্ষম একটি গরু হঠাৎ পড়িয়া যায়। তাঁহার চাকরেরা কিছুতেই গরুটি তুলিতে না পারায়, গোদত্ত স্বয়ং আসিয়া গরুর লেজে কাঁটা বিদ্ধ করিয়া দিল। তখন গরু ভাবিল— 'এই অসৎপুরুষ আমার বলা-বল না জানিয়া আমাকে কণ্টকবিদ্ধ করিতেছে।' এই দুঃসময়ে গরু (দৈব প্রভাবে) মনুষ্য বাক্যে বলিতে লাগিল—'হে গোদত্ত, আমি এতকাল আত্মশক্তি গোপন না করিয়া তোমার ভার বহন করিয়া আসিতেছি, আজ

শক্তিহীন হইয়া পড়িয়া গিয়াছি, অথচ তুমি আমাকে অতিশয় দুঃখ দিতেছ। আমি প্রার্থনা করি—এবার মরিয়া জন্মে জন্মে তোমাকে দুঃখ দিব এবং তোমার প্রতিশত্রু হইয়া জন্মিব।” গোদত্ত গরুর এইরূপ অভিশাপোক্তি শুনিয়া ভাবিলেন,— “এই প্রকারে প্রাণিদিগকে দুঃখদিয়া জীবনযাপনে ফল কি !” তাই অতিশয় উদ্বিগ্ন হৃদয়ে সমস্ত বিভব ত্যাগ করিয়া জনৈক মহাস্থবিরের নিকটে প্রব্রজিত হইলেন। পরে ভাবনাবলে অর্হৎ হইয়া তাঁহার নিকটে সমাগত গৃহস্থ-প্রব্রজিতদিগকে লোকধর্ম্ম বিষয়ক ধর্ম্মোপদেশ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

য়থাপি ভদ্দো আজঞ্ঞো ধুরে য়ুত্তো * ধুরাসহো
মথিতো অতিভারেন সংয়ুগং নাতিবত্ততি।

এবং পঞ্ঞায় য়ে তিত্তা সমুদ্দো বারিনা য়থা,
ন পরে অতিমঞ্ঞন্তি অরিয়ধম্মো'ব পাণিনং।

কালে কালবসং পত্তা ভবাভববসংগতা,
নরা দুক্খং নিগচ্ছন্তি, × তে'ধ সোচন্তি মানবা।

উন্নতা সুখধম্মেন দুক্খধম্মেন চোনতা
দ্বয়েন বালা হঞ্ঞন্তি য়থাভূতং † অদস্সিনা।

য়ে চ দুক্খে সুখস্মিঞ্চ মজ্ঝে সিব্বনিমচ্চগূ,
ঠিতা তে ইন্দখীলো'ব, ন তে উন্নত-ওনতা।

নহেব লাভে নালাভে অয়সে ন চ কিত্তিয়া,
ন নিন্দায়ং পসংসায় ন তে দুক্খে সুখম্হি চ।

সব্বত্থ তে ন ‡ লিপ্পন্তি উদবিন্দু'ব পোক্খরে,
সব্বত্থ সুখিতা + বীরা সব্বত্থ অপরাজিতা।

---

* ব—ধুরসসহো, × ব—তেচ, † ব—অদস্সিনো, ‡ লিম্পন্তি + ব—ধীরা

ধম্মেন চ অলাভো য়ো য়েব চ লাভো অধম্মিকো,
অলাভো ধম্মিকো সেয়্যো য়ং চে লাভো অধম্মিকো।

য়সো চ অপ্পবুদ্ধীনং বিঞ্ঞূনং অয়সো চ য়ো,
অয়সো চ সেয়্যো বিঞ্ঞূনং ন য়সো অপ্পবুদ্ধিনং।

দুম্মেধেহি পসংসা চ বিঞ্ঞূহি গরহা চ য়া,
গরহা'ব সেয়্যো বিঞ্ঞূহি য়ং চে ÷ বালপ্পধংসনা।

সুখং চ কামময়িকং দুক্খং চ পবিবেকিয়ং,
পবিবেকিয়ং দুক্খং সেয়্যো য়ঞ্চে কামময়ং সুখং।

জীবিকঞ্চ অধম্মেন ধম্মেন মরণং চ য়ং,
মরণং ধম্মিকং সেয়্যো য়ঞ্চে জীবে অধম্মিকং।

কাম-কোপপহীণা য়ে সন্তচিত্তা ভবাভবে,
চরন্তি লোকে * অসিতা, নত্থি তেসং পিয়াপ্পিয়ং।

ভাবয়িত্বান বোজ্ঝঙ্গে ইন্দ্রিয়ানি বলানি চ,
পপ্পুয্য পরমং সন্তিং পরিনিব্বন্তি অনাসবা'তি।

গোদত্ত থেরো।

যেমন শকটধূরে যোজিত ধূরবাহী উত্তম বৃষভ অতিভারে মর্দ্দিত হইয়াও যুগ ত্যাগ করিয়া যায় না, তেমন বারিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় লৌকিক-লোকোত্তর প্রজ্ঞাবলে পরিপূর্ণ ব্যক্তিগণ অপরকে পরিভব বা অনাদর করেন না, প্রাণীদের প্রতি আর্য্যগণের স্বভাবতঃই করুণা থাকে। সাধারণতঃ লভ্যালভ্য বিষয়ে লাভে আনন্দিত, অলাভে দুঃখিত হওয়া স্বাভাবিক, সেইরূপ হানি-বৃদ্ধি কারণে নরগণ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহপরলোকেও মানবগণ

* ব—পহিন্না, ‡ ব—অতীতা, § ব—পক্কগ্গহ। ÷ ব—বালপ্পসংসনা।

সেই কারণে শোক প্রাপ্ত হয়। স্বভাবত সকলে সুখে থাকিলেই উন্নতি ও দুঃখে থাকিলে অবনতি মনে করে অর্থাৎ ধনাগমে উন্নতি ও ধনক্ষয়ে অবনতি মনে করে। অজ্ঞানিগণ ধন যে নশ্বর, নিজেও যে তৃষ্ণামুক্ত নয় ইহা সম্যকরূপে না দেখিয়া উন্নতি-অবনতি দুইটিতে নিষ্পীড়িত হয়। যেই আর্য্যগণ সুখ-দুঃখ-উপেক্ষা বেদনায় অনাসক্ত হইয়া তৃষ্ণাকে অতিক্রম করিয়াছেন, নগরদ্বারের সুপ্রোথিত স্তম্ভ যেমন বাতাসে কম্পিত হয় না, তেমন উন্নতি-অবনতিতে সেই আর্য্যগণও কম্পিত হন না। তাঁহারা লাভে-অলাভে, কীর্ত্তিতে-অকীর্ত্তিতে, নিন্দায় প্রশংসায়, সুখে ও দুঃখে এই অষ্ট লোকধর্ম্মে কমলদলে অলিপ্ত জলবিন্দুবৎ সর্ব্বপ্রকারে লিপ্ত হন না। সেই বীরগণ সর্ব্বদা নিরুদ্বেগে থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র অপরাজিত। ধর্ম্মসাধনে যে অলাভ, অধর্ম্মসাধনে সে লাভ, এই দুইটির মধ্যে ধর্ম্মতঃ অলাভও শ্রেয়ঃ, অধর্ম্মতঃ লাভও শ্রেয়স্কর নহে। নির্ব্বোধদের যশলাভ, জ্ঞানীদের অযশ লাভ এই দুইটির মধ্যে ধর্ম্মতঃ অযশ লাভই শ্রেয়ঃ, অধর্ম্মতঃ যশ লাভ শ্রেয়স্কর নহে। অজ্ঞানীর প্রশংসা লাভের ও জ্ঞানীর নিন্দা লাভের মধ্যে ধর্ম্মতঃ নিন্দা লাভ শ্রেয়ঃ, অধর্ম্মতঃ অজ্ঞানীর প্রশংসা লাভও শ্রেয়স্কর নহে। কামজনিত সুখ ও বিবেকজনিত দুঃখের মধ্যে বিবেকজনিত দুঃখই শ্রেয়ঃ, কামজনিত সুখও শ্রেয়স্কর নহে। অধর্ম্মতঃ জীবন ধারণের ও ধর্ম্মতঃ মরণের মধ্যে ধর্ম্মতঃ মরণই শ্রেয়ঃ,অধর্ম্মতঃ বাঁচিয়া থাকাও শ্রেয়স্কর নহে। আর্য্যমার্গ প্রভাবে কামনা প্রভৃতি যাঁহাদের ধ্বংশ হইয়াছে, ভবাভবে ক্লেশ ক্ষয় করিয়া যাঁহারা শান্ত চিত্ত, পঞ্চস্কন্ধে তৃষ্ণা-দৃষ্টিবশে যাঁহারা অনাশ্রিত, তাঁহাদের প্রিয়াপ্রিয় কিছুই নাই। তাঁহারা বোধ্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়, বল বিষয়ক ভাবনা করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হন এবং আসব বিহীন হইয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন।

উদানং

* রেবতো চেব গোদত্তো থেরা দ্বে তে মহিদ্ধিকা,

চুদ্দসম্হি নিপাতম্হি গাথায়ো অট্ঠবীসতী'তি ।

চতুর্দ্দশ নিপাতে দুইজন স্থবির ২৮টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

সোলস নিপাতো

অঞ্ঞাত কোণ্ডঞ্ঞ স্থবির। ২৪৬

ইনি পদ্মমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে গৃহপতিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। একদা শাস্তার নিকটে ধর্ম্মশ্রবণ করিতেছেন, এমন সময় শাস্তা একজন ভিক্ষুকে ধর্ম্মজ্ঞানলাভীর সর্ব্বপ্রধান স্থানে নিয়োগ করিতেছেন দেখিয়া, তিনিও সেই পদ কামনা করেন এবং লক্ষভিক্ষুসঙ্ঘ সহিত বুদ্ধকে সপ্তাহকাল দানদিয়া ভাবীবুদ্ধের শাসনে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানলাভের পদ প্রার্থনা করেন। ভগবান তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তিনি আজীবন পুণ্যকর্ম্মে অতিবাহিত করিয়া বুদ্ধের নির্ব্বাণ চৈত্যাঙ্গণে রত্নময় চৈত্য নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পূজা করেন। ইহার পর দেব-নরকুলে বহুজন্ম পুণ্য করিয়া বিপশ্যি বুদ্ধের সময় মহাকাল নামে কুটুম্বিক হন। তখন আট করীষ পরিমাণ ধান্য ক্ষেত্রের কচি তণ্ডুলে ক্ষীর-পায়স মধু-ঘৃত-শর্করা যোগে পাক করিয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেন। তাঁহার পুণ্য প্রভাবে কর্ত্তিত ধান্য বৃক্ষ পুনরায় ফসলে পূর্ণ হইল। তাই তিনি ধান্যকর্ত্তন সময় হইতে এক শস্যদ্বারা নয়বার দান করেন। এই প্রকারে যাবজ্জীবন পুণ্যকর্ম্ম করিয়া মরণান্তে দেব-নর কুলে বহুজন্ম পরিগ্রহের পর গৌতম বুদ্ধের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে কপিলবাস্তুর অনতিদূরে দ্রোণবস্তু গ্রামে ব্রাহ্মণ মহাসারকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। গোত্রের নামানুকূলে তাঁহার নাম হইল—কোণ্ডঞ্ঞ। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে ত্রিবেদ শিক্ষা করিলেন এবং লক্ষণ মন্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। যখন গৌতম বোধিসত্ত্ব তুষিত-স্বর্গ হইতে আসিয়া কপিলপুরে শুদ্ধোদন রাজার গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন, তখন বোধিসত্ত্বের নামকরণ দিবসে ১০৮ জন ব্রাহ্মণ আনীত হয়। তৎমধ্যে

৮ জন মাত্র ব্রাহ্মণ লক্ষণদৃষ্টে গণনা করিবার জন্য নির্ব্বাচিত হয়। সেই গণক ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন—কোণ্ডঞ্ঞ্ঞ। তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিলেন যে— 'ইনি বুদ্ধ হইবেন।' সেই হইতে কোন্‌দিন বোধিসত্ত্ব অভিনিক্রমণ করিবেন, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ ২৯ বৎসর বয়সে মহাভিনিক্রমণ করিয়া অনোমা নদীতীরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক উরুবিল্ববনে কঠোর সাধনায় রত হইলে কোণ্ডঞ্ঞ্ঞ সেই সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি চারিজন গণকব্রাহ্মণের পুত্র সহ প্রব্রজিত হইয়া সিদ্ধার্থের নিকটে উপস্থিত হন। ছয় বৎসর যাবৎ মহাসাধকের সেবা করেন। একদা সিদ্ধার্থের আহার্য্য গ্রহণে তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া ইসিপতনে গমন করেন। বোধিসত্ত্ব আহার্য্য গ্রহণ করিয়া শরীরে শক্তিসঞ্চয় পূর্ব্বক বৈশাখী পূর্ণিমাদিনে বোধিমূলে উপস্থিত হন। তথায় অপরাজিত পালঙ্কে উপবেশন পূর্ব্বক মারত্রয়ের মস্তক মর্দ্দন করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। তৎপর সপ্ত সপ্তাহ কাল বোধিমণ্ডে অবস্থান করিয়া পঞ্চবর্গীয়দিগকে জ্ঞান-প্রদান মানসে আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে ইসিপতনে গমন করেন। ১৮ কোটি মহাব্রহ্মাপ্রমুখ কোণ্ডঞ্ঞ্ঞ স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হন এবং পঞ্চমী তিথিতে 'অনত্তলক্ষণ সূত্র' শুনিয়া অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন। তৎপর ভগবান জেতবন মহাবিহারে তাঁহাকে জ্ঞানলাভীর অগ্রপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের অভ্যর্থনা লাভ করিয়াও গ্রামের বিহারে বাস করা উপদ্রব মূলক মনে করেন। নিত্য দায়কগণের সেবা-পূজা ও ভিক্ষু-গৃহীদের সহিত নিত্য আলাপ করা বিবেকের ব্যাঘাত মনে করিয়া শাস্তার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ছদ্দন্তহ্রদের তীরে গমন করিলেন। ছদ্দন্ত নাগরাজ তাঁহাকে সেবা করিতেন। তথায় তিনি বার বৎসর বাস করেন। একদিবস দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে প্রার্থনা করেন। তিনি চারিসত্য, ত্রিলক্ষণ, শূন্যতা সংযুক্ত বিচিত্র গম্ভীর ধর্ম্ম বুদ্ধলীলায় দেশনা করেন। ইন্দ্ররাজ ধর্ম্ম শ্রবণে আনন্দিত হইয়া নিজের আনন্দ জ্ঞাপক গাথা ভাষণ করিলেন।

২৪৬। এস ভীয়্যো পসীদামি সুত্বা ধম্মং মহারসং,
বিরাগো দেসিতো ধম্মো অনুপাদায় সব্বসো।

বহূনি লোকে * বিচিত্রানি অস্মিং পঠবী মণ্ডলে,
মথেন্তি মঞ্ঞে সঙ্কপ্পং সুভং রাগূপসংহিতং।

রজমুহতঞ্চ বাতেন য়থা মেঘোপসম্ময়ে,
এবং † সম্মন্তি সংকপ্পা য়দা পঞ্ঞায় পস্সতি।

সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা'তি য়দা পঞ্ঞায় পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এসমগ্গো বিসুদ্ধিয়া।

সব্বে ধম্মা অনত্তা'তি য়দা পঞ্ঞায় পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এসমগ্গো বিসুদ্ধিয়া।

বুদ্ধানুবুদ্ধো য়ো থেরো কোণ্ডঞ্ঞো তিব্বনিক্কমো,
+ পহীনজাতি মরণো ব্রহ্মচরিয়স্স কেবলী।

ওঘপাসো দল্হখিলো পব্বতো দুপ্পদালয়ো,
ছেত্বা খিলঞ্চ পাসঞ্চ সেলং + ভেত্বান দুব্ভিদং;
তিণ্ণো পারঙ্গতো ঝায়ী মুত্তো সো মারবন্ধনা।

উদ্ধতো চপলো ভিক্খু মিত্তে আগম্ম পাপকে,
সংসীদতি মহোঘস্মিং উমিয়া পটিকুজ্জিতো।

অনুদ্ধতো অচপলো নিপকো সংবুতিন্দ্রিয়ো,
কল্যাণমিত্তো মেধাবী দুক্খঅন্তকয়ো সিয়া।

* ব—চিত্রানি; † ব—সম্যন্তি, + ব—তিপ্পনিক্কমো, § ব—পহিন্নজাতি, × ব—ছেত্বান।

কালপব্বঙ্গসঙ্কাসো কিসো ধমনিসন্থতো,
মত্তঞ্ঞূ অন্ন পানস্মিং অদীনমানসো নরো।
ফুট্‌ঠো ডংসেহি মকসেহি অরঞ্ঞস্মিং ব্রহাবনে,
নাগো সঙ্গামসীসেব সতো তত্রাধিবাসয়ে।
নাভিনন্দামি মরণং-পে-পরিচিণ্ণো ময়া সথা-পে
য়স্সত্থায় পব্বজিতো অগারস্মানগারিয়ং,
সো মে অত্থো অনুপ্পত্তো কিং মে সদ্ধিবিহারিনা'তি।

অঞ্ঞকোণ্ডঞ্ঞ থেরো।

যদিও আমি অনেকবার শাস্তার ধর্ম্ম শুনিয়াছি, কিন্তু আপনার মহারস মূলক ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অধিকতর প্রসন্ন হইয়াছি। সমস্ত ক্লেশ ও সংস্কার হইতে বিরাগ উৎপাদন কারণে ও রূপাদি কোন উপাদান অনমুগৃহীত কারণে এই ধর্ম্ম দেশিত হইয়াছে। "ইন্দ্ররাজ আনন্দজ্ঞাপনী গাথায় স্থবিরের প্রশংসা করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। একদিন স্থবির মিথ্যাবিতর্কে মর্দ্দিত পৃথগজনগণের চিত্ত বিকার দর্শন করিয়া নিজের তদ্বিপরীত চিত্ত উৎপাদন করিয়াছেন ভাবিয়া গাথাগুলি প্রকাশ করিলেন।"

এ জগতের মধ্যে মনুষ্যলোকে নীল-পীতাদি ও স্ত্রী-পুরুষাদি বহু বিচিত্র কামবিতর্কজাত শোভনকর মিথ্যাসংকল্প অজ্ঞানীদের চিত্ত মর্দ্দন করিয়া থাকে। বায়ুবেগে উত্থিত রজঃ যেমন মহামেঘ বর্ষণে উপশম হয়, তেমন আর্য্য-শ্রাবক লোকের বিচিত্রকর সমুদয় আস্বাদ-দোষ-নিঃসরণ প্রজ্ঞাযোগে দর্শন করিয়া মিথ্যাসঙ্কল্পকে উপশম করে। যখন প্রজ্ঞাবান ষড়বিষয়ে সংগৃহীত সমস্ত ত্রৈভূমিক পঞ্চস্কন্ধকে অনিত্য বলিয়া বিদর্শন প্রজ্ঞাদ্বারা দর্শন করে, তখন সংসারাবর্ত্ত দুঃখে উৎকণ্ঠিত হইয়া যথার্থ সত্য উপলব্ধি করে, এই জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধির একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় বা পথ। যখন ভয়মূলক উৎপত্তি বিনাশকে দুঃখ বলিয়া·········যখন সমস্ত ত্রৈভূমিক ধর্ম্মকে অসার-অবাধ্য-শূন্য-আত্ম প্রতিপক্ষ অনাত্মারূপে দর্শন করে······। দৃঢ়বীর্য্য

পরায়ণ, জন্ম-মৃত্যু ধ্বংসকারী, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য ও মার্গফল প্রাপ্ত যেই কোণ্ডঞ্ঞ স্থবির সম্যকসম্বুদ্ধের কথিত নিয়মে ধর্ম্মজ্ঞান উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি পর্ব্বত তুল্য দুষ্প্রদলনীয় চারি স্রোতরূপ পাশ ও পঞ্চ চিত্তখিলকে (স্থাণুকে) আর্য্যমার্গরূপ অসিধারা ছেদন করিয়া এবং অজ্ঞানতারূপ দুর্ভেদ্য শৈলকে বজ্রতুল্য জ্ঞানে ভাঙ্গিয়া চারিস্রোতের পরতীরে উত্তীর্ণ ও নির্ব্বাণ-গত হইয়াছেন, সেই ধ্যানী মার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

তৎপর একদিবস স্থবির নিজের এক শিষ্যভিক্ষুকে কুসংসর্গে আলস্য পরায়ণ, হীনবীর্য্য ও উদ্ধত চিত্ত হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া তথায় গমন করিলেন। বলিলেন—"বন্ধু, এইরূপ করিওনা, কুসংসর্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসংসর্গে শ্রমণধর্ম্ম পালন কর।" শিষ্য স্থবিরের উপদেশে কর্ণপাত করিলনা। তাই তাঁহার ধর্ম্মসংবেগ উৎপন্ন হইল। তৎপর তিনি শিষ্যের অনাচারকে নিন্দা করিয়া ও বিবেকবাসের প্রশংসা করিয়া গাথা ভাষণ করিলেন।

"সমুদ্রে পতিত পুরুষ যেমন তরঙ্গাঘাতে ডুবিয়া যায়, তেমন উদ্ধত চপল ভিক্ষুও পাপী মিত্রাশ্রয়ে সংসার সমুদ্রে ডুবিয়া যায়। অনুদ্ধত, অচঞ্চল, হিতাহিত চিন্তায় সুনিপুণ, সংযতেন্দ্রিয়, কল্যাণমিত্র মেধাবী সংসারাবর্ত্ত দুঃখের অবসান করিতে সমর্থ হয়। বিবেকপরায়ণ, তপস্যা কারণে কৃশ-শরীর, শিরাজাল বিস্তৃত গাত্র, মাত্রজ্ঞ, অন্নপানীয়ের প্রতি অলোভী সাধক মহাবনে দংশক-মশকদ্বারা দংশিত হইয়া সংগ্রামশীর্ষে নাগতুল্য স্মৃতি সহকারে বাস করে। (অবশিষ্ট গাথার ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ) আমি আগার হইতে অনাগারে যেই কারণে প্রব্রজিত হইয়াছি, আমার সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। এমন অবাধ্য শিষ্যের প্রয়োজন কি?"

"স্থবির উপরোক্ত গাথাগুলি ভাষণ করিয়া ছদ্দন্তহ্রদে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বার বৎসর একাকী বাস করিলেন। যখন পরিনির্ব্বাণ কাল আসন্ন হইল, তখন শাস্তার চরণে নিবেদন করিয়া ছদ্দন্তহ্রদেই পরিনির্ব্বাপিত হইলেন।"

উদায়ি স্থবির। ২৪৭

ইনি পূর্ব্ববুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বহুজন্ম দেব-নরকুলে বিচরণ পূর্ব্বক গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তুর এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—উদায়ি। শাস্তার জ্ঞাতি সমাগমে বুদ্ধ-প্রভাব দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রব্রজিত হন; পরে বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। পালি গ্রন্থে তিনজন উদায়ির নাম পরিদৃষ্ট হয়—একজন অমাত্যপুত্র উদায়ি, ইঁহার পূর্ব্ব নাম কালুদায়ি বলিয়া উল্লেখ আছে। একজন কোবরিয় পুত্র লালুদায়ী। একজন এই ব্রাহ্মণপুত্র মহাউদায়ি। 'সর্ব্বালঙ্কার প্রতিমণ্ডিত শ্বেত বারণকে মহাজনসঙ্ঘ প্রশংসা করিয়া থাকে' দেখিয়া একদা শাস্তা নাগের উপমা গ্রহণ পূর্ব্বক 'নাগোপম' সূত্র দেশনা করেন। দেশনাবসানে উদায়ি স্বীয় জ্ঞানানুরূপ শাস্তার গুণ অনুস্মরণ পূর্ব্বক প্রীতি সমুৎসাহিত চিত্তে বলিলেন—'এই জনসঙ্ঘ পশু নাগকে কতই প্রশংসা করে, অথচ বুদ্ধ নাগকে তেমন প্রশংসা করেনা।' বুদ্ধরূপ মহাগন্ধহস্তীর কি যে গুণ, আমি আজ তাহাই প্রকাশ করিব। এই ভাবিয়া শাস্তার গুণবর্ণনা মানসে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

মনুস্সভূতং সম্বুদ্ধং অত্তদন্তং সমাহিতং,
ইরিযমানং ব্রহ্মপথে চিত্তস্সূপসমে রতং।

যং মনুস্সা * নমস্সন্তি সব্বধম্মান পারগুং,
দেবাপি তং নমস্সন্তি ইতি মে অরহতো সুতং।

সব্বসংয়োজনাতীতং বনা নিব্বাণমাগতং,
কামেহি † নেক্খম্মরতং মুত্তং সেলা'ব কঞ্চনং।

---

* ব— ন পস্সন্তি, † ব— নিক্খম্ম,

সবে অচ্চন্তরুচি নাগো হিমবারণ্ণে সিলুচ্চয়ে,
সব্বেসং নাগনামানং সচ্চনামো অনুত্তরো।
নামং বো কিত্তয়িস্সামি নহি আগুং করোতি সো,
সোরচ্চং অবিহিংসা চ পাদা নাগস্স তে দুবে।
সতি চ সম্পজঞ্ঞঞ্চ চরণা নাগস্স তে পরে,
‡ সদ্ধাহত্থো মহানাগো উপেক্খা সেতদন্তবা।
সতি-গীবা সিরো-পঞ্ঞা বীমংসা ধম্মচিন্তনা,
ধম্মকুচ্ছি সমাবাসো বিবেকো তস্স বালধি।
সো ঝাযী অস্সাসরতো অজ্ঝত্তং সুসমাহিতো,
গচ্ছং সমাহিতো নাগো ঠিতো নাগো সমাহিতো।
সয়ং সমাহিতো নাগো নিসিন্নোপি সমাহিতো,
সব্বত্থ সংবুতো নাগো এসা নাগস্স সম্পদা।
ভুঞ্জতি অনবজ্জানি সাবজ্জানি ন ভুঞ্জতি,
ঘাসং অচ্ছাদনং লদ্ধা সন্নিধিং = পরিবজ্জয়ং।
সংয়োজনং অণুং থূলং সব্বং ছেত্বান বন্ধনং,
য়েন য়েনেব গচ্ছতি অনপেক্খোব গচ্ছতি।
য়থাপি উদকে জাতং পুণ্ডরীকং পবড্ঢতি'
নোপলিম্পতি তোয়েন সুচিগন্ধং মনোরমং।
তথেব চ লোকে জাতো বুদ্ধো লোকে বিহরতি,
নোপলিম্পতি লোকেন তোয়েন পদুমং য়থা।
মহাগিনি পজ্জলিতো অনাহারোপসম্মতি,
অঙ্গারেসু + বসন্তেসু নিব্বুতো'তি পবুচ্চতি।

‡ ব— সদ্ধাপত্থো। = সী— পরিবজ্জয়ে। + ব—সন্তেচসু।

অথঞ্ঞায়ং বিঞ্ঞাপনী উপমা বিঞ্ঞূহি দেসিতা,
বিঞ্ঞিস্সন্তি মহানাগা নাগং নাগেন দেসিতং।
বীতরাগো বীতদোসো বীতমোহো অনাসবো,
সরীরং বিজহং নাগো পরিনিব্বিস্সত্যনাসবো'তি।
উদায়ি থেরো।

মনুষ্যজন্ম লব্ধ, আত্মদান্ত, সমাহিত চিত্ত, চারি ব্রহ্মবিহারপথে অবস্থিত সম্বুদ্ধ সমস্ত সংস্কারকে সাম্য করিয়া নির্ব্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। পণ্ডিত মনুষ্যগণ স্কন্ধাদি ষড়্‌বিধ ধর্ম্মে পারগত যেই সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার করেন, দেবগণও তাঁহাকে নমস্কার করেন, ইহা আমি সারীপুত্র প্রমুখ অর্হৎগণের মুখেই শুনিয়াছি। সমস্ত দশবিধ সংযোজনকে অতিক্রমকারী, ক্লেশরূপ বন হইতে নির্ব্বাণে আগমনকারী, সমস্ত কামবাসনা হইতে বাহিরে আসিয়া প্রব্রজ্যা-ধ্যান-বিদর্শনে অভিরত, শৈল-নির্গত কাঞ্চন সদৃশ বুদ্ধকে দেব-নরগণ বন্দনা করিয়া থাকেন। পর্ব্বতরাজ হিমালয় যেমন অন্যান্য পর্ব্বতের চেয়ে সর্ব্ববিষয়ে প্রধান, তেমন এই বুদ্ধনাগ কায়রুচি ও জ্ঞানরুচি প্রভাবে দেব-নরের মধ্যে একান্তই সর্ব্বপ্রধান; অহিনাগ, হস্তীনাগ, পুরুষনাগ ও স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎনাগ ও পচ্চেকবুদ্ধ নাগ প্রভৃতির মধ্যে সত্যনাগ বুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি সেই বুদ্ধনাগের গুণ তোমাদিগকে কীর্ত্তন করিব। তিনি কোন প্রকারের আগু বা পাপ করেন না, সেই কারণে তিনি নাগ নামে অভিহিত। সেই বুদ্ধনাগের সম্মুখস্থ পদদ্বয় শীল ও করুণা; তাঁহার অপর চরণদ্বয় স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান। সেই মহানাগ বুদ্ধের শৌণ্ড শ্রদ্ধা; তাঁহার শ্বেতদন্ত উপেক্ষা; স্মৃতি তাঁহার গ্রীবা; শিরঃ তাঁহার প্রজ্ঞা; ধর্ম্মচিন্তা তাঁহার ঘ্রাণ বা মীমাংসা; উদর তাঁহার শমথ-বিদর্শন ভাবনা; বালধি তাঁহার বিবেক। তিনি নিমিত্ত ও লক্ষণ গ্রহণে সুদক্ষ ধ্যানী, পরমাশ্বাসপ্রদ নির্ব্বাণ-রত; ফল সমাপত্তিতে

সুসমাহিত। কারণ সেই বুদ্ধনাগ গমনে, দাঁড়ানে, শয়নে, উপবেশনে সর্ব্বদা সমাহিত থাকেন। এতদ্ব্যতীত চক্ষুদ্বারাদি সমস্ত বিষয়ে তিনি সংযত। এই কারণে বুদ্ধগন্ধ হস্তীর সর্ব্বাবয়ব পরিপূর্ণ। তিনি পবিত্র বা নিষ্পাপমূলক ভোজন করেন, সদোষজনক ভোজন করেন না। তিনি অন্ন-বস্ত্র পাইলেও সঞ্চয় দোষ বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি ক্ষুদ্র-মহৎ সমস্ত আবর্ত্ত-সংযোজন ও ক্লেশ-বন্ধন ছেদন করিয়া যেই যেই দিকে গমন করেন, নিরপেক্ষভাবেই গমন করেন। পুণ্ডরীক যেমন জলে উৎপন্ন হইয়া জলেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অথচ সেই শুচি-গন্ধ মনোরম পুষ্প জলে লিপ্ত হয় না, তেমন বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইয়া জগতেই বিচরণ করেন, অথচ পদ্ম যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তিনিও তেমন তৃষ্ণা দৃষ্টি-মানবশে সংসারে লিপ্ত হন না। প্রজ্জ্বলিত মহাঅগ্নি যেমন অঙ্গার অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও ইন্ধনাভাবে নিবিয়া গেলেও নির্ব্বাপিত বলিয়া বলা হয়, তেমন বিজ্ঞকর্ত্তৃক অর্থ প্রকাশিনী এই নাগোপমা বর্ণিত হইয়াছে। আমি অর্হৎনাগদ্বারা যেই বুদ্ধনাগের গুণ বর্ণনা করা হইল, তাহা অন্য মহানাগ ক্ষীণাসবগণ পরিজ্ঞাত হইবেন। কামরাগ-দ্বেষ-মোহ বিগত অনাসব বুদ্ধনাগ শরীরকে ত্যাগ করিয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।

'স্থবির চৌষট্টি পদযুক্ত ষোলটি গাথা চৌদ্দ প্রকার উপমাযোগে সর্ব্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশ পূর্ব্বক উপসংহারে অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ সংযোগ করিয়া দেশনা শেষ করিলেন।'

তত্রুদ্দানং

কোণ্ডঞ্ঞো চ উদায়ি চ থেরা দ্বে তে মহিদ্ধিকা,
সোলসম্হি নিপাতম্হি গাথায়ো দ্বে চ তিংসচা'তি।

মহাঋদ্ধিশালী কোণ্ডঞ্ঞ ও উদায়ি এই দুইজন স্থবির ষোড়শ নিপাতে ৩২টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

বীসতি নিপাতো

অধিমুত্ত স্থবির। ২৪৮

ইনি পূর্ব্ববুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বহুজন্ম পুণ্য সঞ্চয় করিয়া অর্থদর্শী ভগবানের সময় ধনাঢ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পরে ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য মহাদান প্রবর্ত্তন করেন। তৎপর দেব-নর-কুলে বহু জন্ম পরিগ্রহ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় আয়ুষ্মান সংকিচ্চ শ্রামণেরের ভগ্নির গর্ভে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম হইল— অধিমুত্ত। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে মাতুল স্থবিরের নিকটে প্রব্রজিত হন। শ্রামণের অবস্থাতেই অর্হৎ হইয়া একদা উপসম্পদার অনুমতি গ্রহণার্থ মাতার নিকটে যাইতেছেন, এমন সময় পঞ্চশত চোরের সহিত পথে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। চোরেরা দেবপূজার জন্য মাংসান্বেষণ করিতেছিল। তাঁহাকে পথে পাইয়া ধরিয়া ফেলিল। তাঁহারদ্বারা দেবতার পূজা দিবে, ইহাতে তিনি বিন্দুমাত্র ভীত বা বিস্মিত না হইয়া প্রসন্ন মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দলপতি তাঁহার নির্ভীক ভাব দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া প্রশংসাচ্ছলে বলিল—

"যঞ্ঞত্থং বা ধনত্থং বা যে হনাম মযং পুরে,
অবসে তং ভযং হোতি বেধন্তি বিলপন্তি চ।
তস্স তে নত্থি ভীতত্তং ভীয্যো বণ্ণো পসীদতি,
কস্মা ন পরিদেবসি এবরূপে মহব্ভযে' ।"

নত্থি চেতসিকং দুক্খং অনপেক্খস্স গামণি,
অতিক্কন্তা ভযা সব্বে খীণসংযোজনস্স বে।

খীণায় ভবনেত্তিয়া দিট্ঠেধম্মে য়থা তথে,
ন ভয়ং মরণে হোতি ভার নিক্খিপনে য়থা।
সুচিণ্ণং ব্রহ্মচরিয়ং মে মগ্গো চাপি সুভাবিতো,
মরণে মে ভয়ং নত্থি রোগানমিব সঙ্খয়ে।
সুচিণ্ণং ব্রহ্মচরিয়ং মে মগ্গো চাপি সুভাবিতো,
নিরস্সাদা ভবা দিট্ঠা বিসং পীত্বাব ছড্ডিতং।
পারগূ অনুপাদানো কতকিচ্চো অনাসবো,
তুট্ঠো আয়ুক্খয়া হোতি মুত্তো আঘাতনা য়থা।
উত্তমং ধম্মতং পত্তো সব্বলোকে অনত্থিকো,
আদিত্তা'ব ঘরা মুত্তো মরণস্মিং ন সোচতি।
য়দত্থি সঙ্গতং কিঞ্চি ভবো বা য়ত্থ লব্ভতি,
সব্বং অনিস্সরং এতং ইতিবুত্তং মহেসিনা।
য়ো তং তথা পজানাতি য়থা বুদ্ধেন দেসিতং,
ন গণ্হাতি ভবং কিঞ্চি সুতত্তং'ব অয়োগুলং।
ন মে হোতি অহোসিস্তি * ভবিস্সন্তি ন হোতি মে,
† সঙ্খারা বিগমিস্সন্তি তত্থ কা পরিদেবনা।
সুদ্ধং ধম্মসমুপ্পাদং সুদ্ধং সঙ্খারসন্ততিং,
পস্সন্তস্স য়থাভূতং ন ভয়ং হোতি গামণি।
তিণকট্ঠসমং লোকং য়দা পঞ্ঞায় পস্সতি,
মমত্তং সো অসংবিন্দং নত্থি মেতি ন সোচতি।
উক্কণ্ঠামি সরীরেন ভবেনাম্হি অনত্থিকো,
সো'য়ং ভিজ্জিস্সতি কায়ো অঞ্ঞো চ ন ভবিস্সতি।

‡ ব— অবিসসন্তি, † ব— সঙ্খারাপি * ভবিসসন্তি।

যং বো কিচ্চং সরীরেন তং করোথ যদিচ্ছথ,
ন মে তপ্পচ্চয়া তত্থ দোসো পেমঞ্চ হেহিতী'তি।
"তস্স তং বচনং সুত্বা অব্ভুতং লোমহংসনং,
সত্থানি নিক্খিপিত্বান মাণবা এদতব্রবুন্তি।"
"কিং ভদন্তে করিত্থান কো বা আচরিয়ো তব,
কস্স সাসনমাগম্ম লব্ভতে তং অসোকতা।
সব্বঞ্ঞু সব্বদস্সাবী জিনো আচরিয়ো মম,
মহাকারুণিকো সত্থা সব্বলোক তিকিচ্ছকো।
তেনায়ং দেসিতো ধম্মো খয়গামী অনুত্তরো,
তস্স সাসনমাগম্ম লব্ভতে তং অসোকতা।
সুত্বান চোরা ইসিনো সুভাসিতং
নিক্খিপ্প সত্থানি চ অবুধানি চ,
তম্হা চ কম্মা বিরমিংসু একে
একে চ পব্বজ্জমরোচয়িংসু।
তে পব্বজিত্বা সুগতস্স সাসনে
ভাবেত্বা বোজ্ঝঙ্গবলানি সব্বসো,
উদগ্গচিত্তা সুমনা কতিন্দ্রিয়া
ফুসিংসু নিব্বানপদং অসঙ্খতন্তি।"

অধিমুত্তো থেরো।

আমরা যজ্ঞ সম্পাদন ও ধন সংগ্রহ কারণে যেই প্রাণীদিগকে পূর্ব্বে হত্যা করিয়াছি, ভয়ে আজ একজন ব্যতীত অবশিষ্ট প্রাণীদের মৃত্যুভয় জাত হইয়া তাহাদের শরীর কম্পিত হয়। 'আপনাদের দাস হইব, আমাদিগকে ছাড়িয়া দেন' বলিয়া তাহারা বিলাপ করিয়া থাকে। অথচ তোমার সেই ভয় নাই, বরঞ্চ তোমার স্বাভাবিক বর্ণ হইতে মুখের চেহারা আরও উজ্জ্বল

দেখাইতেছে। তখন তিনি ভাবিতেছেন, "যদি চোরেরা আমাকে হত্যা করে, এখন আমি পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইব। তাই তাঁহার মুখের জ্যোতিঃ উজ্জ্বল হইয়াছিল।" হে শ্রমণ, এইরূপ মহাভয় সময়ে কেন তুমি বিলাপ করিতেছ না? "তখন তিনি দলপতিকে প্রত্যুত্তর প্রদানচ্ছলে নিম্নোক্ত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন।

হে গ্রামণি, আমার ন্যায় বীততৃষ্ণ ব্যক্তির কোন দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য নাই, অর্হতের পঞ্চবিংশতি মহাভয় নিশ্চয়ই অপগত হয়। আমার ভবতৃষ্ণা পরিক্ষীণ ও মার্গপ্রজ্ঞাবলে যথার্থ ধর্ম্ম দৃষ্ট হওয়াতে যেমন কোন পুরুষ গুরুভার পরিত্যাগ করিয়া ভার-মুক্ত হয়; তেমন আমার মরণ হেতু ভয় উৎপন্ন হয় না। আমার ব্রহ্মচর্য্য উত্তমরূপে আচরিত হইয়াছে, অষ্টমার্গ সুভাবিত হইয়াছে, বহু রোগ-মুক্ত ব্যক্তি যেমন আনন্দ লাভ করে, তেমন পঞ্চস্কন্ধরূপ রোগ হইতে মুক্ত বলিয়া মৃত্যুতে আমার ভয় নাই। উত্তমরূপে আমার ব্রহ্মচর্য্য আচরিত হইয়াছে, অষ্টমার্গ সুভাবিত হইয়াছে, ভ্রমে বিষপান করিয়া উহা পরিত্যাগের ন্যায় আমি ত্রিবিধ দুঃখে জর্জ্জরিত ও একাদশ প্রকার অগ্নিতে বিদগ্ধ হইয়া ত্রিভবে যে আস্বাদ নাই, তাহা জ্ঞান চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেজন্য এই মৃত্যুতে আমার ভয় নাই। যেমন বধ্যস্থানে বধার্থ গৃহীত চোর-হস্ত হইতে মুক্ত ব্যক্তি আনন্দ লাভ করে, তেমন সংসারের অপরপারে নির্ব্বাণগত, চারি উপাদান হীন, ষোড়শ প্রকার কার্য্য উত্তীর্ণ, কামাদি আসব বিমুক্ত বলিয়া আমার আয়ুক্ষয় হইয়াছে; তাই আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি উত্তম অর্হৎধর্ম্ম লাভ করিয়াছি, সমস্ত লোকে যে দীর্ঘায়ু ও সুখ চায়, আমি তাহা চাহিনা। প্রজ্জ্বলিত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত ব্যক্তি যেমন মৃত্যুর জন্য শোক করেনা, তেমন অর্হৎ মরণ-শোক প্রাপ্ত হয় না। এজগতে মনুষ্যের যাহা কিছু সঞ্চিত বস্তু আছে, প্রাণীদের যাহা উৎপত্তি ভব উপলব্ধি হয়, ইহা ইচ্ছানুরূপ অধিকৃত বিষয় নহে বলিয়া মহর্ষি বুদ্ধ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, কারণ 'সমস্ত চাতুর্ভূমিক ধর্ম্ম অনিত্য,' ইহা জানা থাকিলে

আর শোক করিতে হয় না। বুদ্ধ যেরূপ দেশনা করিয়াছেন, সেরূপ ভবত্রয়কে প্রজ্ঞাবলে জানিতে পারিলে, যেমন সুখকামী কোন ব্যক্তি আতপ-তপ্ত লৌহগুলি হাতে নেয় না, তেমন ক্ষুদ্র-মহৎ ভবে জন্ম গ্রহণার্থ কেহ তৃষ্ণা উৎপাদন করে না। অতীতকালে আমি এরূপ ছিলাম বলিয়া আমার আত্মদৃষ্টি উৎপন্ন হয় না, ভবিষ্যতে আমার এরূপ হইবে বলিয়া আমার আত্মদৃষ্টি নাই। ক্ষণে ক্ষণে সংস্কার ভগ্ন হইবে, ইহাতে আমার আর কি বিলাপ করিবার আছে! হে গ্রামণি, আত্মসারে অমিশ্র শুদ্ধ অবিদ্যাদি প্রত্যয় ধর্ম্ম উৎপন্ন হইতেছে, শুদ্ধ ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক-সংস্কার সন্তুতি প্রবাহিত হইতেছে, এরূপ সবিদর্শন মার্গ প্রজ্ঞাবলে যথার্থরূপে দর্শকের মৃত্যুভয় উৎপন্ন হইতে পারে না। অস্বামীক তৃণকাষ্ঠসম সংস্কার লোককে যখন প্রজ্ঞাবলে দর্শন করে, তখন 'আমার বলিয়া' কিছুই তথায় না পাইয়া প্রজ্ঞাবান যখন ঠিক জানে যে 'ইহা আমার নহে' তখন আর শোক করে না। আমি এই ঘৃণিত শরীরে উৎকণ্ঠিত হইতেছি, আমি কোন ভবকে প্রার্থনা করিতেছি না, আমার এই শরীর ভগ্ন হইয়া যাইবে, আমাকে অন্য শরীর আর গ্রহণ করিতে হইবে না। আমার শরীরের দ্বারা তোমাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা তোমরা কর। তোমরা আমাকে হত্যা করিলেও সেই কারণে আমার স্নেহ-প্রেম বা তোমাদের প্রতি ক্রোধ উৎপন্ন হইবে না, "সঙ্গীতিকারকেরা বলিয়াছেন"— স্থবিরের এই বচন শুনিয়া তাহাদের অদ্ভুত লোমহর্ষণ উৎপন্ন হইল অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিয়া চোরেরা বলিল— "ভন্তে, আপনি কোন তপস্যা কর্ম্ম করিয়াছেন? আপনার আচার্য্য বা উপদেষ্টা কে? কাহার ধর্ম্ম-শাসনকে অবলম্বন করিয়া শোকহীন হইয়াছেন?

সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, পঞ্চমারজিন, মহাকারুণিক, সর্ব্বলোকের চিকিৎসক শাস্তাই আমার আচার্য্য। সেই সর্ব্বজ্ঞদ্বারা এই অনুত্তর নির্ব্বাণগামী ধর্ম্ম দেশিত হইয়াছে, তাঁহার ধর্ম্ম-শাসনকে অবলম্বন করিয়া সেই অশোকাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। চোরগণ অধিমুক্ত ঋষির সুভাষিত বাক্য শ্রবণে অসি-ধনু প্রভৃতি শস্ত্রায়ুধ নিক্ষেপ করিয়া কেহ কেহ চুরিকর্ম্ম হইতে বিরত হইল,

কেহ কেহ প্রব্রজ্যার্থ নিবেদন করিল। সেই চোরগণ সুগত-শাসনে প্রব্রজিত হইয়া প্রাণপণে বোধ্যঙ্গ ভাবনা করিতে লাগিল। সকলে হৃষ্ট-তুষ্টচিত্ত ও ভাবিত ইন্দ্রিয় হইয়া অসংস্কৃত নির্ব্বাণপদ লাভ করিল।"

"শ্রামণের তাঁহাদিগকে তথায় রাখিয়া মাতৃ সদনে চলিয়া গেলেন। তৎপর মাতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিকেও সঙ্গে লইয়া উপাধ্যায়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করিলে কর্ম্মস্থান শিক্ষা দিলেন। তাঁহারা ভাবনাবলে অচিরেই অর্হৎফল লাভ করিলেন।"

পারাপরিয় স্থবির। ২৪৯

ইনি পূর্ব্ববুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণের বহুজন্ম পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে ব্রাহ্মণ মহাসারকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার গোত্রের নাম পারাপরিয়, তাই তিনি গোত্র নামে পরিচিত। ত্রিবেদ ও ব্রাহ্মণ-শিল্পে তিনি পারদর্শী হন। একদা শাস্তার ধর্ম্ম শ্রবণার্থ জেতবনে গমন করিয়া সভার শেষপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান তাঁহার চিত্তের অবস্থা জানিয়া ইন্দ্রিয় ভাবনা সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তচ্ছ্রবণে শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজিত হন এবং সেই "ইন্দ্রিয়ভাবনা সূত্র" শিক্ষা করিয়া ঐ ভাবনাবলে অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হন। পরে নিজের চিন্তিত বিষয় প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন—

সমণস্স অহু চিন্তা পারাপরিয়স্স ভিক্খুনো,
এককস্স নিসিন্নস্স পবিবিত্তস্স ঝায়িনো।

কিমানুপুব্বং পুরিসো কিং কতং কিং সমাচরং,
অত্তনো কিচ্চকারিস্স ন চ কিঞ্চি বিহেঠয়ে।

ইন্দ্রিয়ানি মনুস্সানং হিতায় অহিতায় চ,
অরক্খিতানি অহিতায় রক্খিতানি হিতায় চ।

ইন্দ্রিয়ানেব সারক্খং ইন্দ্রিয়ানি চ গোপয়ং,
অত্তনো কিচ্চকারিস্স ন চ কিঞ্চি * বিহেঠয়ে।

চক্খুন্দ্রিয়ং চে রূপেসু গচ্ছন্তং অনিবারয়ং,
অনাদীনবদস্সাবী সো দুক্খা নহি মুচ্চতি।

সোতিন্দ্রিয়ং চে সদ্দেসু গচ্ছন্তং অনিবারয়ং,
অনাদীনবদস্সাবী সো দুক্খা নহি মুচ্চতি।

অনিস্সরণদস্সাবী গন্ধে চে পটিসেবতি,
ন সো মুচ্চতি দুক্খমহা গন্ধেসু অধিমুচ্ছিতো।

অম্বিলং মধুরগ্গঞ্চ তিত্তকগ্গমনুস্সরং,
রসতণ্হায় † গধিতো হদয়ং নাববুজ্ঝতি।

সুভান্যপ্পটিকূলানি ফোট্ঠব্বানি অনুস্সরং,
রত্তো রাগাধিকরণং বিবিধং বিন্দতে দুখং।

মনঞ্চে তেহি ধম্মেহি যো ন সক্কোতি রক্খিতুং,
ততো নং দুক্খমন্বেতি সব্বেহেতেহি পঞ্চহি।

পুব্বলোহিত সম্পুণ্ণং বহুস্স কুণপস্স চ,
নরবীরকতং বগ্গু সমুগ্গামিব চিত্তিতং।

কটুকং মধুরস্সাদং পিয়নিবন্ধনং দুখং,
খুরং'ব মধুনালিত্তং * উল্লিহং নাববুজ্ঝতি।

* ব— বিহেধয়ে, † ব— সহিতং, * ব— উল্লিত্তং।

ইত্থিরূপে ইত্থিসরে ফোট্‌ঠব্বেপি চ ইত্থিয়া,
ইত্থিগন্ধেসু সারত্তো বিবিধং বিন্দতে দুখং।

ইত্থিসোতানি সব্বানি সন্দন্তি পঞ্চ পঞ্চসু,
তেসমাবরণং কাতুং য়ো সক্কোতি বীরিয়বা।

সো অত্থবা সো ধম্মট্‌ঠো সো দক্খো সো বিচক্খণো,
করেয়্য রমমানোপি কিচ্চং ধম্মত্থসংহিতং।

অথো সীদতি সংয়ুত্তং বজ্জে কিচ্চং নিরত্থকং,
ন তং কিচ্চন্তি মঞ্ঞিত্বা অপ্পমত্তো বিচক্খণো।

য়ঞ্চ অত্থেন সংয়ুত্তং য়া চ ধম্মগতা রতি,
তং সমাদায় বত্তেথ সা হি বে উত্তমা রতি।

উচ্চাবচেহুপায়েহি পরেসমভিজিগীসতি,
হন্ত্বা বধিত্বা অথ সোচয়িত্বা আলোপতি সাহসা য়ো পরেসং।

তচ্ছন্তো আণিয়া আণিং নিহন্তি বলবা য়থা,
ইন্দ্রিয়ানি ইন্দ্রিয়েহেব নিহন্তি কুসলো তথা।

সদ্ধং বীরিয়ং সমাধিঞ্চ সতিং পঞ্ঞঞ্চ ভাবয়ং,
পঞ্চ পঞ্চহি হন্ত্বান অনীঘো য়াতি ব্রাহ্মণো।

সো অত্থবা সো ধম্মট্‌ঠো কত্বা বাক্যানুসাসনিং,
সব্বেন সব্বং বুদ্ধস্স সো নরো সুখমেধতী'তি।

পারাপরিয়ো থেরো।

একাকী উপবিষ্ট, বিবেকপরায়ণ, ধ্যানী, প্রব্রজিত, পারাপরগোত্রীয় ভিক্ষুর চিন্তা হইল, অর্থকামী পুরুষ কোন্ ব্রত, কোন্ আচরণ অনুক্রমিক সম্পাদন করিবে? অথবা কোন্ প্রকার শীল আচরণ করিয়া নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে এবং কোন্ সত্বকে নিপীড়ন করিবে না। মনুষ্যগণের ষড়েন্দ্রিয় হিত ও অহিতভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বার স্মৃতিরূপ কবাটদ্বারা বন্ধ না করিলে অহিত সাধন করে, সুরক্ষিত হইলে হিত সাধন করে। স্মৃতিসহকারে ইন্দ্রিয়সমূহ সুরক্ষিত হইলে অকুশলরূপ চোর ইন্দ্রিয়দ্বারদিয়া প্রবেশ করিতে পারে না, ইহাতে নিজের কর্ত্তব্য পূর্ণ হয় ও অপরকে দুঃখ প্রদান হইতে বিরত হয়। যে চক্ষু ইন্দ্রিয়কে রূপের প্রতি আকৃষ্ট সময়ে নিবারণ না করে, সে ইহ-পরকালের দোষকে প্রত্যক্ষ না করিয়া দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে না। যে কর্ণেন্দ্রিয় শব্দের প্রতি আকৃষ্ট সময়ে নিবারণ না করে, সে ইহ-পরকালের দোষকে প্রত্যক্ষ না করিয়া দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে না। ভব দুঃখ হইতে অমুক্তিকামী গন্ধসমূহে মোহিত হইয়া যদি গন্ধ সেবন করে, সে বর্ত্ত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। রসগৃধ্নু ব্যক্তি অম্ল-মধুর-তিক্ত রসের আস্বাদ স্মরণ করিয়া রসতৃষ্ণায় আবদ্ধ হয়, তাই দুঃখ ক্ষয়কর ধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সুন্দর রমণীর স্পর্শের কথা অনুস্মরণ করিয়া কামাসক্ত ব্যক্তি কামভোগ কারণে ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যেই ব্যক্তি চিত্তকে পঞ্চকাম হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ না হয়, তাহার পঞ্চকাম ভোগের কারণে বিবিধ দুঃখ অনুগমন করে। এই শরীর পূয রক্তে পরিপূর্ণ ও পিত্ত-শ্লেষ্মাদি বহু দুর্গন্ধ বস্তুর আকর; এই দেহ কোন সুদক্ষ শিল্পীর সুচিন্তিত বাক্স তুল্য; দেহের অভ্যন্তরে বিষ্ঠাদি অশুচি দ্রব্য পরিপূর্ণ চামড়ার বেষ্টনীতে উহাকে মনোহর করা হইয়াছে। এই শরীর নরকদুঃখাদিতে উত্তপ্ত বলিয়া কটুযুক্ত, কৃত্রিম মধুরাস্বাদযুক্ত, প্রিয়বন্ধনকর, দুঃখের আধার, তথাপি ঈদৃশ শরীরে আস্বাদ গ্রাহী ব্যক্তি শরীরের অবস্থা না বুঝিয়া মধুলিপ্ত ক্ষুরধারকে লেহন তুল্য মহাদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। স্ত্রীর রূপে, স্ত্রীর স্বরে, স্ত্রীর গন্ধে, স্ত্রীর স্পর্শে আসক্ত ব্যক্তি

বিবিধ দুঃখ ভোগ করে। স্ত্রীর রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ এই পঞ্চস্রোত পুরুষের পঞ্চদ্বারে প্রবাহিত হয়। যেই বীর্য্যবান ব্যক্তি সেই স্রোত সমূহকে বন্ধ করিতে পারে, সেই উত্তম বুদ্ধিমান; ধর্ম্মপালনে নিপুণ, বিচক্ষণ বা অনলস গৃহী সাংসারিক বিষয়ে রমিত হইলেও ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবে। ঐহিক কর্ত্তব্যে সুস্থিত থাকিবে, পারত্রিক অহিতকর কার্য্য বর্জ্জন করিবে, অপ্রমত্ত, বিচক্ষণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বিচার পূর্ব্বক 'ইহা আমার অহিতকর কর্ম্ম, ইহা করা অনুচিত' এই ভাবিয়া উহা বর্জ্জন করিবে। যাহা ঐহিক-পারত্রিক কালে হিতকর, যাহা শমথ-বিদর্শন রতি উৎপাদনকর, তাহাই গ্রহণ করিয়া চলিবে। তাহাই উত্তমা ধর্ম্মরতি নামে কথিত হয়। যেই ব্যক্তি কামনা পূর্ণ মানসে অপরকে হত্যা করিয়া, আঘাত করিয়া, শোক প্রদান করিয়া ক্ষুদ্র-মহৎ যে কোন উপায়ে পরের সম্পত্তি হরণের জন্য দুঃসাহসিক কর্ম্ম করে ও অপরকে পরাজিত করে, তাহার ঈদৃশ কর্ম্ম অতিশয় হীন। যেমন বৃক্ষ তক্ষণকারী বলবান পুরুষ খিলদ্বারা খিলকে বাহির করে, তেমন সুদক্ষ ভিক্ষু চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহ শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা নিহত করে। শ্রদ্ধা-বীর্য্য-সমাধি-স্মৃতি-প্রজ্ঞা এই পঞ্চেন্দ্রিয়বলে চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয় নিহত করিয়া দুঃখহীন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ নির্ব্বাণে গমন করে। সেই ব্রাহ্মণ উত্তমার্থশীল, যথাধর্ম্মেস্থিত সমস্ত বুদ্ধের বাক্যভূত অনুশাসন পালন করিয়া সুস্থিত, সেই উত্তম পুরুষই নির্ব্বাণ সুখকে বর্দ্ধিত করেন।

তেলকানি স্থবির। ২৫০

ইনি পূর্ব্ববুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণের পর বহুজন্ম দেব-নরকুলে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক গৌতম বুদ্ধের জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল— তেলকানি। বয়ঃপ্রাপ্তে পূর্ব্বকৃত কুশল বিধায় কামভোগে ঘৃণা উৎপাদন করিয়া পরিব্রাজক-প্রব্রজ্যা

গ্রহণ করেন। পরিব্রাজকাবস্থায় সাধনায় উন্নতি করিতে না পারিয়া 'এজগতে কে নির্ব্বাণ পারে গিয়াছেন,' এই চিন্তায় বিমোক্ষ পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বহু শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহার প্রশ্নোত্তর দিতে সমর্থ হইত না এবং কাহারও প্রশ্নোত্তরে সন্তুষ্ট হইতেন না। সেই সময়ে গৌতম বুদ্ধ ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন করিয়া লোকহিত সাধন করিতেছিলেন। একদা তিনি বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ধর্ম্মশ্রবণে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ভাবনাবলে অচিরেই অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হন। একদিন ভিক্ষুদের সহিত ধর্ম্মালাপ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথাদ্বারা নিজের অধিগত জ্ঞান সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।

চিররত্তং বতাতপী ধম্মং অনুবিচিন্তয়ং,
সমং চিত্তস্স নালথ্থং পুচ্ছং সমণ-ব্রাহ্মণে।

কো সো পারঙ্গতো * লোকে কো পত্তো অমতোগধং,
কস্স ধম্মং পটিচ্ছামি পরমত্থবিজাননং,

অন্তো বঙ্কগতো আসি মচ্ছোব ঘসমামিসং,
বদ্ধো মহিন্দপাসেন বেপচিত্ত্যসুরো য়থা।

অঞ্ছামি নং ন মুঞ্চামি অস্মা সোক-পরিদ্দবা,
কো মে বন্ধং মুঞ্চং লোকে সম্বোধিং বেদয়িস্সতি।

সমণং ব্রাহ্মণং বাকং আদিসন্তং পভঙ্গুনং,
কস্স ধম্মং পটিচ্ছামি জরা-মচ্চু পবাহনং।

বিচিকিচ্ছা + কঙ্খাগন্থিতং সারম্ভবলসঞ্ঞুতং,
কোধপ্পত্তমনত্থদ্ধং অভিজপ্পপ্পদারণং।

---

* ব— লোক; + ব— গন্থিতং;

তণ্হাধম্মু সমুট্‌ঠানং যে চ পন্নরসায়ুতং,
পস্স ওরসিকং বাল্হং ভেত্বান যদি তিট্‌ঠতি

অনুদিট্‌ঠিনং অপ্পহানং সঙ্কপ্পপরতো জিতং,
তেন বিদ্ধো পবেধামি পত্তং'ব মালুতেরিতং।

অজ্ঝত্তং মে সমুট্‌ঠায় খিপ্পং পচ্চতি মামকং,
ছফস্সায়তনকায়ো যত্থ সরতি সব্বদা।

তং ন পস্সামি * তেকিচ্ছং যো মে তং সল্লমুদ্ধরে,
নানারজ্জেন সত্থেন নাঞ্ঞেন বিচিকিচ্ছিতং।

কো মে অসত্থো অবণো সল্লমব্ভন্তরপস্সয়ং,
অহিংসং সব্বগত্তানি সল্লং মে উদ্ধরিস্সতি।

ধম্মপ্পতি হি সো সেট্‌ঠো বিসদো † সপ্পবাহকো,
গম্ভীরে পতিতস্স মে ফলং ‡ পাণিঞ্চ দস্সয়ে।

রহদেহমস্মি ওগাল্হো অহারিয়রজ + মত্তিকে,
মায়া-উসূয় সারম্ভ থীনমিদ্ধমপত্থটে।

উদ্ধচ্চ-মেঘথনিতং সংয়োজন বলাহকং,
বাহাবহন্তি কুদ্দিট্‌ঠিং সঙ্কপ্পরাগনিস্সিতা।

সবন্তি সব্বধি সোতা লতা উব্ভিজ্জ তিট্‌ঠতি,
তে সোতে কো নিবারেয্য তং লতং কো হি ছেচ্ছতি।

বেলং করোথ ভদ্দন্তে, সোতানং সন্নিবারণং,
মা তে মনোময়ো সোতো রুক্খং'ব সহসা লুবে।

* সী—তে কিচ্ছং, † ব—সপবাহকো, ‡ ব—পাণিতঞ্চ, + ব—মত্তিকে।

এবং মে ভয়ক্খাতস্স অপারাপারমেসতো,
তাণো পঞ্ঞাবুধো সত্থা ইসিসঙ্ঘ নিসেবিতো।

সোপানং সুকতং সুদ্ধং ধম্মসারময়ং দল্‌হং,
পাদাসি বুয্হমানস্স মা ভায়ী'তি চ অব্রবি।

সতিপট্‌ঠানপাসাদং আরুয্হ পচ্চবেক্খিসং,
য়ন্তং পুব্বে অমঞ্ঞিস্সং সক্কায়াভিরতং পজং।

য়দা চ মগ্গমদ্দক্খিং নাবায় অভিরূহনং,
অনধিট্‌ঠায় অত্তানং তিত্থমদ্দক্খিমুত্তমং।

সল্লং অত্তসমুট্‌ঠায় ভবে নেত্তিপভাবিতং,
এতেসং অপ্পবত্তায় দেসেসি মগ্গমুত্তমং।

দীঘরত্তানুসয়িতং চিররত্তমধিট্‌ঠিতং,
বুদ্ধো মে পানুদী × গন্থং বিসদাসং পবাহনো'তি।

তেলকানি থেরো।

আমি আরব্ধবীর্য্য সহকারে সুদীর্ঘদিন বিমোক্ষগামী ধর্ম্মকে অনুসন্ধান করিয়া বহু শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু চিত্তের উপশম-মূলক ভবনিঃসারক আযাধর্ম্ম লাভ করিতে পারি নাই। এজগতে কে নির্ব্বাণপারে গমন করিয়াছেন? নির্ব্বাণপ্রবিষ্ট বিমোক্ষমার্গ কে প্রাপ্ত হইয়াছেন? পরমার্থ জ্ঞাপক কোন্ শ্রমণ-ব্রাহ্মণের উপদেশ গ্রহণ করিব? বড়শী গলাধঃকরণকারী মৎস্যের ন্যায় সকলের হৃদয়াভ্যন্তরে বক্রভাবে ক্লেশ বা তৃষ্ণা বিদ্যমান আছে; যেমন ইন্দ্র পাশে আবদ্ধ অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি মহাদুঃখ প্রাপ্ত হয়, তেমন তৃষ্ণাপাশে আবদ্ধ জীব বহু দুঃখ প্রাপ্ত হয়। যেমন পাশবদ্ধ মৃগ-শূকর মোচনের উপায় না জানিয়া ছট্‌ফট্ করিতে

× ব—গন্ধং।

করিতে জালকে আকর্ষণ পূর্ব্বক গাঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়, তেমন আমি তৃষ্ণাজালে আবদ্ধ হইয়াছি এবং মোচনের উপায় না জানিয়া পাপানুষ্ঠানে আরও আকর্ষিত হইতেছি, কিছুতেই মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছি না, বরঞ্চ আরও অধিকতর শোক-বিলাপ প্রাপ্ত হইতেছি। এজগতে তৃষ্ণাজালে আবদ্ধ কে আমাকে মোচন করিয়া বিমোক্ষ মার্গের কথা বলিবে ? তৃষ্ণা বিধ্বংশ করিতে সমর্থ কোন্ শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে উপদেষ্টারূপে পাইব! জরা-মৃত্যু প্রবাহকারী কাহার ধর্ম্মকে গ্রহণ করিব! বিচিকিৎসা ও সন্দেহদ্বারা গ্রথিত, মদবল সংযুক্ত, ক্রোধযুক্ত, কঠিন চিত্তগত, ইচ্ছিত বস্তুর অলাভে চিত্ত প্রদলন তুল্য, তৃষ্ণা-ধনু বা বিশ প্রকার সকায়দৃষ্টি ও দশ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি এই দুই পঞ্চদশ মিথ্যাদৃষ্টি শল্য দৃঢ়ভাবে বক্ষ ভেদ করিয়া হৃদয়ে অবস্থিত হইতেছে দেখ। সকায়দৃষ্টি বিদূরীত না হইলে শাশ্বতদৃষ্টি প্রভৃতি থাকিয়া যায়, সেই কারণে আমি অন্যান্য মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করিতে পারি নাই ও মিথ্যা-বিতর্কদ্বারা উৎসাহিত হইয়াছি, সেই দৃষ্টিশল্যদ্বারা বিদ্ধ হইয়া আমি শাশ্বত-উচ্ছেদবশে এপাশ ওপাশ পরিবর্ত্তন করিতেছি, যেমন বায়ুবেগে বৃন্তচ্যুত বৃক্ষপত্র কম্পিত হয়। আমার দেহ হইতে এই শল্য সমুত্থিত হইয়া ষড়বিধ স্পর্শায়তনযুক্ত কায়াকে 'অগ্নি যেমন স্বীয় আশ্রয়কে দগ্ধ করে, তেমন শীঘ্র দগ্ধ করিতেছে অর্থাৎ যথায় উৎপন্ন তথায় প্রবর্ত্তিত হইতেছে। যে আমার সেই দৃষ্টিশল্য ও তৃষ্ণাশল্যকে উৎপাটন করিবে, এমন যে চিকিৎসক আমি তাহাকে দেখিতেছি না, কোন্ অস্ত্রবলে বা মন্ত্র-ঔষধবলে এই শল্য উৎপাটন করিতে পারে, তেমন চিকিৎসক আমি দেখিতেছি না। কোন অস্ত্র না লইয়া, ব্রণ উৎপাটন না করিয়া ও সমস্ত শরীরকে কোনরূপ পীড়াদান না করিয়া কে আমার হৃদয় অভ্যন্তরস্থ তৃষ্ণাশল্যকে উৎপাটন করিতে সমর্থ হইবে ? যিনি ধর্ম্মতঃ আমার কামতৃষ্ণাদি প্রবাহ উৎসন্ন করিবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ, কে অতিগভীর সংসার স্রোতে পতিত আমাকে 'ভয় করিও না' বলিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক নির্ব্বাণরূপ স্থলকে আর্য্যমার্গরূপ হস্তে দেখাইয়া দিবেন ? আমি সেই সুবৃহৎ সংসাররূপহ্রদে ডুবিয়া যাইতেছি, কিন্তু সেই হ্রদের মৃত্তিকা কর্দ্দম

তুল্য কামতৃষ্ণাদি রজঃ আহরণ করিতে পারে না। উহাতে বিদ্যমান দোষ আচ্ছাদনকারিণী মায়া, পরসম্পত্তি অসহ্যকারিণী ঈর্ষা, অতিশয় ব্যাপক লক্ষণযুক্ত মান, চিত্তের দুর্ব্বলতা কারক স্ত্যান, কায়ের দুর্ব্বলতা কারক মিদ্ধ এই পাপধর্ম্মগুলি সুবিস্তৃত। ঔদ্ধত্যরূপ মেঘ-গর্জ্জিত দশবিধ সংযোজন-মেঘ ও মহাজাল প্রবাহ সদৃশ মিথ্যাসঙ্কল্পাদিতে অবস্থিত কুদৃষ্টি আমাকে অপায়রূপ সমুদ্রে ফেলিবার উদ্দেশ্যে আকর্ষণ করিতেছে। তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মান-অবিদ্যা-ক্লেশ এই পঞ্চস্রোত আমার পঞ্চদ্বারে প্রাবিত হইতেছে. তৃষ্ণারূপ লতা ষড়্দ্বারে উৎপন্ন হইয়া রূপাদি ষড়নিমিত্তে অবস্থান করিতেছে। কে আমার সেই স্রোত নিবারণ করিবে? সেই তৃষ্ণালতাকে কে ছেদন করিয়া দিবে? হে ভদন্ত, আমাকে সেতু করিয়া দেন, কেননা এই জলস্রোত অতি খরতর, তাই অজ্ঞানী ব্যক্তিরাও সেতুযোগে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ দুঃখকে নিবারণ করে, কিন্তু এই সংসার স্রোত অতিশয় সূক্ষ্ম বিধায় নিবারণ করা সুকঠিন। এই স্রোত বৃদ্ধি পাইয়া 'উপকূলে স্থিত বৃক্ষের পতন তুল্য' তোমরা অপায় তীরে স্থিত বলিয়া অপায় সমুদ্রে পড়িয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইও না। এই প্রকারে আমি সংসারাবর্ত্ত ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া নির্ব্বাণপার অনুসন্ধান করিতেছিলাম। তখন লোকত্রাতা প্রজ্ঞারূপ অস্ত্রধারী ভিক্ষুসঙ্ঘনিসেবিত শাস্তা সুকৃত, পরিশুদ্ধ, ধর্ম্মময় দৃঢ় সোপান 'সংসার স্রোতে ভাসিয়া যাইতে' আমাকে প্রদান করিলেন এবং আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন—'ভয় করিও না।' তৎপর স্মৃতিপ্রতিষ্ঠারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া চারি সত্যধর্ম্মকে মার্গজ্ঞানে অবগত হইলাম। সৎকায়দৃষ্টিতে অভিরত তৈর্থিক যাহা 'আমি' বলিয়া 'আমার' বলিয়া ধারণা করিত, আমিও তাহা সারভাবে পূর্ব্বে ধারণা করিয়াছি। আর্য্য-মার্গরূপ নৌকায় আরোহণের উপায় স্বরূপ যখন বিদর্শনমার্গ দর্শন করিলাম, সেই হইতে তৈর্থিক কল্পিতভাব চিত্তে গ্রহণ না করিয়া নির্ব্বাণের তীর্থ স্বরূপ উত্তম আর্য্যমার্গ দর্শন করিলাম. 'আমি' বলিয়া গৃহীত দৃষ্টি-মানাদি শল্য ও ভবতৃষ্ণাশ্রয়ভূত পাপধর্ম্ম সমূহের অনুৎপত্তির জন্য উত্তম আর্য্যা-ষ্টাঙ্গিকমার্গ ও তদুপায়ভূত বিদর্শনমার্গ শাস্তা দেশনা করিলেন। আমার

অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত সংসারাবর্ত্তে সুদীর্ঘকাল অনুশয়িত ও সুচিরকাল অধিষ্ঠিত হৃদয়াভ্যন্তরে গ্রথিত তৃষ্ণারূপ বিষের দোষ বুদ্ধ সমূলে অপনোদন করিলেন।

রাষ্ট্রপাল স্থবির। ২৫১

ইনি পদ্মমুত্তর ভগবানের উৎপত্তির পূর্ব্বে হংসবতী নগরে গৃহপতি মহাসারকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পরে মহাধনের অধিকারী হইলে কোষাধ্যক্ষ তাঁহাকে সেই অপরিমেয় রত্নভাণ্ডার দেখাইলেন। তিনি ধনদর্শনে ভাবিলেন—'এই ধনরাশি আমার পিতা পিতামহ কেহই সঙ্গে নিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু আমার সমস্ত ধন সঙ্গে নিয়া যাওয়া উচিত।' তৎপর ভিখারীদিগকে প্রত্যহ মহাদান দিতে লাগিলেন। তিনি জ্ঞানবান একজন তাপসের সেবা করিতেন। তাপস তাঁহাকে দান প্রভাবে স্বর্গগামী হইতে উপদেশ দিতেন। এভাবে যাবজ্জীবন পুণ্য সম্পাদনে দেবতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। পরে পদ্মমুত্তর বুদ্ধের সময়ে মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা উপাসকদের সহিত শাস্তার ধর্ম্মোপদেশ শুনিতেছিলেন, এমন সময় শাস্তা এক ভিক্ষুকে শ্রদ্ধা প্রব্রজিতদের প্রধান পদ প্রদান করিলেন। তিনিও সেই পদ প্রার্থী হইয়া একলক্ষ ভিক্ষুকে সপ্তাহকাল দান দিলেন। শাস্তা গৌতম বুদ্ধের সময়ে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তৎপর মরণান্তে দেবলোক প্রাপ্ত হইলেন। পুনরায় ফুস্স বুদ্ধের সময়ে শাস্তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তিনজন রাজপুত্র যখন দান দিতেছিলেন, তখন তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে পুণ্যকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। এই প্রকারে জন্মে জন্মে বহু পুণ্যকার্য্য সম্পাদন করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময়ে কুরুরাজ্যে থুল্লকোট্ঠিত নগরে রাষ্ট্রপাল শ্রেষ্ঠীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। ভগ্নশীল রাজ্য সংযোজন করিতে সমর্থ বিধায় বংশানুগত

নামে পরিচিত হইলেন—রাষ্ট্রপাল। মাতাপিতা মহাসমারোহে তাঁহার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। সেই হইতে তিনি পুণ্য প্রভাবে দেব-তুল্য বিভব ভোগ করিতে লাগিলেন। ভগবান যখন কুরুরাজ্যে থুল্লকোট্ঠিত নগরে পদার্পণ করেন, তখন তিনি বুদ্ধের সদনে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম শ্রবণ করেন। তারপর তাঁহার প্রব্রজ্যা গ্রহণের বলবতী বাসনা হইলেও, কিন্তু মাতা-পিতা অনুমতি দিলেন না। তিনি সপ্তাহকাল প্রায়োপবেশন করিয়া প্রব্রজ্যার্থ মাতা-পিতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক জনৈক স্থবিরের নিকটে প্রব্রজিত হন এবং অচিরেই অর্হৎফল প্রাপ্ত হন।

কিছুকাল পরে শাস্তার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক মাতা-পিতার দর্শনার্থ স্বীয় নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় পিণ্ডাচরণ করিয়া নিজের বাড়ী হইতে পর্য্যুসিত পিষ্টক প্রাপ্ত হইয়া অমৃতের ন্যায় ভোজন করিলেন। একদা পিতার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া পিতৃ-গৃহে ভোজনান্তে বসিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার স্ত্রী আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন—'আর্য্যপুত্র, আপনি যেই অপ্সরা লাভের কারণে প্রব্রজিত হইয়াছেন, আপনার সেই অপ্সরা কেমন সুন্দরী?' এই বলিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করিয়া অনিত্যমূলক ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন :—

"পস্স * চিত্তীকতং বিম্বং অরুকায়ং সমুস্সিতং,
আতুরং বহু সঙ্কপ্পং যস্স নত্থি ধুবং ঠিতি।

পস্স চিত্তীকতং রূপং মণিনা কুণ্ডলেন চ,
অট্ঠিং তচেন ওনদ্ধং সহবত্থেহি সোভতি।

অলত্তককতা পাদা মুখং চুণ্ণকমক্খিতং,
অলং বালস্স মোহায় নো চ পারগবেসিনো।

---

* ক—চিত্তকতং।

অট্ঠপদকতা কেসা নেত্তা অঞ্জনমক্খিতা,
অলং বালস্স মোহায় নো চ পারগবেসিনো।
অঞ্জনী'ব নবা চিত্তা পূতিকায়ো অলঙ্কতো,
অলং বালস্স মোহায় নো চ পারগবেসিনো।

ওদহি মিগবো পাসং † নাসদা বাগুরং মিগো,
ভুত্বা নিবাপং গচ্ছাম কন্দন্তে মিগবন্ধকে।
ছিন্নো পাসো মিগবস্স ‡ নাসদা বাগুরং মিগো,
ভুত্বা নিবাপং গচ্ছামি সোচন্তে মিগলুদ্দকে'তি।"

বস্ত্রাভরণে বিচিত্রিত, নবদ্বার বিশিষ্ট, ত্রিশতাধিক অস্থি আশ্রিত, নিত্যাতুরগ্রস্থ, বহু মিথ্যাসঙ্কল্প পূর্ণ, যাহার ধ্রুব স্থিতি নাই এমন দেহকে দেখ। মণিকুণ্ডলদ্বারা বিচিত্রিত, অস্থি ত্বকদ্বারা আবৃত রূপ দেখ। উহা মণিকুণ্ডলে বিচিত্রিত হইলেও বস্ত্রাচ্ছাদিত হওয়াতেই শোভা পাইতেছে। আল্তা মাখা চরণ ও সুগন্ধ চূর্ণ মাখা মুখখানি কেবল অজ্ঞানীকে (অন্ধ পৃথগ্জনকে) মোহিত করিতে সমর্থ, বিবর্ত্তগামীকে উহা মোহিত করিতে পারে না। ললাটাচ্ছাদিত অলকে ও অঞ্জন ম্রক্ষিত নেত্রে অজ্ঞানীকে মোহিত করিতে সমর্থ, বিবর্ত্তগামীকে নহে। যেমন নূতন অঞ্জনীপাত্র বহিভাগে কারুকার্য্য খচিত, দেখিতে দর্শনীয়, অভ্যন্তরে কি আছে দেখা যায় না, তেমন অলঙ্কৃত পূতিময় শরীর বহিভাগে উজ্জ্বল, অথচ ভিতরে বিষ্ঠাদি অশুচি পূর্ণ, উহা অজ্ঞানীকে মোহিত করে, বিবর্ত্তগামীকে করে না। যেমন মৃগয়াকারী জাল পাতিয়া, তথায় আহার্য্য প্রদান পূর্ব্বক গুপ্তস্থানে লুকিয়া মৃগের প্রতীক্ষা করে, অথচ সুচতুর মৃগ জাল স্পর্শ না করিয়া আহার্য্য গ্রহণে মৃগকারীর ক্রন্দন সত্ত্বেও প্রবঞ্চনা করিয়া চলিয়া যায়। অন্য মৃগ আহার্য্য

† ব—নাসাদা, বাকুরং, ‡ ব—নাসটা।

গ্রহণ করিয়া জালাবদ্ধ হইলেও সজোড়ে জাল ছিঁড়িয়া মৃগয়াকারীর শোক করা সত্ত্বেও চলিয়া যায়। তেমন স্থবির মৃগয়াকারীর ন্যায় মাতাপিতাকে হিরণ্য সুবর্ণ স্ত্রীমহলরূপ বাগুরাকে ও অতীতের বর্ত্তমানের খাদ্য ভোজ্যকে ত্যাগ করিয়া নিজকে মহামৃগ তুল্য উপমা প্রদান করিয়া আকাশমার্গে গমন পূর্ব্বক রাজা কোরব্যের মৃগজিন নামক উদ্যানের মঙ্গল শিলাসনে উপবেশন করিলেন। এদিকে স্থবিরের পিতা সাতখানি দরজা অর্গলবদ্ধ করাইয়া প্রহরীদিগকে আদেশ দিলেন যে—'সাবধান তাহাকে বাহির হইতে দিওনা. তাহার চীবরগুলি খুলিয়া শ্বেতবস্ত্র পরাইয়া দাও।' তাই স্থবির আকাশ পথে চলিয়া গেলেন। রাজা কোরব্য মঙ্গল শিলাসনে উপবিষ্ট স্থবিরের বার্ত্তা শুনিয়া তথায় গমন পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। হে রাষ্ট্রপাল, এজগতে কেহ বৃদ্ধ হইয়া, কেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, কেহ সম্পত্তি শূন্য হইয়া, কেহ জ্ঞাতি শূন্য হইয়া প্রব্রজিত হয়, আপনি এই গুলির কোনটিই প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন কেন ? স্থবির "জগৎ অনিত্য, জগৎ কাহাকেও ত্রাণ করে না, এজগতে সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, এজগতে তৃষ্ণাকে কেহই পূর্ণ করিতে পারে না।" এই চারিটি ধর্ম্মোপদেশ দিয়া এখন নিজের বিবিক্ত কারণ জ্ঞাপন মানসে অনুগীতি স্বরূপ বলিলেন,—

পস্সামি লোকে সধনে মনুস্সে
লদ্ধান বিত্তং ন দদন্তি মোহা,
লুদ্ধা ধনং সন্নিচয়ং করোন্তি
ভিয়্যো'ব কামে অভিপত্থয়ন্তি।

রাজা পসয্হপ্পঠবিং বিজেত্বা
সসাগরন্তং মহিমাবসন্তো,
ওরং সমুদ্দস্স অতিত্তরূপো
পারং সমুদ্দম্পি পত্থয়েথ।

রাজা চ অঞ্ঞে বহূ মনুস্সা
অবীততণ্হা মরণং উপেন্তি,
ঊনা'ব হুত্বান জহন্তি দেহং
কামেহি লোকম্হি নহত্থি তিত্তি।

কন্দন্তি নং ঞাতী পকিরিয় কেসে
অহো বতা নো অমরাতি চাহু,
বত্থেন নং পারুতং নীহরিত্বা
চিতং সমোধায় ততো দহন্তি।

সো ডয্হতি সূলেহি তুজ্জমানো
একেন বত্থেন পহায় ভোগে,
ন মীয়্যমানস্স ভবন্তি তাণা
ঞাতী চ মিত্তা অথ বা সহায়া।

দায়াদকা তস্স ধনং হরন্তি
সত্তো পন গচ্ছতি যেন কম্মং,
ন মীয়্যমানং ধনমন্বেতি কিঞ্চি
পুত্তা চ দারা চ ধনঞ্চ রট্ঠং।

ন দীঘমায়ুং লভতে ধনেন
ন চাপি বিত্তেন জরং বিহন্তি,
অপ্পং হি তং জীবিতমাহু ধীরা
অসস্সতং বিপ্পরিণামধম্মং।

---

* ব—এত্তেন গত্তেন।

অড্ঢা দলিদ্দা চ ফুসন্তি ফস্সং
বালো চ ধীরো চ তথেব ফুট্ঠো,
বালো হি † বাল্যাবধিতো'ব সেতি
ধীরো'ব ন বেধতি ফস্স ফুট্ঠো।

তস্মা হি পঞ্ঞা'ব ধনেন সেয়্যো
যায় বোসানমিধাধিগচ্ছতি,
অব্যোসিতত্তাহি ভবাভবেসু
পাপানি কম্মানি করোতি মোহা।

উপেতি গব্ভঞ্চ পরঞ্চ লোকং
সংসারমাপজ্জ পরম্পরায়,
তস্সপ্পপঞ্ঞো অভিসদ্দহন্তো
উপেতি গব্ভং চ পরঞ্চ লোকং।

চোরো যথা সন্ধিমুখে গহীতো
সকম্মুনা হঞ্ঞতি পাপধম্মো,
এবং পজা পেচ্চপরম্হি লোকে
সকম্মুনা হঞ্ঞতি পাপধম্মো।

কামা হি চিত্রা মধুরা মনোরমা
বিরূপরূপেন মথেন্তি চিত্তং,
আদীনবং কামগুণেসু দিস্বা
তস্মা অহং পব্বজিতোম্হি রাজ!

† ব—বাল্যাব ঠিতো।

দুক্ষলানেব পতন্তি মানবা
দহরা চ বুড়্ঢা চ সরীর ভেদা,
এতম্পি দিস্বা পব্বজিতোম্হি রাজ!
অপণ্ণকং সামঞ্ঞমেব সেয়্যো।

সদ্ধায়াহং পব্বজিতো উপেতো জিনসাসনে,
অবঞ্ঝা মযহং পব্বজ্জা অণনো ভুঞ্জামি ভোজনং।
কামে আদিত্ততো দিস্বা জাতরূপানি সত্থতো,
গব্ভবোক্কন্তিতো দুক্খং নিরয়েসু মহব্ভয়ং।
এতমাদীনবং ঞত্বা সংবেগং অলভিং তদা,
সোহং বিদ্ধো তদা সন্তো সম্পত্তো আসবক্খয়ং।
পরিচিণ্ণো ময়া সত্থা কতং বুদ্ধস্স সাসনং,
ওহিতো গরুকো ভারো ভবনেত্তি সমূহতা।
যস্সত্থায় পব্বজিতো অগারস্মানগারিয়ং,
সো মে অত্থো অনুপ্পত্তো সব্বসংয়োনক্খয়ো'তি।
রট্‌ঠপালো থেরো।

মহারাজ, এজগতে বহু ধনাঢ্য লোকদিগকে দেখিতেছি, তাহারা ধনলাভ করিয়া কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে দান দেয় না, কারণ কর্ম্ম-কর্ম্মফল সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান নাই। সেই লোভপরায়ণ ব্যক্তিগণ প্রভূত ধন সঞ্চয় করিতে থাকে, পুনঃ ততোধিক বিত্তলাভার্থ চেষ্টা করিয়া থাকে। রাজা বলপূর্ব্বক পৃথিবীকে পরাজয় করিয়া সসাগরা মহীকে আয়ত্ত করিয়া থাকে, এমন কি সমুদ্রের এপারে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া সমুদ্রের পরপারকে (দ্বীপকে) ও প্রার্থনা করিয়া থাকে। কিন্তু রাজা ও অন্যান্য বহু মনুষ্য অবীততৃষ্ণ হইয়া মরিয়া থাকে, মনোরথ পূর্ণ না হইতেই তাহারা দেহ

ত্যাগ করিয়া থাকে, এজগতে তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির বস্তুকামে অর্থাৎ ধন-সম্পত্তিতে তৃপ্তি নাই, যত পায় ততই সঞ্চয় করিতে চায়। মৃতব্যক্তির জন্য তাহার জ্ঞাতিগণ আলুলায়িত কেশে গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্রন্দন করিয়া থাকে। অহো. আমাদের জ্ঞাতিগণ অমর হউক বলিয়া বিলাপ করিয়া থাকে, অথচ মৃত ব্যক্তিকে বস্ত্রাবৃত করিয়া বাহির করে ও চিতা সজ্জিত করিয়া তথায় দাহন করিয়া থাকে। শবদাহকারী শূলদ্বারা বিদ্ধ করিয়া মৃতদেহ দাহন করে। অপিচ মৃতব্যক্তি সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া সঙ্গে একখানি বস্ত্রমাত্র শ্মশানে নিয়া যায়, মৃতব্যক্তির জ্ঞাতি-মিত্র-সহায় কেহ পরিত্রাণকারী নহে। তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরা ধন-সম্পত্তি নিয়া যায়, সত্ত্ব কিন্তু কর্ম্মানুযায়ী চলিয়া যায়, মৃতব্যক্তি কোন ধনই সঙ্গে নিতে পারে না, তাহার পুত্রদারেরা ধন-রাজ্য সমস্ত লইয়া যায়। ধনের দ্বারা কেহ দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে না, বিত্তদ্বারা কেহ বার্দ্ধক্য ধ্বংশ করিতে পারে না। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—মানুষ অল্পদিন সংসারে বাঁচিয়া থাকে, জীবন অস্থায়ী এবং পরিবর্ত্তনশীল। ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে এই মৃত্যুর স্পর্শ হইতে কেহই রক্ষা পাইতে পারে না, সেইরূপ পণ্ডিত-মূর্খ কেহই মৃত্যু-কবল বা ইষ্টানিষ্ট বিষয় হইতে রক্ষা পায় না। অজ্ঞানী নিজের অজ্ঞানতা-বশতঃ বক্ষে করাঘাত করিয়া ভাল-মন্দ ফল ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি ভাল-মন্দ বিষয়ে কম্পিত হয় না। তদ্ধেতু যেই প্রজ্ঞাবলে চরমাবস্থা বা নির্ব্বাণ লাভ করা যায়, সেই প্রজ্ঞাই ধনের চেয়ে শ্রেয়ঃ। মোহান্ধগণ এই ক্ষুদ্র-মহৎ ভবের ফলাফল বুঝিতে না পারিয়া বহু পাপকর্ম্ম করিয়া থাকে। সে পাপকর্ম্ম করিয়া পরম্পরা সংসারে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পরলোকে উৎপত্তির কারণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। অজ্ঞানী ব্যক্তি তাহার কর্ম্মকে অনুকরণ বা বিশ্বাস করিয়া সেও গর্ভ ও পরজন্ম লাভ করিয়া থাকে, উহার কারণ হইতে মুক্তি লাভ করে না। যেমন সন্ধিমুখে চোর গৃহীত হইলে রাজপুরুষেরা তাহার সেই পাপকর্ম্মের দরুণ তাহাকে কশাঘাতাদি দণ্ডকর্ম্ম দিয়া থাকে, তেমন এই জগতে প্রাণিগণ

পাপ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে, তাহাদের সেই পাপকর্ম্মের দরুণ তাহাদিগকে নরক ও পঞ্চবন্ধনাদিতে দণ্ড পাইতে হয়।

এজগতে বিচিত্র, মধুর, মনোরম বস্তুকাম সমূহ বিবিধ প্রকারে প্রাণীদের চিত্ত মর্দ্দন করিয়া থাকে, সেই কারণে প্রব্রজ্যায় অভিরমিত হইতে দেয় না। তাই হে রাজন্, আমি কাম্যবস্তুতে বা কাম সেবনে দোষ দেখিয়া প্রব্রজিত হইয়াছি। যেমন পক্কাপক্ক বৃক্ষফল পতিত হয়, তেমন কি বালক, কি বৃদ্ধ মানবগণ শরীর ত্যাগে পতিত হইয়া থাকে। রাজন্, আমি এই অনিত্যভাব প্রজ্ঞাচক্ষে দেখিয়া প্রব্রজিত হইয়াছি। এই সব কারণে অবিরুদ্ধ শ্রামণ্যভাবই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

আমি কর্ম্ম কর্ম্মফলকে বিশ্বাস করিয়া জিনশাসনে সদাচরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। অর্হৎফল প্রাপ্ত হওয়ায় আমার প্রব্রজ্যা অবন্ধ্যা, কামঋণাভাবে স্বামীস্বরূপে আহার্য্য গ্রহণ করিতেছি। আমি বস্তু ও ক্লেশকামকে এগার প্রকার অগ্নিদ্বারা প্রজ্জ্বলিতরূপে দেখিয়া, স্বর্ণ রৌপ্য সমূহ অস্ত্রস্বরূপ দেখিয়া, গর্ভে জন্ম হইতে সংসারাবর্ত্তকে দুঃখরূপে দেখিয়া ও অষ্ট মহানিরয় ভয়কে দেখিয়া এই সমস্ত কামভোগের দোষ বলিয়া যখন জ্ঞাত হই, তখন বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া সংবেগ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি গৃহস্থকালে কামরাগাদি শল্যদ্বারা বিদ্ধ হই, এখন বুদ্ধের শাসনে আসিয়া আমার আসব ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ।

স্থবির রাজা কোরব্যকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া শাস্তার নিকটে চলিয়া গেলেন। শাস্তা একদা আর্য্যগণের মধ্যে উপবিষ্ট স্থবিরকে শ্রদ্ধা-প্রব্রজিতের প্রধান স্থান প্রদান করিলেন।

এই স্থবিরের আত্মকাহিনী ষষ্ঠ নিপাতে বলা হইয়াছে, স্থাবরঅর্হৎ হইয়া জ্ঞাতিদিগকে ধর্ম্মোপদেশচ্ছলে সেই পূর্ব্বভাষিত গাথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। এখানে পৃথগ্‌জনাবস্থায় তিনি বুদ্ধকে বলিলেন—'ভন্তে, আমাকে সংক্ষেপে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করুন।' তখন শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন—"হে মালুক্যপুত্র, চক্ষুবিজ্ঞেয় যেই সমস্ত রূপ, শ্রোত্র বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা বিজ্ঞেয় রস, কায় বিজ্ঞেয় স্পর্শ ও মনো বিজ্ঞেয় যে সমস্ত ধর্ম্ম আছে, যাহা তুমি দেখ নাই, যাহা দেখিবার জন্য তোমার চিত্তও কোনদিন উৎপন্ন হয় নাই, তাহাতে তোমার কামনা, তৃষ্ণা, প্রেম উৎপন্ন হয় কি?" "না ভন্তে।" তবে তুমি যাহা দেখিয়াছ, শুনিয়াছ, গন্ধ পাইয়াছ, জ্ঞাত হইয়াছ, এই ধর্ম্মসমূহে তোমার দৃষ্টে দৃষ্টমাত্র, শ্রুতে শ্রুতমাত্র, গন্ধে গন্ধমাত্র, জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞাতমাত্র হইবে। যখন হইতে তোমার চিত্তে এই অবস্থাগুলি আসিবে, তখন হইতে তোমার মধ্যেও সেইগুলি নাই, তাহাতেও তুমি নাই; যেই হইতে তোমাতে সেগুলি নাই, উহাতে তুমি নাই, সেই হইতে তুমি ইহলোকেও নাই, পরলোকেও নাই, উভয় লোকে নাই। ইহাই তোমার দুঃখের চরমাবস্থা।" ভগবানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মালুক্যপুত্র অবগত হইয়া তিনি যে উহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার মানসে গাথাগুলি ভাষণ করিলেন।

২৫২। রূপং দিস্বা সতি মুট্‌ঠা পিয়ং নিমিত্তং মনসিকরোতো,
সারত্তচিত্তো বেদেতি তঞ্চ অজ্ঝোস তিট্‌ঠতি।
তস্স বড্ঢন্তি বেদনা অনেকা রূপ-সম্ভবা,
অভিজ্ঝা চ বিহেসা চ চিত্তমস্‌সূপহঞ্ঞতি;
এবমাচিনতো দুক্খং আরা নিব্বান,বুচ্চতি।
সদ্দং সুত্বা সতি মুট্‌ঠা পিয়ং নিমিত্তং মনসিকরোতো,
সারত্তোচিত্তো বেদেতি তঞ্চ অজ্ঝোস তিট্‌ঠতি।

তস্স বড্‌ঢন্তি বেদনা অনেকা সদ্দ-সম্ভবা,
অভিজ্ঝা চ বিহেসা চ চিত্তমস্সূপহঞ্ঞতি;
এবমাচিনতো দুক্খং আরা নিব্বান বুচ্চতি।
গন্ধং ঘত্বা সতিমুট্‌ঠা পিয়ং নিমিত্তং মনসিকরোতো,
সারত্তচিত্তো বেদেতি তঞ্চ অজ্ঝোস্স তিট্‌ঠতি।
তস্স বড্‌ঢন্তি বেদনা অনেকা গন্ধ-সম্ভবা,
অভিজ্ঝা চ বিহেসা চ চিত্তমস্সূপহঞ্ঞতি;
এবমাচিনতো দুক্খং আরা নিব্বান বুচ্চতি।
রসং ভোত্বা সতিমুট্‌ঠা পিয়ং নিমিত্তং মনসিকরোতো,
সারত্তচিত্তো বেদেতি তঞ্চ অজ্ঝোস্স তিট্‌ঠতি।
তস্স বড্‌ঢন্তি বেদনা অনেকা রস-সম্ভবা,
অভিজ্ঝা চ বিহেসা চ চিত্তমস্সূপহঞ্ঞতি;
এবমাচিনতো দুক্খং আরা নিব্বান বুচ্চতি।
ফস্সং ফুস্স সতিমুট্‌ঠা পিয়ং নিমিত্তং মনসিকরোতো,
সারত্তচিত্তো বেদেতি তঞ্চ অজ্ঝোস্স তিট্‌ঠতি।
তস্স বড্‌ঢন্তি বেদনা অনেকা ফস্স-সম্ভবা,
অভিজ্ঝা চ বিহেসা চ চিত্তমস্সূপহঞ্ঞতি;
এবমাচিনতো দুক্খং আরা নিব্বান বুচ্চতি।
ধম্মং ঞত্বা সতিমুট্‌ঠা পিয়ং নিমিত্তং মনসিকরোতো,
সারত্তচিত্তো বেদেতি তঞ্চ অজ্ঝোস্স তিট্‌ঠতি।
তস্স বড্‌ঢন্তি বেদনা অনেকা ধম্ম-সম্ভবা,
অভিজ্ঝা চ বিহেসা চ চিত্তমস্সূপহঞ্ঞতি;
এবমাচিনতো দুক্খং আরা নিব্বান বুচ্চতি।

ন সো রজ্জতি রূপেসু রূপং দিস্বা পটিস্সতো,
বিরত্তচিত্তো বেদেতি তঞ্চ নাজ্ঝোস্স তিট্ঠতি।
য়থাস্স পস্সতো রূপং সেবতো চাপি বেদনং,
খীয়তি নোপচীয়তি এবং সো চরতি সতো ;
এবং অপচীনতো দুক্খং সন্তিকে নিব্বান বুচ্চতি।
ন সো রজ্জতি সদ্দেসু সদ্দং সুত্বা পটিস্সতো,
বিরত্তচিত্তো বেদেতি তঞ্চ নাজ্ঝোস্স তিট্ঠতি।
য়থাস্স সুণতো সদ্দং সেবতো চাপি বেদনং,
খীয়তি নোপচীয়তি এবং সো চরতি সতো ;
এবং অপচীনতো দুক্খং সন্তিকে নিব্বান বুচ্চতি।
ন সো রজ্জতি গন্ধেসু গন্ধ ঘত্বা পটিস্সতো,
বিরত্তচিত্তো বেদেতি তঞ্চ নাজ্ঝোস্স তিট্ঠতি।
য়থাস্স ঘায়তো গন্ধং সেবতো চাপি বেদনং,
খীয়তি নোপচীয়তি এবং সো চরতি সতো ;
এবং অপচীনতো দুক্খং সন্তিকে নিব্বান বুচ্চতি।
ন সো রজ্জতি রসেসু রসং ভুত্বা পটিস্সতি,
বিরত্তচিত্তো বেদেতি তঞ্চ নাজ্ঝোস্স তিট্ঠতি।
য়থাস্স সায়তো রসং সেবতো চাপি বেদনং,
খীয়তি নোপচীয়তি এবং সো চরতি সতো ;
এবং অপচীনতো দুক্খং সন্তিকে নিব্বান বুচ্চতি।
ন সো রজ্জতি ফস্সেসু ফস্সং ফুস্স পটিস্সতো,
বিরত্তচিত্তো বেদেতি তঞ্চ নাজ্ঝোস্স তিট্ঠতি।

রূপাঞ্চ ঞ্জানতো ধম্মং সেবতো চাপি বেদনং,
নোপচীয়তি এবং সো চরতি সতো ;
এবং অপচীনতো দুক্খং সন্তিকে নিব্বান বুচ্চতি।

ন সো রজ্জতি ধম্মেসু ধম্মং ঞত্বা পটিস্সতো,
বিরত্তচিত্তো বেদেতি তঞ্চ নাজ্ঝোস তিট্‌ঠতি।

রূপাঞ্চ জানতো ধম্মং সেবতো চাপি বেদনং,
খীয়তি নোপচীয়তি এবং সো চরতি সতো;
এবং অপচীনতো দুক্খং সন্তিকে নিব্বান বুচ্চতী'তি।
মালুক্যপুত্তো থেরো।

কেহ রূপ দেখিয়া অর্থাৎ চক্ষুবিজ্ঞের রূপ চক্ষুদ্বারে পাইয়া সেই রূপ দৃষ্ট-মাত্রেই উহাতে স্থিত না থাকিয়া প্রিয়-নিমিত্ত ভাবিয়া বা শোভনাকারে মনোনিবেশ পূর্ব্বক অনবহিত চিত্তে দর্শনে স্মৃতি-বিহ্বল হইয়া থাকে। যে এই রূপনিমিত্তে আসক্তি অনুভব করে বা আস্বাদবশে রূপকে অভিনন্দন করে, সে উহাতে 'সুখ আছে, সুখ আছে' ভাবিয়া গলাধঃকরণের মত আসক্তচিত্তে অবস্থান করে। এই প্রকার লোকের সেই রূপসম্ভার হইতে বহু ক্লেশ বা তৃষ্ণা উৎপত্তিমূলক বেদনা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই প্রিয়রূপে আসক্ত হওয়ার দরুণ লোভ ও শোকাদি দুঃখ তাহার চিত্তকে নিপীড়ণ করিয়া থাকে। এই প্রকারে সেই সেই বেদনাস্বাদ গ্রহণে ভবাভিসংস্কার সঞ্চিত হইয়া তাহার সংসারাবর্ত্ত দুঃখ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই কারণে নির্ব্বাণ লাভ তাহার পক্ষে সুদূর হয়। সেইরূপ শব্দ শুনিয়া, আঘ্রাণ লইয়া, রসাস্বাদন করিয়া, স্পর্শানুভব করিয়া ও ধর্ম্ম নিমিত্ত জ্ঞাত হইয়া..........নির্ব্বাণ লাভ তাহার পক্ষে সুদূর হয়। যে ব্যক্তি রূপ দেখিয়া দৃষ্টিপথে আগত রূপ নিমিত্তকে চক্ষুবিজ্ঞানে গ্রহণ পূর্ব্বক চারি সম্প্রজ্ঞানে অবস্থিত হয়, সে রূপনিমিত্ত দর্শনে কামতৃষ্ণা উৎপাদন করে না, বরঞ্চ উহার উৎপত্তির

যথার্থ কারণ অবগত হইয়া রূপের প্রতি বিতৃষ্ণভাব আনয়ন করিয়া থাকে। "ইহা আমার ইহাতে আমি, ইহা আমার আত্মা" এইরূপ তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মান-বশে উহাতে নিবিষ্ট হয় না বা উহাকে অভিনন্দন করে না। সেই যোগীর যেমন উহাতে লোভাদি প্রবর্ত্তিত না হয়, তেমন অনিত্যভাবে রূপকে দর্শন করে, অনিত্যভাবে সেবন করাতে, তাহার সমস্ত ক্লেশাবর্ত্ত পরিক্ষয় হইয়া থাকে, আর দোষ সঞ্চিত হয় না, এভাবেই যোগী তৃষ্ণাপনয়নে স্মৃতি-শীল হইয়া বিচরণ করে। আর্য্যপ্রজ্ঞাদ্বারা অনন্ত সংসারাবর্ত্ত দুঃখ তাহার অপচয় হওয়াতে নির্ব্বাণের নিকটে আগত বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে ও ধর্ম্মে আসক্ত না হওয়াতে·········নির্ব্বাণের নিকটে আগত বলিয়া কথিত হয়।

স্থবির এই গাথা ভাবণে শাস্তার উপদিষ্টভাবে ধর্ম্মজ্ঞাত অবস্থা প্রকাশ্য ভাবে জ্ঞাপন করিয়া ভগবানকে বন্দনা পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন এবং অচিরেই অর্হৎফল লাভ করিলেন।

শেল স্থবির। ২৫৩

ইনি পদ্মমুত্তর ভগবানের সময়ে এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক নিজেই প্রধান হইয়া তিনশত লোকের সহিত শাস্তার গন্ধকুটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তৎপর গন্ধকুটি উৎসব সময়ে ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাভোজ প্রদান করেন ও শাস্তা প্রমুখ ভিক্ষুদিগকে ত্রিচীবর দান করেন। বহুজন্ম পুণ্যানুষ্ঠানের পর গৌতম বুদ্ধের সময়ে অঙ্গুত্তরাপ রাজ্যের আপণ নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—শেল ব্রাহ্মণ। ত্রিবেদজ্ঞ শেল আপণ গ্রামে তিনশত ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন। সেই সময় শাস্তা সাড়ে বারশত ভিক্ষু সহিত শ্রাবস্তী হইতে অঙ্গুত্তরাপে উপস্থিত হইলেন এবং শেল ব্রাহ্মণের অন্তেবাসীদিগের জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে দেখিয়া নিকটে এক বনে বাস

করিতেছিলেন। তখন কেনিয় নামক জটিল বুদ্ধের আগমন বার্তা শুনিয়া সশিষ্য বুদ্ধকে আগামী দিনের জন্য তাঁহার আশ্রমে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং প্রভূত খাদ্য-ভোজ্য সজ্জিত করিতে লাগিলেন। তখন শেল ব্রাহ্মণ তিনশত ছাত্র সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে কেনিয় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন যে,—কাজের বড় ধূম পড়িয়াছে ও দানীয় বস্তু সজ্জিত হইতেছে।' তদ্দর্শনে তিনি বলিলেন—'হে জটিল, আপনার কি মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হইবে?' তিনি বলিলেন—'হাঁ মহাশয়; আগামী কল্য বুদ্ধ আমার আশ্রমে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।' তাঁহারা 'বুদ্ধ' এই বাক্যটি শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তখনই ছাত্রগণসহ শেল বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি কিছুক্ষণ আলাপের পর ভগবানের দেহে বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ দেখিয়া ভাবিলেন, নিশ্চয়ই যাঁহার এই লক্ষণ থাকে, তিনি চক্রবর্তী রাজা হন, নতুবা বুদ্ধ নামে অভিহিত হন। যাঁহারা সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন, তাঁহাদের গুণ কীর্তনে তাঁহারা নিজেই পরিচয় দেন, সম্যকসম্বুদ্ধ না হইলে অধোমুখে ভীতভাবে বসিয়া থাকেন। এখন আমি ভগবান গৌতমকে স্তুতি গাথা ভাষণ করিব।

"পরিপুণ্ণকায়ো সুরুচি সুজাতো চারুদস্সনো,
সুবণ্ণবণ্ণোসি ভগবা সুসুক্কদাঠো বিরীয়বা।

নরস্স হি সুজাতস্স যে ভবন্তি বিয়ঞ্জনা,
* সব্বে তে তব কায়স্মিং মহাপুরিস লক্খণা।

পসন্ননেত্তো সুমুখো ব্রহ্মা উজু পতাপবা,
মজ্ঝে সমণসঙ্ঘস্স আদিচ্চো'ব বিরোচসি।

কল্যাণদস্সনো ভিক্খু কঞ্চনসন্নিভত্তচো,
কিং তে সমণভাবেন এবং উত্তম বণ্ণিনো।

---

* ব—সব্বং।

রাজা অরহসি ভবিতুং চক্কবত্তী রথেসভো,
চাতুরন্তো বিজিতাবী জম্বুসণ্ডস্স ইস্সরো।

খত্তিয়া ভোগা রাজানো অনুযুত্তা ভবন্তি তে,
রাজাভিরাজ মনুজিন্দো রজ্জং কারেহি গোতমা'তি।”

ভগবন্, আপনার শরীর দ্বাত্রিংশ লক্ষণ পূর্ণ, শরীরের প্রভা সুন্দর. আপনার অভিজাত রূপ, চারু দর্শন, শুভ্র দন্ত, সুবর্ণবর্ণ দেহ ও আপনি বীর্য্যবান্। আপনি নরের মধ্যে মহাপুরুষ, মহাপুরুষগণের মধ্যে যাহা কিছু চিহ্ন থাকে, সমস্ত আপনার শরীরে সেই মহাপুরুষ লক্ষণ আছে। আপনার প্রসন্ননেত্র, পরিপূর্ণ মুখ, ব্রহ্মার ন্যায় ঋজু গাত্র ও আপনি প্রতাপশালী। আপনি শ্রমণসঙ্ঘের মধ্যে আদিত্য তুল্য উদিত হইয়াছেন। আপনি কল্যাণ-দর্শন ভিক্ষু, আপনার ত্বক কাঞ্চন তুল্য, এমন উত্তমবর্ণ লাভ করিয়া শ্রামণ্য বেশে আপনার কি প্রয়োজন? আপনি রথার্ষভ, চক্রবর্ত্তী রাজা হওয়ার উপযুক্ত। আপনি চারিদিক বিজয়ী, জম্বুদ্বীপের একেশ্বর হইতে পারিতেন। ক্ষত্রিয় রাজগণ আপনার সেবক হইবেন। হে রাজাধিরাজ, মনুজেন্দ্র গোতম, আপনি রাজত্ব করুন।

বুদ্ধ তাঁহার এই বাক্য সমর্থন করিয়া বলিলেন :—

“রাজাহমস্মি সেল ধম্মরাজা অনুত্তরো,
ধম্মেন চক্কং বত্তেমি চক্কং অপ্পটিবত্তিয়ং।”

হে শেল, তুমি যে আমাকে রাজা হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছ, বাস্তবিক আমি রাজা, আমি অনুত্তর ধর্ম্মরাজ, আমি যথা ধর্ম্ম মতে আদেশ-অনুশাসন করি, আমার এই চক্র অন্য কেহ প্রবর্ত্তন করিতে পারিবে না।

ভগবানের পরিচয় শুনিয়া শেল সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন :—

“সম্বুদ্ধো পটিজানাসি ধম্মরাজা অনুত্তরো,
ধম্মেন চক্কং বত্তেমি ইতি ভাসসি গোতম।”

কোনু সেনাপতি ভোতো সাবকো সথু অন্বয়ো,
কো তে ইমং অনুবত্তেতি ধম্মচক্কং পবত্তিতন্তি।"

হে গৌতম, আপনি অনুত্তর ধর্ম্মরাজ সম্বুদ্ধ বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন এবং ধর্ম্মতঃ চক্র প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া ভাষণ করিতেছেন। ভবৎ ধর্ম্ম-রাজের ধর্ম্মতঃ প্রবর্ত্তিত চক্রের অনুপ্রবর্ত্তক সেনাপতি কে ? কে এই আপনার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মচক্রকে অনুপ্রবর্ত্তন করেন ?

সেই সময় ভগবানের দক্ষিণপার্শ্বে সুবর্ণ পুঞ্জ তুল্য শ্রীশোভাবিশিষ্ট আয়ুষ্মান সারীপুত্র স্থবির উপবিষ্ট ছিলেন, ভগবান তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—

"ময়া পবত্তিতং চক্কং ধম্মচক্কং অনুত্তরং,
সারীপুত্তো অনুবত্তেতি অনুজাতো তথাগতন্তি।"

আমার প্রবর্ত্তিত অনুত্তর ধর্ম্মচক্রকে তথাগতদ্বারা অনুজাত সারীপুত্র অনুপ্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ।

ভগবান তাহার সন্দেহ ভঞ্জন মানসে বলিলেন :—

"অভিঞ্ঞেয়্যং অভিঞ্ঞাতং ভাবেতব্বঞ্চ ভাবিতং,
পহাতব্বং পহীনং মে তস্মা বুদ্ধোস্মি ব্রাহ্মণা'তি।"

আমি অভিজ্ঞেয় চারি আর্য্যসত্যকে অভিজ্ঞাত হইয়াছি। ভাবিতব্য মার্গসত্য আমাদ্বারা ভাবিত হইয়াছে, আমাদ্বারা প্রহীনযোগ্য সমুদয় সত্য প্রহীন করা হইয়াছে. "এই দুইটি গ্রহণে নিরোধ সত্যও প্রকাশিত হইয়াছে।" সেই কারণে হে ব্রাহ্মণ, আমি বুদ্ধ।

ভগবান নিজের পরিচয় দিয়া ব্রাহ্মণকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন :—

"বিনয়স্সু ময়ি কঙ্খং অধিমুচ্চস্সু ব্রাহ্মণ,
দুল্লভং দস্সনং হোতি সম্বুদ্ধানং অভিণ্হসো।

যেসং বে দুল্লভো লোকে পাতুভাবো অভিণ্হসো,
সোহং ব্রাহ্মণ সম্বুদ্ধো সল্লকত্তো অনুত্তরো।

ব্রহ্মভূতো অতিতুলো মারসেনপ্পমদ্দনো,
সব্বামিত্তে বসে কত্বা মোদামি অকুতোভয়ো'তি

হে ব্রাহ্মণ, আমার প্রতি তোমার সন্দেহ দূর কর। আমি সম্যকসম্বুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস কর, সম্বুদ্ধগণের নিত্যদর্শন দুর্লভ হয়। জগতে যাঁহাদের উৎপত্তি একান্তই নিত্য দুর্লভ, হে ব্রাহ্মণ, আমি সেই কামতৃষ্ণাদি শল্য উৎপাটনকারী অনুত্তর সম্বুদ্ধ। ব্রহ্মতুল্য, নিরুপম, মারসৈন্য প্রমর্দ্দনকারী অকুতোভয় আমি সকল অমিত্রদিগকে বাধ্য করিয়া আমোদিত হইতেছি।

তখনই ব্রাহ্মণ ভগবানের প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ ইচ্ছায় বলিলেন :—

"ইদং ভোন্তো নিসামেথ যথা ভাসতি চক্খুমা,
সল্লকত্তো মহাবীরো সীহো'ব নদতে বনে।

ব্রহ্মভূতং অতিতুলং মারসেনপ্পমদ্দনং,
কো দিস্বা নপ্পসীদেয্য অপি কণ্হাভিজাতিকো।

যো মং ইচ্ছতি অন্বেতু যো বা নিচ্ছতি গচ্ছতু,
ইধাহং পব্বজিস্সামি বরপঞ্ঞস্স সন্তিকে'তি।"

ওহে মানবগণ, আমার বাক্যে মনোযোগ করুন, যেমন সিংহ বনে শব্দ করিয়া থাকে, তেমন শল্য উদ্ধরণকারী, মহাবীর, চক্ষুষ্মান বুদ্ধ ভাষণ করিতেছেন। ব্রহ্মতুল্য নিরুপম, মারসৈন্য প্রমর্দ্দনকারী বুদ্ধকে দেখিয়া কোন্ জ্ঞানবান প্রসন্ন না হইবেন? এমন কি নীচস্বভাব পরায়ণ ব্যক্তিও বুদ্ধ-দর্শনে আনন্দ লাভ করিবে। যিনি আমাকে ইচ্ছা করেন, তিনি আমার

সঙ্গে আসুন, যিনি ইচ্ছা করেন না, তিনি গমন করুন। আমি বর প্রাজ্ঞবুদ্ধের নিকটে এখানেই প্রব্রজিত হইব।

তাঁহার অন্তেবাসীরা প্রব্রজ্যা গ্রহণেচ্ছায় তাঁহাকে বলিলেন :—

"এতং চে রুচ্চতি ভোতো সম্মাসম্বুদ্ধসাসনং,
ময়ং পি পব্বজিস্সাম বরপঞ্ঞস্স সন্তিকে'তি।"

যদি আপনার সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা লাভের ইচ্ছা হয়, আমরাও শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। শেল তাঁহাদের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানের নিকটে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিতে-ছেন :—

"ব্রাহ্মণা তিসতা ইমে য়াচন্তি পঞ্জলীকতা,
ব্রহ্মচরিয়ং চরিস্সাম ভগবা তব সন্তিকে'তি।"

ভগবন্, এই তিনশত ব্রাহ্মণ আপনার নিকট 'ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিব' বলিয়া যাচ্ঞা করিতেছে।

পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে শেলপ্রমুখ এই তিনশত ব্রাহ্মণ কুশলবীজ বপন করিয়া গৌতম বুদ্ধের শাসনে আবার একত্রে জন্ম গ্রহণ করিলেন ও শেল তাঁহাদের এই শ্রেষ্ঠত্বেও প্রধান হইলেন। তখন তাঁহারা ত্রিচীবর দান করিয়া ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবর লাভের বীজ বপন করিয়াছিলেন। তাই এখন ভগবান তাঁহাদিগকে প্রব্রজ্যা প্রদান মানসে বলিলেন :—

"স্বাক্খাতং ব্রহ্মচরিয়ং সন্দিট্ঠিকমকালিকং,
যত্থ অমোঘা পব্বজ্জা অপ্পমত্তস্স সিক্খতো'তি।"

উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত, প্রত্যক্ষ, মার্গক্ষণেই ফল লাভ হেতু কালাকাল বিরহিত এই ব্রহ্মচর্য্য, সেই কারণে এই প্রব্রজ্যা গ্রহণ অতিশয় ফলদায়ক, যদি ত্রিশিক্ষাকে শিক্ষা করা যায়।

ভগবান, 'আস ভিক্ষুগণ' বলিয়া যখন সম্বোধন করিলেন, তখন ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবর লাভ করিয়া ষাটি বৎসর বয়স্ক স্থবির তুল্য পরিশোভিত হইলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক পরিবেষ্টন করিলেন। সপরিষদ শেল প্রব্রজিত হইয়া সপ্তম দিবসে সকলে অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন। তাঁহার অর্হত্ব ফল প্রকাশ করিয়া তিনি নিম্নোক্ত গাথা বলিলেন :—

যন্তং সরণমাগম্ম ইতো অট্ঠমী চক্খুম,
সত্তরত্তেন ভগবা দন্তাম্হ তব সাসনে'তি।"

হে পঞ্চচক্ষুষ্মান, আজ হইতে আটদিন পূর্ব্বে আপনার শরণে আসিয়াছিলাম, হে ভগবন্, সাতরাত্রির মধ্যেই আপনার শাসনে দান্ত হইলাম। অহো, শরণগমনের কি মহাপ্রভাব!

"তুবং বুদ্ধো তুবং সত্থা তুবং মারাভিভূ মুনি,
তুবং অনুসয়ে ছেত্বা তিণ্ণো তারেসি মং পজং।
উপধি তে সমতিক্কন্তা আসবা তে পদালিতা,
সীহো'ব অনুপাদানো পহীন ভয়-ভেরবো'তি।"

আপনি সর্ব্বজ্ঞবুদ্ধ, আপনি শাস্তা, আপনি মারপরাভবকারী মুনি, আপনি আর্য্যমার্গরূপ অস্ত্রদিয়া কামানুশয় ছেদন পূর্ব্বক স্বয়ং সংসার স্রোত উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এই সত্ত্বদিগকেও স্কন্ধউপধি হইতে পরিত্রাণ করিলেন। আপনার স্কন্ধউপধি অতিক্রান্ত হইয়াছে, আপনার আসব প্রদলিত হইয়াছে, আপনি সিংহতুল্য উপাদানহীন ও আপনার ভৈরবভয় বিধ্বংশ হইয়াছে।

তিনি পূর্ব্বোক্ত গাথাদ্বারা বুদ্ধের স্তুতি করিয়া উপসংহার গাথায় অভিবাদন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছেন :—

"ভিক্খবো তিসতা ইমে তিট্ঠন্তি পঞ্জলীকতা,
পাদে বীর পসারেহি নাগা বন্দন্তু সত্থুনো'তি।"

হে বীর, আপনার পদবন্দনার জন্য এই তিনশত ভিক্ষু কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আপনি পদ প্রসারণ করুন, অর্হৎনাগগণ শাস্তাকে বন্দনা করুক।

তৎপর স্থবির সপরিষদ ভগবানকে বন্দনা করিলেন।

ভদ্দিয় স্থবির। ২৫৪

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর ভগবানের সময়ে ধনাঢ্যকুলে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক একদা শাস্তার ধর্ম্ম শ্রবণ করিতেছিলেন। তখন ভগবান একজন ভিক্ষুকে উচ্চকুলীনের প্রধান স্থানে নিয়োগ করিতেছিলেন।

তিনিও ঐ পদপ্রার্থী হইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান প্রদান পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, শাস্তা বিনা অন্তরায়ে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া প্রকাশ করেন। তিনি তচ্ছ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া কি উপায়ে উচ্চকুলীন হওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ধর্ম্মশ্রবণার্থ ধর্ম্মমণ্ডপ নির্ম্মাণ, আসনদান, ব্যজনীদান, ধর্ম্মদেশকের পূজা সৎকার ও উপোসথাগারে প্রয়োজনীয় বস্তু দান করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। তিনি সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিলেন। মরণান্তে দেব-নর কুলে বহুজন্ম গ্রহণের পর কশ্যপ-বুদ্ধের শাসনের শেষ ভাগে গৌতম বুদ্ধ উৎপন্ন হইবার বহুকাল পূর্ব্বে বারাণসীতে এক কুটুম্বিক গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদা দেখিলেন যে পচ্চেকবুদ্ধগণ পিণ্ডাচরণ করিয়া সর্ব্বদা একস্থানে আহার করেন, তিনি আহার্য্যস্থানে পাষাণ ফলক সুবিস্তৃত করিয়া পদধৌত করিবার জল প্রভৃতি আবশ্যকীয় উপকরণ স্থাপন করিলেন এবং আজীবন তাঁহাদের সেবা করিলেন। তৎপর বহুজন্মাবসানে কপিলবাস্তুনগরে শাক্যরাজকুলে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম রাখিলেন— ভদ্দিয়। যখন শাস্তা অনুপিয় আম্রবনে বাস করেন,

তখন অনুরুদ্ধ প্রমুখ পাঁচজন সঙ্গীর সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হৎফল প্রাপ্ত হন। সেই সময় ভগবান তাঁহাকে উচ্চ কুলীনের প্রধান স্থানে নিয়োগ করেন। তিনি নির্ব্বাণ ফল লাভ করিয়া এতই পরমানন্দ লাভ করিলেন যে, অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, নির্জ্জন স্থানে সর্ব্বত্র 'অহো সুখ, অহো সুখ' বলিয়া প্রীতি গাথা ভাষণ করিতেন। তাহা শুনিয়া ভিক্ষুরা শাস্তাকে বলিলেন—'ভন্তে, কালিগোধার পুত্র ভদ্দিয় নিত্য 'অহো সুখ, অহো সুখ' বলিয়া থাকেন। ভগবান তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভদ্দিয়, সত্যই কি তুমি এইরূপ বলিয়া থাক?' 'হাঁ ভগবন।' ভন্তে, পূর্ব্বে যখন রাজত্ব করিতাম, তখন আমাকে প্রহরী বেষ্টিত হইয়া থাকিতে হইত, সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্থ থাকিতাম। প্রব্রজ্যা লাভের পর হইতে অভীত অনুদ্বিগ্নাবস্থায় বাস করিতেছি, এই বলিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

য়াতং মে হত্থিগীবায় সুখুমা বত্থাপধারিতা,
সালীনং ওদনো ভুত্তো সুচিমংসূপসেচনো।

সো'জ্জ ভদ্দো সাততিকো উঞ্ছাপত্তাগতে রতো,
ঝায়তি অনুপাদানো পুত্তো গোধায়ভদ্দিয়ো।

পংসুকূলী সাততিকো উঞ্ছাপত্তাগতে রতো
ঝায়তি অনুপাদানো পুত্তো গোধায়ভদ্দিয়ো।

পিণ্ডপাতী সাততিকো—পে—তেচীবরী সাততিকো—পে—
সপদানচারী সাততিকো—পে—একাসনী সাততিকো পে
পত্তপিণ্ডী সাততিকো—পে—খলুপচ্ছাভত্তী সাততিকো পে
আরঞ্ঞিকো সাততিকো—পে—রুক্খমূলিকো সাততিকো পে

অব্ভোকাসী সাততিকো—পে—সোসানিকো সাততিকো পে
য়থাসন্থতিকো সাততিকো—পে নেসজ্জিকো সাততিকো পে

অপ্পিচ্ছো সাততিকো—পে—সন্তুট্ঠো সাততিকো—পে—পবিবিত্তো সাততিকো—পে—অসংসট্ঠো সাততিকো পে—আরদ্ধবিরিয়ো সাততিকো—পে—পুত্তো গোধায়ভদ্দিয়ো।

হিত্বা * সতপলং কংসং সোবণ্ণং সতরাজিকং,
অগ্গহিং মত্তিকাপত্তং ইদং দুতিয়াভিসেচনং।
উচ্চে মণ্ডলিপাকারে দলহমট্টালকোট্ঠকে,
রক্খিতো খগ্গহত্থেহি উত্তসং বিহরিং পুরে।
সো'জ্জ ভদ্দো অনুত্রাসী পহীনভয়ভেরবো,
ঝায়তি † বনমোগয্হ পুত্তো গোধায়ভদ্দিয়ো।
সীলক্খন্ধে পতিট্ঠায় সতিং পঞ্ঞঞ্চ ভাবয়ং,
পাপুণিং অনুপুব্বেন সব্বসংয়োজনক্খয়'ন্তি।

ভদ্দিয়োকালিগোধায় পুত্তো।

যখন পূর্বে আমি হস্তীর স্কন্ধে বসিয়া বিচরণ করিতাম, সূক্ষ্ম বস্ত্র ধারণ করিতাম, তিত্তির প্রভৃতির সুপাচ্য মাংসযুক্ত শালি ধান্যের অন্ন ভোজন করিতাম, তখন আমি সুখ পাই নাই। আজ আমি শীলগুণে ভদ্র, কর্ম্মস্থান ভাবনায় সতত নিরত। ভিক্ষাচরণে প্রাপ্ত লব্ধাহারে সন্তুষ্ট, সেই কালিগোধার পুত্র ভদ্দিয় আসক্তিহীন হইয়া ধ্যান করিতেছে। আজ সে গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ত্যাগ করিয়া পাংশুকূলিক, সঙ্ঘভাত ত্যাগ করিয়া পিণ্ডচারিক, অতিরিক্ত চীবর ত্যাগ করিয়া ত্রিচীবরিক, লোলুপ আচার ত্যাগ করিয়া সপদানাচারী, নানা আসনে ভোজন গ্রহণ ত্যাগ করিয়া একাসনিক, দ্বিতীয় ভাজন ত্যাগ করিয়া পাত্রপিণ্ডিক, অতিরিক্ত ভোজন গ্রহণ ত্যাগ করিয়া খলুপশ্চাদ্‌ভত্তিক, গ্রামের শয্যাসন ত্যাগ করিয়া আরণ্যক,

* ব—বলং, † ব—বনমোগয্হ।

আচ্ছাদিত স্থান ত্যাগ করিয়া বৃক্ষমূলিক, বৃক্ষচ্ছায়ায় বাসও ত্যাগ করিয়া অভ্যবকাশিক, অশ্মশান ত্যাগ করিয়া শ্মশানিক, শয্যাসন লোলুপ ত্যাগ করিয়া যথাসন্থতিক ও শয়ন পরিত্যাগ করিয়া নৈষদ্যিক। (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের ধূতাঙ্গ নির্দ্দেশ দ্রষ্টব্য)

আমি শতপল কাংস্য ভাজন ও শতরাজি সুবর্ণ ভাজন ত্যাগ করিয়া মৃণ্ময় পাত্র গ্রহণ করিয়াছি, ইহা আমার দ্বিতীয় অভিষেক। আমি মণ্ডলাকারে প্রাকারযুক্ত উচ্চ প্রাসাদে ও দ্বার প্রকোষ্ঠ রচিত নগরে অসিহস্ত প্রহরীদ্বারা সুরক্ষিত থাকিতাম, তথাপি পূর্ব্বে আমি সভয়ে বাস করিতাম। আজ আমি ভদ্র, ত্রাসহীন, ভয়-ভৈরব শূন্য, কালিগোধার পুত্র ভদ্দিয়; আমি বনে প্রবেশ করিয়া একাকী নিরুদ্বেগে ধ্যান করিতেছি। আমি শীলগুণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থিতি-প্রজ্ঞা বিষয়ক ভাবনায় রত হইয়াছি। আমার অনুক্রমে সমস্ত বন্ধন পরিক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

স্থবির শাস্তার সম্মুখে সিংহনাদে এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন, ভিক্ষুরা তাহা শুনিয়া অতীব প্রসন্ন হইলেন।

অঙ্গুলিমাল স্থবির। ২৫৫

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বহুজন্ম কুশলানুষ্ঠানের পর গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর কোশল রাজার পুরোহিত ভগ্‌গব ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মদিনে সমস্ত নগরের অস্ত্রশস্ত্র সমূহ জল্‌জ্বল্ বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। রাজার মঙ্গলায়ুধ তাঁহার শয়নকক্ষে ছিল, তাহারও জল্‌জ্বল্ করিয়া জ্যোতিঃ বাহির হইল। রাজা তদ্দর্শনে ভীত উদ্বিগ্ন হইয়া আর নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। পুরোহিত ঐ লক্ষণ দেখিয়া চোর নক্ষত্রে পুত্রের জন্ম বিবরণ জ্ঞাত হইলেন। তিনি প্রভাতে রাজ-দর্শনে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন রাজন্, সুখ-শয়ন হইয়াছে ত?" "কোথায় আচার্য্য, সুখ-শয়ন! রাত্রিতে আমার মঙ্গলায়ুধ কেন জল্‌জ্বল্ করিয়া উঠিল

বলুন।" "মহারাজ, ভয় করিবেন না, আমার এক পুত্র হইয়াছে; তাহার প্রভাবেই এই কাণ্ড হইয়াছে।" "সে কেমন হইবে?" "মহারাজ, সে চোর হইবে।" "একচর চোর হইবে, না দলবদ্ধ চোর হইবে?" "দেব, একচর চোর হইবে।" "তবে তাহাকে হত্যা করাইব কি?" পুরোহিত চুপ করিয়া রহিলেন। রাজা পুনরায় বলিলেন—"যদি একাকী চুরি করে, সে কি করিতে পারিবে? তাহাকে পালন কর।" তাহার জন্মক্ষণে রাজার চিত্তে দুঃখ দিয়াছে বলিয়া শিশুর নাম রাখিলেন--হিংসক। কিন্তু পরে তাহার সদাচরণে অহিংসক বলিয়া প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বকৃত সুকর্ম্মফলে তাহার দেহে সপ্ত হস্তীর বল উৎপন্ন হয়।

"সে বুদ্ধশূন্যকল্পে কৃষক হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। একদা বর্ষাজলে সিক্ত, আর্দ্র চীবর পরিহিত ও শীতার্ত্ত একজন পচ্চেক বুদ্ধ তাহার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। পচ্চেক বুদ্ধ দেখিয়া তাহার বড়ই ভক্তি হইল। 'অহো, আমি আজ পুণ্যক্ষেত্রে পাইয়াছি,' সে এই আনন্দভরে তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালিয়া দিল। এইমাত্র পুণ্যফলে সে জন্মে জন্মে মহাশক্তিশালী হইয়াছিল। তাই এই শেষ জন্মেও তাহার দেহে সপ্ত হস্তীর বল হয়।"

অহিংসক কুমার তক্ষশিলায় গমন পূর্ব্বক এক প্রসিদ্ধ আচার্য্যের নিকট বিবিধ শিল্প শিক্ষা করিতে লাগিল। সে আচার্য্যকে ও আচার্য্যের স্ত্রীকে যত্ন পূর্ব্বক সেবা করিত। ইহাতে ব্রাহ্মণী তাহাকে যাহা পায়, তাহা দিত। কিন্তু অন্য ছাত্রগণের তাহা সহ্য হইল না। তাহারা নানা কৌশল প্রয়োগ করিয়া আচার্য্যের মন বিগড়াইয়া ফেলিল। আচার্য্য ভাবিলেন— 'অহিংসক বড় শক্তিশালী, ইহাকে কৌশলে মারিয়া ফেলিতে হইবে।' একদা স্কুল ছুটী হইলে কুমার নগরে যাইতেছিল, ইত্যবসরে আচার্য্য তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন যে, "দেখ অহিংসক, তোমার বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, এখন আমাকে গুরু দক্ষিণা দিয়া তুমি বিদায় গ্রহণ কর।" সে বলিল— "অতি উত্তম আচার্য্য, তবে আপনাকে কিরূপ দক্ষিণা প্রদান করিব?"

আমার দক্ষিণা হইবে— 'মনুষ্যের দক্ষিণ হস্তের এক সহস্র অঙ্গুলি।' আচার্য্য মনে করিয়াছিলেন, 'যখন সে এতগুলি নরহত্যা করিবে, অবশ্য যে কেহ তাহাকে মারিয়া ফেলিবে।' অহিংসক নিজেও একটু নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল, তাহা শুনিয়া সে সানন্দে অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হইল। কোশল রাজ্যে জালিনি নামে এক বনখণ্ড ছিল, সেইবনে তাহার বাসস্থান করিল। পর্ব্বতাসন্নে এক সদর রাস্তা ছিল, সে পর্ব্বতশিখরে বসিয়া লোকজনের যাতায়াত প্রত্যক্ষ করিত, যেই দেখিত রাস্তা দিয়া লোক যাইতেছে, অমনি ভীমপরাক্রমে ধাবিত হইয়া অঙ্গুলগুলি কাটিয়া আনিত এবং বৃক্ষাগ্রে ঝুলাইয়া রাখিত। ঐ কর্ত্তিত অঙ্গুল কিছু কিছু কাক, গৃধ্রেরাও খাইয়া ফেলিত।' কতকগুলি মাটীতে পড়িয়া পঁচিয়া যাইত। বহুদিন গত হইল আঙুল পূর্ণ করিতে পারিল না। সে সূতাদিয়া মালাকারে আঙুল গাঁথিয়া যজ্ঞোপবীতের ন্যায় স্কন্ধে ঝুলাইয়া রাখিত। সেই হইতে তাহার নাম হইল—অঙ্গুলিমাল। তাহার ভয়ে সদর রাস্তা দিয়া পথিকের গমনাগমন বন্ধ হইল। সেই রাস্তায় মানুষ না পাইয়া এবার গ্রাম্য রাস্তার ধারে আসিয়া লুকিয়া রহিল। তথায় বহু নরহত্যার পর গ্রামবাসীরা গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল। এখন গ্রামে নগরে সর্ব্বত্র তাহার ভয়ে মানুষ সন্ত্রস্থ হইল। এতদিনে সহস্র আঙ্গুলের মধ্যে তাহার আর একটি মাত্র আঙ্গুল বাকী রহিল। এ সময় তাহার উপদ্রবের বিষয় মানুষেরা রাজার কর্ণগোচর করিল। কোশলরাজ এই সংবাদ পাইয়া ভেরী পিটিয়া ঘোষণা করিলেন যে, 'শীঘ্র চোর অঙ্গুলিমালকে ধরিতে হইবে, সৈন্যগণ আগমন করুক।' তখন অঙ্গুলিমালের মাতা মন্তানী এ সংবাদ তাহার পিতাকে জানাইল। "তোমার পুত্র চোর বেশে বহু গুরুতর ঘটনা করিতেছে, তাহাকে এই কার্য্য না কর বলিয়া জ্ঞাপন কর ও তাহাকে নিয়া আস, নচেৎ রাজা হত্যা করিয়া ফেলিবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন—'আমার তেমন কুলাঙ্গার পুত্রের প্রয়োজন নাই, রাজার যাহা ইচ্ছা তাহা করুক।' কিন্তু পুত্রবৎসলা মাতা তাহা সহ্য করিতে

পারিলেন না, কিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহ করিয়া 'পুত্রকে যে কোন প্রকারে বুঝাইয়া আনয়ন করিব' এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তখন ভগবান দিব্যচক্ষে দেখিলেন, 'তাহার মাতা আজ পুত্রকে আনয়ন করিবার ইচ্ছায় যাইতেছে, যদি সে যায়, অঙ্গুলিমাল সহস্র আঙুল নিশ্চয় পূর্ণ করিয়া লইবে।' এই কারণে সে আজ মাতৃহত্যা করিয়া তাহার মার্গফলের অন্তরায় ঘটাইবে। 'যদি আমি অদ্য গমন না করি, তাহার মহাপরিহানি হইবে।' ভগবান উক্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া অপরাহ্নে পাত্র-চীবর গ্রহণ পূর্ব্বক অঙ্গুলিমালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তাহার অবস্থিত স্থান জালিনিবন শ্রাবস্তী হইতে ত্রিশ যোজন। ভগবান পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে গোপালকেরা নিষেধ করিতে লাগিল যে— 'ভগবন্, এই রাস্তা দিয়া যাইবেন না।' বুদ্ধ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া জালিনিবনে উপস্থিত হইলেন। তখনি সে তাহার মাতাকে দেখিতে পাইল। দূরে থাকিতে মাতাকে দেখিয়া ভাবিল—'আজ মাতৃহত্যা করিয়াই অবশিষ্ট আঙুলটি পূর্ণ করিয়া লইব।' তাই অসি উত্তোলন পূর্ব্বক সবেগে ধাবিত হইল। অঙ্গুলিমাল ও তাহার মাতার দূরত্ব সামান্য আছে, এমন সময় বুদ্ধ উভয়ের মধ্যস্থলে দেখা দিলেন। সে ভগবানকে দেখিয়া ভাবিল—'আর মাতৃহত্যা করিব কেন, মাতা জীবিত থাকুন, এখন এই শ্রমণকে মারিয়া আঙুলটি লইব। সেই উৎক্ষিপ্ত অসি লইয়া ভগবানের অনুধাবন করিল। ভগবান তখন এমন এক ঋদ্ধি প্রদর্শন করিলেন, যেন তিনি আস্তে আস্তে পথ চলিতেছেন, অথচ অঙ্গুলিমাল সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও ভগবানের নিকটে আসিতে না পারে। সে অবশ হইয়া পড়িল, শ্বাসপ্রশ্বাসের ঘর্‌ঘর্ শব্দ ছুটিল, সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল এবং পদ চালনে অসমর্থ হইল, স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া ভগবানকে বলিল—'দাঁড়াও শ্রমণ।' ভগবান হাটিতে হাটিতে বলিলেন—'অঙ্গুলিমাল, আমি স্থিত আছি, তুমি দাঁড়াও।' ভগবানের এই বাক্যে সে ভাবিল— 'এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সত্যবাদী, অথচ তিনি পথ চলিতে চলিতে আমাকে বলিতেছেন—

'অঙ্গুলিমাল, আমি স্থিত আছি, তুমি দাঁড়াও।' সে ভাবিল 'আমি দাঁড়াইয়াছি, এই বাক্য বলার উদ্দেশ্য কি?' না তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করি—

"গচ্ছং বদেসি সমণট্ঠিতোম্হি,
মমঞ্চ ব্রূসি ঠিতমট্ঠিতো'তি,
পুচ্ছামি তং সমণ এতমত্থং,
কথং ঠিতো ত্বং অহমট্ঠিতোম্হী'তি।"

হে শ্রমণ, তুমি গমনবস্থায় থাকিয়া 'আমি স্থিত আছি' বলিতেছ, আমাকে স্থিতাবস্থায় দেখিয়াও তুমি 'অস্থিত বলিয়া' বলিতেছ, বোধ হয় এখানে কোন রহস্য থাকিবে। সেই কারণে হে শ্রমণ, আমি এই বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি প্রকারে স্থিত আছ, আর আমি কি প্রকারে অস্থিত আছি?

"ঠিতো অহং অঙ্গুলিমাল সব্বদা
সব্বেসু ভূতেসু নিধায় দণ্ডং,
ত্বঞ্চ পাণেসু অসঞ্ঞতোসি
তস্মা ঠিতো'হং * ত্বমট্ঠিতোসী'তি।"

অঙ্গুলিমাল, আমি সর্ব্বদা সমস্ত প্রাণীদের প্রতি দণ্ডদান নিবারণ করিয়া স্থিত আছি, তুমি প্রাণীদের প্রতি অসংযম আচরণ করিতেছ, সেই কারণে আমি পথ চলিলেও স্থিত, তুমি দাঁড়াইয়া থাকিয়াও অস্থিত আছ।

অঙ্গুলিমাল ভগবানের এইমাত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া জলে তৈল নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন সহসা পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়, তেমন ভগবানের সুব্যাপ্ত সুকীর্ত্তি পূর্ব্বে শুনিতে পাইয়াছিল বলিয়া ও জ্ঞানের পরিপক্কতা বিধায় অতিশয় আনন্দিত হইল। ভাবিল—এই মহাসিংহনাদ, এই মহাগর্জ্জন অন্য কাহারও নহে, নিশ্চয়ই ইহা শ্রমণ গৌতমের গর্জ্জন, এই মহাপুরুষ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, আজ তিনি

* ব—ত্বমট্ঠিতোতি।

আমাকে দেখা দিলেন, তিনি আমার উপকারার্থই এখানে শুভাগমন করিয়াছেন।

"চিরস্সং বত মে মহিতো মহেসী
মহাবনং সমণো পচ্চুপাদী,
সোহং * বজ্জিস্সামি সহস্সপাপং
সুত্বান গাথং তব ধম্মযুত্তন্তি।"

বহুদিনের পর আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বলোক-পূজিত মহর্ষি শ্রমণ এই মহাবনে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তোমার ধর্ম্মসংযুক্ত গাথা শ্রবণ করিয়াছি। আমার সুদীর্ঘকাল সঞ্চিত সেই সহস্র পাপ পরিত্যাগ করিব।

"ইচ্চেব চোরো অসিমাবুধঞ্চ
সোব্ভে পপাতে নরকে অন্বকাসি,
অবন্দি চোরো সুগতস্স পাদে
তত্থেব পব্বজ্জমযাচি বুদ্ধং।
বুদ্ধো চ খো কারুণিকো মহেসী
সো † সত্থলোকস্স সদেবকস্স,
তমেহি ভিক্খুতি তদা অবোচ
এসেব তস্স অহু ভিক্খুভাবো'তি।"

এই প্রকার বলিয়া তখনি অঙ্গুলিমাল ছিন্নতটে, প্রপাতে ও বিদীর্ণ ভূমির বিবরে অসি এবং অন্যান্য অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিল। তৎপর সুগতচরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া তথায়ই বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিল। সেই সদেব সত্ত্বলোকের কারুণিক মহর্ষি বুদ্ধ তখন হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন—'আস ভিক্ষু' এই বাক্যেই তাহার ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবরযোগে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ হইল। পরে ভাবনাবলে অর্হৎফল প্রাপ্ত হইয়া বিমুক্তি সুখ-জ্ঞাপক প্রীতি গাথা উচ্চারণ করিলেন।

* ব—চজিস্সামি, † ব—সত্থালোকস্স।

* "য়ো চ পুব্বে পমজ্জিত্বা পচ্ছা সো নপ্পমজ্জতি,
সো'মং লোকং পভাসেতি অব্ভামুত্তো'ব চন্দিমা।
য়স্স পাপং কতং কম্মং কুসলেন পিধীয়তি,
সো'মং লোকং পভাসেতি অব্ভা-মুত্তো'ব চন্দিমা।
য়ো হবে দহরো ভিক্খু য়ুঞ্জতি বুদ্ধসাসনে,
সো'মং লোকং পভাসেতি অব্ভা-মুত্তো'ব চন্দিমা'তি।"

যখন কোন গৃহস্থ-প্রব্রজিত পাপমিত্র সংসর্গে পড়িয়া প্রথমে সদাচরণে ভুল করিয়া থাকে, পরে কল্যাণমিত্র সংসর্গে শমথ-বিদর্শন ভাবনাবলে ত্রিবিধ বিদ্যা ও ষড়াভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তখন সে মেঘ-মুক্ত চন্দ্র তুল্য স্বীয় বিদ্যাবলে এই পঞ্চস্কন্ধাদি লোককে উদ্ভাসিত করে। যাহার পূর্ব্বকৃত পাপকর্ম্মকে লোকোত্তর কুশলদ্বারা আবৃত করে, সেও············। বায়ু রৌদ্র প্রভৃতির উপদ্রব অগ্রাহ্য করিয়া যেই তরুণ সাধক ভিক্ষু প্রাণপণে বুদ্ধ-শাসনে সগৌরবে শিক্ষাত্রয় সম্পাদন করে, সেও·········।

যখন অঙ্গুলিমাল স্থবির নগরে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিতেন, তখন কেহ অন্যদিকে ঢিল, দণ্ড ছুড়িলেও সমস্ত আসিয়া তাঁহার শরীরে পতিত হইত, তিনি ভগ্নপাত্রে বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বুদ্ধের নিকটে গমন করিতেন। বুদ্ধ তাঁহাকে উপদেশ দিতেন—"হে ব্রাহ্মণ, সহ্য কর, তুমি যেই পাপকর্ম্ম করিয়াছ, উহার ফলে বহু সহস্র বৎসর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে, অথচ তুমি সেই কর্ম্মফল ইহজন্মে ভোগ করিয়া যাইতেছ।" স্থবির সমস্ত প্রাণীর প্রতি অসীম-অনন্তভাবে মৈত্রীচিত্ত পোষণ করিয়া বলিতেছেন :—

† দিসাপি মে ধম্মকথং সুণন্তু
‡ দিসাপি মে য়ুঞ্জন্তু বুদ্ধসাসনে,
‡ দিসাপি মে তে + মনুজে ভজন্তু
য়ে ধম্মমেবাদাপয়ন্তি সন্তো।

---

* ব—য়ো চ, † ‡ ‡ ব—দিসাহি, + ব—মনুসসে।

× দিসাপি খন্তিবাদানং অবিরোধ পসংসিনং,
সুণন্তু ধম্মং কালেন তঞ্চ + অনুবিধীয়ন্তু।

ন হি জাতু সো মমং হিংসে অঞ্ঞং বা পন কিঞ্চিনং,
পপ্পুয্য পরমং সন্তিং রক্খেয্য তস-থাবরে।

উদকং হি নয়ন্তি নেত্তিকা, উসুকারা দময়ন্তি তেজনং,
দারুং দময়ন্তি তচ্ছকা, অত্তানং দময়ন্তি পণ্ডিতা।

দণ্ডেনেকে দময়ন্তি অঙ্কুসেহি কসাহি চ,
অদণ্ডেন অসত্থেন অহং দন্তোম্হি তাদিনা।

অহিংসকো'তি মে নামং হিংসকস্স পুরে সতো,
অজ্জাহং সচ্চনামোম্হি ন নং হিংসামি * কিঞ্চিনং।

চোরো অহং পুরে আসিং অঙ্গুলিমালো'তি বিস্সুতো,
বুয্হমানো মহোঘেন বুদ্ধং সরণমাগমং।

লোহিতপাণি পুরে আসিং অঙ্গুলিমালো'তি বিস্সুতো,
সরণগমণং পস্স ভবনেত্তি সমূহতা।

তাদিসং কম্মং কত্বান বহুং দুগ্গতিগামিনং,
ফুট্ঠো কম্মবিপাকেন অণনো ভুঞ্জামি ভোজনং।

পমাদমনুযুঞ্জন্তি বালা দুম্মেধিনো জনা,
অপ্পমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্ঠং'ব রক্খতি।

মা পমাদমনুযুঞ্জেথ মা কামরতি সন্থবং,
অপ্পমত্তো হি ঝায়ন্তো পপ্পোতি পরমং সুখং।

+ ব—অনুবিদিয়ন্তু, * ব—কিঞ্চিন'।

স্বাগতং নাপগতং নেতং দুম্মন্তিতং মম,
সংবিভত্তেসু ধম্মেসু যং সেট্ঠং তদুপাগমং।

স্বাগতং নাপগতং নেতং দুম্মন্তিতং মম,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা কতং বুদ্ধস্স সাসনং।

অরঞ্ঞে রুক্খমূলে বা পব্বতেসু গুহাসু † বা,
তত্থ তত্থেব অট্ঠাসিং উব্বিগ্গোমনসো তদা।

সুখং সয়ামি ঠায়ামি সুখং কপ্পেমি জীবিতং,
অহত্থপাসো মারস্স অহো সত্থানুকম্পিতো।

ব্রহ্মজচ্চো পুরে আসিং উদিচ্চো উভতো অহূ,
সো'জ্জ পুত্তো সুগতস্স ধম্মরাজস্স সত্থুনো।

বীততণ্হো অনাদানো গুত্তদ্বারো সুসংবুতো,
অঘমূলং বধিত্বান পত্তো মে আসবক্খয়ো।

পরিচিণ্ণো ময়া সত্থা কতং বুদ্ধস্স সাসনং,
ওহিতো গরুকো ভারো ভবনেত্তি সমূহতা'তি।

অঙ্গুলিমালো থেরো।

যাঁহারা আমার কারণে জ্ঞাতিবিয়োগ দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার ধর্ম্মকথা শ্রবণ করুন। আমার বাক্য শুনিয়া সকলে বুদ্ধ-শাসনে সৎকার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত হউন। তাঁহারা ধার্ম্মিক কল্যাণমিত্রদের সেবা করুন। যাঁহারা লোকোত্তর ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে সমর্থ, তাঁহাদের সেবা করুন। যাঁহারা ক্ষান্তিশীলতার কথা বলেন, যাঁহারা মৈত্রীধর্ম্মের প্রশংসা করেন, তাঁহাদের নিকটে সময়ে যাইয়া ধর্ম্ম শ্রবণ করুন এবং যথাধর্ম্ম

---

† সী—ব।

আচরণ করুন। কেহ আমার শত্রু হইয়া আমাকে হিংসা করিবেন না, কেবল আমাকে নহে, অন্য কাহাকেও হিংসা করিবেন না। পরম শান্তি বা নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত সত্ত্বদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিবেন। জলার্থীরা নালাযোগে ইচ্ছিত ইচ্ছিত স্থানে জল নিয়া যায়, ইষুকারগণ ইষু উত্তপ্ত করিয়া বক্রতাকে সোজা করত বাণ প্রস্তুত করে, সূত্রধরেরা বৃক্ষকে তক্ষণ করিয়া যথেচ্ছা ঋজু ও বক্র করে. পণ্ডিতগণ নিজকে অর্হৎফলের দ্বারা দমন করেন, এজগতে কেহ কেহ বিবিধ দণ্ডদ্বারা অর্থাৎ হস্তীকে অঙ্কুশদ্বারা, অশ্বকে কশাঘাতদ্বারা দমন করে, কিন্তু আমি শাস্তাকর্ত্তৃক বিনা দণ্ডে, বিনা অস্ত্রে দান্ত হইয়াছি। পূর্ব্বে আমার নাম হিংসক যোগ্য থাকিলেও আমি অহিংসক নামে পরিচিত হইতাম। অদ্যই আমার অহিংসক নাম সত্যতায় পরিণত হইল, আমি আর কাহাকেও হিংসা করি না। আমি পূর্ব্বে চোর অঙ্গুলিমাল বলিয়া বিশ্রুত ছিলাম, কাম-ভব-দৃষ্টি-অবিদ্যা-স্রোতে ডুবিয়া যাওয়ার সময়ে বুদ্ধের শরণে উপস্থিত হই। আমি পূর্ব্বে রক্তপাণি অঙ্গুলিমাল নামে বিশ্রুত ছিলাম; মহাফলদায়ক শরণগমনের প্রভাব দেখ, আমার ভবতৃষ্ণা সমূহত হইয়াছে। আমি শতশত পুরুষ বধ ও তাদৃশ বহু দুর্গতিগামী কর্ম্ম করিয়াছি, তথাপি লোকোত্তর কর্ম্মের ফলস্বরূপ বিমুক্তি সুখ লাভ করিয়াছি। অঋণী হইয়া অর্থাৎ স্বামী পরিভোগে চারি প্রত্যয় সেবন করিতেছি। ইহপরলোকের হিতসাধনে অজ্ঞানী ও প্রমাদকর বিষয়ে অদোষদর্শী দুর্ম্মেধ ব্যক্তিগণ প্রমাদের সহিত সময় ক্ষেপণ করিয়া থাকে, ধর্ম্মজ্ঞানী মেধাবী উত্তম ধনরত্নের ন্যায় অপ্রমাদকে রক্ষা করে। প্রমাদের সহিত কাল ক্ষেপন করিওনা, কামরতি উপভোগের জন্য সচেষ্ট হইওনা, স্মৃতিশীল অপ্রমত্ত ব্যক্তিই সাধনাবলে উত্তম নির্ব্বাণ সুখকে প্রাপ্ত হয়। তখন শাস্তার নিকটে আমার আগমন ও এই মহাবনে শাস্তার আগমন স্বাগমন হইয়াছে, অন্যায়রূপে আগমন হয় নাই। শাস্তার নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণের যে মন্ত্রণা, তাহা সুমন্ত্রণা হইয়াছে। সদোষ-নির্দ্দোষ ধর্ম্মের

মধ্যে উত্তম নির্ব্বাণমূলক ধর্ম্মে উপনীত হইয়াছি……। আমি ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য্য হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি যেই যেই অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্ব্বতে, গুহায় অবস্থান করিতাম, সেই সেই স্থানে তখন উদ্বিগ্নচিত্তে থাকিতাম। এখন আমি সুখে শয়ন করিতেছি, সুখে অবস্থান করিতেছি, সুখে জীবন যাপন করিতেছি। অহো, আমি বুদ্ধের দয়া প্রাপ্ত হইয়া এখন ক্লেশমার প্রভৃতির অগোচরে বাস করিতেছি। আমি পরিশুদ্ধ মাতৃ-পিতৃকুলে ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, আজ আমি ধর্ম্মরাজ সুগত শাস্তার পরমার্থ ব্রাহ্মণ পুত্র নামে অভিহিত। এখন আমি বীততৃষ্ণ হইয়াছি, আমার বলিয়া কিছুই গ্রহণের নাই, ইন্দ্রিয় আমার সংযত-সুরক্ষিত হইয়াছে, পাপের মূলোচ্ছেদ করিয়া আমার আসক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। শাস্তা এখন আমার সুপরিচিত, বুদ্ধের শাসনে আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি, পঞ্চস্কন্ধের ভার নামাইয়া ফেলিয়াছি ও আমার ভবতৃষ্ণা সমুহত হইয়াছে।

অনুরুদ্ধ স্থবির। ২৫৬

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে ধনাঢ্য কুটুম্বিকরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন ধর্ম্মশ্রবণার্থ বিহারে গমন করিয়া দেখিলেন যে—শাস্তা একজন ভিক্ষুকে দিব্যচক্ষুসম্পন্ন ভিক্ষুদের শ্রেষ্ঠাসনে নিয়োগ করিতেছেন। তিনিও সেই পদপ্রার্থী হইয়া বুদ্ধ-প্রমুখ লক্ষ ভিক্ষুকে সপ্তাহকাল দান করেন। শাস্তা বলিলেন—"গৌতম-বুদ্ধের সময়ে তোমার কামনা পূর্ণ হইবে।" তিনি দিব্য চক্ষুলাভার্থ সাত যোজন সুবর্ণময় চৈত্য, বহুসহস্র দীপবৃক্ষ, দীপাধার প্রভৃতি পূজা করিলেন। পরে কশ্যপবুদ্ধের সময়ে বারাণসীতে কুটুম্বিক গৃহে উৎপন্ন হন। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাপিত যোজন প্রমাণ কনকচৈত্যের চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ-

ভাবে ঘৃত পূর্ণ কাংস্য পাত্র স্থাপন পূর্ব্বক উহাতে বর্ত্তিকাদিয়া প্রদীপ পূজা করেন। স্বীয় মস্তকোপরি ঘৃতভাণ্ডে সহস্র বর্ত্তিকাযুক্ত প্রদীপ জ্বালিয়া সারারাত্রি চৈত্য প্রদক্ষিণ করেন। মরণান্তে দেবলোকে উৎপন্ন হন। তৎপর বারাণসীতে এক দরিদ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করেন; তাঁহার নাম ছিল—অন্নভার। তিনি সুমন শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে মজুরী করিতেন। একদা উপরিটঠ নামক একজন পচ্চেক বুদ্ধকে তাঁহার অংশের অন্নদান করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পত্নীর অংশও দিয়া ফেলিলেন। তিনি উভয়াংশ পচ্চেক বুদ্ধের হাতে তুলিয়া দিলেন। পচ্চেক বুদ্ধ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সুমন শ্রেষ্ঠীর গৃহদেবতা তাঁহার পুণ্যকার্য্য দর্শনে বলিয়া উঠিলেন "অহো তাঁহার দান পরম দান, যাহা পচ্চেক বুদ্ধকে সমর্পণ করা হইয়াছে।" শ্রেষ্ঠী দেবতার এই বাক্য শুনিয়া ভাবিলেন—"দেবতা যে দানের প্রশংসা করিতেছেন, ইহা নিশ্চয়ই উত্তম দান।" শ্রেষ্ঠী অন্নভারের সেই পুণ্যাংশ চাহিলে, অন্নভার অকাতরে অর্পণ করিলেন। শ্রেষ্ঠী তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এক সহস্র টাকা পুরস্কার দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে—'এই হইতে তোমাকে আর স্বহস্তে কাজ করিতে হইবেনা, উপযুক্ত একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্য কর্ম্মে জীবন যাপন কর।' তাহার প্রতি এত করুণা প্রদর্শনের কারণ এই যে 'নিরোধ ধ্যান হইতে উত্থিত পচ্চেক বুদ্ধকে যেই পিণ্ড দান করা হইয়াছিল তৎপ্রভাবে সেইদিন হইতে ঐ পুণ্যফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল।' শ্রেষ্ঠী সেইদিন রাজ-দর্শনে যাওয়ার সময়, তাঁহাকেও সঙ্গে নিলেন, রাজা অতি করুণা-চক্ষে তাঁহার উপর দৃষ্টি করিলেন, তখন শ্রেষ্ঠী বলিলেন—'মহারাজ, সে দর্শনীয় পুরুষ।' আমি সহস্র টাকা দিয়া তাহার সেই পুণ্যাংশ গ্রহণ করিয়াছি। রাজা তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং তিনিও এক সহস্র টাকা দিয়া আদেশ করিলেন যে—'যাও তুমি অমুক স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস কর।' যখন অন্নভার রাজার নির্দ্দেশিত স্থানে গৃহ নির্ম্মাণার্থ শোধন করাইতে-

ছিলেন, তখন সেই স্থান হইতে নিধিকুম্ভ সমূহ উঠিতে লাগিল। তিনি উহা দেখিয়া রাজাকে এই সংবাদ জানাইলেন। রাজা সমস্ত ধন উঠাইয়া একটি স্তূপ করাইলেন। তখন জিজ্ঞাসিলেন—'এত মহাধন এ নগরে অন্য কাহারও নিকটে আছে কি?' সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল—'না দেব।' তাহা হইলে আজ হইতে তাহার নাম ধনশ্রেষ্ঠী রাখা হউক। তৎপর তিনি বহুজন্ম সুকার্য্য সাধন করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলবাস্তু নগরে অমিতোদন শাক্যের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল—অনুরুদ্ধ। তিনি মহানাম শাক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শাস্তার খুল্লতাতের পুত্র। তাঁহার চেহারা অতিশয় কমনীয় ছিল, তিনি মহাপুণ্যবান। ত্রিঋতুর উপযোগী তিনটি প্রাসাদ তাঁহার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেবকুমারের ন্যায় দিব্য সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন। একদা রাজা শুদ্ধোদনকর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া ভদ্দিয় কুমার প্রভৃতির সহিত অনুপ্রিয় আম্রবনে গমন পূর্ব্বক শাস্তার নিকটে বর্ষাকালেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সেই বর্ষার মধ্যেই দিব্যচক্ষু লাভ করিলেন। তৎপর ধর্ম্মসেনাপতির নিকটে কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া প্রাচীনবংশ নামক বনে গমন করেন। একদা তিনি সপ্ত মহাপুরুষ বিতর্ক সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া অষ্টম বিতর্ক মনে করিতে পারিলেন না, শাস্তা তাঁহাকে উহা জানাইয়া চারি প্রত্যয় সন্তোষ সম্বন্ধে 'আর্য্যবংশ সূত্র' দেশনা করেন। তিনি সেই দেশনা অনুসারেই ভাবনা করিয়া অর্হৎফল প্রাপ্ত হইলেন; পরে এই প্রীতি গাথা ভাষণ করেন।

পহায় মাতা পিতরো ভগিনী ঞাতি ভাতরো,
পঞ্চকামগুণে হিত্বা অনুরুদ্ধো'ব ঝায়তি।
সমেতো নচ্চগীতেহি সম্মতালপ্পবোধনো,
ন তেন সুদ্ধিমজ্ঝগা মারস্স বিসয়ো রতো।
এতঞ্চ সমতিক্কম্ম রতো বুদ্ধস্স সাসনে,
সব্বোঘং সমতিক্কম্ম অনুরুদ্ধো'ব ঝায়তি।

রূপা সদ্দা গন্ধা রসা ফোট্ঠব্বা চ মনোরমা,
এতে চ সম্মতিক্কম্ম অনুরুদ্ধো'ব ঝায়তি ।

পিণ্ডপাতমতিকন্তো একো অদুতিয়ো মুনি,
এসতি পংসুকূলানি অনুরুদ্ধো অনাসবো ।

বিচিনী অগ্গহী ধোবি রজয়ী ধারয়ী মুনি,
পংসুকূলানি মতিমা অনুরুদ্ধো অনাসবো ।

মহিচ্ছো'ব অসন্তুট্ঠো সংসট্ঠো য়ো চ উদ্ধতো,
তস্স ধম্মা ইমে হোন্তি পাপকা সঙ্কিলেসিকা ।

সতো চ হোতি অপ্পিচ্ছো সন্তুট্ঠো অবিঘাতবা,
পবিবেকরতো * চিত্তো নিচ্চমারদ্ধবীরিয়ো ।

তস্স ধম্মা ইমে হোন্তি কুসলা বোধিপক্খিকা,
অনাসবো চ সো হোতি ইতি বুত্তং মহেসিনা ।

মম সঙ্কপ্পমঞ্ঞায় সত্থা লোকে অনুত্তরো,
মনোময়েন কায়েন ইদ্ধিয়া উপসঙ্কমি ।

য়দা মে অহু সঙ্কপ্পো ততো উত্তরি দেসয়ি,
নিপ্পপঞ্চরতো বুদ্ধো নিপ্পপঞ্চমদেসয়ি ।

তস্সাহং ধম্মমঞ্ঞায় বিহাসিং সাসনে রতো,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা কতং বুদ্ধস্স সাসনং ।

পঞ্চপঞ্ঞাস বস্সানি য়তো নেসজ্জিকো অহং,
পঞ্চবীসতি বস্সানি য়তো মিদ্ধং সমূহতং ।

---

* ব—বিত্তো ।

নাহু অস্সাস-পস্সাসা ঠিতচিত্তস্স তাদিনো,
অনেজো সন্তিমারব্ভ চক্খুমা পরিনিব্বুতো।

অসল্লীনেন চিত্তেন বেদনং অজ্ঝবাসয়ি,
পজ্জোতস্সেব নিব্বানং বিমোক্খো চেতসো অহু।

এতে পচ্ছিমকা দানি মুনিনো ফস্স পঞ্চমা,
নাঞ্ঞে ধম্মা ভবিস্সন্তি সম্বুদ্ধে পরিনিব্বুতে।

নত্থি দানি পুনাবাসো দেবকায়স্মিং জালিনি,
বিক্খিণো জাতি-সংসারো নত্থি দানি পুনব্ভবো।

যস্স মুহুত্তেন সহস্সধা লোকো,
সংবিদিতো সব্রহ্মকপ্পো বসী;
ইদ্ধিগুণে চুতূপপাতে কালে,
পস্সতি দেবতা সভিক্খুনো।

অন্নভারো পুরে আসিং দলিদ্দো ঘাসহারকো,
সমণং পটিপাদেসিং উপরিট্ঠং যসস্সিনং।

সোম্হি সক্যকুলে জাতো অনুরুদ্ধো'তি মং বিদূ,
উপেতো নচ্চগীতেহি সম্মতালপ্পবোধনো।

* অথদ্দসাসিং সম্বুদ্ধং সত্থারং অকুতোভয়ং,
তস্মিং চিত্তং পসাদেত্বা পব্বজিং অনগারিয়ং।

পুব্বেনিবাসং জানামি যত্থ মে বুসিতং পুরে,
তাবতিংসেসু দেবেসু অট্ঠাসিং সক্কজাতিয়া।

* ব—অথদ্দসামি।

সত্তক্খত্তুং মনুস্সিন্দো অহং রজ্জমকারয়িং,
চাতুরন্তো বিজিতাবী জম্বুসণ্ডস্স ইস্সরো।

অদণ্ডেন অসত্থেন ধম্মেন অনুসাসয়িং,
ইতো সত্ত * ততো সত্ত সংসারানি চতুদ্দস ;
নিবাসমভিজানিস্সং দেবলোকে ঠিতো তদা।

পঞ্চঙ্গিকে সমাধিম্হি সন্তো একোদিভাবিতে,
পটিপ্পস্সদ্ধিলদ্ধোম্হি দিব্বচক্খু বিসুজ্ঝি মে।

চুতুপপাতং জানামি সত্তানং আগতিং গতিং,
ইত্থভাবঞ্ঞথাভাবং ঝানে পঞ্চঙ্গিকে ঠিতো।

পরিচিণ্ণো ময়া সত্থা কতং বুদ্ধস্স সাসনং,
ওহিতো গরুকো ভারো ভবনেত্তি সমূহতা।

বজ্জিনং ‡ বেলুবগামে অহং জীবিতসঙ্খয়া,
হেট্ঠতো বেলুগুম্বস্মিং নিব্বায়িস্সং অনাসবো'তি।

অনুরুদ্ধো থেরো।

মাতা-পিতা, ভগ্নি, জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও পঞ্চকামগুণ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অনুরুদ্ধ ধ্যান করিতেছে। আমি নৃত্য-গীতদ্বারা সর্ব্বদা পূজিত হইতাম, প্রত্যুষকালে নৃত্যতালে আমাকে জাগ্রত করিত। কিন্তু এই কাম-ভোগে শুদ্ধিলাভ করিতে পারি নাই। আমি ক্লেশমার ভোগ্য কামগুণে রত থাকিতাম। এই পঞ্চবিধ কামগুণ অতিক্রম করিয়া বুদ্ধ-শাসনে রত হইয়াছি। সমস্ত কামস্রোতাদি ত্যাগ করিয়া অনুরুদ্ধ ধ্যান করিতেছে। এই মনোরম রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ ত্যাগ করিয়া অনুরুদ্ধ ধ্যান করিতেছে। পিণ্ড গ্রহণ ত্যাগ করিয়া একাকী নিতৃষ্ণ অনাসব অনুরুদ্ধ মুনি পাংশুকূল বস্ত্র অন্বেষণ

* ব—ইতো সত্ত, ‡ সী—বেলুগামে।

করিতেছে। আবর্জ্জনা পূর্ণ স্থানে অন্বেষণ করিয়া পাংশুকূল বস্ত্রখানি গ্রহণ পূর্ব্বক ধৌত করিলেন। তারপর রঞ্জিত করিয়া অনাসব মতিমান অনুরুদ্ধ মুনি পরিধান করিলেন। যে বহু দ্রব্য ইচ্ছুক, যথালব্ধ বিষয়ে অসন্তুষ্ট, গৃহী-প্রব্রজিতের সহিত অন্যায় মতে সংশ্লিষ্ট, তাহার এই সমস্ত চিত্ত মালিন্যকর পাপধর্ম্মগুলি থাকে। প্রাচীনবংশ বনে ভগবান তাঁহাকে উপরোক্ত উপদেশ দিয়াছিলেন। যখন কোন ব্যক্তি সৎপুরুষ সেবা ও সদ্ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া স্মৃতিসহকারে বহু দ্রব্য-লোভ ত্যাগ পূর্ব্বক অল্পেচ্ছুক হয়, যথালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট হয়, চিত্ত বিক্ষিপ্ত বিষয় ত্যাগ পূর্ব্বক বিবেকপরায়ণ হয়, সন্তুষ্ট চিত্ত হয় ও আলস্য ত্যাগে আরব্ধবীর্য্যবান হয়, তখন তাঁহার বোধিপক্ষীয় কুশল ধর্ম্মগুলি উৎপন্ন হয়। ইহাতে তিনি অনাসব হন, মহর্ষি বুদ্ধকর্ত্তৃক প্রাচীন-বংশ বনে ইহা কথিত হইয়াছে। জগতের অনুত্তর শাস্তা আমার সঙ্কল্প জ্ঞাত হইয়া মনোময় শরীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ঋদ্ধিবলে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। যখন আমার অষ্টম মহাপুরুষ বিতর্ক হয়, তখন শাস্তা আমার সঙ্কল্প জ্ঞাত হইয়া ঋদ্ধিবলে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তদতিরিক্ত দেশনা করিলেন। কামতৃষ্ণাদি প্রপঞ্চহীন লোকোত্তর ধর্ম্মে অভিরত বুদ্ধ, চারি সত্যধর্ম্ম দেশনা করিলেন। আমি তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ পালন পূর্ব্বক শিক্ষাত্রয়ে রত হইলাম, আমার ত্রিবিধ বিদ্যা লাভ হইল, বুদ্ধ-শাসনে আমি কৃতকার্য্য হইলাম। সেই হইতে ৫৫ বৎসর আমার উপবিষ্টাবস্থায় বিগত হইল, তন্মধ্যে ২৫ বৎসর আমি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া-ছিলাম। যখন বুদ্ধ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতেছেন, তখন চতুর্থ ধ্যানে আমি প্রত্যক্ষ করিলাম যে, চতুর্থ ধ্যানে স্থিত শাস্তার আশ্বাস-প্রশ্বাস ছিল না, তৃষ্ণাহীন সমাধিতে অবস্থিত চক্ষুষ্মান্ নির্ব্বাণকে নিমিত্ত করিয়া পরিনির্ব্বাপিত হইলেন। শাস্তা অসঙ্কুচিত চিত্তে মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করিলেন, অর্থাৎ তিনি বেদনায় কাতর হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন না। যেমন বর্ত্তিকা ও তৈলক্ষয়ে প্রদীপ নিবিয়া যায়, কোথাও থাকে না, অদর্শন হইয়া যায়,

তেমন তৃষ্ণা অভাবে বিমুক্ত চিত্ত শাস্তা নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। আমি ধ্যানযোগে শাস্তার চরমাবস্থায় স্পর্শমাত্র প্রত্যক্ষ করিলাম, ইহার পর বুদ্ধ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে অন্য চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম্ম সমূহ আর উৎপন্ন হইবে না। স্থবিরের পূর্ব্বজন্মের সেবিকা দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—হে জালিনি, দেবজন্মে পুনরোৎপত্তি আমার নাই, আমার জন্মাবর্ত্ত পরিক্ষীণ হইয়াছে, আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। যেই অর্হৎ ভিক্ষুর মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সব্রহ্মলোক সহস্র সহস্র প্রকারে জ্ঞাত, সেই ভিক্ষু ঋদ্ধিবলে জন্ম-মৃত্যুক্ষণও জানিতে সমর্থ, তিনি দেবতাকেও দেখিয়া থাকেন, এই দর্শনে দেবগণের পরিহানি হয় না। দেবতার বিতর্ক কারণে স্থবির উক্ত গাথা বলিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্ব জন্মে অন্নভার নামে এক দরিদ্র ছিলাম, কেবল আহারার্থ মজুরী করিতাম; উপরিট্ঠ নামক পচ্চেক বুদ্ধকে শ্রদ্ধাচিত্তে আহার্য্য দান করি, আমি শাক্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া অনুরুদ্ধ নামে পরিচিত হই। নৃত্যগীতে আমার সেবা হইত ও নৃত্যতালে নিদ্রা হইতে জাগাইত। তৎপর নির্ভীক শাস্তাকে দর্শন করি। তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অনাগারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি। পূর্ব্বে আমি যেখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই পূর্ব্ব জন্ম বিবরণ আমি স্মরণ করিতেছি। আমি তাবতিংস স্বর্গে ইন্দ্ররাজ ছিলাম। আমি সাতবার চারিদিক বিজয়ী জম্বুদ্বীপেশ্বর হইয়া চক্রবর্ত্তী রাজত্ব করিয়াছি, বিনাদণ্ডে বিনা অস্ত্রে ধর্ম্মতঃ রাজত্ব করিয়াছি। আমি মনুষ্যলোক হইতে দেবকুলে সাতবার ও দেবলোক হইতে মনুষ্যকুলে সাতবার চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া এই চৌদ্দ জন্ম বিচরণ করিয়াছি। তখন দেবলোকে থাকিয়াও দিব্য জ্ঞানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম সম্বন্ধে জানিতাম। অভিজ্ঞা পাদক চতুর্থ ধ্যানে বা প্রীতি-সুখ-চিত্ত-আলোক-প্রত্যবেক্ষণ ব্যাপক এই পঞ্চাঙ্গ ধ্যানে, শান্ত সুচরিত চিত্তের একাগ্রতায় চিত্তক্লেশ উপশম করিয়া একাদশ প্রকার উপক্লেশ মুক্ত বিধায় আমার দিব্যচক্ষু বিশুদ্ধ হইয়াছে। এখন আমি সত্ত্বগণের জন্ম-মৃত্যু ও তাহারা কোন স্থান হইতে কোন স্থানে

যাইতেছে, তাহা জানিতেছি, পঞ্চাঙ্গিক ধ্যানে স্থিত হইয়া মনুষ্য জন্ম হইতে তির্য্যকাদিকুলে গমন করিবার পূর্ব্বেও জানিতেছি। অন্য গাথা পূর্ব্ববৎ। আমি বৃজ্জিদিগের বেলুষগ্রামের এক বাঁশ ঝাড়ের নীচে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইব।

পারাপরিয় স্থবির। ২৫৭

এই পারাপরিয় স্থবিরের অতীত কাহিনী পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তখন বুদ্ধের বর্ত্তমান সময়ে পৃথগ্‌জনাবস্থায় ইন্দ্রিয় নিগ্রহ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। এখন বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর নিজের নির্ব্বাণ আসন্ন, ভাবী-ভিক্ষুগণের উচ্ছৃঙ্খল ও ধর্ম্ম-বিনয়ের দুরবস্থা দর্শনে গাথা ভাষণ করিলেন—

"সমণস্স অহু চিন্তা পুপ্ফিতস্মিং মহাবনে,
একগ্গস্স নিসিন্নস্স পবিবিত্তস্স ঝায়িনো'তি।"

সঙ্গীতি কারকেরা বলিতেছেন—একাগ্রচিত্তে উপবিষ্ট, বিবেক পরায়ণ, ধ্যানী শ্রমণ পারাপরিয়ের পুষ্পিত মহাবনে চিন্তা হইল:—

অঞ্ঞথা লোকনাথম্হি তিট্‌ঠন্তে পুরিসুত্তমে,
ইরিয়ং আসি ভিক্খূনং অঞ্ঞথা দানি দিস্সতি।
সীতবাতপরিত্তাণং হিরীকোপিনছাদনং,
মত্তথিয়ং অভুঞ্জিংসু সন্তুট্‌ঠা ইতরীতরে।
পণীতং য়দি বা লূখং অপ্পং বা য়দি বা বহুং,
য়াপনত্থং অভুঞ্জিংসু অগিদ্ধা নাধিমুচ্ছিতা।
জীবিতানং পরিক্খারে ভেসজ্জে অথ পচ্চয়ে,
ন বাল্হং উস্সুকা আসুং য়থা তে আসবক্খয়ে।

---

* ব—মত্তট্ঠিয়ং,

অরঞ্ঞে রুক্খমূলেসু কন্দরাসু গুহাসু চ,
বিবেকমনুব্রূহন্তা বিহিংসু তপ্পরায়ণা।

নীচা নিবিট্ঠা সুভরা মুদূ † অথদ্ধমানসা,
‡ অব্যাসেকা অমুখরা অত্থচিন্তা বসানুগা।

ততো পাসাদিকং আসি গতং ভুত্তং নিসেবিতং,
সিনিদ্ধা তেলধারা'ব অহোসি ইরিয়াপথো।

সব্বাসবপরিক্খীণা মহাঝায়ী মহাহিতা,
নিব্বুতা দানি তে থেরা পরিত্তা দানি তাদিসা।

কুসলানঞ্চ ধম্মানং পঞ্ঞায় চ পরিক্খয়া,
সব্বাকারবরূপেতং লুজ্জতে জিনসাসনং।

পাপকানঞ্চ ধম্মানং কিলেসানঞ্চ য়ো উতু,
উপট্ঠিতা বিবেকায় য়ে চ সদ্ধম্মসেসকা।

তে কিলেসা পবড্ঢন্তা আবিসন্তি বহুং জনং,
কীলন্তি মঞ্ঞে বালেহি উম্মত্তেহি'ব রক্খসা।

কিলেসেহাভিভূতা তে তেন তেন বিধাবিতা,
নরা কিলেসবত্থুসু সসঙ্গামেব ঘোসিতে।

পরিচ্চজিত্বা সদ্ধম্মং অঞ্ঞমঞ্ঞেহি ভণ্ডরে,
দিট্ঠিগতানি অন্বেন্তা ইদং সেয়্যো'তি মঞ্ঞরে।

ধনঞ্চ পুত্তভরিয়ঞ্চ ছড্ডয়িত্বান নিগ্গতা,
কটচ্ছুভিক্খাহেতুপি অকিচ্চানি নিসেবয়ে।

† ব—অথদ্ধ, ‡ ব—অব্যাসোকা।

উদরাবদেহকং ভুত্বা সয়স্তুত্তানসেয্যকা,
কথা বড্ঢেস্তি * পবুদ্ধা য়া কথা সথুগরহিতা।

† সব্বকারুকসিপ্পানি চিত্তিং কত্বান সিক্খরে,
অবূপসন্তা অজ্ঝত্তং সামঞ্ঞত্থো'তি অচ্ছতি।

মত্তিকং তেলচুন্নঞ্চ উদকাসন ভোজনং,
গিহীনং উপনামেন্তি আকঙ্খন্তা বহুত্তরং।

দন্তপোনং * কপিত্থঞ্চ পুপ্ফখাদনিয়ানি চ,
পিণ্ডপাতে চ সম্পন্নে অম্বে আমলকানি চ।

ভেসজ্জেসু য়থা বেজ্জা কিচ্চাকিচ্চে য়থা গিহী,
গণিকা'ব বিভূসায়ং ইস্সরে খত্তিয়া য়থা।

নেকতিকা বঞ্চনিকা কূটসক্খি অপাটুকা,
বহূহি পরিকপ্পেহি আমিসং পরিভুঞ্জরে।

লেসকপ্পে পরিয়ায়ে পরিকপ্পেনুধাবিতা,
জীবিকত্থা উপায়েন সঙ্কড্ঢন্তি বহুং † ধনং।

উপট্ঠাপেন্তি পরিসং কম্মতো নো চ ধম্মতো,
ধম্মং পরেসং দেসেন্তি লাভতো নো চ অত্থতো

সঙ্ঘলাভস্স ভণ্ডন্তি সঙ্ঘতো পরিবাহিয়া,
পরলাভূপজীবন্তা অহিরিকা ন লজ্জরে।

নানুয়ুত্তা তথা একে মুণ্ডা সঙ্ঘাটিপারুতা,
সম্ভাবনং য়েবিচ্ছন্তি লাভ-সক্কারমুচ্ছিতা।

ব—পটিবুদ্ধা, † ব—সব্বকারুণ, * ব—কপিট্ঠঞ্চ।
ব—জনং, ‡ সী—ধম্মিকো।

এবং নানপ্পয়াতম্হি ন দানি সুকরং তথা
অফুসিতং বা ফুসিতুং ফুসিতং বানুরক্খিতুং ।

য়থা কণ্টকট্ঠানম্হি চরেয্য অনুপাহনো,
সতিং উপট্ঠপেত্বান এবং গামে মুনীচরে ।

সরিত্বা পুব্বকে য়োগী তেসং বত্তমনুস্সরং,
কিঞ্চাপি পচ্ছিমো কালো ফুসেয্য অমতং পদং ।

ইদং বত্বা সালবনে সমণো ভাবিতিন্দ্রিয়ো,
ব্রাহ্মণো পরিনিব্বায়ি ইসি খীণ পুনব্ভবো'তি ।

পারাপরিয়ো থেরো ।

পুরুষোত্তম লোকনাথ বুদ্ধের বর্ত্তমানে ভিক্ষুদের আচরণ অন্য প্রকার ছিল, এখন তাঁহার অবর্ত্তমানে অন্য প্রকার দেখা যাইতেছে। ভিক্ষুরা কেবল প্রয়োজন বোধে শীত ও বায়ুর প্রকোপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অন্তর্বাস পরিধান করিতেন এবং যথালব্ধ চীবরাদি প্রত্যয়ে সন্তুষ্ট থাকিতেন। উত্তম হউক বা হীন হউক, অল্প হউক বা বেশী হউক ঐ সব বস্তুতে রসতৃষ্ণা উৎপন্ন না করিয়া নির্লিপ্তচিত্তে ভোজন করিতেন। পূর্ব্বকালের ভিক্ষুরা আসক্তি ক্ষয় করিতে যেমন উৎসুক ছিলেন, জীবন রক্ষার কারণে ভৈষজ্য উপকরণ সেবনে তেমন উৎসুক ছিলেন না। তাঁহারা অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, কন্দরে, গুহায় বিবেকপরায়ণ হইয়া বাস করিতেন। তাঁহারা অহঙ্কার করিতেন না, শাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত থাকিতেন, অল্পেচ্ছ-ভাবে জীবন যাপন করিতেন, ব্রতাদি সম্পাদন করিয়া মৃদুচিত্তে বাস করিতেন, ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিতেন না; তৃষ্ণা দৃষ্টি-মানে মিশ্রিত হইতেন না, মুখর ছিলেন না, আত্ম-পরহিত সাধনে অবহিত থাকিতেন। তাঁহাদের প্রসাদ-জনক গমনাগমন, চীবরাদি পরিভোগ ও ভিক্ষাব্রত ছিল, তৈলাধার তুল্য স্নিগ্ধ অর্থাৎ সংযত ইর্য্যাপথ (দাঁড়ানে-গমনে-শয়নে-উপবেশনে সংযতভাব)

ছিল। সেই সর্ব্বাসব পরিক্ষীণ, মহাধ্যানী, মহাহিতকারী স্থবিরগণ নির্ব্বাপিত হইয়াছেন, তাদৃশ এখন অল্পমাত্র স্থবিরগণ আছেন। এখন বিমোক্ষজনক ধর্ম্মসমূহের ও তদনুরূপ প্রজ্ঞার পরিক্ষয় হইয়াছে, সর্ব্বাবয়ব পূর্ণ শ্রেষ্ঠ জিন-শাসন বিনষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে। কায়িক দুশ্চরিতাদি পাপধর্ম্ম সমূহের ও লোভাদি তৃষ্ণাজনক ধর্ম্মসমূহের এখন ঋতু বা সময়, যাহারা আরব্ধবীর্য্যবান, কায়-চিত্ত-উপধি বিবেকপরায়ণ, তাহারা সদ্ধর্ম্মের অনুকূলে কাজ করিতে সমর্থ হইতেছে না। দুঃশীলেরা তৃষ্ণাসমূহ বর্দ্ধিত করিয়া অন্ধ-মূর্খজনের পর্য্যায়ভুক্ত হইতেছে, যেমন ক্রীড়ামত্ত রাক্ষস ভিষক রহিত উন্মাদের মধ্যে মিশিয়া দুঃখ উৎপাদন করে, তেমন উন্মত্ততারূপ তৃষ্ণাসমূহ বুদ্ধের ন্যায় বৈদ্যের অভাবে অন্ধ-মূর্খ ভিক্ষুদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনর্থ উৎপাদন করিতেছে। সেই ক্লেশাভিভূত ভিক্ষুগণ নানা প্রকার অনাচার সম্পাদন করিয়া থাকে। যেমন মানবেরা তৃষ্ণাকর বস্তুর জন্য সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া থাকে, তেমন তৃষ্ণাকর বিষয়ে যেই যেই তৃষ্ণা যেই যেই সত্ত্বকে মর্দ্দন করে, সেই সেই তৃষ্ণা তাহার তাহার হউক, এই ভাবে মূর্খগণ সেই সেই নিমিত্তে ধাবিত হইয়া থাকে। 'তাহারা বিধাবিত হইয়া কি করে?' তাহারা ধর্ম্মপালন ত্যাগ করিয়া আমিষ লোভের কারণে পরস্পর কলহ করে, মিথ্যাদৃষ্টির অনুগমন করিয়া 'ইহাই শ্রেয়ঃ' বলিয়া মিথ্যা মত গ্রহণ করে। অথচ তাহারা ধন পুত্র-ভার্য্যা ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়াছে, এক চামচ ভাতের জন্য গৃহীদিগকে নিজের অকার্য্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাহারা পেটের যন্ত্রণা হয় মত উদর পূর্ণ ভোজন করিয়া মহাপুরুষশয্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে না শুইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে এবং বুদ্ধ যেই হীন কথার নিন্দা করিয়াছেন, জাগ্রত হইয়া সেই কথাই বাড়াইয়া তোলে। সমস্ত হস্তশিল্প ছত্র ব্যজনী নির্ম্মাণে অতিশয় আগ্রহ করিয়া থাকে, অথচ নিজের তৃষ্ণা উপশমের জন্য শ্রামণ্যধর্ম্মে তত মনোযোগ দেয় না। স্নানের উপযোগী মৃত্তিকা, তৈল, সুগন্ধি চূর্ণ, জল, আসন, ভোজন প্রভৃতি ততোধিক প্রতিদান পাইবার

ইচ্ছায় গৃহীদের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখে। দন্তকাষ্ঠ, কপিথ ফল, সুগন্ধ পুষ্প, ১৮ প্রকার খাদ্য বস্তুর মধ্যে যাহা কিছু, আম্র, আমলকী প্রভৃতি ফল ও ভাত-তরকারী প্রভৃতি ততোধিক প্রতিদান পাইবার ইচ্ছায় গৃহীদের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখে। সেই ভিক্ষু গৃহীদের ভৈষজ্য সম্পাদনে বৈদ্যের ন্যায়, ছোট বড় কাজে গৃহীর ন্যায়, নিজের শরীর বিভূষণে গণিকার ন্যায় ও ঐশ্বর্য্য সম্পাদনে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। শঠামি, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, গর্হিতাচরণ প্রভৃতি মিথ্যা ব্যবসায় দ্বারা আমিষ বস্তু পরিভোগ করিয়া থাকে। বস্ত্র প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য বিবিধ কৌশল উদ্ভাবন করিয়া মহাতৃষ্ণাকর কাজে অনুধাবিত হয়, জীবন যাপনের উপায় স্বরূপ বহু ধন উপার্জ্জন বা সঞ্চয় করিয়া থাকে। নিজের কার্য্য সাধনের উপযোগী পরিষদ গঠন করিয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্মতঃ পরিষদ গঠন করে না। নিজের লাভের জন্য ধর্ম্মদেশনা করিয়া থাকে, কিন্তু অপরের হিত সাধনের জন্য করে না। আর্য্যসঙ্ঘের বহির্ভূত সঙ্ঘীয় বস্তু লাভের জন্য কলহ করিয়া থাকে, শীলবানের জন্য লব্ধ বস্তু বা দায়কের প্রদত্ত বস্তুদ্বারা জীবন ধারণ করিতে নির্লজ্জ ভিক্ষুরা লজ্জা করে না। সেইরূপ মুণ্ডিত মস্তক, জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত কোন কোন ভিক্ষুরা শ্রমণানুরূপ কাজ না করিয়া কেবল লাভ সৎকারে মুগ্ধ হইয়া অতিশয় মান-প্রত্যাশী হইয়া থাকে। এই প্রকারে সেই ভিক্ষুরা বহু ক্লেশকর বিনয় আচরণ করাতে এজগতে কল্যাণমিত্র, সদ্ধর্ম্ম শ্রবণাদি দুর্লভ না ভাবিয়া শাস্তার বর্ত্তমানে ধ্যান-সাধনে যেমন উন্নতি করিতে পারে নাই, তেমন পরে শীল পালন করিয়া কিছুই সম্পাদন করিতে পারে না। কণ্টকময় স্থানে যেমন জুতা ছাড়া চলিতে গেলে, স্মৃতিসহকারে অর্থাৎ কণ্টকবিদ্ধ না হয় মত সাবধানে চলিতে হয়, তেমন তৃষ্ণারূপ কণ্টকে বিদ্ধ না হয় মত যোগী ভিক্ষু গ্রামে কর্ম্মস্থান ভাবনা করিতে করিতে বিচরণ করিবেন। পূর্ব্বে সাধন-ভজনে অনুরক্ত যোগী আরব্ধবীর্য্যবানদিগকে স্মরণ করিয়া এবং তাহাদের

সদাচরণে মনোযোগী হইয়া শাস্তা-শাসনের অন্তিমকালে হইলেও নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হইবে। 'সঙ্গীতি কারকগণ বলিতেছেন'—ভাবিত ইন্দ্রিয় শ্রমণ পারাপরিয় শালবনে এই উপদেশমূলক কথা বলিয়া সেই জন্ম ক্ষয়কারী ঋষি অর্হৎ ব্রাহ্মণ তথায় পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

তক্রুদ্দানং

অধিমুত্তো পারাপরিয়ো তেলকানি রট্‌ঠপালো,
মালুক্য সেলো ভদ্দিয়ো অঙ্গুলি দিব্বচক্খুকো;
পারাপরিয়ো দসেতে বীসম্হি সুপরিকিত্তিতা,
* গাথায়ো দ্বে সতা হোন্তি পঞ্চতালীস উত্তরিন্তি।

* বিংশতি নিপাতে দশজন স্থবির ২৪৫টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন

তিংস নিপাতো

ফুশ্ শ্ স্থবির। ২৫৮

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময়ে একজন মণ্ডলিক রাজার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—ফুশ্শ। তিনি ক্ষত্রিয় কুমারদের সহিত শিল্প শিক্ষা করেন। জনৈক মহা-স্থবিরের নিকটে ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ম্মস্থান ভাবনায় অগ্রসর হয়েন। কিছুদিন পরে অর্হৎ ফল লাভ করেন। একদা পণ্ডর গোত্রীয় এক তাপস তাঁহার নিকটে ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় তিনি ভিক্ষুদের সংযতেন্দ্রিয় ভাবিত চিত্ত দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিলেন—'বাস্তবিক এমন উত্তম আচরণ সুদীর্ঘদিন জগতে থাকিবে কি?' তৎপর স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভবিষ্যৎ ভিক্ষুদের আচরণ কিরূপ হইবে?' সঙ্গীতি-কারকগণ এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

'পাসাদিকে বহূ দিস্বা ভাবিতত্তে সুসংবুতে,
ইসি পণ্ডরসগোত্তো অপুচ্ছি ফুস্স সব্হয়'ন্তি।'

প্রসাদযোগ্য, ভাবিতচিত্ত, সংযতেন্দ্রিয় বহু ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া পণ্ডর গোত্রীয় ঋষি ফুশ্শ স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

'কিং ছন্দা কিমধিপ্পায়া কিমাকপ্পা ভবিস্সরে,
অনাগতম্হি কালম্হি তং মে অক্খাহি পুচ্ছিতো'তি।'

ভবিষ্যতে এই শাসনে ভিক্ষুরা হীনোত্তম ভাবের কোন্‌টি গ্রহণ করিবে? বিশুদ্ধাবিশুদ্ধ বিষয়ে তাঁহাদের অভিপ্রায় কোন্‌টি হইবে? চরিত্র-বারিত্র

শীলের মধ্যে কি প্রকার আচরণ হইবে? আমি আপনাকে সেইগুলি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আমাকে বলুন।

'সুণোহি বচনং মযহং ইসি পণ্ডর সক্কয়,
সক্কচ্চং উপধারেহি আচিক্খিস্সাম্যনাগত'ন্তি।'

হে পণ্ডর গোত্রীয় ঋষি, আমার বচন শ্রবণ কর, মনোযোগের সহিত উপধারণ কর, আমি অনাগত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আচার সম্বন্ধে বলিতেছি।

কোধনা উপনাহী চ মক্খি থম্ভী * সঠা বহূ,
ইস্সুকী নানাবাদা চ ভবিস্সন্তি অনাগতে।
অঞ্ঞাতমানিনো ধম্মে গম্ভীরে তীরগোচরা,
লহুকা অগরু ধম্মে অঞ্ঞমঞ্ঞমগারবা।

বহূ আদীনবা লোকে উপ্পজ্জিস্সন্তিনাগতে,
সুদেসিতং ইমং ধম্মং কিলেসিস্সন্তি দুম্মতি।
গুণহীনাপি সঙ্ঘম্হি বোহরন্তা বিসারদা,
বলবন্তো ভবিস্সন্তি মুখরা অস্সুতাবিনো।

গুণবন্তোপি সঙ্ঘম্হি বোহরন্তা যথাত্থতো,
দুব্বলা তে ভবিস্সন্তি হিরীমতা অনত্থিকা।
রজতং জাতরূপঞ্চ খেত্তং বত্থুমজেলকং,
দাসীদাসঞ্চ দুম্মেধা সাদিয়িস্সন্তিনাগতে।
উজ্ঝানসঞ্ঞিনো বালা সীলেসু অসমাহিতা,
উন্নলা বিচরিস্সন্তি কলহাভিরতা মগা।

* ব—সতা।

উদ্ধতা চ ভবিস্সন্তি নীল-চীবরপারুতা.
কুহা থদ্ধা লপা সিঙ্গী চরিস্সন্ত্যরিয়া বিয়।

তেলসণ্ঠেহি কেসেহি চপলা †অঞ্জিতক্খিকা,
রথিয়ায় গমিস্সন্তি দন্তবণ্ণিক পারুতা।

অজেগুচ্ছং বিমুত্তেহি সুরত্তং অরহদ্ধজং,
জিগুচ্ছিস্সন্তি কাসাবং ওদাতে সুসমুচ্ছিতা।

লাভকামা ভবিস্সন্তি কুসীতা হীনবীরিয়া,
কিচ্ছন্তা বনপত্থানি গামন্তেসু বসিস্সরে,

য়ে য়ে লাভং লভিস্সন্তি মিচ্ছাজীবরতা সদা,
তে তে চ অনুসিক্খন্তা ভমিস্সন্তি অসংয়তা।

য়ে য়ে অলাভিনো লাভং ন তে ‡ পুজ্জা ভবিস্সরে,
সুপেসলেপি তে ধীরে সেবিস্সন্তি ন তে সদা।

মিলক্খুরজনং রত্তং গরহন্তা সকং ধজং,
তিত্থিয়ানং ধজং কেচি ধারেস্সন্ত্যবদাতকং।

অগারবো চ কাসাবে তদা তেসং ভবিস্সতি,
পটিসঙ্খা চ কাসাবে ভিক্খূনং ন ভবিস্সতি।

অভিভূতস্স দুক্খেন সল্লবিদ্ধস্স রুপ্পতো,
পটিসঙ্খা মহাঘোরা নাগস্সাসি অচিন্তিয়া।

ছদ্দন্তো হি তদা দিস্বা সুরত্তং অরহদ্ধজং,
তাবদেব ভণি গাথা গজো অত্থোপসংহিতা।

† ব—অঞ্জনকখিকা, ‡ ব—পুচ্ছা।

অনিক্কসাবো কাসাবং য়ো বত্থং † পরিদহিস্সতি,
অপেতো দমসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি।

য়ো চ বন্তকসাবস্স সীলেসু সুসমাহিতো,
উপেতো দমসচ্চেন স বে কাসাবমরহতি।

বিপন্নসীলো দুম্মেধো পাকটো কামকারিয়ো,
বিব্ভন্তচিত্তো নিস্সুক্কো ন সো কাসাবমরহতি।

য়ো চ সীলেন সম্পন্নো বীতরাগো সমাহিতো,
ওদাতমনসঙ্কপ্পো স বে কাসাবমরহতি।

উদ্ধতো উন্নলো বালো সীলং য়স্স ন বিজ্জতি,
ওদাতকং অরহতি কাসাবং কিং করিস্সতি।

ভিক্খূ চ ভিক্খুনীয়ো চ দুট্‌ঠচিত্তা অনাদরা,
তাদীনং মেত্তচিত্তানং নিগ্গণ্হিস্সন্তিনাগতে।

সিক্খাপেন্তোপি থেরেহি বালা চীবরধারণং,
ন সুণিস্সন্তি দুম্মেধা পাকটা কামকারিয়া।

তে ‡ তথা সিক্খিতা বালা অঞ্ঞমঞ্ঞং অগারবা,
নাদিয়িস্সন্তুপজ্ঝায়ে খলুঙ্কো বিয় সারথিং।

এবং অনাগতমদ্ধানং পটিপত্তি ভবিস্সতি,
ভিক্খূনং ভিক্খুনীনঞ্চ পত্তে কালম্হি পচ্ছিমে,

পুরা অগচ্ছতে এতং অনাগতং মহব্ভয়ং,
সুব্বচা হোথ সখিলা অঞ্ঞমঞ্ঞং সগারবা।

† ক—পরিধস্সতি, ‡ ক—তা।

মেত্তচিত্তা কারুণিকা হোথ সীলেসু সংবুতা,
আরদ্ধবিরিয়া পহিতত্তা নিচ্চং দল্‌হপরক্কমা।
পমাদং ভয়তো দিস্বা অপ্পমাদঞ্চ খেমতো,
ভাবেথ'ট্‌ঠঙ্গিকং মগ্গং ফুসন্তি অমতং পদন্তি।"
ফুস্স থেরো।

ভবিষ্যতে বহু ভিক্ষু ক্রোধী, চিরক্রোধী, গুণধ্বংশী, অভিমানী, শঠ, ঈর্ষুকী, পরস্পর বিরুদ্ধবাদী হইবে। গম্ভীর সদ্ধর্ম্ম অজ্ঞাত ভিক্ষুরা পারদর্শী বলিয়া অভিমান করিবে এবং তাহারা চপল, সদ্ধর্ম্মের প্রতি ও পরস্পরের প্রতি গৌরবহীন হইবে। এ জগতে অনাগতে বক্ষ্যমান বহু দোষ উৎপন্ন হইবে, দুর্ম্মতিগণ বুদ্ধ-দেশিত কল্যাণধর্ম্মকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিবে। শাস্ত্র জ্ঞান শূন্য, মুখর, গুণহীন, কুমিত্র পক্ষাবলম্বনে বলীয়ান ভিক্ষুগণ সঙ্ঘ মধ্যে নির্ভীক চিত্তে যাহা তাহা বলিবে। লজ্জাশীল, হিতকামী গুণবান ভিক্ষুগণ সঙ্ঘমধ্যে ধর্ম্মতঃ যথার্থ কথা বলিয়া দুর্ব্বল হইবে। দুর্ম্মেধগণ ভবিষ্যতে সোণা, রূপা, ক্ষেত্রভূমি, ছাগ, মেষ, দাস-দাসী প্রভৃতি আরও অন্যান্য বস্তু গ্রহণ করিবে। সজ্জনের দোষারোপকারী, চারি পরিশুদ্ধশীলে অসংযত, অভিমানী মৃগতুল্য কলহপরায়ণ মূর্খগণ অহঙ্কারের ধ্বজা উড়াইয়া বিচরণ করিবে। ভিক্ষুর অযোগ্য নীলবর্ণ চীবর ধারণ করিয়া উদ্ধত স্বভাবে বিচরণ করিবে, তাহারা কুহকগুণে অপরের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া, ক্রোধ-মানবলে হৃদয় শক্ত করিয়া, লাভের প্রত্যাশায় দায়কবর্গের সহিত মিষ্টালাপ করিয়া শৃঙ্গতুল্য স্বীয় তৃষ্ণা বিকাশ করিয়া আর্য্যপুদ্গলের ন্যায় বিচরণ করিবে। দন্তবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ চীবর ধারণ পূর্ব্বক কেশে জল-তৈল ও নেত্রে অঞ্জন মাখিয়া চাঞ্চল্যভাব প্রদর্শনে সদর রাস্তাদিয়া ভ্রমণ করিবে। তাহারা শ্বেতবর্ণ চীবরে অতিশয় আসক্ত হইয়া আর্য্যগণের অঘৃণিত সুরক্ত অর্হৎ ধ্বজাকে (চীবরকে) ঘৃণা করিবে। তাহারা লাভ তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া, পিণ্ডাচরণে আলস্য উৎপাদন করিয়া, শ্রমণ-ধর্ম্ম পালনে হীনবীর্য্য পরায়ণ হইবে, নির্জ্জনে-

বনে-জঙ্গলে বাস কষ্টকর মনে করিয়া গ্রামের বিহারে বিহারে বাস করিবে। অধর্ম্মতঃ উপায়ে জীবন যাপনকারী যেই যেই ভিক্ষুরা সর্ব্বদা লাভবান হইবে, সেই সেই ভিক্ষুদের অনুকরণ করিয়া অসংযত ভিক্ষুগণ ভ্রমণ করিবে। যেই যেই ভিক্ষুরা অসদুপায়ে জীবন যাপন না করিয়া অলাভী হইবে, তাহারা পূজনীয় হইবে না, তাহাদিগকে প্রশংসা করিবে না, ভবিষ্যতে কেহ সেই প্রিয়শীল বা শীলবান পণ্ডিত ভিক্ষুদের সেবা করিবে না। কেহ কেহ স্বকীয় চীবর নিন্দা করিয়া কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত অথবা তৈর্থিকদের শ্বেতবর্ণ বস্ত্র ধারণ করিবে। ভবিষ্যতে তাহাদের চীবরের প্রতি গৌরব থাকিবে না, এমন কি প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা করিয়া চীবর ধারণও ভিক্ষুদের থাকিবে না। 'একদা ছদ্দন্ত নাগরাজের চিন্তা হইয়াছিল, ভবিষ্যতে ভিক্ষুরা প্রত্যবেক্ষণ ভাবনাযোগে চীবর ধারণকে এইরূপ মনে করিবে'—যেমন কেহ শল্যবিদ্ধ দুঃখে অভিভূত হইয়া শারীরিক ক্লেশ ভোগ করে, তেমন কায়-জীবনের প্রতি নিরপেক্ষভাব প্রসূত এই ঘোরতর প্রত্যবেক্ষণ ভবনা সাধারণের অচিন্তনীয়। 'তখন নাগরাজ সোণুত্তর ব্যাধের বিষদিগ্ধ শরে বিদ্ধ হইয়া' তাহার শরীরে অর্হতের চীবর দেখিয়া সংবেগভরে হিতাহিত কারণযুক্ত গাথা ভাষণ করিল। যে কামরাগাদি দোষযুক্ত হইয়া চীবরাদি পরিভোগ করে, সে ইন্দ্রিয় দমন ও সত্যভাষণ পরিত্যাগ করিয়াছে, এতাদৃশ ভিক্ষুর চীবর পরিভোগ ধর্ম্মানুকূল নহে। যে চারি মার্গদ্বারা কামরাগাদি দোষ পরিত্যাগ করিতে পারে, চারি পরিশুদ্ধ শীলে সুস্থিত, ইন্দ্রিয় দমনে ও সত্যভাষণে রত এতাদৃশ ভিক্ষুই চীবরাদি পরিভোগের উপযুক্ত। শীলভ্রষ্ট, দুঃশীল বলিয়া প্রকাশিত, যথেচ্ছাচারী, বিক্ষিপ্ত চিত্ত, লজ্জা-ভয় বর্জ্জিত দুর্ম্মেধ ভিক্ষু চীবর ধারণের উপযুক্ত নহে। যে শীলবান, বীতরাগী, সংযতেন্দ্রিয়, অনাবিল সঙ্কল্প সে-ই চীবর ধারণের উপযুক্ত। যে উদ্ধত, অভিমানী, মূর্খ, যাহার শীল বিদ্যমান নাই, তাহার সাদা বস্ত্র পরিধান করা উচিত, তাহার চীবর ধারণ কি প্রয়োজনে আসিবে? কামতৃষ্ণাদিদ্বারা দূষিত চিত্ত, শাস্তার ধর্ম্মে অগৌরবশীল ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা মৈত্রীচিত্তপরায়ণ শীলবান ভিক্ষুদিগকে নিগ্রহ করিবে ও উদ্বিগ্ন করিয়া

তুলিবে। শীলবান স্থবির ভিক্ষুগণ চীবর ধারণ প্রভৃতি সংযম শিক্ষা দিলেও সেই যথেচ্ছাচারী, দুঃশীল বলিয়া প্রকাশিত, দুর্ম্মেধ মূর্খগণ উপদেশ গ্রহণ করিবে না। পরস্পরের প্রতি অগৌরবশীল মূর্খগণ আচার্য্য-উপাধ্যায় দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও দুষ্ট অশ্ব যেমন সারথীর বাক্য গ্রহণ করে না, তাহারাও গ্রহণ করিবে না। 'বিমুক্তি-সমাধি-শীল-শ্রুত-দান এই পঞ্চযুগের মধ্যে যখন শ্রুতযুগ প্রবর্ত্তিত হইবে, তখন শাসনের শেষাবস্থা।' অন্তিম কাল প্রাপ্ত হইলে এই প্রকার ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদিগের আচরণ ভবিষ্যতে হইবে। বুদ্ধ-শাসন ধ্বংশকর এই অনাগত মহাভয় যাবৎ না আসে, তাবৎ তোমরা গুরুবাক্য প্রাণপণে পালন কর, হৃদয়কে সরল কর, পরস্পরের প্রতি গৌরবশীল হও, মৈত্রীচিত্ত হও, করুণা প্রদর্শন কর, শীলে সংযত হও; নিত্য আরব্ধ-বীর্য্যবান, নির্ব্বাণপ্রবণ চিত্ত ও দৃঢ় পরাক্রমশালী হও। প্রমাদকে উপদ্রব-রূপে দেখিয়া ও অপ্রমাদকে নিরুপদ্রবরূপে দেখিয়া অষ্টাঙ্গিকমার্গকে ভাবনা কর। যাহারা এতাদৃশ কার্য্য সম্পাদন করে, তাহারা অমৃতপদ বা নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে বা নির্ব্বাণকে স্পর্শ করিয়া থাকে।

সারীপুত্র স্থবির। ২৫৯

লক্ষাধিক অসংখ্যকল্প পূর্ব্বে সারীপুত্র ব্রাহ্মণ মহাসারকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—সরদ। মোদগল্লায়নও তখন জনৈক কুটুম্বিক গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—সিরিবড্‌ঢ। সরদ যাবতীয় সম্পত্তি দান করিয়া হিমালয়ের লম্বক নামক পর্ব্বতে চলিয়া যান। তথায় তাপস-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহার ৭৪ হাজার শিষ্য ছিল। তখন অনোমদর্শী বুদ্ধ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশে সরদ তাপস প্রথম অগ্রশ্রাবকপদ প্রার্থনা করেন ও তাঁহার ৭৪ হাজার শিষ্য অর্হৎফল লাভ করেন। পরে সিরিবড্‌ঢ ও বুদ্ধের নিকটে দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবকপদ

প্রার্থনা করেন। তৎপর সন্নদ রাজগৃহের অনতিদূরে উপতিষ্য গ্রামে ও সিরিবড্‌ঢ কোলিত গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়া সঞ্জয় পরিব্রাজকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার নিকট নির্ব্বাণের কোন তথ্য না পাইয়া সারীপুত্র অশ্বজি স্থবিরের ধর্ম্মোপদেশে স্রোতাপন্ন হন ও মোদ্গ-লায়ন সারীপুত্রের নিকট নির্ব্বাণ-গাথা শুনিয়া স্রোতাপন্ন হন।

একদা তাঁহারা আড়াই শত শিষ্য সহিত রাজগৃহের বেণুবনে বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হন। তখন বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশে সকলে ঋদ্ধিময় পাত্র চীবর লাভ করিয়া প্রব্রজিত হইলেন এবং আড়াই শত ভিক্ষু অর্হৎফল লাভ করিলেন। মোদ্গলায়ন সপ্তাহ পরে মগধরাজ্যের কল্লবাল গ্রামে শ্রাবক-পারমী জ্ঞান প্রাপ্ত হন। রাজগৃহের শূকরখতলেনে দীঘনখ পরিব্রাজককে ভগবান যখন 'বেদনা পরিগ্রহ সূত্র' দেশনা করেন, তখন সারীপুত্র সেই ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া প্রব্রজ্যার পনর দিন পরে শ্রাবকপারমী জ্ঞান লাভ করেন।

ভগবান জেতবন মহাবিহারে অবস্থান করিবার সময়ে আর্য্যসঙ্ঘের মধ্যে সারীপুত্র স্থবিরকে মহাপ্রজ্ঞাবানের শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান পূর্ব্বক ধর্ম্মসেনাপতি নামে অভিহিত করেন।

"তাঁহার জীবন চরিতের বিস্তৃত বিবরণ বৌদ্ধমিশন হইতে প্রকাশিত 'সারীপুত্র চরিত' গ্রন্থে দেখ। এখানে তাঁহার নির্ব্বাণ মাত্র সংযোজিত হইল।"

সারীপুত্রের নির্ব্বাণ যাত্রা

"ভগবান তখন 'উক্কাচেল' হইতে বৈশালীর পথে 'বেলুব' গ্রামে উপস্থিত। এমন সময় দয়াল হৃদয় মারজিন ভক্ত দায়কবৃন্দের বিনয়নম্র প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া 'বেলুব' গ্রামেই বর্ষা যাপন করিলেন। বর্ষান্তে আর এক মুহূর্ত্তও অন্যত্র বাসে তাঁহার যেন আজ অনিচ্ছা হইল। চিরবিদায় দানের অভিনন্দনের সারা যেন তাঁহার মনে বাজিয়া উঠিল। তাই তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া জেতবনে উপস্থিত হইলেন।

ভগবান তখন সুগন্ধ গন্ধকুটীরে। এমন সময় সারীপুত্র ব্রত করিতে আসিলেন। এ ব্রত জীবনের শেষ ব্রত। তাই মনোমত সেবা করিয়া দিবা বিশ্রামার্থ স্বীয় কক্ষে গমন করিলেন। প্রথমে কক্ষটি সম্মার্জ্জন করিয়া চর্ম্মখণ্ডখানি ভূমিতে পাতিলেন এবং পদ প্রক্ষালন করিয়া ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সে দিনকার ধ্যান প্রভাবে অতীত অনাগত বহুবিষয় তাহার পরিদৃষ্ট হইল। তখন হঠাৎ তাঁহার বিতর্ক জাগ্রত হইল—প্রথমে বুদ্ধগণ পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন? না অগ্রশ্রাবকদ্বয়? যোগনেত্রে দেখিলেন—বুদ্ধের পূর্ব্বে অগ্রশ্রাবকদ্বয়ই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। তৎপর তাঁহার পরমায়ু সম্বন্ধে লক্ষ্য করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মাত্র সাতদিনই তিনি এই মর জগতে থাকিবেন।

সে সময় নির্ব্বাণ স্থানের দিকে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। তিনি দিব্যনেত্রে দেখিলেন—তাঁহার প্রাণপ্রতিম শিষ্য রাহুল তাবতিংস স্বর্গে ও অঞ্ঞাকোণ্ডঞ্ঞ ছদ্দন্তহ্রদে নির্ব্বাপিত হইয়াছে, এখন আমার নির্ব্বাণ স্থান কোথায় হইবে? এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মাতার কথা মনে পড়িল। অহো, আমরা ভ্রাতা-ভগ্নী সাতজন অর্হৎ। অথচ আমার মাতা সাত অর্হতের মাতা হইয়া ত্রিরত্নে অপ্রসন্না। মাতার কি তেমন পূর্ব্বকৃত পুণ্য নাই, যাহাতে মুক্তিপদ লাভে সমর্থা হন? যিনি সপ্তরত্নগর্ভা, নিশ্চয় তাঁহার অতীত কুশল সঞ্চিত আছে। তিনি দিব্যনেত্রে দেখিলেন—তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ ব্যতীত বৃদ্ধা মাতার মুক্তিপদ প্রদর্শক আর কেহই নাই। যদি আমি মাতার মুক্তিদানে প্রমাদিত হই, তাহা হইলে বহুলোক আমার দোষারোপ করিবে যে—'যখন স্থবির 'সমচিত্তসুত্ত' দেশনা করিয়াছিলেন, তখন লক্ষকোটি দেবতা অর্হৎফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কত যে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, মুক্তিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা গণনা করা যায় না। এই প্রকার আরও বহু উপদেশ দিয়া দেব-মানবের মহাকল্যাণ সাধন করিয়াছেন, বিশেষতঃ তাঁহার সদাচারে প্রসন্ন হইয়া ৮০ সহস্র কুলের নর-নারী দেবত্ব লাভ করিয়াছেন; অথচ তাঁহার মাতার ভ্রান্ত ধারণা (মিচ্ছা-দিট্‌ঠি) টুকু দূর করিতে পারিলেন না।'

এইভাবে তাঁহার বহু চিন্তার উদ্রেক হইল। স্থির করিলেন—'মাতার ভ্রান্ত ধারণা মোচন করিয়া ভূমিষ্ঠ ঘরেই পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।' আর গৌণ না করিয়া অনতিবিলম্বেই বুদ্ধের সদনে বিদায় গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। সঙ্কল্প করিলেন, অদ্যই বুদ্ধের অনুমতি লইয়া নির্ব্বাণ পথের যাত্রী হইব।

তিনি চুন্দ ভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—যাও চুন্দ, আমার পঞ্চশত শিষ্য ভিক্ষুদিগকে বল, ধর্ম্মসেনাপতি নালক গ্রামে যাত্রা করিবেন, তোমরা পাত্র-চীবর গ্রহণ কর। চুন্দ তাঁহার আদেশে ত্বরায় পঞ্চশত ভিক্ষুকে স্থবিরের নিকটে আনয়ন করিলেন।

স্থবির তাঁহার বিছানাখানি সামলাইয়া রাখিলেন, বিশ্রাম কক্ষখানি সম্মার্জ্জন করিলেন, একবার কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া চিরদিনের মত কক্ষখানি দেখিয়া লইলেন, এই তাহার অন্তিম দর্শন, পুনরায় এই কক্ষে আর পদার্পণ করিবেন না।

তৎপর পঞ্চশত শিষ্য সমভিব্যাহারে বুদ্ধ-সকাশে আসিয়া নিবেদন করিলেন যে—

"জিণ্ণোদানি ভবিস্সামি লোকনাথ মহামুনি,
গমনাগমনং নত্থি পচ্ছিমা বন্দনা অয়ং।

জীবিতং অপ্পকং মযহং ইতো সত্তাহমচ্চয়ে,
নিক্খিপেয্যামহং দেহং ভারমোচাপনং য়থা।

অনুজানাতু মে ভন্তে ভগবা অনুজানাতু সুগতো,
পরিনিব্বাণকালো মে ওস্সট্ঠো আয়ুসঙ্খারো।

জীর্ণ এবে লোকনাথ ওহে মহামুনি,
যাতায়াত শেষ মোর, নমি যোরপাণি।
আয়ু মোর অল্প মাত্র সপ্তদিন পরে,
ভারবৎ নিক্ষেপিব দেহ রবে পড়ে।

অনুজ্ঞা প্রদান কর হে বুদ্ধ সুগত,
নির্ব্বাণ আসন্ন মম আয়ু হল গত।

ভগবান জ্যেষ্ঠপুত্রের নির্ব্বাণ প্রার্থনায় সুস্থির রহিলেন। ভাবিলেন—যদি আমি সারীপুত্রকে 'নির্ব্বাণ লাভ কর বলি, তাহা হইলে মরণের গুণ বর্ণনা করা হইল, যদি 'নির্ব্বাণ লাভ না কর বলি সংসারাবর্ত্তের প্রশংসা করা হইল, তাই দুইটির কোনটি না বলিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—সারীপুত্র, তুমি কোথায় নির্ব্বাণলাভ করিবে ? ভন্তে, মগধরাজ্যের নালক গ্রামে ভূমিষ্ঠ গৃহে। সারীপুত্র, তোমার যথা ইচ্ছা সম্পাদন করিতে পার, কিন্তু এই হইতে তোমার কনিষ্ঠভ্রাতাগণের তোমার ন্যায় ভিক্ষুর দর্শন দুর্লভ হইবে। তোমার এই অন্তিম সময়ে তাহাদিগকে একবার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর।

স্থবির ভাবিলেন— 'নিশ্চয়ই ভগবান আমার স-ঋদ্ধি ধর্ম্মোপদেশ আকাঙ্ক্ষা করেন।' তখনি তিনি বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া তালবৃক্ষ প্রমাণ আকাশে উত্থিত হইলেন। পুনরায় অবতরণ করিয়া সুগতচরণ বন্দনা করিলেন। এই প্রকারে সপ্ত তালবৃক্ষ প্রমাণ অন্তরীক্ষে উঠিয়া বিবিধ ঋদ্ধি প্রদর্শন করিলেন এবং ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। নগরের যাবতীয় লোক তথায় উপস্থিত হইয়াছিল।

স্থবির নামিয়া আসিলেন। বুদ্ধের চরণে মস্তক রাখিয়া শেষ বিদায়ের মত আবার বন্দনা করিলেন এবং সবিনয়ে বলিলেন— 'ভন্তে, আমার শেষ যাত্রার সময় হইয়াছে। সারীপুত্র গাত্রোত্থান করিলে, ভগবান ধর্ম্মাসন হইতে উঠিয়া গন্ধকুটি অভিমুখে গমন পূর্ব্বক মণিপালঙ্কে দাঁড়াইলেন। তখন স্থবির তিনবার ভগবানকে প্রদক্ষিণ করিয়া চারিস্থানে বন্দনা করিলেন এবং নিবেদন করিলেন যে—ভগবন্, এই হইতে লক্ষ কল্পাধিক অসংখ্য বর্ষ পূর্ব্বে অনোমদর্শী বুদ্ধের চরণমূলে শায়িত হইয়া ভবদীয় যেই দর্শন প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আমার সেই প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। সে সময়ে আমি আপনাকে

প্রথমে দেখিয়াছিলাম। এইবার আমার শেষ দর্শন, আর আপনার দর্শন আমার ঘটিবেনা। এই বলিয়া দশনখযুক্ত করে শিরে অঞ্জলি স্থাপন পূর্ব্বক যতদূর বুদ্ধকে দেখা যায় ততদূর পশ্চাৎ অপসরণ করিয়া 'এই আমার শেষ জন্ম, অন্যত্র গমনাগমনের কারণ নিরুদ্ধ হইল' বলিয়া আবার বিদায়াভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এমন সময় মহাভূমি কম্পন হইল, এই জ্যেষ্ঠ পুত্রের শেষ বুদ্ধ দর্শন। ভগবান তখন ভিক্ষুদিগকে বলিলেন— ভিক্ষুগণ, ! তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগমন কর, ভিক্ষুগণ জেতবনের দরজা পর্য্যন্ত অনুগমন করিলে, স্থবির বলিবেন— "বন্ধুগণ, তোমরা প্রত্যাবর্ত্তন কর, অপ্রমাদের সহিত বাস কর" ভিক্ষুরা প্রত্যাবৃত্ত হইলে তিনি সপরিষদ নালক গ্রামাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

গৃহিগণ কাঁদিতে লাগিল। অহো, আমাদের আর্য্য পূর্ব্বে কোন দিকে গেলেও প্রত্যাগমন করিতেন, আজ তাঁহার অন্তিম গমন, আর তিনি ফিরিবেন না। স্থবিরের নিষেধ সত্বেও তাহারা শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তন করিল। স্থবির আবার বলিলেন, বন্ধুগণ অপ্রমত্ত হউন, জন্মিলেই মরিতে হইবে। এই প্রকারে গৃহীদিগকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

অতঃপর স্থবির পথিমধ্যে সাতদিন যাবৎ জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করিয়া সন্ধ্যার সময় নালক গ্রামে উপস্থিত হওত এক বটবৃক্ষমূলে কিছুক্ষণ অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় স্থবিরের ভাগিনেয় উপরেবত বহির্গ্রামে যাইতেছিলেন। তিনি স্থবিরকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক বন্দনান্তে একস্থানে দাঁড়াইলেন। স্থবির তাহাকে বলিলেন— তোমার মাতামহী বাড়ীতে আছে কি? আছে ভন্তে। তবে তাহার নিকটে আমাদের আগমন বার্ত্তা জানাও। কেন আসিয়াছেন যদি জিজ্ঞাসা করে, বলিও— অদ্য দিবস গ্রাম মধ্যে বাস করিবেন, স্থবিরের ভূমিষ্ঠ গৃহটি পরিষ্কার করিতে বলিয়াছেন,

আর পঞ্চশত ভিক্ষুর জন্যও বাসগৃহ নির্বাচন করিতে আদেশ দিয়াছেন।

উপরেবত গমন করিয়া বলিল—আর্য্যে, আমার মাতুল আসিয়াছেন, এক্ষণে কোথায় ? গ্রামদ্বারে। একাকী আসিয়াছেন, না আরও কেহ সঙ্গে আছে ? পঞ্চশত ভিক্ষু সঙ্গে আছেন। কি কারণে আসিয়াছেন ? সে স্থবিরের কথিত নিয়মে সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিল। ব্রাহ্মণী বলিল— কেন এখন এতগুলি ভিক্ষুর বাসস্থান পরিষ্কার করাইতেছে ? বৃদ্ধা ভাবিল, বোধ হয় বাল্যকালে প্রব্রজিত হইয়া বৃদ্ধকালে গৃহী হইবার ইচ্ছায় আসিয়াছেন।

তৎপর স্থবিরের কথিত নিয়মে ভূমিষ্ঠগৃহ পরিষ্কার করাইয়া পঞ্চশত ভিক্ষুর বাসস্থান প্রস্তুত করাইলেন এবং দণ্ডপ্রদীপ জ্বালাইয়া স্থবিরকে আসিতে সংবাদ দিলেন। স্থবির সশিষ্যে প্রাসাদে আরোহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ গৃহে উপবেশন করিলেন। তারপর ভিক্ষুদিগকে স্বীয় স্বীয় বাসস্থানে অবস্থান করিতে আদেশ দিলেন। তাহারা যথাস্থানে যাওয়ামাত্রেই স্থবিরের কঠিন রোগ উৎপন্ন হইল। তিনি রক্তাতিসারে মৃত্যুসম দুঃখ ভোগিতে লাগিলেন। এতই পায়খানা হইতে লাগিল ভাজন একটার পর একটা রাখিতে হইল। ব্রাহ্মণী পুত্রের দুঃখ দর্শনে ছট্‌ফট করিতে লাগিলেন। আর কক্ষে প্রবেশ না করিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইত্যবসরে ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়ক, বিরূপাক্ষ ও কুবের এই চারি লোকপাল দেবরাজ সারীপুত্রের খোঁজ নিতেছিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন— তিনি নালক গ্রামে ভূমিষ্ঠগৃহে পরিনির্ব্বাণমঞ্চে অন্তিম শয্যায় শায়িত আছেন। সে সময় তাঁহারা অন্তিম দর্শনার্থে আগমন পূর্ব্বক বন্দনান্তে এক-স্থানে দাঁড়াইলেন। স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন— আপনারা কে ? ভন্তে, আমরা মহারাজগণ। কি কারণে আসিয়াছেন ? আপনার রোগের সেবার্থ। আমার সেবক আছে, আপনারা ফিরিয়া যাউন। তাঁহারা চলিয়া গেলে দেবেন্দ্র আসিলেন। দেবেন্দ্রের গমনের পর সুযাম প্রভৃতি স্বর্গীয় দেব-রাজগণ ও যথাক্রমে মহাব্রহ্মা আগমন করিলেন। স্থবির তাঁহাদিগকেও বিদায় দিলেন।

ব্রাহ্মণী দেবগণের আগমন ও গমন দেখিয়া ভাবিল, ইহারা কে? তাহারা কেন আমার পুত্রকে প্রণাম করিয়া করিয়া চলিয়া যাইতেছে? তখন তিনি স্থবিরের প্রকোষ্ঠদ্বারে আসিয়া চুন্দকে তাঁহার রোগবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। চুন্দ রোগ বিবরণ বলিয়া স্থবিরকে বলিলেন, ভন্তে, উপাসিকা আসিয়াছেন। কেন অসময়ে আসিয়াছেন? তখন উপাসিকা বলিল, বাছা, তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। রাত্রির প্রথমভাগে তোমার নিকটে কাহারা আসিয়াছিল? চারি লোকপাল দেবরাজ উপাসিকে। বাছা, তুমি তাহাদের চেয়েও মহৎ কি? উপাসিকে, তাহারা-ত আমাদের চিরদাসের ন্যায়। যখন আমাদের শাস্তা মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, তখন হইতে তাঁহারা অসিহস্তে চৌকী দিয়া আসিতেছেন। বাছা, তারপর কে আসিয়াছিল? তাবতিংস স্বর্গাধীশ্বর দেবেন্দ্র। তুমি দেবরাজের চেয়েও মহৎ কি? উপাসিকে, ইন্দ্র-ত আমাদের বোঝা বহনকারী শ্রামণদের ন্যায়। যখন আমাদের শাস্তা তাবতিংস স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন, তখন ইন্দ্র ভগবানের পাত্র-চীবর লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহার গমনের পর মহাজ্যোতিঃষ্মান একজন কে আসিয়াছিল? উপাসিকে, তোমাদের ভগবান শাস্তা সেই মহাব্রহ্মা। বাছা, তুমি আমার ভগবান মহাব্রহ্মার চেয়েও মহৎ কি? হাঁ উপাসিকে, আপনি এমন কেন বলিতেছেন? যখন আমাদের শাস্তা ভূমিষ্ঠ হন, সেইদিন চারি মহাব্রহ্মা মহাপুরুষকে সুবর্ণজালে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণী ভাবিলেন—আমার পুত্রের প্রভাব যদি এত মহৎ হয়, যিনি আমার পুত্রের ভগবান, তাঁহার প্রভাব কত শতগুণে শ্রীবৃদ্ধি হইবে। এই চিন্তা করিতে করিতে সহসা তাহার পঞ্চবর্ণ প্রীতি উৎপন্ন হইয়া সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত হইল। স্থবির অবগত হইলেন যে, বুদ্ধের প্রতি আমার মাতার প্রীতি সৌমনস্য জাত হইয়াছে, এখনই ধর্ম্মোপদেশ দিবার সুসময় উপস্থিত। উপাসিকে, কি চিন্তা করিতেছ? ভন্তে, যদি আপনার এত গুণ থাকে, কি জানি ভগবান বুদ্ধের কত গুণই বা আছে; তাহাই ভাবিতেছি।

মহাউপাসিকে, আমাদের শাস্তার জন্মক্ষণে, মহানিষ্ক্রমণে, সম্বোধিকালে,

ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সময়ে দশসহস্র লোকধাতু কম্পিত হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় শীলবান, সমাধিনিষ্ঠ, প্রজ্ঞাবান, বিমুক্তিশীল, বিমুক্তিজ্ঞান দর্শন সম্পন্ন আর কেহই নাই। তৎপর স্থবির মাতাকে বুদ্ধের নবগুণসংযুক্ত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণী প্রিয় পুত্রের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে স্রোতাপন্ন ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং প্রিয় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—পুত্র, এরূপ করিলে কেন? এমন ধর্ম্মামৃত আমাকে আরও পূর্ব্বে দিলে না কেন? স্থবির বলিলেন— আজ রূপসারী ব্রাহ্মণীকে (আমাকে) পোষণের মূল্য প্রদান করিলাম। যাও উপাসিকে, এতেই তোমার যথেষ্ট হইয়াছে।

উপাসিকার গমনের পর স্থবির চুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন— চুন্দ, সময় কত হইয়াছে? ভন্তে, এখন ভোর বেলা। তাহা হইলে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সমবেত কর। ভন্তে, সঙ্ঘ একত্রিত হইয়াছেন। তবে আমাকে একটু তুলিয়া ধর। চুন্দ, তাঁহাকে শয্যার উপরে বসাইলেন।

স্থবির তখন ভিক্ষুদিগকে সাদরাহ্বান করিলেন—বন্ধুগণ, ৪৪ বৎসর যাবৎ আপনাদের সঙ্গে বাস করিয়াছি। যদি কদাচিৎ আমার কায়-বাক্যজনিত দোষ হইয়া থাকে, আমাকে ক্ষমা করুন। ভিক্ষুগণ বলিলেন, ভন্তে, আপনি এমন কথা বলিবেন না, আপনি এতকাল আমাদের ছায়ার ন্যায় বিচরণ করিয়াছেন, কোনদিন আপনার সামান্য ব্যবহারও আমাদের অরুচী হয় নাই, আপনি আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।

সেই দিন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। বালারুণ রশ্মিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই মহা-পৃথিবীকে উন্মাদিত করিয়া ধর্ম্মসেনাপতি অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ ধাতুতে বিলীন হইয়া গেলেন। তৎমুহূর্ত্তেই তদীয় ভক্ত দেব-মনুষ্যগণ সম্মিলিত হইয়া মহাপূজার আয়োজন করিলেন। মহাসমারোহে তাঁহার দাহকার্য্য সম্পাদন করিলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান চুন্দ স্থবিরের পাত্র-চীবর ও পুটলিবদ্ধ ধাতু লইয়া জেতবনে আগমন করিলেন এবং আনন্দ স্থবিরকে সঙ্গে করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান জ্যেষ্ঠপুত্রের ধাতুগুলি হাতে লইয়া পঞ্চশত গাথায় স্থবিরের গুণাবলী কীর্ত্তন করিলেন।

শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারেই একটি চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার পবিত্র ধাতুগুলি নিধান করাইলেন। তৎপর ভগবান রাজগৃহে গমনার্থ আনন্দ স্থবিরকে ইঙ্গিত করিলেন, স্থবির ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রস্তুত হইবার জন্য আদেশ দিলেন। শাস্তা মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে রাজগৃহে পদার্পণ করিলেন।

ভগবান সশিষ্য রাজগৃহে উপস্থিত. সারীপুত্রের নির্ব্বাণের ঠিক চৌদ্দ দিন পরে কালশৈল পর্ব্বতে দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক মহামোদগল্লায়নও পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন। শাস্তা তাঁহার ধাতু লইয়া বেণুবন বিহারের পূর্ব্বদ্বারে নিধান করাইলেন।

"দুই অগ্রশ্রাবকের জন্ম রাজগৃহে, নির্ব্বাণও রাজগৃহে। ভগবান পুত্রদ্বয়ের সৎকারকার্য্য সম্পাদন করিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং অনুক্রমে 'উক্কবেল' গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় সুপ্রশস্ত গঙ্গাতীরে মহাভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক সারীপুত্র ও মোদগল্লায়নের পরিনির্ব্বাণ প্রতিসংযুক্ত সূত্র দেশনা করিলেন।"

এক দিবস জেতবন মহাবিহারে স্থবির ভিক্ষুদের নিকটে স্বীয় চরিত বর্ণনা প্রসঙ্গে অর্হৎফল প্রকাশ পূর্ব্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন।

> যথাচারী যথাসতো সতিমা † যতসঙ্কপ্পঝায়ী অপ্পমত্তো,
> অজ্ঝত্তরতো * সমাহিতত্তো একো সন্তুসিতো তমাহু ভিক্খুং।
>
> অল্লং সুক্খং বা ভুঞ্জন্তো ন বাল্হং সুহিতো সিয়া,
> ঊনোদরো মিতাহারো সতো ভিক্খু পরিব্বজে।
>
> চত্তারো পঞ্চ আলোপে অভুত্বা উদকং পিবে,
> ‡ অলং ফাসু বিহারায় পহিতত্তস্স ভিক্খুনো।
>
> কপ্পিয়ং তং চে ছাদেতি চীবরং † ইদমত্থিতং,
> অলং ফাসু বিহারায় পহিতত্তস্স ভিক্খুনো।

---

† ব—যথাসঙ্কপ্পচরিয়ায়, * ব—সুসমাহিতত্তো, ‡ ব—সিলং, † ব—ইদপত্তিকং।

পল্লঙ্কেন নিসিন্নস্স জন্নুকেনাভিবস্সতি,
অলং ফাসু বিহারায় পহিতত্তস্স ভিক্খুনো।

য়ো সুখং দুক্খতো অদ্দ দুক্খমদ্দক্খি সল্লতো,
উভয়ন্তরেন নাহোসি কেন লোকস্মিং কিং সিয়া।

মা মে কদাচি পাপিচ্ছো কুসীতো হীনবীরিয়ো,
অপ্পস্সুতো অনাদরো কেন লোকস্মিং কিং সিয়া।

বহুস্সুতো চ মেধাবী সীলেসু সুসমাহিতো,
চেতোসমথমনুয়ুত্তো অপি মুদ্ধনি তিট্ঠতু।

য়ো পপঞ্চমনুয়ুত্তো পপঞ্চাভিরতো মগো,
বিরাধয়ি * সো নিব্বাণং য়োগক্খেমং অনুত্তরং।

য়ো চ পপঞ্চং হিত্বান নিপ্পপঞ্চপথে রতো,
আরাধয়ি ‡ সো নিব্বানং য়োগক্খেমং অনুত্তরং।

গামে বা য়দিবারঞ্ঞে নিন্নে বা য়দি বা থলে,
য়ত্থ অরহন্তো বিহরন্তি তং ভূমি রামণেয়্যকং।

রমণীয়ানি অরঞ্ঞানি য়ত্থ ন রমতি জনো,
বীতরাগা রমিস্সন্তি ন তে কামগবেসিনো।

নিধীনং'ব পবত্তারং য়ং পস্সে বজ্জদস্সিনং,
নিগয্হবাদিং মেধাবিং তাদিসং পণ্ডিতং ভজে;
তাদিসং ভজমানস্স সেয়্যো হোতি ন পাপিয়ো।

ওবাদেয়্যানুসাসেয়্য অসব্ভা চ নিবারয়ে,
সতং হি সো পিয়ো হোতি অসতং হোতি অপ্পিয়ো।

*—‡ ব—তো।

অঞ্ঞস্স ভগবা বুদ্ধো ধম্মং দেসেসি চক্খুমা,
ধম্মে দেসিয়মানম্হি * সোতমোধেমি অত্থিকো।

তং মে অমোঘং সবণং বিমুত্তোম্হি অনাসবো,
নেব পুব্বেনিবাসায় নপি দিব্বস্স চক্খুনো।

চেতো পরিয়ায় ইদ্ধিয়া চুতিয়া উপপত্তিয়া,
সোতধাতু বিসুদ্ধিয়া পণিধি মে ন বিজ্জতি।

রুক্খমুলং'ব নিস্সায় মুণ্ডো সঙ্ঘাটিপারুতো,
পঞ্ঞায় উত্তম থেরো ‡ উপতিস্সোব ঝায়তি।

অবিতক্কং সমাপন্নো সম্মাসম্বুদ্ধসাবকো,
অরিয়েন তুণ্হীভাবেন উপেতো হোতি তাবদে।

যথাপি পব্বতো সেলো অচলো সুপ্পতিট্ঠিতো,
এবং মোহক্খয়ো ভিক্খু † পব্বতো'ব ন বেধতি।

অনঙ্গনস্স পোসস্স নিচ্চং সুচিগবেসিনো,
বালগ্গমত্তং পাপস্স অব্ভামত্তং'ব খায়তি।

নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবিতং,
নিক্খিপিস্সং ইমং কায়ং সম্পজানো পটিস্সতো।

নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবিতং,
কালং'ব পটিকঙ্খামি নিব্বিসং ভটকো যথা।

উভয়েন মিদং মরণমেব ন মরণং পচ্ছা বা পুরে বা,
পটিপজ্জথ মা বিনস্সথ খণো বে মা × উপচ্চগা।

* ব—সোতমোদেসি মত্তিকো, † সী—ভিক্খুনো, ‡ ব—উপতিস্সো চ,
\+ ব—পব্বতোজন বেধতি, × ব—উপজ্ঝগা।

নগরং য়থা পচ্চন্তং গুত্তং সন্তরবাহিরং,
এবং গোপেথ অত্তানং খণো বে মা উপচ্চগা ;
খণাতীতা হি সোচন্তি নিরয়ম্হি সমপ্পিতা।

উপসন্তো উপরতো মন্তভাণী অনুদ্ধতো,
ধুনাতি পাপকে ধম্মে দুমপত্তং'ব মালুতো।

উপসন্তো উপরতো মন্তভাণী অনুদ্ধতো,
অপ্পাসি পাপকে ধম্মে দুমপত্তং'ব মালুতো।

উপসন্তো অনায়াসো বিপ্পসন্নো অনাবিলো,
কল্যাণসীলো মেধাবী দুক্খস্সন্তকরো সিয়া।

ন + বিস্সসে একতিয়েসু এবং অগারিসু পব্বজিতেসু = বাপি,
সাধু হুত্বান অসাধু হোন্তি অসাধু হুত্বা পুন সাধু হোন্তি।

কামচ্ছন্দো চ ব্যাপাদো থীনমিদ্ধঞ্চ ভিক্খুনো,
উদ্ধচ্চং বিচিকিচ্ছা চ পঞ্চেতে চিত্তকেলিসা।

য়স্স সক্করিয়মানস্স অসক্কারেন চূভয়ং,
সমাধি ন বিকম্পতি অপ্পমাদবিহারিনো।

তং ঝায়িনং সাততিকং সুখুমদিট্‌ঠি বিপস্সকং,
উপাদানক্খয়ারামং অহু সপ্পুরিসো ইতি।

মহাসমুদ্দো পঠবী পব্বতো অনিলো পিচ,
উপমায় ন য়ুজ্জন্তি সত্থুবরবিমুত্তিয়া।

+ ব—বিসাসে = ব—চাপি।

চক্কানুবত্তকো থেরো মহাঞাণী সমাহিতো,
পথবাপগ্গিসমানো ন রজ্জতি ন দুস্সতি।

পঞ্ঞাপারমিতং পত্তো মহাবুদ্ধি মহামতি,
অজলো জলসমানো সদা চরতি নিব্বুতো।

পরিচিণ্ণো ময়া সত্থা কতং বুদ্ধস্স সাসনং,
ওহিতো গরুকো ভারো নত্থিদানি পুনব্ভবো।

সম্পাদেথপ্পমাদেন এসা মে অনুসাসনী,
হন্দাহং পরিনিব্বিস্সং বিপ্পমুত্তোম্হি সব্বধী'তি।

সারীপুত্তো থেরো।

যে শীলসম্পন্ন, শান্ত, স্মৃতিমান, সংযত, দৃঢ় সঙ্কল্প, ধ্যানশীল, অপ্রমত্ত, কর্ম্মস্থান ভাবনায় অভিরত, সমাহিত চিত্ত, জনসংসর্গ ত্যাগ করিয়া কায়-চিত্ত বিবেকে বাসকারী, চারি প্রত্যয়ে ও ভাবনায় সন্তুষ্ট তাহাকে ভিক্ষু বলে। উত্তম বা নিকৃষ্ট আহার্য্য পর্য্যাপ্তরূপে ভোজন না করিয়া ঊনোদর ও পরিমিত আহার গ্রহণ পূর্ব্বক স্মৃতিসহকারে বাস করিবে; এইরূপ লঘু আহার নির্ব্বাণ চিত্ত ভিক্ষুর পক্ষে ভাবনার অনুকূল হয়। যদি ভিক্ষু অনুরূপ চীবর লাভ করে, তাহা সে কেবল প্রয়োজন বোধে পরিভোগ করিবে ....। পদ্মাসনে উপবেশন করিলে দুইটি জানু যদি বৃষ্টিজলে না ভিজে, ন্যূনপক্ষে এইরূপ ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়াও ভিক্ষু সাধনাবলে সিদ্ধ-কাম হইতে পারে ....। যে সুখ-বেদনাকে দুঃখরূপে দেখে, দুঃখ-বেদনাকে শল্যরূপে দেখে, সুখ-দুঃখের মধ্যস্থ অবস্থায় যাহার আত্মদৃষ্টি থাকেনা, সে এই পঞ্চস্কন্ধে কোন্ ক্লেশদ্বারা আবদ্ধ হইবে (?) অর্থাৎ তাহার তৃষ্ণাবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। অবিদ্যমানগুণ প্রকাশেচ্ছুক পাপী, শ্রমণ ধর্ম্মে উৎসাহহীন কুশীদ, হীনবীর্য্য পরায়ণ, গম্ভীর ধর্ম্মে অল্পশ্রুত, আদেশ-অনুশাসনে আদরহীন নীচাশয় ব্যক্তি আমার নিকটে না থাকুক, কারণ এ জগতে

তাদৃশ ব্যক্তিকে উপদেশদানে কোন কাজ হয় না। বহুশ্রুত, মেধাবী, শীলধর্ম্মে সুসমাহিত, লৌকিক-লোকোত্তর জ্ঞানে অবস্থিত চিত্ত ব্যক্তি আমার মস্তকে স্থিত থাকুক। যে ব্যক্তি বাহ্যিক কাজে ও রূপনিমিত্তাদির আস্বাদ গ্রহণে নিযুক্ত বা তৃষ্ণাদিতে রত, সে অদোষদর্শী মৃগ তুল্য অনুত্তর যোগক্ষেম নির্ব্বাণ হইতে সুদূরে অবস্থান করে। যে তৃষ্ণাদি প্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণের পথস্বরূপ আর্য্যমার্গে রত, সে যোগক্ষেম অনুত্তর নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। গ্রামে, অরণ্যে, নিম্নে বা স্থলে যেখানে অর্হৎগণ বাস করেন, সেই ভূমি রমণীয়। যেই রমণীয় অরণ্যে কামভোগী ব্যক্তি রমিত হয় না, সেই অরণ্যে বীতরাগী অর্হৎগণ রমিত হইয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা কামবস্তু অন্বেষণে রত নহেন। 'স্থবিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রেবত স্থবিরের অরণ্যবাস সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত গাথা দুইটি বর্ণিত হইয়াছে।' দরিদ্রের প্রতি দয়া করিয়া নিধি প্রদর্শকের ন্যায়, যে অপরের শীল-বিশুদ্ধি ইচ্ছা করিয়া দোষ দেখাইয়া দেয়, তাহার প্রতি রাগ না করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। তাদৃশ নিগ্রহকারী মেধাবী পণ্ডিতের সেবা করিবে, তাদৃশ পণ্ডিতের সেবা করিলে শ্রীবৃদ্ধি হয়, পরিহানি হয় না। 'স্থবির রাধ ভিক্ষুর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত গাথা বলিয়াছিলেন।' যে উপদেশ প্রদান করে, অনুশাসন করে, অসৎ ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত করিয়া কুশলধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করে, সে সন্তের প্রিয় হয়, অসন্তের অপ্রিয় হয়। 'স্থবির অশ্বজি পুনর্ব্বসু ভিক্ষুর কুব্যবহারে উক্ত গাথা বলিয়াছিলেন।' যখন আমার ভাগিনের দীঘনখ পরিব্রাজককে চক্ষুষ্মান ভগবান বুদ্ধ 'বেদনা পরিগ্রহ সূত্র' দেশনা করিতেছিলেন, তখন আমি দাঁড়াইয়া বুদ্ধকে পাখার বাতাস দিতেছিলাম, সেই সময় ধর্ম্মদেশনার প্রতি শ্রোত্রা-বধান করি। আমার সেই শ্রবণ অমোঘ বা সার্থক হইয়াছিল। আমি বিমুক্ত হই ও আসবহীন হই, নিজের ও পরের পূর্ব্বনিবাস জানিবার জন্য, দিব্যচক্ষু, চিত্ত পরিজ্ঞান ও ঋদ্ধি জ্ঞান লাভের জন্য, সত্ত্বগণের জন্ম-মৃত্যু জানিবার জন্য, দিব্যকর্ণ লাভের জন্য আমার কোন চিত্ত প্রণিধান ছিল না।

অর্থাৎ এখানেই সমস্ত শ্রাবকগুণ আমার অধিগত হইয়াছিল, পৃথক কোন পরিকর্ম্ম করিতে হয় নাই। প্রজ্ঞাশ্রেষ্ঠ স্থবির উপতিষ্য কেশচ্ছেদন করিয়া ও সজ্ঘাটি আচ্ছাদন করিয়া যখন বৃক্ষমূল আশ্রয়ে ধ্যান করিতেছিলেন, 'তখন নন্দযক্ষ তাঁহার মস্তকে প্রহার করিয়াছিল.' সেই সময় সম্যকসম্বুদ্ধের শ্রাবক চতুর্থ ধ্যানে আর্য্য তুষ্ণীভাবে অবস্থিত ছিলেন। শিলাময় পর্ব্বত যেমন অচলভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমন মোহক্ষয় প্রাপ্ত বা সর্ব্বক্লেশহীন ভিক্ষু পর্ব্বতের ন্যায় অকম্পিত থাকেন। একদা স্থবির সম্মার্জ্জনী করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার চীবরের কোণা একটু নামিয়া যায়, তখন একজন সপ্তাহ প্রব্রজিত শ্রামণের তাঁহাকে বলিয়াছিল—'ভন্তে, পরিমণ্ডলাকারে চীবর পরিধান করা উচিত।' তখনি স্থবির বুদ্ধের দিকে কৃতাঞ্জলিপুটে গাথা বলিলেন যে—"নিত্য শুচি অন্বেষণকারী পবিত্র পুরুষের পক্ষে কেশাগ্র পরিমাণ পাপও মেঘখণ্ডের ন্যায় বোধ হয়।" 'পুনরায় মরণে-জীবনে সমচিত্ত প্রদর্শন করিয়া দুইটি গাথা বলেন।' গাথাদ্বয়ের ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ। 'অপরকে ধর্ম্মদেশনা করিয়া নিম্নোক্ত গাথাদ্বয় বলিলেন'—উভয়কালেই মরণ আছে, অমরণ নাই. তরুণকালের পরে. জরাজীর্ণ কালের পূর্ব্বে বাল্যকালে হইলেও নিশ্চয় মরিতে হইবে। তাই শীলাদি ধর্ম্ম পরিপূর্ণ কর। অপায় দুঃখ লাভ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইওনা, অষ্ট সুক্ষণকে অতিক্রম করিওনা। যেমন প্রত্যন্ত নগরের ভিতর-বাহির শত্রুর ভয়ে সুরক্ষিত করে, তেমন নিজকেও রক্ষা কর, সুক্ষণ অতিক্রম করিওনা, যাহারা সুক্ষণ অতিক্রম করে, তাহারা নরকে গিয়া শোক করিয়া থাকে। 'স্থবির একদা মহাকোট্‌ঠিত ভিক্ষুর গুণ প্রকাশ পূর্ব্বক তিনটি গাথা বলিলেন'—উপশান্ত, উপরত, মিতভাষী, অনুদ্ধত ভিক্ষু বায়ুবেগে যেমন বৃক্ষপত্র ফেলিয়া দেয়, তেমন পাপধর্ম্মসমূহ ধুনিয়া ফেলে। ....বায়ু চালিত পত্রের ন্যায়, পাপধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। উপশান্ত. ক্লেশ-দুঃখহীন, বিপ্রসন্ন, অনাবিল সঙ্কল্প, কল্যাণশীল, মেধাবী ভিক্ষু দুঃখকে অবসান করিয়া থাকে। 'দেবদত্তের অনুকরণকারী ভিক্ষুদিগকে লক্ষ্য করিয়া

স্থবির বলিলেন'— কোন অস্থিরচিত্ত গৃহস্থ প্রব্রজিতকে বিশ্বাস করিবে না, কেহ প্রথমে সাধু হইয়া পরে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অসাধু হয়, কেহ অসৎ সংসর্গে প্রথমে অসাধু পুনরায় সৎসংসর্গে সাধু হয়, তাই অসাধুকে বিশ্বাস করিবে না। কামেচ্ছা, হিংসা, আলস্য-তন্দ্রা-ঔদ্ধত্য ও সন্দেহ এই পঞ্চ নীবরণাচ্ছন্ন ভিক্ষুর চিত্ত ক্লেশজনক। যাঁহাকে সৎকার করিলেও বা না করিলেও এই উভয় কারণে সমাধি-কম্পিত হয় না, অপ্রমাদ বিহারী, সতত ধ্যানপরায়ণ, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিদর্শন ভাবনাকারী ও উপাদানক্ষয়ে যিনি শান্তিলাভ করিয়াছেন, তিনিই সৎপুরুষ নামে কথিত হন। শাস্তা-প্রদত্ত অর্হত্ব, ফল বিমুক্তির সঙ্গে মহাসমুদ্র, পর্ব্বত, অনিল ষোড়শাংশের একাংশও উপমিত হয় না। শাস্তার দেশিত ধর্ম্মচক্রের অনুপ্রবর্ত্তনকারী সারীপুত্র স্থবির মহা-জ্ঞানী, সমাহিত ও পৃথিবী, জল, অগ্নি সদৃশ তিনি নির্ব্বিকার, কোন বিষয়ে তিনি আকৃষ্ট হন না ও দূষিত হন না। তিনি প্রজ্ঞাপারমিতা প্রাপ্ত, মহাবুদ্ধিশালী, মহামতি, অজড় হইয়াও জড় তুল্য অর্থাৎ পরিচয় না দিয়া ক্লেশ-পরিদাহ অভাবে নিত্য শান্তভাবে অবস্থান করেন। (অপর গাথার ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ)। সকলে অপ্রমাদের সহিত শীলাদি পরিপূর্ণ কর, ইহাই আমার অনুশাসন, আমি সর্ব্বপ্রকারে বিপ্রমুক্ত হেতু নিশ্চয়ই পরিনির্ব্বাণ লাভ করিব।

আনন্দ স্থবির। ২৬০

ইনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে শাস্তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল—সুমন। পিতার নাম—রাজা আনন্দ। রাজা সুমন কুমার বয়স্ক হইলে হংসবতী নগর হইতে ১২০ যোজন দূরে একখানি উপরাজ্য প্রদান করেন। সুমন তথায় থাকিতেন, মধ্যে মধ্যে শাস্তার ও পিতার দর্শনার্থ হংসবতীতে

আগমন করিতেন। তখন রাজা স্বয়ং বুদ্ধপ্রমুখ লক্ষ পরিমাণ ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করিতেন। অন্য কাহাকেও সেবা করিতে দিতেন না। সেই সময়ে প্রত্যন্তরাজ্যবাসীরা রাজার বিদ্রোহী হইলে. সুমন রাজাকে না জানাইয়া স্বয়ং সেই বিদ্রোহ দমন করিলেন। রাজা পুত্রের এই ব্যাপারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে বর দিতে ডাকাইলেন এবং বর গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। কুমার বলিলেন—'পিতঃ. যদি আমাকে শাস্তা প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে তিন মাসের জন্য সেবা করিতে দেন. ইহাতে আমার জীবন ধারণ সার্থক হইবে।' রাজা বলিলেন—'এই বর দিতে পারিব না. অন্য বর চাও।' দেব, ক্ষত্রিয়গণের দুই বাক্য কখনও নাই, আমাকে এই বরই দিন, অন্য বরের প্রয়োজন নাই। রাজা বলিলেন—'যদি শাস্তা তোমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করেন, আমিও বর প্রদান করিলাম।' অতঃপর তিনি শাস্তার নিকটে চলিয়া গেলেন। সেই সময় শাস্তা আহারান্তে গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিয়াছেন। সুমন ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'আমি বুদ্ধকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।' তখন সুমন স্থবির শাস্তার সেবক। ভিক্ষুরা বলিলেন—'তাঁহার নিকটে যাও।' কুমার স্থবিরের নিকটে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। স্থবির কুমার দেখে মত পৃথিবীতে নিমগ্ন হইয়া শাস্তার নিকটে গমন পূর্ব্বক রাজকুমারের আগমন বার্ত্তা জানাইলেন শাস্তা বাহিরে আসন করিতে আদেশ দিলেন। স্থবির পুনরায় মাটী ভেদ করিয়া কুমারের সম্মুখে আসিলেন এবং গন্ধকুটীর পরিবেণে আসন পাতিয়া দিলেন। কুমার স্থবিরের ঋদ্ধি দর্শনে আশ্চর্য্য হইলেন। ভাবিলেন—'এই স্থবির মহৎ গুণসম্পন্ন।' ভগবান আসিয়া আসনে বসিলেন। কুমার ভগবানকে বন্দনা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন—'ভন্তে, এই ভিক্ষু আপনার শাসনে প্রধান কি?' 'হাঁ কুমার প্রধান।' 'কি প্রকারে প্রধান হওয়া যায়?' 'দানাদি পুণ্যকার্য্য সম্পাদন করিলে।' ইহা শুনিয়া কুমার সাতদিন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিয়া সুমন স্থবিরের ন্যায় প্রধান হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন এবং তিন মাস বর্ষাবাসের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে

নিমন্ত্রণ করিলেন. শাস্তা তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষায় সুফল হইবে দেখিয়া বলিলেন—'কুমার. তথাগতগণ শূন্যাগারে অবস্থান করেন।' ভগবন্. আপনার বাক্য আমি জ্ঞাত হইয়াছি, আমি আপনাদের পূর্ব্বে গমন করিয়া বিহারাদি নির্ম্মাণ করিব, আমার সংবাদ পাইলে আপনারা আসিবেন। তৎপর পিতাকে এই সুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া শোভাযাত্রার আয়োজন করিলেন। প্রতি যোজনে শাস্তার বিশ্রাম স্থান ও দানশালা নির্ম্মাণ করাইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। তথায় লক্ষ টাকায় শোভন কুটুম্বিকের উদ্যান ক্রয় করিয়া বিহারাদি লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিলেন। যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া পিতাকে সংবাদ দিলেন—'শাস্তাপ্রমুখ লক্ষ ভিক্ষুসঙ্ঘ পাঠাইয়া দেন' রাজা এই সংবাদ বুদ্ধের চরণে জ্ঞাপন করিলেন। শাস্তা সশিষ্য প্রস্থান করিলেন। সুমন কুমারও যোজন প্রমাণ রাস্তা অগ্রসর হইয়া গন্ধমালাদ্বারা ভগবানকে পূজা করিলেন এবং বিহারে আনয়ন করিয়া মহাদানের প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি স্বয়ং সুমন স্থবিরের সঙ্গে তিন মাস বুদ্ধের সেবা করিয়া বর্ষাসন্নে সাতদিন মহাদান দিয়া ভাবী বুদ্ধের সেবক হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তৎপর কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে এক ভিক্ষুকে বস্ত্রদান করেন। পরে বারাণসীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া আটজন পচ্চেক বুদ্ধকে ভোজন দান করেন ও মঙ্গল উদ্যানে আটখানি পর্ণশালা এবং বসিবার আসন দানদিয়া দশ হাজার বৎসর সেবা করেন। দেহান্তে গৌতম বোধিসত্ত্বের সহিত তুষিত স্বর্গে বাস করেন। দেবলোক হইতে অমিতোদনের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মক্ষণে জ্ঞাতিবর্গের অন্তরে আনন্দ উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন—আনন্দ। তিনি ভদ্দিয় কুমারগণের সহিত বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজিত হন। আয়ুষ্মান পুণ্ণমন্তানি পুত্রের নিকট ধর্ম্ম শুনিয়া স্রোতাপন্ন হন।

ভগবানের বুদ্ধত্ব লাভের বিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সেবক কেহই ছিলেন না। নাগসমাল, নাগিত. উপবান, সুনক্ষত্ত, চুন্দ সাগত ও মেঘিয় প্রভৃতি ভিক্ষুগণ বুদ্ধের সেবা করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনোমত হইতনা;

একদা ভগবান ভিক্ষুদিগকে বলিলেন—'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন আমার স্থায়ী একজন সেবকের প্রয়োজন।' সারীপুত্র প্রভৃতি সেবক হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, বুদ্ধ কাহাকেও অনুমতি দিলেন না। ভিক্ষুরা আনন্দকে প্রার্থনা করিতে বলিলেন; আনন্দ বলিলেন—'বুদ্ধ কি আমাকে দেখিতেছেন না, আমি যাচ্ঞা করিয়া কেন সেবকের ভার লইব।' তখন ভগবান বলিলেন—'ভিক্ষুগণ, তোমরা আনন্দকে উৎসাহিত করিওনা, সে নিজে বুঝিয়াই আমার সেবা করিবে।' আনন্দ বলিলেন—'যদি ভগবান স্বীয়লব্ধ চীবর আমাকে না দেন, স্বীয়লব্ধ পিণ্ড না দেন, (এক) গন্ধকুটীতে থাকিতে না দেন, নিমন্ত্রণে লইয়া না যান, তাহা হইলে আমি সেবা করিব। যদি ভগবান আমার গৃহীত নিমন্ত্রণে গমন করেন, কোন দেশবাসী বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলে যদি আমি যখন তখন বুদ্ধকে দেখাইতে পারি, যখন আমার কোন বিষয়ে সন্দেহ হইবে, তখন যদি বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইতে পারি ও আমার অনুপস্থিতিতে বুদ্ধ যাহা ধর্ম্মোপদেশ দিবেন, তাহা যদি আমাকে আসিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি বুদ্ধের সেবা করিব।' বুদ্ধের নিকটে এই আটটি বর লইয়া আনন্দ চির সেবক নিযুক্ত হইলেন। তিনি বুদ্ধের সেবক হইবার জন্য লক্ষকল্প পারমী পূর্ণ করিয়া আসিতেছেন। আজ সেই ফল প্রাপ্ত হইলেন।

বুদ্ধের সেবক পদ পাইয়া তিনি নিত্য দুই প্রকার জল ও তিন প্রকার দন্তধাবন দিতেন। পদ ধৌত করিয়া দিতেন, পৃষ্ঠ পরিকর্ম্ম করিতেন, গন্ধকুটী সম্মার্জ্জন করিতেন। 'এই সময় শাস্তার এই দ্রব্য প্রয়োজন হইবে ভাবিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতেন। দিবসে নিকটে অবস্থান করিতেন, রাত্রিতে গন্ধকুটীরের চারিদিকে দণ্ডপ্রদীপ হস্তে নয়বার পরিভ্রমণ করিতেন। কারণ ভগবান যখন ডাকিবেন, তখন যেন উপস্থিত হইতে পারেন। যাহাতে আলস্য না আসে, তাহাই ভাবিয়া পরিভ্রমণ করিতেন। আজীবন বুদ্ধের সেবা করিয়া বুদ্ধের নির্ব্বাণের পরে প্রথম সঙ্গীতির পূর্ব্ব

দিনে দেবতাদ্বারা উৎসাহিত হইয়া কর্ম্মস্থান ভাবনায় রত হন। স্থবির সারা রাত্রি চংক্রমণে বিদর্শন ভাবনা করিয়া যখন ক্লান্ত শরীরে শুইবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন পদদ্বয় ভূমি হইতে মুক্ত হইয়াছে, বালিশে মস্তক স্থাপিত হয় নাই, এই সময়ের মধ্যেই ষড়াভিজ্ঞ হইলেন। ষড়াভিজ্ঞ হইয়া সঙ্গীতি-মণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক ভিক্ষুদিগকে উদ্দেশপ্রসঙ্গে যেই গাথাগুলি ভাষণ করিয়াছেন, তাহা খুদ্দক নিকায় সঙ্গায়ন কালে থেরগাথায় সংযোগ করিয়া আবৃত্তি করিলেন।

পিসুনেন চ কোধনেন মচ্ছরিনা চ * বিভূতনন্দিনা,
সখিতং ন করেয্য পণ্ডিতো পাপো কাপুরিসেন সঙ্গমো।

সদ্ধেন চ পেসলেন চ পঞ্ঞাবতা বহুস্সুতেন চ,
সখিতং করেয্য পণ্ডিতো ভদ্দো সপ্পুরিসেন সঙ্গমো।

পস্স চিত্তকতং বিম্বং অরুকায়ং সমুস্সিতং,
—পে—(৪০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভুত্বা নিবাপং গচ্ছাম সোচন্তে মিগলুদ্দকে,

বহুস্সুতো † চিত্তকথী বুদ্ধস্স পরিচারকো;
পন্নভারো বিসংযুত্তো সেয্যং কপ্পেতি গোতমো।

খীণাসবো বিসঞ্ঞুত্তো সঙ্গাতীতো সুনিব্বুতো,
ধারেতি অন্তিমং দেহং জাতি-মরণপারগূ।

যস্মিং পতিট্ঠিতা ধম্মা বুদ্ধস্সাদিচ্চবন্ধুনো,
নিব্বানগমনে মগ্গে সোয়ং তিট্ঠতি গোতমো।

দ্বাসীতি বুদ্ধতো গণ্হিং দ্বে সহস্সানি ভিক্খুতো,
চতুরাসীতি সহস্সানি যে মে ধম্মা পবত্তিনো।

* ব—বিভূতি, † ব—চিত্তকতী

অপ্পস্সুতায়ং পুরিসো ‡ বলিবদ্দো'ব জীরতি,
মংসানি তস্স বড্ঢন্তি পঞ্ঞা তস্স ন বড্ঢতি ।

বহুস্সুতো অপ্পস্সুতং যো সুতেনাতিমঞ্ঞতি,
অন্ধো পদীপধারো'ব তথেব পটিভাতি মং ।

বহুস্সুতং উপাসেয্য সুতঞ্চ ন বিনাসয়ে,
তং মূলং ব্রহ্মচরিয়স্স তস্মা ধম্মধরো সিয়া ।

পুব্বাপরঞ্ঞূ অত্থঞ্ঞূ নিরুত্তিপদকোবিদো,
সুগ্গহিতঞ্চ গণ্হাতি অত্থঞ্চোপপরিক্খতি ।

খন্ত্যাছন্দিকতো হোতি উস্সহিত্বা তুলেতি তং,
সময়ে সো পদহতি অজ্ঝত্তং সুসমাহিতো ।

বহুস্সুতং ধম্মধরং সপ্পঞ্ঞং বুদ্ধসাবকং,
ধম্মবিঞ্ঞাণমাকঙ্খং তং ভজেথ তথাবিধং ।

বহুস্সুতো ধম্মধরো কোসারক্খো মহেসিনো,
চক্খু সব্বস্স লোকস্স পূজনীয়ো বহুস্সুতো ।

ধম্মারামো ধম্মরতো ধম্মং অনুবিচিন্তয়ং,
ধম্মং অনুস্সরং ভিক্খু সদ্ধম্মা ন পরিহায়তি ।

কায়মচ্ছেরগরুনো হিয়্যমানো অনুট্ঠহে,
সরীরসুখগিদ্ধস্স কুতো সমণফাসুতা ।

ন পক্খন্তি দিসা সব্বা ধম্মা নপ্পটিভন্তি মং,
গতে কল্যাণমিত্তম্হি অন্ধকারং'ব খায়তি ।

‡ ব—বলিবদ্দোৰ জীরতি ।

অব্ভীতসহায়স্স অতীতগতসত্থুনো,
নত্থি এতাদিসং মিত্তং য়থা কায়গতাসতি।

য়ে পুরাণা অতীতা তে নবেহি ন সমেতি মে,
স্বজ্জ একো'ব ঝায়ামি বস্‌সুপেতো'ব পক্খিমা।

দস্সনায় * অভিক্কন্তে নানা বেরজ্জকে পুথু,
করোন্তি সত্থা † ওকাসং ন নিবারেতি চক্খুমা।

পন্নবীসতিবস্সানি সেক্খভূতস্স মে সতো,
ন কামসঞ্ঞা উপ্পজ্জি পস্স ধম্মসুধম্মতং।

পন্নবীসতিবস্সানি সেক্খভূতস্স মে সতো,
ন দোসসঞ্ঞা উপ্পজ্জি পস্স ধম্মসুধম্মতং।

পন্নবীসতিবস্সানি ভগবন্তং উপট্ঠহিং,
মেত্তেন কায়কম্মেন ছায়া'ব অনুপায়িনী।

পন্নবীসতিবস্সানি ভগবন্তং উপট্ঠহিং,
মেত্তেন বচীকম্মেন ছায়া'ব অনুপায়িনী।

পন্নবীসতিবস্সানি ভগবন্তং উপট্ঠহিং,
মেত্তেন মনোকম্মেন ছায়া'ব অনুপায়িনী।

বুদ্ধস্স চঙ্কমন্তস্স পিট্ঠিতো অনুচঙ্কমিং,
ধম্মে দেসিয়মানম্হি ঞাণং মে উদপজ্জথ।

অহং সকরণীয়োম্হি সেক্খো অপ্পত্তমানসো,
সত্থু চ পরিনিব্বানং য়ো অম্হং অনুকম্পকো।

* ব—অতিক্কন্তে, † ব—ওকাসি।

তদাসি যং ভীসনকং তদাসি লোমহংসনং,
সব্বাকারবরূপেতে সম্বুদ্ধে পরিনিব্বুতে।

বহুস্সুতো ধম্মধরো কোসারক্খো মহেসিনো,
চক্খু সব্বস্স লোকস্স আনন্দো পরিনিব্বুতো।

বহুস্সুতো ধম্মধরো কোসারক্খো মহেসিনো,
চক্খু সব্বস্স লোকস্স অন্ধকারে তমোনুদো।

গতিমন্তো সতিমন্তো ধিতিমন্তো চ যো ইসি,
সদ্ধম্মধারকো থেরো আনন্দো রতনাকরো।

পরিচিণ্ণো ময়া সত্থা কতং বুদ্ধস্স সাসনং,
ওহিতো গরুকো ভারো নত্থিদানি পুনব্ভবো'তি।

আনন্দো থেরো।

পিশুনভাষী, ক্রোধী, মাৎসর্য্যপরায়ণ, ভেদোৎসাহীর সহিত পণ্ডিত ব্যক্তি সংসর্গ বা বন্ধুত্ব করিবে না, কারণ কাপুরুষ-সংসর্গ অতিশয় হীন। 'দেবদত্ত পক্ষীয় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত গাথা ভাষিত হইয়াছে।' শ্রদ্ধাবান, প্রিয়শীল, প্রজ্ঞাবান, বহুশ্রুতের সহিত পণ্ডিত ব্যক্তি সংসর্গ করিবে, কারণ সৎপুরুষ-সংসর্গ অতিশয় উত্তম।' 'অপর সাতটি গাথা উত্তরা উপাসিকাকে লক্ষ্য করিয়া ভাষিত হইয়াছে। 'উহাদের ব্যাখ্যা রাষ্ট্রপাল চরিতে দেখ।' বহুশ্রুত, বিচিত্রকথী, বুদ্ধের সেবক, পঞ্চস্কন্ধ ভার অবতরণকারী, চারিযোগ মুক্ত আনন্দ স্থবির অর্হৎ হইয়া শয়ন করিতেছেন। ক্ষীণাসব, চারিযোগ মুক্ত, কামতৃষ্ণাদি অতিক্রমকারী, ক্লেশ পরিদাহ উপশান্ত, জন্ম-মরণপার অতিক্রমকারী স্থবির আনন্দ অন্তিম দেহ ধারণ করিলেন। 'তিনি অর্হৎ হইয়া উদানবশে উক্ত গাথা দুইটি ভাষণ করিলেন।' আদিত্য বন্ধু

বুদ্ধের ধর্ম্ম যাঁহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যাঁহার এই ধর্ম্ম জ্ঞাত, তিনি এই গৌতম-গোত্রীয় আনন্দ স্থবির অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণমার্গে অবস্থিত হইয়াছেন। ‘মহাব্রহ্মা উক্ত গাথা ভাষণ করিয়াছেন।’ আমি বুদ্ধ হইতে ৮২ হাজার ধর্ম্মস্কন্ধ শিক্ষা করিয়াছি ও ধর্ম্মসেনাপতি প্রভৃতি হইতে দুই হাজার ধর্ম্ম-স্কন্ধ শিক্ষা করিয়াছি; এই ৮৪ হাজার ধর্ম্মস্কন্ধ আমার জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠিত হইয়াছে অর্থাৎ আমি মুখস্থ করিয়াছি। ‘গোপক মোদ্গল্যায়ন ব্রাহ্মণের প্রশ্নোত্তরে স্থবির উক্ত গাথা ভাষণ করিয়াছেন।’ ন্যূনকল্পে এক পরিচ্ছেদ বা একবর্গও যে শিক্ষা করে নাই এবং কর্ম্মস্থান ভাবনা যাহার নাই, সে অল্পশ্রুত, তেমন পুরুষ বলীবর্দ্দের ন্যায় কেবল নিজের শরীরের মাংস বৃদ্ধি করে মাত্র, সেইরূপ ব্রতবিহীন ভিক্ষু মাংস বাড়ায় মাত্র, কিন্তু তাহার লৌকিক-লোকোত্তর প্রজ্ঞা একাঙ্গুল মাত্রও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ‘বিদর্শন ও গ্রন্থধুরবিহীন জনৈক ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই গাথা দুইটি ভাসিত হইয়াছে।’ যে বহুশ্রুত অল্পশ্রুতকে শ্রুতিবিষয়দ্বারা মানবশে পরাজিত করে, তাহাকে প্রদীপধারী অন্ধের ন্যায় আমার বোধ হইতেছে অর্থাৎ যে শিক্ষিত ভিক্ষু নিজে ধর্ম্মাচরণ না করিয়া অপরকে ধর্ম্মোপদেশ দেয়, সে অন্ধের প্রদীপ দেখানের ন্যায় অপরের হিতসাধন করে মাত্র, নিজের হিতসাধন করে না। বহুশ্রুতের নিকটে উপস্থিত হইবে বা তাঁহার সেবা করিবে, শ্রুত বিষয়কে ধারণা বা পরিচয় করিবে, উহা বিনাশ করিবে না, ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের মূলস্বরূপ, সেই কারণে বিমুক্তিকামী ধর্ম্মধর হইবে। ধর্ম্মদেশক কোন বিষয়ের পূর্ব্বভাগ ও অপর ভাগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবে, অর্থ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবে, নিরুক্তিপদে বা অন্যান্য বিষয়ে সুদক্ষ হইবে, অর্থ-ব্যঞ্জনকে সুন্দররূপে শিক্ষা করিবে ও ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা এইরূপে মনোযোগের সহিত দর্শন করিবে। সুচিন্তিত বিষয়ের প্রতি ক্ষান্তিশীল ও রূপপরিগ্রহের প্রতি বিদর্শন ইচ্ছা জাগ্রত করিবে, নাম-রূপ ধর্ম্মে ত্রিলক্ষণ আরোপনে উৎসাহিত হইবে ও সেই নাম-রূপকে বিশেষরূপে দর্শন করিবে।

সে এইরূপে দর্শন করিয়া চিত্তকে সময়ে প্রগ্রহ-নিগ্রহ করে এবং বিদর্শন ও মার্গ সমাধিদ্বারা সুসমাহিত হয়। বহুশ্রুত, ধর্ম্মধর, সপ্রজ্ঞ, বুদ্ধ শ্রাবক ও ধর্ম্মবিজ্ঞানভূত ধর্ম্মজ্ঞানকে আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তি তাদৃশ কল্যাণমিত্রের সেবা করিবে। বহুশ্রুত, ধর্ম্মধর, মহর্ষি বুদ্ধের ধর্ম্মকোষ বা ধর্ম্মরত্ন রক্ষক, সর্ব্বলোকের চক্ষুস্বরূপ, পূজনীয় বহুশ্রুত ভিক্ষু। শমথ বিদর্শন ধর্ম্মে রমিত, সেই ধর্ম্মে রত, পুনঃপুন ধর্ম্ম চিন্তায় নিবিষ্ট, ধর্ম্ম অনুস্মরণকারী ভিক্ষু বোধি-পক্ষীয় ও নবলোকোত্তর ধর্ম্ম হইতে পরিহীন হয় না। কায়িক সুখে মত্ত ভিক্ষু ক্ষণে ক্ষণে কায়-জীবন যে পরিক্ষয় হইতেছে, তাহা না ভাবিয়া শীলাদি পূর্ণ করিবার জন্য সচেষ্ট হয় না, কেবল নিজের শরীরের প্রতি গৃধ্র, আসক্তি পরায়ণ ভিক্ষু কোথায় শ্রামণ্য সুখ লাভ করিবে? 'জনৈক হীনবীর্য্য পরায়ণ ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত গাথা ভাষিত হইয়াছে।' আমার চারিদিক দেখা যাইতেছে না, অভ্যস্ত ধর্ম্মসমূহ আমার মনে হইতেছে না, সদেবলোকের কল্যাণমিত্র ধর্ম্মসেনাপতির পরিনির্ব্বাণ হওয়াতে আমার নিকট সমস্ত জগৎ অন্ধকারের ন্যায় বোধ হইতেছে। 'সারীপুত্র স্থবিরের নির্ব্বাণ সংবাদ শুনিয়া উক্ত শোক-গাথা ভাষিত হইয়াছে।' কল্যাণমিত্র না থাকিলে, শাস্তাও পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলে 'কায়গতাস্মৃতি' ভাবনার মত অনাথ লোকের পক্ষে এমন হিতাবহ মিত্র আর নাই। ধর্ম্মসেনাপতি প্রভৃতি যাঁহারা প্রাচীন কল্যাণ মিত্র, তাঁহারা অতীত হইয়াছে, নব ভিক্ষুদের সহিত আমার চিত্ত সমঞ্জস হইতেছে না, বর্ষাকালে নীড়গত পক্ষীর ন্যায় আজ আমি বৃদ্ধ ভিক্ষুদের অভাবে একাকী ধ্যান করিতেছি। বিবিধ প্রদেশ হইতে বহু প্রবাসী জনসঙ্ঘ আমার দর্শনার্থ আগমন করিলে তাহাদের অবকাশ করিয়া দিত, চক্ষুষ্মান বুদ্ধ নিবারণ করিতেন না। 'উক্ত গাথা শাস্তা ভাষিত।' আমি স্রোতাপন্নাবস্থায় পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত ছিলাম, কোনদিন আমার কামসংজ্ঞা উৎপন্ন হয় নাই ও দোষসংজ্ঞা উৎপন্ন হয় নাই, নৈর্ব্বাণিক ধর্ম্মের মহাপ্রভাব কিরূপ দেখ। পঁচিশ বৎসর যাবৎ আমি ভগবানের সেবা করিয়াছি, মৈত্রীপূ

পূর্ণ কায়বাক্যমনে অনুগামিনী ছায়ার স্তায় তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। 'পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি গাথা প্রধান সেবক বলিয়া পরিচয় প্রদানার্থ ভাষিত হইয়াছে।' আমি বুদ্ধের চংক্রমণ কালে তাঁহার পশ্চাতে অনুচংক্রমণ করিতাম, ধর্ম্ম-দেশনাকালে আমার স্রোতাপত্তি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এখনও আমার কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে, কারণ আমি স্রোতাপন্ন, অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হই নাই. যেই শাস্তা আমার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত, সেই শাস্তার পরিনির্ব্বাণকাল আসন্ন। 'শাস্তার পরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বক্ষণে শোকচিত্তে এই গাথা ভাষিত হইয়াছে।' সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে, তখন ভীষণভাবে ভূমিকম্পন ও অশনিপাতে সকলের লোমহর্ষণ হইয়াছিল। 'নিম্নোক্ত গাথা তিনটি স্থবিরের প্রশংসা করিয়া সঙ্গীতিকারকগণ ভাষণ করিয়াছেন।' বহুশ্রুত, ধর্ম্মধর, মহর্ষি বুদ্ধের ধর্ম্মরত্ন রক্ষক, সমস্ত লোকের চক্ষুস্বরূপ আনন্দ স্থবির সমস্ত তৃষ্ণা উপশম করিয়াছে ও অবিদ্যারূপ অন্ধকারে অবিদ্যাতমঃকে দূর করিয়াছে। যেই ঋষি অসদৃশ জ্ঞান-গতিসম্পন্ন, অতিশয় স্মৃতিশীল, অসাধারণ ধৃতিশীল, সদ্ধর্ম্মধারক সেই স্থবির আনন্দ সদ্ধর্ম্মরূপরত্নের আকরভূত। 'শেষের গাথাটি স্থবির পরি-নির্ব্বাণ সময়ে বলিয়াছেন।' (ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ)

তত্রুদ্দানং

† ফুস্সোপতিস্সো আনন্দো তয়োতিমেব কিত্তিতা,
গাথায়ো তত্থ সঙ্খাতা সতং পঞ্চ চ উত্তরী'তি।

† ত্রিংশ নিপাতে তিনজন স্থবির ১০৫টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

চত্তালীস নিপাত

মহাকশ্যপ স্থবির। ২৬১

ইনি পদ্মমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরে অশীতিকোটি বিভবসম্পন্ন "বেদেহ" নামক কুটিম্বিক ছিলেন। শাস্তাপ্রমুখ ৬৮ লক্ষ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিয়া শাস্তার তৃতীয় শ্রাবক ধুতাঙ্গধর নিসভ স্থবিরের ন্যায় ভাবীবুদ্ধের শাসনে ধুতাঙ্গধারী হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। তৎপর বিপশ্বী বুদ্ধ যখন বন্ধুমতী নগরে বাস করেন, তখন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সময়ে বুদ্ধ সাত বৎসরে একবার ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মদেশনার কথা শুনিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর মাত্র একখানি উত্তরীয় বস্ত্র থাকায় ব্রাহ্মণীকে দিনে ধর্ম্মশ্রবণার্থ পাঠাইয়া ব্রাহ্মণ রাত্রিতে ধর্ম্ম শুনিতে গেলেন। ধর্ম্ম শ্রবণে ব্রাহ্মণ অতিশয় আনন্দিত হইয়া সেই উত্তরীয় বস্ত্রখানি বুদ্ধের চরণে সমর্পণ করিলেন। বন্ধুমতী রাজা ব্রাহ্মণের এই মহাত্যাগে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বত্রিশখানি বস্ত্র দান করেন। ব্রাহ্মণ ঐ বস্ত্র হইতে মাত্র দুইখানি বস্ত্র রাখিয়া ত্রিশখানি বুদ্ধকে দান করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা অতিশয় প্রসন্ন হইয়া প্রত্যেক বস্ত আট আটটি করিয়া দান করেন। একখানি মাত্র উত্তরীয় বস্ত্র ছিল বলিয়া তিনি একসাটক ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ছিলেন। তৎপর কোনাগমন ও কশ্যপ বুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বারাণসীর কুটুম্বিক গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন, এই জন্মে পচ্চেক বুদ্ধকে বস্ত্রখণ্ড দান করেন। তৎপর কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে বারাণসীতে ধনাঢ্য কুটুম্বিক গৃহে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ চৈত্যে কম্বলকঞ্চুক দান করেন। পুনরায় মরণান্তে বারাণসী হইতে এক যোজন দূরে এক অমাত্যকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে বারাণসীতে রাজত্ব লাভ করিয়া নন্দরাজ নামে অভিহিত হন। এই জন্মে পঞ্চশত

পচ্চেকবুদ্ধকে বর্ষাযাপনের নিমন্ত্রণ করেন। বর্ষাবাস সময়ে পচ্চেকবুদ্ধগণ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন, তিনিও তাঁহার রাণী রাজত্ব ত্যাগ করিয়া রাজোদ্যানে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক মরণান্তে ব্রহ্মলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধরাজ্যে মহাতীর্থ ব্রাহ্মণ গ্রামে কপিল ব্রাহ্মণের মহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার স্ত্রী ভদ্রা কপিলানী মদ্দরাজ্যে সাগল নগরে কোশীয় গোত্র ব্রাহ্মণের স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন হইলেন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাসে বীতশ্রদ্ধ হইয়া অর্হত্বের উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক রাজগৃহের দিকে আসিয়াছিলেন; ভগবান তাঁহার প্রত্যুদ্গমন ইচ্ছায় রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যস্থলে বহুপুত্রক নিগ্রোধ বৃক্ষমূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তথায় ভগবান তাঁহাকে উপসম্পদা প্রদান করেন। তিনি উপসম্পদার অষ্টমদিনে অর্হৎ হইয়া একদা বিবেকসুখ কীর্ত্তন মানসে ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় চরিত প্রকাশ করিলেন।

(মহাকশ্যপের বিস্তৃত চরিত বৌদ্ধ-মিশন হইতে প্রকাশিত 'মহাকশ্যপ-চরিত' গ্রন্থে দেখ।)

ন গণেন পুরক্খতো চরে বিমনো হোতি সমাধি দুল্লভো,
নানাজনসঙ্গহো দুক্খো ইতি দিস্বান গণং ন রোচয়ে।
ন কুলানি উপব্বজে মুনি বিমনো হোতি সমাধি দুল্লভো,
সো উস্সুক্কো রসানুগিদ্ধো অত্থং রিঞ্চতি যো সুখাবহো।
পঙ্কোতিহি নং অবেদয়ুং য়ায়ং বন্দন-পূজনা কুলেসু,
সুখুমং সল্লং দুব্বহং সক্কারো কাপুরিসেন দুজ্জহো।
সেনাসনম্হা ওরুয্হ নগরং পিণ্ডায় পাবিসিং,
ভুঞ্জন্তং পুরিসং কুট্ঠিং সক্কচ্চং তং উপট্ঠহিং।
সো তং পক্কেন হত্থেন আলোপং উপনাময়ি,
আলোপং পক্খিপন্তস্স অঙ্গুলিপেত্থ ছিজ্জথ।

কুড্ডমূলঞ্চ নিস্সায় আলোপং তং অভুঞ্জিসং,
ভুঞ্জমানেব ভুত্তে বা জেগুচ্ছং মে ন বিজ্জতি
উত্তিট্ঠপিণ্ডো আহারো পূতিমুত্তঞ্চ ওসধং,
সেনাসনং রুক্খমূলং পংসুকূলঞ্চ চীবরং ;
যস্সেতে অভিসম্ভুত্বা সবে চাতুদ্দিসো নরো।
যত্থ একে বিহঞ্ঞন্তি আরুহন্তা সিলুচ্চয়ং,
তত্থ বুদ্ধস্স দায়াদো সম্পজানো পটিস্সতো ;
ইদ্ধিবলেনুপত্থদ্ধো কস্সপো অভিরূহতি।
পিণ্ডপাত পটিক্কন্তো সেলমারুযহ কস্সপো,
ঝায়তি অনুপাদানো পহীনভয়-ভেরবো।
পিণ্ডপাত পটিক্কন্তো সেলমারুযহ কস্সপো,
ঝায়তি অনুপাদানো ডযহমানেসু নিব্বুতো।
পিণ্ডপাতো পটিক্কন্তো সেলমারুযহ কস্সপো,
ঝায়তি অনুপাদানো কতকিচ্চো অনাসবো।
করেরিমালা বিততা ভূমিভাগা মনোরমা,
কুঞ্জরাভিরুদা রম্মা তে সেলা রময়ন্তি মং।
নীলব্ভবণ্ণা রুচিরা বারিসীতা সুচিন্ধরা,
ইন্দগোপকসঞ্ছন্না তে সেলা রময়ন্তি মং।
নীলব্ভকূট সদিসা কূটাগার বরূপমা,
বারণাভিরুদা রম্মা তে সেলা রময়ন্তি মং।
অভিবুট্ঠা রম্মতলা নগা ইসীহি সেবিতা,
‡ অব্ভুন্নদিতা সিখীহি তে সেলা রময়ন্তি মং।

‡ ব—অব্ভুন্নদিসা।

অলং ঝায়িতুকামস্স পহিতত্তস্স মে সতো,
অলং মে অথকামস্স পহিতত্তস্স ভিক্খুনো।
অলং মে ফাসুকামস্স পহিতত্তস্স ভিক্খুনো,
অলং মে য়োগকামস্স পহিতত্তস্স তাদিনো।

উম্মাপুপ্ফেন সমানা গগনাবব্ভছাদিতা,
নানাদ্দিজগণাকিণ্ণা তে সেলা রময়ন্তি মং।
অনাকিণ্ণা গহট্ঠেহি মিগসঙ্ঘনিসেবিতা,
নানাদ্দিজগণাকিণ্ণা তে সেলা রময়ন্তি মং।
অচ্ছোদকা পুথুসিলা গোনঙ্গুলমিগায়ুতা,
অম্বু সেবালসঞ্ছন্না তে সেলা রময়ন্তি মং।
ন পঞ্চঙ্গিকেন তুরিয়েন রতি মে হোতি তাদিসী,
য়থা একগ্গচিত্তস্স সম্মা ধম্মং বিপস্সতো।
কম্মং বহুকং ন কারয়ে পরিবজ্জেয়্য জনং ন উয়্যমে,
উস্সুক্কো সো রসানুগিদ্ধো অত্থং রিঞ্চতি য়ো সুখাবহো।
কম্মং বহুকং ন কারয়ে পরিবজ্জেয়্য অনত্তনেয়্যমেতং,
কিচ্ছতি কায়ো কিলমতি দুক্খিতো সো সমথং ন বিন্দতি
ওট্ঠপহটমত্তেন অত্তানম্পি ন পস্সতি,
পত্থদ্ধগীবো চরতি অহং সেয়্যো'তি মঞ্ঞতি।
অসেয়্যো সেয়্যসমানং বালো মঞ্ঞতি অত্তানং,
ন তং বিঞ্ঞূ পসংসন্তি পত্থদ্ধমানসং নরং।
য়ো চ সেয়্যো হমস্মী'তি নাহং সেয়্যো'তি বা পন,
হীনো তং সদিসো বা'তি বিধাসু ন বিকম্পতি।

পঞ্ঞাবন্তং তথা তাদিং সীলেসু সুসমাহিতং,
চেতো সমথমনুযুত্তং তঞ্চে বিঞ্ঞূ পসংসরে।
যঞ্চ সব্রহ্মচারীসু গারবোমুপলব্ভতি,
আরকা হোতি সদ্ধম্মা নভসো পঠবী যথা।
যেসঞ্চ হিরী ওত্তপ্পং সদা সম্মা উপট্ঠিতং,
বিরূল্‌হ ব্রহ্মচরিয়া তেসং খীণা পুনব্ভবা।
উদ্ধতো চপলো ভিক্খু পংসুকূলেন পারুতো,
কপী'ব সীহচম্মেন ন সো তেনুপসোভতে।
অনুদ্ধতো অচপলো নিপকো সংবুতিন্দ্রিয়ো,
সোভতি পংসুকূলেন সীহো'ব গিরিগব্ভরে।
এতে সম্বহুলা দেবা ইদ্ধিমন্তো যসস্সিনো,
দসদেবসহস্সানি সব্বে তে ব্রহ্মকায়িকা।
ধম্মসেনাপতিং † বীরং মহাঝায়িং সমাহিতং,
সারীপুত্তং নমস্সন্তা তিট্ঠন্তি পঞ্জলীকতা।
নমো তে পুরিসাজঞ্ঞ, নমো তে পুরিসুত্তম,
যস্স তে নাভিজানাম যম্পি নিস্সায় ঝায়সি।
অচ্ছেরং বত বুদ্ধানং গম্ভীরো গোচরো সকো,
‡ যে মযং নাভিজানাম বালবেধি সমাগতা।
তং তথা দেবকায়েহি পূজিতং পূজনারহং,
সারীপুত্তং তদা দিস্বা কপ্পীনস্স সিতং অহু।

† ব—ধীরং, ‡ সী—তে।

য়াবতা বুদ্ধখেত্তম্হি ঠপয়িত্বা মহামুনিং,
ধুতগুণে বিসিট্ঠোহং সদিসো মে ন বিজ্জতি।

পরিচিণ্ণো ময়া সত্থা কতং বুদ্ধস্স সাসনং,
ওহিতো গরুকো ভারো নত্থিদানি পুনব্ভবো।

ন চীবরে ন সয়নে ভোজনেমুপলিম্পতি,
গোতমো অনপ্পমেয়্যো মুলালপুপ্ফং বিমলং'ব অম্বুনা;
নিক্খম্মনিন্নোতি ভবাভিনিস্সটো।

সতিপট্ঠানগীবো সো সদ্ধাহত্থো মহামুনি,
পঞ্ঞাসীসো মহাঞাণী সদা চরতি নিব্বুতো'তি।

মহাকস্সপো থেরো।

ভিক্ষুগণ বহুপরিষদ পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিবে না, কারণ পরিষদ পরিচালনায় চিত্ত বিকারগ্রস্ত হয়, সংসর্গহেতু একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়ায় সমাধি দুর্লভ হয়; নানাজনের নানারুচি পূর্ণ করা দুঃখকর, এই কারণে পরিষদ পরিচালনায় বহুবিধ দোষ জ্ঞানচক্ষে দেখিয়া পরিষদ পরিচালনা করিবে না। কখনও প্রব্রজিত পৌরহিত্যে আত্মনিয়োগ করিবে না, কারণ যাজনিক কাজে চিত্ত বিকারগ্রস্ত হয়, গৃহী সংসর্গে একাগ্রতা বিনষ্ট হয় ও সমাধি দুর্লভ হয়; গৃহীকুলে গমনার্থ উৎসুক ভিক্ষু রস তৃষ্ণায় জড়িত হয়, পৌরহিত্য কারণে যে মার্গফল নির্বাণ সুখাবহ শীলবিশুদ্ধিভূত অর্থ তাহা পরিত্যাগ করে। গৃহী-কুলাদিতে যে বন্দনা-পূজা লাভ করা যায়, তাহা পঙ্ক তুল্য নিকৃষ্ট বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন, উহা সূক্ষ্মশল্য তুল্য দুস্ত্যজ্য, কাপুরুষের সৎকারকে ত্যাগ করা কঠিন। 'উপরোক্ত গাথাত্রয় শিষ্য ও দায়ক সহিত সংশ্লিষ্ট ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া ভাসিত হইয়াছে।' আমি পর্বত-শয্যাসন হইতে নামিয়া পিণ্ডার্থ নগরে প্রবেশ করিলে এক কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত পুরুষ ভোজন করিতে দেখিলাম, এমন সময় সাদরে তাহার

নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। সে গলিত হস্তে পিণ্ড আনিয়া আমার পাত্রে দিতেছিল, পিণ্ড দিবার সময় এক খণ্ড অঙ্গুলি ছিঁড়িয়া (আহারের সঙ্গে) আমার পাত্রে পড়িল, আমি তাহার আনন্দ উৎপাদনার্থ গৃহ সমীপে বসিয়া সেই পিণ্ড ভোজন করিলাম; ভোজনের সময়ে ও পরে আমার কোন ঘৃণা উৎপন্ন হয় নাই। আমার আহার পিণ্ডাচরণে লব্ধ মিশ্র ভিক্ষা, আমার ঔষধ গোমূত্র-পরিভাবিত হরিতকী, আমার শয্যাসন বৃক্ষমূল, আমার পাংশু-রাশিতে লব্ধ চীবর, যেই ভিক্ষু এই চারিপ্রত্যয়ে সন্তুষ্ট, সেই ভিক্ষুই যে কোন দিকে নিরাপদে বাস করিতে পারেন। কেহ চরম বয়সে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া শরীর ক্লান্তিতে মানসিক কষ্টভোগ করিয়া থাকে, এই জরাজীর্ণ কালেও বুদ্ধের দায়াদভোগী, সম্প্রজ্ঞানে অবস্থিত, ঋদ্ধিবলে শক্তিসম্পন্ন কশ্যপ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া থাকে। ভয়-ভৈরবহীন, অনাসক্ত কশ্যপ পিণ্ডাচরণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক ধ্যান রত হয়। ......দাহ্যমান একাদশ প্রকার কামাদি অগ্নি শীতলত্ব প্রাপ্ত। ...... কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপ্ত করিয়া অনাসবভাব প্রাপ্ত। 'বৃদ্ধকালে পর্ব্বতারোহণ কষ্টকর মনে করিয়া দায়কগণের প্রশ্নোত্তরে উপরোক্ত চারিটি গাথা ভাষিত হইয়াছে।' বরুণ বৃক্ষশ্রেণী-বিন্যস্ত রমণীয় ভূমি প্রদেশযুক্ত ও কুঞ্জর-বৃংহিত সেই রমণীয় শৈলমালা আমাকে আনন্দ দান করে। নীলাভ্রবর্ণ, মনোজ্ঞ, বারিসিক্ত, শুচিধর, ইন্দ্রগোপক কীটাচ্ছাদিত শৈলমালা আমাকে আনন্দ দান করে। নীলাভ্রকূট সদৃশ অত্যুত্তম কূটাগার ও বারণ-বৃংহিত সেই রমণীয় শৈলমালা আমাকে আনন্দ দান করে। মহামেঘ বর্ষিত রমণীয় ভূমিতল বিশিষ্ট, ঋষিগণ সেবিত পর্ব্বত, শিখীনাদে মুখরিত সেই রমণীয় শৈলমালা আমাকে আনন্দ দান করে। এই শৈলমালা আমার মত ধ্যানকামী ও নির্ব্বাণগত চিত্ত ভিক্ষুর পক্ষে উপযুক্ত, আমার মত অর্থকামী ও নির্ব্বাণগত চিত্ত ভিক্ষুর পক্ষে উপযুক্ত। এই শৈলমালা আমার মত নিরাপদকামী ও নির্ব্বাণগত চিত্ত ভিক্ষুর পক্ষে উপযুক্ত, আমার মত তাদৃশ যোগকামী ও নির্ব্বাণগত ভিক্ষুর

পক্ষে উপযুক্ত। উমাপুষ্প সদৃশ নীলাকাশাচ্ছাদিত, নানা দ্বিজকুল সমাকীর্ণ সেই শৈলমালা আমাকে আনন্দ দান করে। গৃহী সম্বাধ বিরহিত, মৃগসঙ্ঘ সেবিত, নানা দ্বিজকুল সমাকীর্ণ সেই শৈলমালা আমাকে আনন্দ দান করে। প্রসন্নসলিল, পৃথুশিলাবিশিষ্ট, গোলাঙ্গুল মৃগযুত, অম্বুশৈবালাচ্ছাদিত সেই শৈলমালা আমাকে আনন্দ দান করে। আমার পঞ্চাঙ্গ তুর্য্যনাদে তেমন রতি হয় না, যেমন একাগ্রচিত্তে সম্যক বিদর্শন ভাবনায় রতি হয়। বহুকার্য্যে সংশ্লিষ্ট হইবে না, অকল্যাণ মিত্রকে পরিবর্জ্জন করিবে, লাভ বৃদ্ধি ও পরিষদ বৃদ্ধিকল্পে উদ্যোগ বা চেষ্টা করিবেনা, সেই বিষয়ে উৎসাহী, রসতৃষ্ণায় অভিভূত ভিক্ষু যাহা সুখাবহ শীলবিশুদ্ধি, তাহা ত্যাগ করিয়া থাকে। বহুকার্য্যে যোগ দিবে না, পাপীমিত্রকে বর্জ্জন করিবে, বহুকার্য্যে নিজের হিত সুখ সাধিত হয় না, কেবল ইহাতে দুঃখের বৃদ্ধি হয়, শরীর ক্লান্ত হয়, কাজেই দুঃখিত ব্যক্তি চিত্তের শান্তি বা একাগ্রতা লাভ করিতে পারে না। ওষ্ঠ প্রহারে বা বহু শাস্ত্র অধ্যয়নে যে অর্থবোধ করিতে পারে না, সে কেবল মানবশে আমি পণ্ডিত, আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রীবা উঁচু করিয়া বিচরণ করে মাত্র। অশ্রেষ্ঠ মূর্খ নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকে, বিজ্ঞব্যক্তি সেই গর্ব্বিতচিত্ত মূর্খকে প্রশংসা করে না। যেই পণ্ডিত আমি উত্তম জানিয়াও শ্রেষ্ঠভাব প্রদর্শন করেনা, নিজকে হীন মানী সদৃশ মনে করে, সে নববিধ মানের মধ্যে কম্পিত হয় না। অর্হৎফল লাভে প্রজ্ঞাবান, তাদৃশ শীলে সুসমাহিত অর্হৎফল প্রাপ্ত সেই মানহীনকে বিজ্ঞগণ প্রশংসা করিয়া থাকে। সব্রহ্মচারীর প্রতি যাহার সম্মান করিতে দেখা যায় না, নভোমণ্ডল হইতে পৃথিবী যেমন দূরে, সেও তেমন সদ্ধর্ম্ম হইতে দূরে বাস করে। যাহাদের লজ্জা ভয় সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে, তাহারা ব্রহ্মচর্য্যগুণে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাদের পুনরায় ভবে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যদি উদ্ধত চপল ভিক্ষু পাংশু বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া থাকে, সে সিংহচর্ম্ম পরিহিত বানরের ন্যায়, তদ্দ্বারা শোভা প্রাপ্ত হয় না। অনুদ্ধত

অচপল, প্রজ্ঞাবলে সংযতেন্দ্রিয় ভিক্ষু গিরি-গহ্বরে সিংহ বাস তুল্য পাংশু বস্ত্রে শোভা পাইয়া থাকে। যেই দেবগণের মধ্যে সকলেই ঋদ্ধিমান ও বহু পরিবার বিশিষ্ট, সেই সমস্ত ব্রহ্মকায়িক দেবগণের সংখ্যা দশ হাজার। তাহারা মহাবিক্রমশালী, মহাধ্যানী, সমাহিত চিত্ত, ধর্ম্মসেনাপতি সারীপুত্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিতে করিতে অবস্থান করিতেছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার, তুমি কোন্ বিষয়কে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতেছ, তাহা আমরা জানিতেছি না, কারণ আমাদের ততদূর জ্ঞান নাই।' বুদ্ধগণের জ্ঞান নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য, পরম গম্ভীর, সাধারণের অবোধ্য, ধানুকীর শর তুল্য অতিসূক্ষ্ম বিধায় আমরা জানিতেছি না। তখন দেবসঙ্ঘকর্ত্তৃক পূজিত পূজার্হ সেই সারীপুত্রকে দেখিয়া মহাকপ্পিন স্থবির মৃদুহাস্য করিলেন। যাবতীয় বুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে অর্থাৎ আদেশ ক্ষেত্রে মহামুনি বুদ্ধ ব্যতীত এমন ধুতগুণ সম্পন্ন আমার ন্যায় আর কেহই নাই। (অপর গাথা পূর্ব্ববৎ) যেমন নীলোৎপল বিরজ জলে উপলিপ্ত হয় না, তেমন অপরিমাণ গুণসম্পন্ন, অভিনিষ্ক্রমণ প্রবণ, ত্রিভব-মুক্ত ভগবান গৌতম চীবরে, শয্যায় ও ভোজনে লিপ্ত হন না। সেই মহামুনির স্মৃতি প্রতিষ্ঠা গ্রীবাস্বরূপ, শ্রদ্ধা হস্তস্বরূপ, প্রজ্ঞা শিরঃস্বরূপ, তিনি মহাজ্ঞানী, সর্ব্বজ্ঞ নিত্য সুশান্তভাবে বিচরণ করেন।

উদ্দানং

* চত্তালীস নিপাতম্হি মহাকস্সপসব্হয়ো,

একেব থেরো গাথায়ো চত্তালীস দুবেপিচা'তি।

* চল্লিশ নিপাতে মহাকশ্যপ স্থবির ৪২ টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

পঞ্চপঞ্চাস নিপাতো

তালপুট স্থবির। ২৬২

ইনি পূর্ব্ববুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক নটকুলে জন্মগ্রহণ করেন; বয়ঃপ্রাপ্তে বংশ-গত নৃত্য কার্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরে সমগ্র জম্বুদ্বীপে নাটগ্রামণী নামে পরিচিত হন। পঞ্চশত রমণী তাঁহার দলে ছিল। বহু দেশ বিদেশে তিনি সম্মানিত হইয়া একদা রাজগৃহে আগমন পূর্ব্বক অভিনয় প্রদর্শন করিতেছিলেন। নগরবাসীরা অভিনয় দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্মান ও সৎকার করিলেন। যখন তাঁহার জ্ঞান পরিপূর্ণ হইল, তখন শাস্তার নিকটে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আমি প্রাচীন নটাচার্য্যগণের মুখে শুনিয়াছি, যে সত্যমিথ্যা বলিয়া অভিনয় প্রদর্শন করে, জনসঙ্ঘের হাস্য উৎপাদন করে ও নৃত্যগানে অপরকে রমিত করে, সে মরণান্তে পহাস নামক দেবলোকে উৎপন্ন হয়।" ভগবান তাহা শুনিয়া তিনবার তাহাকে নিবারণ করিলেন যে—'গ্রামণি, আমাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিওনা।' চতুর্থবারে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান বলিলেন—'গ্রামণি, স্বভাবতঃ অভিনয়কারীরা লোভ দ্বেষ মোহাসক্ত হয়, তাহারা বাহুল্যভাবে জনসাধারণকে লোভ দ্বেষ মোহযুক্ত ধর্ম্মে প্রমাদিত করে বলিয়া মরণান্তে নরকে উৎপন্ন হয়। 'যদি সে জনসঙ্ঘকে অভিনয় প্রদর্শন করিয়া স্বর্গগামী হইবে মনে করে, তবে ইহা তাহার মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা।' মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি নরকে কিংবা তির্য্যক যোনীতে নিশ্চয় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তালপুট গ্রামণি বুদ্ধের মুখে এই দেশনা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গ্রামণি,

আমি তোমাকে প্রথমেই বলিয়াছি তুমি আমাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিওনা। ভন্তে, আমি সেই কারণে রোদন করিতেছি না। আমাকে প্রাচীন নটাচার্য্যগণ বঞ্চনা করিয়া বলিয়াছেন—'জনসঙ্ঘকে অভিনয় প্রদর্শন করিলে সুগতি লাভ হয়।' ইত্যাদি বলিয়া তিনি তখনই ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন এবং বিদর্শন ভাবনাবলে অচিরে অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অর্হত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে চিত্ত নিগ্রহ করিয়া কি ভাবে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা বহুধা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।

কদাম্নুহং পব্বত-কন্দরাসু
একাকিয়ো অদ্দুতিয়ো বিহস্সং,
অনিচ্চতো সব্বভবো বিপস্সং
তং মে ইদং তং নু কদা ভবিস্সতি।

কদাম্নুহং ভিন্নপটন্ধরো মুনি
কাসাববত্থো অমমো নিরাসো,
রাগঞ্চ দোসঞ্চ তথেব মোহং
হন্ত্বা সুখী পবনগতো বিহস্সং।

কদা অনিচ্চং বধরোগনীলং
কায়ং ইমং মচ্চুজরায়ুপদ্দুতং,
বিপস্সমানো বীতভয়ো বিহস্সং
একো বনে তং নু কদা ভবিস্সতি।

কদাম্নুহং ভয়জননিং দুখাবহং
তণ্হালতং বহুবিধানুবত্তনিং,

পঞ্ঞামযং তিখিণমসিং গহেত্বা
ছেত্বা বসে তম্পি কদা ভবিস্সতি।

কদা নু পঞ্ঞামযমুগ্গতেজং
সত্থং ইসীনং সহসাদিযিত্বা,
মারং সসেনং সহসা ভঞ্জিস্সং
সীহাসনে তং নু কদা ভবিস্সতি।

কদানুহং সব্ভি সমাগমেসু
দিট্ঠো ভবে ধম্মগরূহি তাদিহি,
যাথাবদস্সীহি * জিতিন্দ্রিযেহি
পধানিযো তং নু কদা ভবিস্সতি।

কদানু মং তন্দি খুদা পিপাসা
বাতাতপা কীট-সরীসপা বা,
ন বাধযিস্সন্তি ন তং গিরিব্বজে
† অত্থত্থিযং তং নু কদা ভবিস্সতি।

কদা নু খো যং বিদিতং মহেসিনা
চত্তারি সচ্চানি সুদুদ্দসানি,
সমাহিতত্তো সতিমা অগচ্ছং
পঞ্ঞায তং তং নু কদা ভবিস্সতি।

কদা নু রূপে অমিতে চ সদ্দে
গন্ধে রসে ফুসিতব্বে চ ধম্মে,

* ব—জীবিতিন্দ্রিহি, † ব—অত্তত্থিযং।

আদিত্তভোহং সমথেহি যুত্তো
পঞ্ঞায় * দচ্ছং তদিদং কদা মে।

কদা নুহং দুব্বচনেন † যুত্তো
ততো নিমিত্তং বিমনো নহেস্সং,
অথো পসত্থোপি ততো নিমিত্তং
তুট্‌ঠো ন হেস্সং তদিদং কদা মে।

কদা নু কট্‌ঠে চ তিণে লতা চ
খন্ধে ইমেহং ‡ অমিতে চ ধম্মে,
অজ্ঝত্তিকানেব চ বাহিরানি চ
সমং তুলেয্যং তদিদং কদা মে।

কদা নু মং পাবুসকালমেঘো
নবেন তোয়েন সচীবরং বনে,
ইসিপ্পয়াতম্হি পথে বজন্তং
+ ওবস্সতি তং নু কদা ভবিস্সতি।

কদা ময়ূরস্স সিখণ্ডিনো বনে
দিজস্স সুত্বা গিরিগব্ভরে রুতং,
পচ্চুট্‌ঠহিত্বা অমতস্স পত্তিয়া
সঞ্চিন্তয়ে তং নু কদা ভবিস্সতি।

কদা নু গঙ্গং যমুনং সরস্সতিং
পাতালখিত্তং বলবামুখঞ্চ,

* ব—দক্খং, † ব—বুত্তো, ‡ ব—অপিতে, + ওবস্সতে।

অসজ্জমানো পতরেয্যামিদ্ধিয়া
বিভীসনং তং নু কদা ভবিস্সতি।

কদানু নাগো'ব × অসঙ্গমচারী
পদালয়ে কামগুণেসু ছন্দং,
নিব্বজ্জয়ং সব্বসুভং নিমিত্তং
ঝানে যুতো তং নু কদা ভবিস্সতি।

কদা ইণট্টো'ব দলিদ্দকো নিধিং
আরাধয়িত্বা ধনিকেহি পীলিতো,
তুট্ঠো ভবিস্সং অধিগম্ম সাসনং
মহেসিনো তং নু কদা ভবিস্সতি।

বহুনি বস্সানি তয়ামিহ যাচিতো
অগারবাসেন অলং নু তে ইদং,
তং দানি মং পব্বজিতং সমানং
কিং কারণং চিত্তং তুবং * নিযুঞ্জসি।

ননু অহং চিত্ত, তয়ামিহ যাচিতো
গিরিব্বজে † চিত্রছদা বিহঙ্গমা,
মহিন্দঘোসত্থনিতাভিগজ্জিনো
তে তং রমিস্সন্তি বনম্হি ঝায়িনং।

কুলম্হি মিত্তে চ পিয়ে চ ঞাতকে
খিড্ডারতিং কামগুণঞ্চ লোকে,
সব্বং পহায়িমমজ্ঝুপাগতো
অথোপি তং চিত্ত, ন ময্হ তুস্সতি।

× ব—অসঙ্গমচারী * সী—ন যুঞ্জসি, † ব—চিত্রছদা,

মমেব এতং নহি ‡ ত্বং পরেসং
সন্নাহকালে পরিদেবিতেন কিং,
সব্বং ইদং চলমিতি পেক্খমানো
অভিনিক্খমিং অমতং পদং জিগীসং।

সুযুত্তবাদী দ্বিপদানমুত্তমো
মহাভিসক্কো নরদম্মসারথি,
চিত্তং চলং মক্কটসন্নিভং ইতি
অবীতরাগেন সুদুন্নিবারয়ং।

কামা হি চিত্রা মধুরা মনোরমা
অবিদ্দসূ য়ত্থ সিতা পুথুজ্জনা,
তে দুক্খমিচ্ছন্তি পুনব্ভবেসিনো
চিত্তেন নীতা নিরয়ে নিরাকতা।

ময়ূরকোঞ্চাভিরুতম্হি কাননে
দীপীহি ব্যগ্ঘেহি পুরক্খতো বসং,
কায়ে অপেক্খং জহ মা + বিরাধয়
ইতিস্সু মং চিত্ত পুরে নিয়ুঞ্জসি।

ভাবেহি ঝানানি চ ইন্দ্রিয়ানি
বলানি বোজ্ঝঙ্গসমাধিভাবনা,
তিস্সোব বিজ্জা ফুস বুদ্ধসাসনে
ইতিস্সু মং চিত্ত পুরে নিয়ুঞ্জসি।

ভাবেহি মগ্গং অমতস্স পত্তিয়া
নিয়্যানিকং সব্বদুখক্খয়োগধং,

‡ ব—তং + ব—বিরায়ে।

অট্ঠঙ্গিকং সব্বকিলেসসোধনং
ইতিস্সু মং চিত্ত পুরে নিয়ুঞ্জসি।

দুক্খন্তি খন্ধে পটিপস্স য়োনিসো
য়তো চ দুক্খং সমুদেতি তং জহ,
ইধেব দুক্খস্স † করোহি অন্তং
ইতিস্সু মং চিত্ত পুরে নিয়ুঞ্জসি।

অনিচ্চং দুক্খন্তি বিপস্স য়োনিসো
সুঞ্ঞং অনত্তা'তি অঘং বধন্তি চ,
মনো বিচারে উপরুন্ধ চেতসো
ইতিস্সু মং চিত্ত পুরে নিয়ুঞ্জসি।

মুণ্ডো বিরূপো অভিসাপমাগতো
কপালহত্থোব কুলেসু ভিক্খসু,
য়ুঞ্জস্সু সত্থুবচনে মহেসিনো
ইতিস্সু মং চিত্ত পুরে নিয়ুঞ্জসি।

সুসংবুতত্তো বিসিখন্তরে চরং
কুলেসু কামেসু অসঙ্গমানসো,
চন্দো য়থা দোসিনপুণ্ণমাসিয়া
ইতিস্সু মং চিত্ত পুরে নিয়ুঞ্জসি।

আরঞ্ঞকো * হোহি চ পিণ্ডপাতিকো
সোসানিকো হোহি চ পংসুকূলিকো,
নেসজ্জিকো হোহি সদা ধুতে রতো
ইতিস্সু মং চিত্ত পুরে নিয়ুঞ্জসি।

† সী—করোতি, * ব—হোতি।

রোপেত্বা রুক্খানি যথা ফলেসী
মূলে তরুং ছেত্তু তমেব ইচ্ছসি,
তথূপমং চিত্ত মিদং করোসি
যং মং অনিচ্চম্হি চলে নিযুঞ্জসি।

অরূপদূরঙ্গম একচারী
ন তে করিস্সং বচনং ইদানিহং,
দুক্খা হি কামা কটুকা মহব্ভয়া
নিব্বানমেবাভিমনো চরিস্সং।

নাহং অলক্খ্যা অহিরিক্কতায় বা
ন চিত্তহেতু ন চ দূরকন্তনা,
আজীবহেতু চ অহং ন নিক্খমিং
কতো চ তে চিত্ত পটিস্সবো ময়া।

অপ্পিচ্ছতা সপ্পুরিসেহি বণ্ণিতা
* মক্খপ্পহাণং বূপসমো দুক্খস্স,
ইতিস্সু মং চিত্ত তদা নিযুঞ্জসি
ইদানি ত্বং গচ্ছসি পুব্বচিণ্ণং।

তণ্হা অবিজ্জা চ পিয়াপিয়ঞ্চ
সুভানি রূপানি সুখা চ বেদনা,
মনাপিয়া কামগুণা চ বন্তা
বন্তে অহং আবমিতুং ন উস্সহে।

সব্বত্থ তে চিত্ত বচোকতং ময়া
বহূসু জাতীসু নমেসি কোপিতো,

* ব—পক্খপ্পহানং,

অজ্ঝত্তসম্ভবো কতঞ্ঞুতায় তে
দুক্খে চিরং সংসরিতং তয়া কতে।

ত্বঞ্ঞেব নো চিত্ত করোসি ব্রাহ্মণো
ত্বং খত্তিয়ো † রাজদসী করোসি,
বেস্সা চ সুদ্দা চ ভবাম একদা
দেবত্তনং বাপি তবেব বাহসা।

তবেব হেতু অসুরা ভবামসে
ত্বং মূলকং নেরয়িকা ভবামসে,
অথো তিরচ্ছান গতাপি একদা
পেতত্তনং বাপি তবেব বাহসা।

ননু দুব্ভিস্সসি মং পুনপ্পুনং
মুহুং মুহুং চারণিকং'ব ‡ দস্সয়ং,
উম্মত্তকেনেব ময়া পলোভসি
কিঞ্চাপি তে চিত্ত বিরাধিতং ময়া।

ইদং পুরে চিত্তমচারি চারিকং
য়েনিচ্ছকং য়ত্থ কামং য়থাসুখং,
তদজ্জহং নিগ্গহেস্সামি য়োনিসো
হত্থিপ্পভিন্নং বিয় অঙ্কুসগ্গহো।

সত্থা চ মে লোকমিমং অধিট্ঠহি
অনিচ্চতো অদ্ধুবতো অসারতো,
পক্খন্দ মং চিত্ত জিনস্স সাসনে
তারেহি ওঘা মহতা সুদুত্তরা।

† ব—রাজর্সিনি। ‡ ব—দস্সনং।

ন তে ইদং চিত্ত যথা পুরাণকং
মাহং অলং তুযহবসে নিবত্তিতুং,
মহেসিনো পব্বজিতোম্হি সাসনে
ন মাদিসা হোন্তি বিনাসধারিনো।

নগা সমুদ্দা সরিতা বসুন্ধরা
দিসা চতস্সো বিদিসা অধো দিবা,
সব্বে অনিচ্চা তিভবা উপদ্দুতা
কুহিং গতো চিত্ত সুখং রমিস্সসি।

ধিতিপ্পরং[১] কিং মম চিত্ত কাহিসি
ন তে অলং চিত্ত বসানুবত্তকো,
ন জাতু ভস্তং উভতো মুখং ছুপে
ধীরত্থু পূরং নবসোত[২] সন্দনিং।

বরাহএণেয্য[৩] বিগাল্হসেবিতে
পব্ভারকূটে পকতেব সুন্দরে,
নবম্বুনা পাবুসসিত্ত কাননে
তহিং গুহাগেহগতে রমিস্সসি।

সুনীলগীবা সুসিখা সুপেখুণা
সুচিত্তপত্তচ্ছদনা বিহঙ্গমা,
সুমঞ্জুঘোসথনিতাভিগজ্জিনো
তে তং রমিস্সন্তি বনম্হি ঝায়িনং।

বুট্ঠম্হি দেবে চতুরঙ্গুলে তিণে
সম্পুপ্ফিতে মেঘনিভম্হি কাননে,

---

১ ব—ধীতপ্পরং, ২ ব—সন্দনি ৩ বরাহএনেয্য

নগন্তরে বিটপি সমোসরিতং
তং মে মুদু হেহিতি তুলসন্নিভং।

তথাতু কস্সামি যথাপি ইস্সরো
যং লব্ভতি তেনপি হোতু মে অলং,
ন তাহং কস্সামি যথা অতন্দিতো
বিলার ভস্তং'ব যথা সুমদ্দিতং।

তথাতু কস্সামি যথাপি ইস্সরো
যং লব্ভতি তেনপি হোতু মে অলং,
বীরিয়েন তং মযহ বসানয়িস্সং
গজং'ব মত্তং কুসলঙ্কুসগ্গাহো।

তয়া সুদন্তেন অবট্ঠিতেন হি
হয়েন যোগ্গাচরিয়ো'ব উজ্জুনা,
পহোমি মগ্গং পটিপজ্জিতুং সিবং
চিত্তানুরক্খীহি সদা নিসেবিতং।

আরম্মণে তং বলসা নিবন্ধিসং
নাগং'ব থম্ভম্হি দল্হায় রজ্জুয়া,
তং মে সুগুত্তং সতিয়া সুভাবিতং
অনিস্সিতং সব্বভবেসু হেহিসি।

পঞ্ঞায় ছেত্বা বিপথানুসারিনং
যোগেন নিগ্গয্হ পথে নিবেসিয়,
দিস্বা সমুদয়ং বিভবঞ্চ সম্ভবং
দায়াদকো হেহিসি অগ্গবাদিনো।

চতুদ্দিকপল্লাসবসং অধিট্‌ঠিতং
গামমণ্ডলং'ব পরিণেসি চিত্ত মং,
নূন সঞ্ঞোজনবন্ধনচ্ছিদং
সংসেবসে কারুণিকং মহামুনিং।

মিগো যথা সেরি সুচিত্তকাননে
রম্মং গিরিং পাবুস অব্ভমালিনিং,
অনাকুলে তত্থ নগে * রমিস্সং
অসংসয়ং চিত্ত পরাভবিস্সসি।

যে তুয্হং ছন্দেন বসেন বত্তিনো
নরা চ নারী চ অনুভোন্তি যং সুখং,
অবিদ্দসূ মারবসানুবত্তিনো
ভবাভিনন্দী তব চিত্ত সাবকা'তি।

তালপুটো থেরো।

কখন আমি শৃঙ্খল-মুক্ত মহাগজের ন্যায় গৃহী-বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক একাকী পর্ব্বত-কন্দরে তৃষ্ণার অভাবে অদ্বিতীয় অবস্থায় সমস্ত ভবকে অনিত্যরূপে দর্শন করিয়া বাস করিব, কখন আমার অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইব? কখন আমি ছিন্ন বস্ত্র ধারণ করিয়া প্রব্রজিত হইব, কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া মমতা শূন্য এবং কোন বিষয়ের প্রার্থনা অভাবে নিরাশ হইব ও আর্য্যমার্গদ্বারা ক্লেশ ছেদন করিয়া মার্গ ফল সুখে মহাবনে বাস করিব? কখন আমি অনিত্য, মরণ ও রোগাগার তুল্য মৃত্যু-জরাদ্বারা উপদ্রুত এই পঞ্চস্কন্ধকে দর্শন পূর্ব্বক বীতভয়ে বাস করিব এবং কখন আমার একাকী বনে বাস হইবে? কখন আমি পঞ্চবিংশতি ভয় উৎপাদনকারিণী

---

* রমিস্সসি।

সংসারাবর্ত্ত দুঃখাবহ বহুবিধ অনুবর্ত্তনকারিণী তৃষ্ণা-লতাকে মার্গপ্রজ্ঞাময় সুতীক্ষ্ণ অসি শ্রদ্ধারূপ হস্তে লইয়া ছেদন করিব ও কখন আমার অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইব? কখন বুদ্ধ-পচ্চেকবুদ্ধ-আর্য্যশ্রাবকগণের শমথ-বিদর্শনরূপ শিলায় শাণিত উগ্রতেজ সুধারাল প্রজ্ঞাময় অস্ত্র লইয়া শীঘ্র সসৈন্য মারকে ধ্বংশ করিব ও অপরাজেয় সিংহাসনে কখন আমার উপবেশন হইবে? কখন আমি সাধু সমাগমে তাদৃশ ধর্ম্মগুরুর চক্ষে পরিদৃষ্ট হইব ও যথার্থদর্শী জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধ-সমাগমে সাধকরূপে পরিগণিত হইব? কখন আমাকে গিরিব্রজে বা পর্ব্বত-কন্দরে আলস্য, ক্ষুধা, পিপাসা, বায়ু, রৌদ্র, কীট, সরীসৃপ পীড়া প্রদান না করিবে? কখন আমার সেই সদর্থলাভের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? কখন মহর্ষিকর্ত্তৃক বিদিত যেই সুদুর্দ্দর্শ চারি সত্য, সমাহিতচিত্ত হইয়া স্মৃতিসহকারে আর্য্যমার্গপ্রজ্ঞায় লাভ করিব ও কখন তাহা আমার লাভ হইবে? কখন আমি অপরিমিত শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শনীয় ধর্ম্ম যে একাদশ প্রকার অগ্নিদ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, ধ্যান-সমাধিতে স্থিত হইয়া উহা বিদর্শন প্রজ্ঞায় দর্শন করিব ও কখন আমার তাহা লাভ হইবে? কখন আমি দুর্ব্বচনজাত পরুষ বাক্য শ্রবণে দুঃখিত না হইব, অথবা কাহারও প্রশংসিত বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট না হইব, কখন আমার তাহা লাভ হইবে? কখন আমি কাষ্ঠ, তৃণ, লতা স্কন্ধে ও অপরিমিত এই রূপধর্ম্মে বা পঞ্চস্কন্ধের ভিতর-বাহিরে সমজ্ঞান লাভ করিব, কখন ইহা আমার লাভ হইবে? বুদ্ধাদি ঋষিগণের গমনমার্গ শমথ-বিদর্শন পথে নিবিষ্ট হইয়া বনে বিচরণকালে বর্ষণকারী কৃষ্ণমেঘের নবজলে কখন সচীবর আমাকে আর্দ্র করিবে, তাহা আমার কখন লাভ হইবে? বনের গিরি-গহ্বরে নাদকারী বিহঙ্গ শিখণ্ডী ময়ূরের শব্দ শুনিয়া কখন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নির্ব্বাণামৃত লাভার্থ অনিত্য ভাবনায় মনোনিবেশ করিব, তাহা আমার কখন লাভ হইবে? কখন আমি গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, পাতাল প্রক্ষিপ্ত ভয়ানক নিরয়াবর্ত্তমুখে ঋদ্ধিবলে অলগ্নভাবে পার হইয়া যাইব?

তাহা আমার কখন লাভ হইবে? যেমন মত্ত মাতঙ্গ সুদৃঢ় স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া স্বাধীনভাবে বনে প্রবেশ পূর্ব্বক একাকী বিচরণ করে, তেমন কখন আমি ধ্যানরত হইয়া সমস্ত শোভন নিমিত্তভূত পঞ্চকামেচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিব, কখন তাহা আমার লাভ হইবে? ঋণদায়ে দুঃখিত দরিদ্র ব্যক্তি মহাজনদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া ঋণ পরিশোধ পূর্ব্বক যেমন সন্তুষ্ট হয়, তেমন আমি ঋণ তুল্য পঞ্চকামগুণ ত্যাগ করিয়া কখন মণিরত্ন সদৃশ মহর্ষি বুদ্ধের শাসন লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইব, তাহা কখন আমার লাভ হইবে? হে চিত্ত, আমি তোমাদ্বারা প্রার্থিত হইয়া বহু বৎসর গৃহীকার্য্য সম্পাদন করিয়াছি, তাহা তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে, পুনঃ তোমাদ্বারা উৎসাহিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি, এখন কি কারণে তুমি শমথ-বিদর্শন ধ্যান ত্যাগ করিয়া আমাকে আলস্যে নিযুক্ত করিতেছ? হে চিত্ত, আমি তোমাদ্বারা প্রার্থিত হইয়া অরণ্যে আসিয়াছি, কেন তুমি তদনুরূপ আচরণ করিবে না, গিরিব্রজে বিচিত্র পেখমধারী বিহঙ্গগণ মেঘ-গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করে, তাহারা তোমাকে অরণ্যে ধ্যানরত দেখিলে আনন্দিত হইবে। এ সংসারে কুল, মিত্র, প্রিয়জ্ঞাতি, ক্রীড়ারতি, কাম-সেবা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া অরণ্যে আসিয়াছ এবং প্রব্রজিত হইয়াছ, হে চিত্ত, তোমার অনুবর্ত্তনে আমার আনন্দ হইবে না। হে চিত্ত, তুমি আমার, অপরের নহে, ক্লেশমার সহিত যুদ্ধহেতু ভাবনা অনুষ্ঠানকালে তোমার বিলাপে কি প্রয়োজন অর্থাৎ তোমাকে আমি অন্যথা হইতে দিব না। এই চিত্ত অনিত্য, সমস্ত ত্রৈভূমিক সংস্কার অস্থির, প্রজ্ঞাচক্ষে এইরূপ দর্শন পূর্ব্বক একমাত্র নির্ব্বাণ অনুসন্ধান করিবার জন্য গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছি, তাহা তোমাকে লাভ করিতেই হইবে। অবীতরাগীর পক্ষে বানর তুল্য অস্থির চিত্ত সংযম করা সুকঠিন বলিয়া সুভাষিতবাদী, দ্বিপদোত্তম, মহাভিষক্‌, নরদমনকারী সারথি বুদ্ধ বলিয়াছেন। পঞ্চকাম বিচিত্র, মধুর, মনোরম; বালান্ধগণ অজ্ঞানতাবশতঃ বস্তুকামে ও ক্লেশকামে আসক্ত হয় এবং

পুনরায় ভবে জন্মান্বেষণ করে, তাহারাই দুঃখকে বরণ করিয়া থাকে ও চিত্তের বশীভূত হইয়া হিত-সুখ হইতে বঞ্চিত হওত নরক প্রাপ্ত হয়। ময়ূর-ক্রৌঞ্চ-কূজিত কাননে দীপি ব্যাঘ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করত শরীরের প্রতি মমতা ত্যাগ কর, অষ্ট ক্ষণ বিমুক্ত হইয়া নবম ক্ষণের প্রতি বিরোধী হইওনা, হে চিত্ত, প্রব্রজিত হওয়ার পূর্ব্বেই তুমি আমাকে এই ধর্ম্ম শাসনে নিযুক্ত করিয়াছ। চারি ধ্যানলাভে অগ্রসর হও, শ্রদ্ধাদি পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোধ্যঙ্গ, চারি সমাধি-ভাবনা ও ত্রিবিধ বিদ্যা প্রাপ্ত হও এবং সম্যকসম্বুদ্ধের উপদেশে সম্যক স্থিত হও.........। নির্ব্বাণ প্রাপ্তির কারণে সর্ব্বদুঃখ ক্ষয়কর নির্ব্বাণ প্রবেশক, সংসারাবর্ত্ত দুঃখ মোচক, সর্ব্ব-ক্লেশশোধনকারক অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা কর.........। পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখজনক বলিয়া বিদর্শনজ্ঞানে দর্শন কর, যাহা হইতে দুঃখ সমুদিত হয়, (অর্থাৎ সমুদয় তৃষ্ণাকে) তাহা ত্যাগ বা উচ্ছেদ কর, এই জন্মেই দুঃখের অবসান কর.........। এই দেহ অনিত্য, দুঃখময়, স্বামী অভাবে শূন্য, পাপাধার, বধ-বন্ধনের হেতু বলিয়া অবহিতচিত্তে দর্শন কর। মনঃ-তত্ত্ববিদ্ আঠার প্রকার চিত্ত বৃত্তিকে নিরোধ করিবেন......। তুমি শিরঃকেশ ছেদন করিয়া ও ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া বিবর্ণ হইয়াছ, পাত্রহস্তে গৃহী-কুলে ভিক্ষা সংগ্রহ কারণে আর্য্যগণের অভিশাপকে বরণ করিয়াছ, মহর্ষি সম্যকসম্বুদ্ধের উপদেশে মনোযোগী হও.........। তুমি গৃহীকুলে ভিক্ষা সংগ্রহ কারণে কাম্য বস্তুতে অলিপ্ত চিত্ত ও সুসংযতেন্দ্রিয় হইয়া রাস্তায় বিচরণ করিতেছ, দোষবিহীন বা কলঙ্কমুক্ত নবোদিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায়, যেমন নিত্য নূতনভাবে তোমার বিচরণ করা হয়............। তুমি আরণ্যক ও পিণ্ডপাতিক হও, শ্মশানিক ও পাংশুকূলিক হও, নৈষদ্যিক হও, সর্ব্বদা ধূতগুণে নিবিষ্ট হও.........। যেমন ফল প্রত্যাশী ব্যক্তি বৃক্ষসমূহ রোপণ করিয়া উহার ফল লাভের পর সমূলে স্কন্ধকে ছেদন করে, হে চিত্ত, সেইরূপ তুমিও আমাকে করিতেছ কি? আমাকে প্রব্রজ্যায় নিযুক্ত করিয়া

প্রব্রজ্যার অর্দ্ধকাল সময়ে প্রব্রজ্যাফল অনিত্য মনে করত অস্থির সংসার মুখে নিযুক্ত করিতেছ। চিত্তের নীলাদি রূপ নাই, দূরস্থিত নিমিত্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ বলিয়া চিত্ত দূরগামী, একসঙ্গে এক চিত্তের চেয়ে অধিক উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া একচারী। আমি পূর্ব্বে তোমার বাধ্য ছিলাম, শাস্তার উপদেশ গ্রহণকাল হইতে এখন তোমার বচন আর রক্ষা করিব না। কারণ চিত্ত অতীতকালেও দুঃখদায়ক ছিল, ভবিষ্যতেও কটু ফল দিবে ও আত্মনিন্দা প্রভৃতি মহাভয়ের হেতু হইবে, সেই কারণে নির্ব্বাণ অভিমুখেই বিচরণ করিব। অশোভন ও নির্লজ্জভাব প্রদর্শনের জন্য আমি গৃহ হইতে বাহির হই নাই, সময়ে নিগ্রন্থ, সময়ে পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা প্রার্থী অস্থির চিত্ত পুরুষের ন্যায় আমি চিত্ত-বাধ্য নহি, কাহারও প্রতি দোষকর্ম্ম করিয়াও নহে, জীবন যাপনের হেতুও নহে, এই সব কারণে প্রব্রজিত হই নাই। হে চিত্ত, আমি তোমার বাধ্য নহি, তুমি আমার বাধ্য, আমি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি নহে কি? সৎপুরুষ বুদ্ধগণ অল্পেচ্ছ-ভাবের প্রশংসা করিয়াছেন, অপরের গুণ মর্দ্দন স্বভাব ত্যাগেই দুঃখের উপশম হয়; হে চিত্ত, তুমি সেই গুণের অধিকারী হওয়ার জন্যই নিযুক্ত হইয়াছিলে, এখন তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাভ্যস্ত মহেচ্ছাদি পক্ষে গমন করিতেছ। তৃষ্ণা, অবিদ্যা, পুত্রদারের প্রিয়াপ্রিয়ভাব, শোভন রূপ সমূহ, সুখ বেদনা, মনোরম কামবিশেষ বমি বা ত্যাগ করিয়াছি, আমি একবার যাহা বমি করিয়াছি, তাহা প্রতিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না, অর্থাৎ তাহা পরিত্যাগ করিব।

হে চিত্ত, প্রত্যেক জন্মে আমি তোমার বচন রক্ষা করিয়াছি, বহুজন্মে আমি তোমাকে রাগ করি নাই, তথাপি তোমাকে আমি আত্ম সমর্পণ করিয়াছি, অথচ তোমার কৃতকার্য্যদ্বারা অনন্ত কাল সংসার দুঃখে পরিভ্রমণ করিয়াছি। হে চিত্ত, তুমিই আমাকে ব্রাহ্মণ করিয়াছ, তুমিই আমাকে ক্ষত্রিয় ও রাজা করিয়াছ। একদা তোমার প্রভাবে বৈশ্য ও শূদ্র

হইয়াছি। তোমার কারণেই আবার দেবত্ব লাভ করিয়াছি। তোমার কারণে অসুর হইয়াছি, তোমার নিমিত্ত নরকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, একদা তির্য্যক কুলেও গমন করিয়াছি, তোমার কারণে প্রেতজন্মও লাভ করিয়াছি। তুমি আমাকে পুনঃপুন প্রতারণা করিয়াছ নহে কি? সর্ব্বদা তোমার কৃতদাসের ন্যায় আমার প্রতি প্রদর্শন করিয়াছ, উন্মত্ত তুল্য আমাকে বার বার প্রলোভিত করিয়াছ, হে চিত্ত, আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি, তাহা আমাকে বল? এই চিত্ত ইহার পূর্ব্বে রূপাদি নিমিত্তে যথেচ্ছা বিচরণ করিয়াছে, যথাসুখে কাম ভোগে রত হইয়াছে, মত্ত মাতঙ্গকে মাহুত অঙ্কুশাঘাতে যেমন দান্ত করে, আমিও আজ সেই চিত্তকে মনোযোগের সহিত নিগ্রহ করিব। আমার শাস্তা সমস্ত স্বর্গলোককে অনিত্য, অধ্রুব, অসাররূপে জ্ঞানযোগে অধিষ্ঠান করিয়াছেন বা পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, হে চিত্ত, জিনশাসনে প্রধাবিত হও, সুদুস্তর অনন্ত সংসার স্রোত হইতে আমাকে ত্রাণ কর। হে চিত্ত, এই তোমার দেহরূপ গৃহ প্রাচীরের মত নহে, এখন তোমার বাধ্য হইয়া থাকা আমার উচিত নহে। মহর্ষি বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত কাল হইতে শ্রমণ নামে পরিচিত হইয়াছি, আমি উহা বিনাশকারীর মধ্যে পরিগণিত নহি। পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী, বসুন্ধরা, চারিদিক, চারি অনুদিক, অধঃদিকে পৃথিবী ধারক বায়ু পর্য্যন্ত, দেবলোক, সমস্ত কামভবাদি ত্রিভব অনিত্য ও জন্মরোগ, ক্লেশদ্বারা উপদ্রুত, কোথাও নিরাপদ স্থান নাই, হে চিত্ত, বল দেখি কোথায় গমন করিয়া তুমি সুখে রমিত হইবে? আমি পরম স্থির ভাবে স্থিত। হে চিত্ত, তুমি আমাকে বিন্দুমাত্রও টলাইতে পারিবে না, হে চিত্ত, তোমার বশে অনুবর্ত্তন করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন, উভয় মুখ বদ্ধ ভস্ত্রা বা চর্ম্মপাত্রতুল্য দেহকে আমি পদেও স্পর্শ করিবনা, নবদ্বারে অশুচি প্রবাহিত পায়খানা তুল্য এই দেহকে ধিক্। পূর্ব্বোক্ত ২৮টি নিগ্রহ সূচক গাথাদ্বারা চিত্তকে উপদেশ দিয়া এখন বিবেক স্থানকে প্রশংসা পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—

বরাহ ও সর্পকুলের আবাস স্থান পর্ব্বত শিখর, প্রাকৃতিক শোভায় মনোহর বা প্রাকৃতিক ভূমি প্রদেশ ও নববারিতে উপসিক্ত কাননের সেই গুহাগৃহে (পর্ব্বত কাননে) উপগমন করিয়া তুমি ভাবনা রতিতে রমিত হইতে পারিবে। সুনীলগ্রীব, শিখা-শেখরধারী, সুচিত্র পক্ষাচ্ছাদন সেই বিহঙ্গগণ মেঘ গর্জ্জন শ্রবণে সুমধুর রব করিয়া তোমাকে বনে ধ্যানরত দেখিলে আনন্দিত হইবে। মেঘ-বর্ষিত জলে সুরক্ত কম্বল সদৃশ চারি অঙ্গুলি প্রমাণ তৃণ জাত হইলে ও মেঘসন্নিভ কানন পুষ্পিত হইলে পর্ব্বত মধ্যে বিটপি অভ্যন্তরে আমি শয়ন করিব, তুলার ন্যায় মৃদু সংস্পর্শ সেই নবজাত তৃণপুঞ্জ আমার শয্যা হইবে। যেমন কোন ধনীলোক নিজের সুবাধ্য দাসের প্রতি ব্যবহার করে, হে চিত্ত, আমিও তোমার প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিব? অর্থাৎ আমি তোমাকে বাধ্য করিব। চারি প্রত্যয়ের মধ্যে যাহা যেরূপ পাওয়া যায়, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট, যেমন সুমর্দ্দিত কর্ম্মক্ষম ভস্ত্রা যথাইচ্ছা ব্যবহৃত হয়, তেমন তোমাকে আমি অতন্দ্রিত ভাবে ভাবনা করিয়া কর্ম্মক্ষম করিব। ... ... সুদক্ষ অঙ্কুশগ্রাহী মাহুত যেমন মত্তমাতঙ্গকে সুবাধ্য করে, আমিও স্বকীয় বীর্য্যবলে ভাবনা উৎপাদন করিয়া তদ্দ্বারা তোমাকে সুবাধ্য করিব। যেমন সুযোগ্য অশ্ব দমনকারী সঙ্কটস্থান হইতে অশ্বকে সোজাপথে আনয়ন করে, তেমন বিদর্শন ভাবনা বিধিতে অবস্থিত সুদান্ত তোমাদ্বারা শিবমার্গ বা ক্লেশহীন পথ লাভ করিতে সমর্থ হইব অর্থাৎ স্বীয় চিত্ত অনুরক্ষণশীল বুদ্ধাদিদ্বারা সর্ব্বকাল সেবিত আর্য্যমার্গ লাভ করিতে সমর্থ হইব। যেমন মাহুত শক্ত রজ্জুদ্বারা মহাহস্তীকে স্তম্ভে বাঁধিয়া রাখে, তেমন হে চিত্ত, কর্ম্মস্থান-স্তম্ভে ভাবনাবলে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিব। হে চিত্ত, তুমি আমার স্মৃতিদ্বারা সুরক্ষিত ও সুভাবিত হইয়া আর্য্যমার্গ ভাবনাবলে কামভবাদি সমস্ত ভবে তৃষ্ণা-দৃষ্টি মানাশ্রয় পরিহীন হইবে। বিপথগামী আয়তন সমূহকে প্রজ্ঞাবলে ছেদন করিয়া ও বিদর্শন যোগে নিগ্রহ করিয়া বিদর্শন পথে প্রতিষ্ঠিত করিব, সমস্ত বিভব সম্ভব বা

আয়তন সমুদয়কে অসম্মোহরূপে দেখিয়া সম্যক্‌সম্বুদ্ধের ধর্ম্মোরস জাত পুত্র হইতে সমর্থ হইবে। হে চিত্ত, তুমি আমাকে অনিত্যে নিত্যভাব, অশুভে শুভভাব, দুঃখে সুখভাব ও অনাত্মায় আত্মভাব এই চারি বিপরীত ভাবের অধীন করিয়া গ্রামের বালকের ন্যায় এদিক ওদিক আকর্ষণ করিতেছ, দশবিধ সংযোজন (বন্ধন) ছেদনকারী কারুণিক মহামুনি বুদ্ধকে দূরে থাকিতে বর্জন করিয়াছ, আর আমাকে যথারুচি পরিণত করিতেছ। স্বাধীন মৃগ যেমন বৃক্ষলতাদি সুচিত্রিত কাননে রমিত হয়, যেমন বর্ষাকালে অভ্রমালিনী গিরি মনোরম স্বভাব ধারণ করে, তেমন আমিও তথায় অনাকুল বা জন বিবিক্ত পর্ব্বতে রমিত হইব, কিন্তু হে চিত্ত, আমার মনে হয় তুমি নিঃসন্দেহে সংসার-ব্যসনে পরাভূত হইবে। হে চিত্ত, যেই নর-নারীরা তোমার ইচ্ছাবশে স্থিত, তাহারা যাহা গৃহীসুখ ভোগ করে, সেই অন্ধমূর্খগণ ক্লেশমার প্রভৃতির অনুবর্ত্তন করিয়া কামাদি ভবকে অভিনন্দন করিয়া থাকে। আমরা বুদ্ধের শ্রাবক, তোমার বাধ্য হইয়া থাকিব না।

তত্রুদ্দানং

* পঞ্ঞাসম্হি নিপাতম্হি একো তালপুটো সুচি,

গাথায়ো তত্থ পঞ্ঞাস পুন পঞ্চ চ উত্তরী'তি।

* পঞ্চাশ নিপাতে একজন স্থবির ৫৫টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

সত্তটি নিপাতো

মহামোদ্গলান স্থবির। ২৬৩

ধর্ম্মসেনাপতি সারীপুত্র স্থবিরের চরিতে মোদ্গলান স্থবিরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তিনি প্রব্রজ্যার সপ্তম দিবসে মগধরাজ্যের কল্লবাল গ্রামে কর্ম্মস্থান ভাবনা করিতেছিলেন, এমন সময় আলস্য মর্দ্দিত হইলে ভগবান বলিলেন,— 'মোদ্গলান! মোদ্গলান!! আর্য্যতুষ্ণীভাবে প্রমাদিত হইওনা।' ভগবানের উপদেশে তাঁহার সংবেগ উৎপন্ন হইয়া আলস্য বিদূরিত হইল। তিনি শাস্তার মুখে 'ধাতু কর্ম্মস্থান' শ্রবণ করিয়া অচিরে অর্হৎফলের সহিত শ্রাবকপারমী জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। শাস্তা একদা জেতবন মহাবিহারে আর্য্য-সঙ্ঘের মধ্যে স্থবিরের গুণাবলী প্রকাশ করিয়া ঋদ্ধিশালীর প্রধান স্থানে তাঁহাকে নিয়োগ করিলেন। স্থবির শ্রাবকপারমী জ্ঞান লাভ করিয়া যখন যাহা গাথা ভাষণ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গীতাচার্য্যগণ পরে ভাষণ করিয়াছেন।

আরঞ্ঞকা পিণ্ডপাতিকা * উঞ্ছাপত্তাগতে রতা,
† দালেমু মচ্চুনো সেনং অজ্ঝত্তং সুসমাহিতা।

আরঞ্ঞকা পিণ্ডপাতিকা * উঞ্ছাপত্তাগতে রতা,
ধুনাম মচ্চুনো সেনং নলাগারং'ব কুঞ্জরো।

রুক্খমূলিকা সাতত্তিকা উঞ্ছাপত্তাগতে রতা,
দালেমু মচ্চুনো সেনং নলাগারং'ব কুঞ্জরো।

*। ব—উচ্ছাপত্ত। † সী—দলেমু

অট্ঠিকঙ্কালকুটিকে মংসনহারুপসিব্বিতে,
ধীরত্থু পূরে দুগ্গন্ধে পরগত্তে মমায়সে।
গূথভস্তে তচোনদ্ধে উরগণ্ডি পিসাচিনি,
নব সোতানি তে কায়ো য়ানি সন্দন্তি সব্বদা।
তব সরীরং নবসোতং দুগ্গন্ধকরং পরিবন্ধং,
ভিক্খু পরিবজ্জয়তে তং মীলহঞ্চ য়থাসুচিকামো।
এবং চেতং জনো জঞ্ঞা য়থা জানামি তং অহং,
আরকা পরিবজ্জেয়্য গূথট্ঠানং'ব পাবুসে।
এবমেতং মহাবীর য়থা সমণ ভাসসি,
এত্থ চেকে বিসীদন্তি পঙ্কম্হি'ব জরগ্গবো।
আকাসম্হি হলিদ্দিয়া য়ো মঞ্ঞেথ রজেতবে,
অঞ্ঞেনবাপি * রঙ্গেন বিঘাতুদয়মেব তং।
তদাকাসসমং চিত্তং অজ্ঝত্তং সুসমাহিতং,
মা পাপচিত্তে ‡ আহনি অগ্গিক্খন্ধং'ব পক্খিমা।
পস্স চিত্ত কতং—পে—ধুবং ঠিতি—পে—
তদাসি য়ং ভীসণকং তদাসি লোমহংসনং,
অনেকাকারসম্পন্নে সারিপুত্তম্হি নিব্বুতে।
অনিচ্চা বত সংখারা উপ্পাদবয়ধম্মিনো,
উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং বুপসমো সুখো।
সুখুমং তে পটিবিজ্ঝন্তি বালগ্গং উসুনা য়থা,
য়ে পঞ্চক্খন্ধে পস্সন্তি পরতো নোচ অত্ততো।

---

* ব—পিয়ঙ্গেন, ‡ ব—আহরি।

য়ে চ পস্সন্তি সঙ্খারে পরতো নোচ অত্ততো,
পচ্চব্যাধিংসু নিপুণং বালগ্গং উসুনা য়থা।

সত্তিয়া বিয় ওমট্ঠো দয্হমানো'ব মত্থকে,
কামরাগং পহানায় সতো ভিক্খু পরিব্বজে।

সত্তিয়া বিয় ওমট্ঠো দয্হমানো'ব মত্থকে,
ভবরাগং পহানায় সতো ভিক্খু পরিব্বজে।

চোদিতো ভাবিতত্তেন সরীরন্তিমধারিনা,
মিগারমাতুপাসাদং পাদঙ্গুট্ঠেন ঃ কম্পিয়ং।

নয়িদং সিথিলমারব্ভ নয়িদং অপ্পেন থামসা,
নিব্বানমধিগন্তব্বং সব্বগন্থপ্পমোচনং।

+অয়ঞ্চ দহরো ভিক্খু অয়মুত্তমপোরিসো,
ধারেসি অন্তিমং দেহং ছেত্বা মারং সবাহনং।

বিবরমনুপতন্তি বিজ্জুতা বেভারস্স চ পণ্ডবস্স চ,
* নগবিবরগতো'ব ঝায়তি পুত্তো অপ্পটিমস্স তাদিনো।

উপসন্তো উপরতো পন্তসেনাসনো মুনি,
দায়াদো বুদ্ধসেট্ঠস্স ব্রহ্মুনা অভিবন্দিতো।

উপসন্তং উপরতং পন্তসেনাসনং মুনিং,
দায়াদং বুদ্ধসেট্ঠস্স বন্দ ব্রাহ্মণ কস্সপং।

য়ো চ জাতিসতং গচ্ছে সব্বা ব্রাহ্মণজাতিয়ো,
সোত্তিয়ো বেদসম্পন্নো মনুস্সেসু পুনপ্পুনং।

ঃ ব—কম্পয়িং, + ব—অহং চ, * ব—নভ।

অজ্ঝায়কোপি চে অস্স তিণ্ণং বেদানপারগূ,
এতস্স বন্দনায়েকং কলং নাগ্ঘতি সোলসিং।

যো সো অট্ঠবিমোক্খানি পুরেভত্তমপস্সয়ি,
অনুলোমং পটিলোমং ততো পিণ্ডায় গচ্ছতি।

তাদিসং ভিক্খুং মাহনি মাত্তানং খণি ব্রাহ্মণ,
অভিপ্পসাদেহি মনং অরহন্তম্হি তাদিনো;
খিপ্পং পঞ্জলিকো বন্দ মা তে বিজটি মথকং।

নেসো পস্সতি সদ্ধম্মং সংসারেন পুরক্খতো,
‡ অধোগমং জিম্হপথং কুম্মগ্গমনুধাবতি।

কিমীব মীলহসল্লিত্তো সঙ্খারে অধিমুচ্ছিতো,
পগালেহা লাভসক্কারো তুচ্ছো গচ্ছতি পোঠিলো।

ইমঞ্চ পস্স আয়ন্তং সারিপুত্তং সুদস্সনং,
বিমুত্তং উভতোভাগে অজ্ঝত্তং সুসমাহিতং।
বিসল্লং খীণসংয়োগং তেবিজ্জং মচ্চুহায়িনং,
দক্খিণেয্যং মনুস্সানং পুঞ্ঞক্খেত্তমনুত্তরং।

এতে সম্বহুলা দেবা ইদ্ধিমন্তো য়সস্সিনো,
দসদেবসহস্সানি সব্বে ব্রহ্মপুরোহিতা;
মোগ্গল্লানং নমস্সন্তা তিট্ঠন্তি পঞ্জলীকতা।

নমো তে পুরিসাজঞ্ঞ, নমো তে পুরিসুত্তম,
য়স্সতে আসবা খীণা দক্খিণেয্যোসি মারিস।

‡ ব—মাহরি, § ব—অজ্ঝগমং

পূজিতো নরদেবেন উপ্পন্নো মরণাভিভূ,
পুণ্ডরীকং'ব তোয়েন সঙ্খারেম্নুপলিম্পতি ;

যস্স মুহুত্তে সহস্সধা লোকো
সংবিদিতো সব্রহ্মকপ্পো বসি,

ইদ্ধিগুণে চুতূপপাতে কালে পস্সতি দেবতা সভিক্খু,
সারিপুত্তোব পঞ্ঞায় সীলেনুপসমেন চ,
য়োপি পারঙ্গতো ভিক্খু এতাব পরমো সিয়া।
কোটিসতসহস্সস্স অত্তভাবং খণেন নিম্মিণে,
অহং বিকুব্বনাসু কুসলো বসীভূতোম্হি ইদ্ধিয়া।

সমাধিবিজ্জাবসি পারমিং গতো
মোগ্গল্লানগোত্তো অসিতস্স সাসনে,
ধীরো সমুচ্ছিন্দি সমাহিতিন্দ্রিয়ো
নাগো য়থা পূতিলতং'ব বন্ধনং।

পরিচিণ্ণো ময়া সত্থা কতং বুদ্ধস্স সাসনং,
ওহিতো গরুকো ভারো ভবনেত্তি সমূহতা।
য়স্সত্থায় পব্বজিতো অগারস্মানগারিয়ং,
সো মে অত্থো অনুপ্পত্তো সব্বসংয়োজনক্খয়ো।
কীদিসো নিরয়ো আসি য়ত্থ দুস্সী অপচ্চথ,
বিধুরং সাবকমাসজ্জ ককুসন্ধঞ্চ ব্রাহ্মণং।
সতং আসি অয়োসঙ্কু সব্বে পচ্চত্তবেদনা,
ঈদিসো নিরয়ো আসি য়ত্থ দুস্সী অপচ্চথ ;
বিধুরং সাবকমাসজ্জ ককুসন্ধঞ্চ ব্রাহ্মণং।

যো এতমভিজানাতি ভিক্খু বুদ্ধস্স সাবকো,
তাদিসং ভিক্খুমাসজ্জ কণ্হ দুক্খং নিগচ্ছসি।

মজ্ঝে ব:সরস্স তিট্ঠন্তি বিমানা কপ্পট্ঠায়িনো,
বেলুরিয়বণ্ণা রুচিরা অচ্চিমন্তো পভস্সরা;
অচ্ছরা তত্থ নচ্চন্তি পুথু নানত্তবণ্ণিয়ো।

যো এতমভি—পে—কণ্হ দুক্খং নিগচ্ছসি,
যো বে বুদ্ধেন চোদিতো ভিক্খুসঙ্ঘস্স পেক্খতো,
মিগারমাতুপাসাদং পাদঙ্গুট্ঠেন কম্পয়িং।

যো এতমভি—পে—কণ্হ দুক্খং নিগচ্ছসি।

যো বেজয়ন্তপাসাদং পাদঙ্গুট্ঠেন কম্পয়িং,
ইদ্ধিবলেনুপত্থদ্ধো সংবেজেসি চ দেবতা।

যো এতমভি—পে—কণ্হ দুক্খং নিগচ্ছসি।

যো বেজয়ন্তপাসাদে সক্কং সো পরিপুচ্ছতি,
অপি আবুসো জানাসি তণ্হক্খয়বিমুত্তিয়ো;
তস্স সক্কো বিয়াকাসি পঞ্হং পুট্ঠো যথাতথং।

যো এতমভি—পে—কণ্হ দুক্খং নিগচ্ছসি।
যো ব্রহ্মানং পরিপুচ্ছতি সুধম্মায়ং ঠিতো সভং,
অজ্জাপি তে আবুসো সাদিট্ঠি যা তে দিট্ঠি পুরে অহু।

পস্সসি বীতিবত্তন্তং ব্রহ্মলোকে পভস্সরং,
তস্স ব্রহ্মা বিয়াকাসি পঞ্হং পুট্ঠো যথাতথং।

ব—সাগরস্মিং,

ন মে মারিস না দিট্‌ঠি য়া মে দিট্‌ঠি পুরে অহু,
পস্সামি বীতিবত্তন্তং ব্রহ্মলোকে পভস্সরং ;
সোহং অজ্জ কতং বজ্জং অহং নিচ্চোম্হি সস্সতো।
য়ো এতম্হি—পে—কণ্হ দুক্খং নিগচ্ছসি।
য়ো মহানেরুনো কূটং বিমোক্খেন * অফস্সয়ি,
বনং পুব্ববিদেহানং য়ে চ ভূমিসয়া নরা।
য়ো এতমভিজানাতি ভিক্খু বুদ্ধস্স সাবকো,
তাদিসং ভিক্খুমাসজ্জ কণ্হ দুক্খং নিগচ্ছসি।
ন বে অগ্গি চেতয়তি অহং বালং† দহামিতি,
বালাব জলিতং অগ্গি আসজ্জনং পদয়হতি।
এবমেব তুবং মার আসজ্জনং তথাগতং,
সয়ং দহিস্সসি অত্তানং বালো অগ্গিংব সম্ফুসং
অপুঞ্ঞং পসবী§ মারো আসজ্জনং তথাগতং,
কিন্নু মঞ্ঞসি পাপিম, ন মে পাপং বিপচ্চতি।
করোতো তে মিয়্যতে পাপং চিররত্তায়‡ অন্তক,
মার নিব্বিন্দ বুদ্ধম্হা আসং মাকাসি ভিক্খুসু,
ইতি মারং অতজ্জেসি ভিক্খু ভেসকলাবনে,
ততো সো দুম্মনো য়ক্খো তত্থেবন্তরধায়তী'তি।

ইত্থং সুদং আয়স্মা মহামোগ্গল্লানো থেরো গাথায়ো অভাসিত্থা'তি।

* ব—অপস্সয়ি † ব—বালোচ, § ব—পসবি, ‡ ব—চিররত্তায়

আমি আরণ্যিক ও পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ করিব, ভিক্ষাচরণে রত হইয়া সন্তুষ্টভাবে জীবন যাপন করিব, ‘ক্লেশমারকে সমুচ্ছেদ করিব ও চিত্তকে সুসমাহিত করিব। ………মাতঙ্গ যেমন নলাগারকে দলিত করে, আমিও তেমনভাবে মৃত্যু সৈন্যকে বিধ্বংশ করিব। আমি বৃক্ষমূলিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ করিব, সতত বীর্য্যপরায়ণ হইব, পিণ্ডাচরণে সন্তুষ্ট থাকিব, হস্তীর নলাগার দলনের ন্যায় মৃত্যু সৈন্যকে দলিত করিব। ‘উপরি উক্ত গাথাত্রয় ভিক্ষুদিগকে উপদেশচ্ছলে বলা হইয়াছে।’ এই দেহ-অস্থি-কঙ্কালময় কুটীর সদৃশ, মাংসনরুক্ত, নবশত স্নায়ুদ্বারা সেলাই করা কেশলোমাদিদ্বারা দুর্গন্ধ পূর্ণ, তাই দেহের প্রতি ধিক, কুক্কুর-শৃগাল কৃমিকুলের আধারভূত এই দেহের প্রতি কেন মমতা করিতেছ। বিষ্ঠাপূর্ণ ভস্ত্রা সদৃশ, স্বকাবৃত, বক্ষজাত জীবন্ত পিশাচ সদৃশ তোমার শরীরের নবদ্বারদিয়া রাত্রিদিন অশুচি ক্ষরিত হইতেছে। তোমার শরীর নবস্রোত যুক্ত, দুর্গন্ধকর, পরিবন্ধনকৃত, পবিত্র-কামী যেমন বিষ্ঠা দেখিয়া দূর পথে চলিয়া যায়, তেমন ভিক্ষু অশুচিপূর্ণ দেহকে পরিবর্জ্জন করিবে। আমি যেমন এই অশুচিপূর্ণ দেহকে জানি, যদি মহাজনসঙ্ঘ তেমন জানে, তাহা হইলে বর্ষাকালীন বিষ্ঠাস্থানের ন্যায় দূরে থাকিতে অশুচি শরীরকে পরিবর্জ্জন করিবে। ‘কোন প্রলোভনকারিণী গণিকাকে উপদেশচ্ছলে গাথা চতুষ্টয় বলা হইয়াছে।’ হে মহাবীর, বাস্তবিক দেহ এই প্রকারই ; হে শ্রমণ, তুমি যেরূপ বলিতেছ, যেমন দুর্ব্বল বলীবর্দ্দ পঙ্কে আবদ্ধ হয়, তেমন কোন কোন সত্ত্ব এই অশুচি কায়ে নিমগ্ন হয়। ‘গণিকা লজ্জাবনতমুখে স্থবিরের প্রতি গৌরব করিয়া পূর্ব্বোক্ত গাথা বলিয়াছিল।’ যে ব্যক্তি আকাশকে হরিদ্রাবর্ণে বা অন্য কোন রঞ্জন যোগে রঞ্জিত করিতে চায়, তাহার সেই কর্ম্ম চিত্তদুঃখ আনয়ন করে মাত্র। কোন বিষয়ে অলগ্ন হেতু আমার চিত্ত আকাশ সদৃশ, আমার চিত্ত সুসমাহিত, তাই আমার মত ব্যক্তিকে পাপচিত্তে আসক্ত করিও না, পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে ঝম্পদিয়া পুড়িয়া দেহ ত্যাগ করে, তুমিও সেইরূপ আমার নিকট

দুঃখিত হইবে। 'গণিকার প্রতি ভাষিত গাথা' 'তৎপর সাতটি গাথার ব্যাখ্যা রাষ্ট্রপাল-চরিতে দেখ।' 'গণিকা এই গাথা শুনিয়া পলায়ন করিল।' বিবিধ প্রকারে সংযম পূর্ণ সারীপুত্র স্থবির নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে তখন ভীষণ ভূমিকম্পন হইল ও অশনিপাতে লোমহর্ষণ হইল। [অপর গাথার ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] যেমন শতধা বিভক্ত কেশাগ্র অন্ধকার রাত্রির বিদ্যুতালোকে বিদ্ধ করা হয়, তেমন জ্ঞানীব্যক্তি পঞ্চস্কন্ধকে আত্মারূপে না দেখিয়া অনাত্মারূপে দর্শন করে। যাহারা সংস্কার সমূহ আত্মারূপে না দেখিয়া অনাত্মারূপে দর্শন করে, ইষুদ্বারা কেশাগ্র যেমন বিদ্ধ করে, তাহারা তেমন নিপুণ ভাবে দর্শন করিয়াছে। স্মৃতিশীল ভিক্ষু শক্তিদ্বারা বিদ্ধ করার ন্যায় ও দাহ্যমান মস্তকের ন্যায় কামরাগ পরিত্যাগের জন্য তেমন ভাবে উদ্যোগ করিবে। ... ... ভবরাগ পরিত্যাগের জন্য তেমন ভাবে উদ্যোগ করিবে। ভাবিত চিত্ত, অন্তিম শরীরধারী বুদ্ধকর্ত্তৃক কথিত হইয়া মিগার মাতা বিশাখার প্রাসাদ পদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা স্থবির কাঁপাইয়াছিলেন। দৃঢ়বীর্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া সামান্য বীর্য্যবলে সর্ব্বগ্রন্থিমোচনকর নির্ব্বাণকে লাভ করিতে পারে না। বেদ নামক হীনবীর্য্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া ভাষিত।' এই অল্পবয়স্ক ভিক্ষু, এই উত্তম পুরুষ সসৈন্য মারকে উচ্ছেদ করিয়া অন্তিম দেহ ধারণ করিলেন। বিদ্যুতালোকে বেভার ও পণ্ডব পর্ব্বতের বিবর দেখা যাইতেছে. অপ্রতিম বুদ্ধের পুত্র পর্ব্বত বিবরে প্রবেশ করিয়া ধ্যান করিতেছেন। উপশান্ত, উপরত, নির্জ্জন শয্যাসনগত, বুদ্ধ-শ্রেষ্ঠের দায়াদলাভী মুনি ব্রহ্মাদ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছেন। ... ... কশ্যপ ব্রাহ্মণকে বন্দনা কর। যিনি বার বার মনুষ্যকুলে শত জন্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইয়া আসিতেছেন, সোত্রিয় নামক পবিত্র জাতি ভূত ও জ্ঞানসম্পন্ন, অধ্যায়ক, ত্রিবেদে পারদর্শী এমন মহাকশ্যপ স্থবিরকে বন্দনাজনিত পুণ্য অতিশয় মহৎ; অন্য পুণ্য ইহার ষোড়শাংশের একাংশও নহে। 'সারীপুত্রের মিথ্যাদৃষ্টি রত ভাগিনেয়্যকে লক্ষ্য করিয়া

ভাষিত।' যিনি প্রথম ধ্যান হইতে নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন অনুলোমবশে ও নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞা হইতে প্রথম ধ্যান প্রতিলোমবশে ভাবনা করিয়া পূর্ব্বাহ্নে পিণ্ডাচরণের পূর্ব্বেই অষ্ট বিমোক্ষ সম্প্রাপ্ত হইয়া পিণ্ডার্থ গমন করেন, তাদৃশ গুণসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি পাপাচরণ করিও না। হে ব্রাহ্মণ, আর্য্যনিন্দা করিয়া নিজের কুশলধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিও না, তাদৃশ অর্হতের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন কর, শীঘ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বন্দনা কর, তোমার মস্তক সেই অপরাধে সপ্তধা ছিন্ন করিও না। অবিদ্যা পরিবেষ্টিত এই পোঠিল ভিক্ষু সদ্ধর্ম্মকে দর্শন করিতেছে না, মায়া-শঠতারূপ অধোগামী মিথ্যামার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক কুমার্গে অনুধাবন করিতেছে। পোঠিল বিষ্ঠালিপ্ত কৃমির ন্যায় ক্লেশ-অশুচি মিশ্রিত সংস্কারে মূর্চ্ছিত হইয়াছে, লাভ-সৎকারে নিমজ্জিত হইয়া শীলাভাবে হীনমার্গে গমন করিতেছে। অরূপ সমাপত্তিদ্বারা রূপকায় হইতে ও মার্গদ্বারা নামকায় হইতে এই উভয়ভাগবিমুক্ত, সুসমাহিত চিত্তযুক্ত সুদর্শন সারীপুত্র স্থবির আসিতেছেন, তাঁহাকে দেখ। কামরূপশল্য বিহীন, কামদিযোগক্ষীণ, ত্রিবিদ্য, মৃত্যুধ্বংশকারী, মনুষ্যদের দাক্ষিণের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র স্থবিরকে দেখ। ঋদ্ধিশালী, মহাপরিবার বিশিষ্ট এই বহুদেবগণ, তাঁহারা পরিমাণে দশসহস্র, ব্রহ্মপুরোহিত সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে মোদ্গল্লানকে নমস্কার করিতে করিতে অবস্থান করিতেছে। [অপর গাথার ব্যাখ্যাও পূর্ব্ববৎ] নরদেবদ্বারা পূজিত, মরণকে পরাজয়কারী ভিক্ষু, পুণ্ডরীক যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তেমন তৃষ্ণা-দৃষ্টি লেপনে লিপ্ত হয় না। যেই মহাঋদ্ধিশালী আয়ুষ্মান মহামোদ্গল্লান সহস্র জগৎ ক্ষণকের মধ্যে জ্ঞাত হন, যিনি মহাব্রহ্মা সদৃশ, সেই ভিক্ষু ঋদ্ধিগুণে জন্ম-মৃত্যুকালে দেবতাকে দর্শন করেন। 'সারীপুত্র স্থবির ভাষিত গাথা।' যিনি প্রজ্ঞায়, শীলে, ক্লেশ উপশমে নির্ব্বাণ পারগত ভিক্ষু, তাঁহাদের চেয়ে সেই সারীপুত্র স্থবিরই অতিশয় শ্রেষ্ঠ। আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে লক্ষকোটি দেহ নির্ম্মাণ করিতে পারি, কেবল মনোময় ঋদ্ধিতে নহে, সমস্ত ঋদ্ধিতেই নিপুণতা লাভ

করিয়াছি। সবিতর্ক সবিচার সমাধি প্রভৃতিতে ও পূর্ব্বনিবাসজ্ঞান বিদ্যা প্রভৃতিতে পারমীর চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি; তৃষ্ণাদি রহিত শাস্তার শাসনে মোদ্‌গলান গোত্রীয় নামে পরিচিত; যেমন নাগ অক্লেশে গুলঞ্চ লতার বন্ধনকে ছেদন করে, তেমন আমিও ধীর সমাহিত চিত্তে সমস্ত ক্লেশবন্ধনকে সমুচ্ছেদ করিয়াছি। [অপর দুইগাথার ব্যাখ্যা ও পূর্ব্ববৎ।] ব্রাহ্মণ ককুসন্ধ বুদ্ধের প্রতি ও বিধুর নামক শাস্তার অগ্রশ্রাবকের প্রতি অপরাধ করিয়া যেই নিরয়ে দুসী নামক মার নিরয়াগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল, সেই নিরয় কি প্রকার? ককুসন্ধ বুদ্ধের মস্তকে মার যে পাথর নিক্ষেপ করাইয়াছিল, তাহা অগ্রশ্রাবক বিধুরের মস্তকে পতিত হইয়াছিল, সেই কারণে বলা হইয়াছে দুসী মার বুদ্ধ ও শ্রাবকের প্রতি অপরাধ করিয়া যেই নরকে জ্বলিতেছিল. সেই নরক এই প্রকার—উহাতে পৃথক পৃথকভাবে বেদনা প্রদানকারী প্রজ্বলিত তালবৃন্ত প্রমাণ এক শত লৌহ শঙ্কু ছিল। যে এই কর্ম্মফলকে জানে. যিনি বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু, হে কৃষ্ণ, (মার). তাদৃশ ভিক্ষুর প্রতি অপরাধ করিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিবে। মহাসমুদ্রের মধ্যে কল্পকালস্থায়ী যেই সমস্ত বিমান আছে, উহাদের বর্ণ বৈদুর্য্য তুল্য, উহাদের রশ্মি পর্ব্বতাগ্রে প্রজ্বলিত নলাগ্নি সদৃশ. নীলাদিবর্ণযুক্ত বহু অপ্সরা তথায় নৃত্য করিয়া থাকে। [অন্যান্য গাথার ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ।] যিনি ঋদ্ধিবলে পদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা বৈজয়ন্ত প্রাসাদ কম্পন করিয়া দেবগণের সংবেগ উৎপাদন করিয়াছিলেন, যিনি বৈজয়ন্ত প্রাসাদে শক্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বন্ধু, এখন তৃষ্ণাক্ষয় বিমুক্তি সম্বন্ধে অবগত হইয়াছ কি? প্রশ্নোত্তরে ইন্দ্ররাজ তাঁহাকে বুদ্ধের দেশনানুক্রমে উত্তর প্রদান করিলেন। যিনি সুধর্ম্মা সভায় স্থিত হইয়া মহাব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে—বন্ধু, বুদ্ধ আগমনের পূর্ব্বে তোমার যেই দৃষ্টি ছিল অদ্যও সেই দৃষ্টি আছে কি? ভগবানের চিন্তিত নিয়মে মহামোদ্‌গলান, কশ্যপ স্থবির প্রভৃতি ব্রহ্মলোকের সুধর্ম্মা সভায় গমন পূর্ব্বক সকলে ধ্যানস্থ হইলেন ও তাঁহাদের আলোকে ব্রহ্মালোক অতিক্রম করিলেন, তাই মহাব্রহ্মাকে বলিলেন,—তুমি ইহা দেখিতেছ কি? প্রশ্নোত্তরে

মহাব্রহ্মা তাঁহাকে যথাযথভাবে উত্তর প্রদান করিলেন— হে মারিষ, পূর্বে আমার যেই দৃষ্টি ছিল, এখন আমার সেই দৃষ্টি নাই. ব্রহ্মলোককে স্থবিরগণের উজ্জলালোকে অতিক্রম করিতে দেখিতেছি; "একদা মহাব্রহ্মার এইরূপ মিথ্যা বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছিল, বুদ্ধ বা শ্রাবকগণের মধ্যে কেহ ব্রহ্মলোকে আসিতে পারিবেন কি?" তখন বুদ্ধ জেতবনে ছিলেন. তাঁহার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মলোকের আকাশে উপস্থিত হওত আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তৎপর মহামোদ্গল্লান পূর্বদিকে, মহাকশ্যপ দক্ষিণদিকে, মহাকপ্পিন পশ্চিম দিকে ও অনুরুদ্ধ স্থবির উত্তরদিকে অবস্থান পূর্বক ধ্যানালোকে আলোকিত করিলেন। সেই সময় মোদ্গল্লান স্থবির এই গাথাগুলি ভাষণ করিয়াছিলেন। মহাব্রহ্মা স্থবিরগণের মহাপ্রভাব দর্শনে প্রশ্নোত্তর গাথা বলিলেন। তাই ব্রহ্মা অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিতেছেন"— আমি আজ যাহা অপরাধ করিয়াছি, তাহা আমি নিত্য শাশ্বত দৃষ্টিতে থাকিবার অনুরূপই করিয়াছি। যিনি সুমেরুকূট, জম্বুদ্বীপ, পূর্ববিদেহ, গৃহ অভাবে ভূমিশায়ী অপর গোয়ান ও উত্তরকুরু প্রভৃতিকে বিমোক্ষবলে অধিগত করিয়াছেন [অন্য গাথার ব্যাখ্যা পূর্ববৎ।] আমি মূর্খকে দগ্ধ করিতেছি বলিয়া অগ্নির তেমন চেতনা বা চেষ্টা নাই. বালই প্রজ্জলিত অগ্নিকে জড়াইয়া ধরিয়া দগ্ধীভূত হইয়া থাকে, এই প্রকার হে মার, তুমি তথাগতের প্রতি অপরাধ করিয়া মূর্খ ব্যক্তির অগ্নি স্পর্শ তুল্য নিজকে নিজেই দহন করিবে। মার তথাগতের শ্রাবকের প্রতি অপরাধ করিয়া মহাঅপুণ্য প্রসব করিল, হে পাপাত্মা, তুমি কি মনে করিতেছ, 'পাপ আমাকে নষ্ট করিতে পারিবে না।' হে অন্তক, তোমার কৃতপাপ চিরকাল তোমাকে নিশ্চয়ই দুঃখ প্রদান করিবে, হে মার, বুদ্ধ শ্রাবকের প্রতি অপরাধ করিয়া তুমি অনুতপ্ত হও, ভিক্ষু-দিগকে কষ্ট প্রদান করিব, এইরূপ আশা মনে পোষণ করিওনা। ভেসকলা-বনে ভিক্ষু মোদ্গল্লান মারকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিলেন। তাহা শুনিয়া যক্ষ বা মার তথা হইতে দুঃখিত চিত্তে অন্তর্হিত হইল।

তক্রুদানং

সট্ঠিকম্হি নিপাতম্হি মোগ্গলানো মহিদ্ধিকো,
একোব থের-গাথায়ো অট্ঠসট্ঠি ভবন্তি তে'তি।

* ষাটি নিপাতে একজন স্থবির ৬৮টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

সপ্ততি নিপাতো

বঙ্গীস স্থবির। ২৬৪

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরে এক ধনাঢ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। অনেকগুলি বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া বুদ্ধের সদনে বিচিত্র ধর্ম্ম কথিকের প্রধান স্থান প্রার্থনা করেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন। তাঁহার নাম ছিল—বঙ্গীস। তিনি ত্রিবেদে পারদর্শী ছিলেন। এক আচার্য্যের নিকটে 'মৃতশির মন্ত্র' শিক্ষা করেন। মৃত মস্তকে নখাঘাত করিয়া 'এই ব্যক্তি অমুক যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে' বলিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণ জীবন যাত্রার উপায়স্বরূপ এই মন্ত্র শিক্ষা করিয়া বঙ্গীসকে প্রতিচ্ছন্ন যানে স্থাপন পূর্ব্বক দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বঙ্গীস তিন বৎসরের মৃতশির দেখিয়াও জন্ম লাভ বিবরণ বলিতে পারিতেন। সেই কারণে তিনি সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইলেন। কেহ একশত, কেহ সহস্র টাকা তাঁহাকে দিতে লাগিলেন। একদা বঙ্গীস বুদ্ধগুণে প্রসন্ন হইয়া বুদ্ধের নিকটে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহার পিতা ব্রাহ্মণ বলিলেন— 'শ্রমণ গৌতম মায়াবলে তোমাকে আবর্ত্তন করিবে.' সুতরাং তুমি তথায় যাইওনা। তিনি পিতৃবাক্য গ্রহণ না করিয়া শাস্তার নিকটে গমন পূর্ব্বক মধুর সম্ভাষণে আসন গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন—'বঙ্গীস, কোন শিল্প জান কি?' 'হাঁ, শবশির মন্ত্র জানি।' ভগবান নিরয়, মনুষ্যলোক, নির্ব্বাণগত তিনটি মৃত শির আনাইয়া তাঁহাকে পরীক্ষার্থ দিলেন, তিনি নিরয়গত ও মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত শির দুইটি পরীক্ষা করিয়া যথার্থভাবে বলিয়া দিলেন. কিন্তু নির্ব্বাণ প্রাপ্ত শিরের আদি-অন্ত জানিতে না পারিয়া, তাহার ঘর্ম্ম হইতে লাগিল।

তখন বুদ্ধ বলিলেন, 'কি হে বঙ্গীস—তুমি বোধ হয় তৃতীয় মৃতশিরের কথা বলিতে পারিবে না, না ভন্তে, আপনি যদি জানেন দয়া করিয়া বলুন।' আমি ইহার বিষয়ও জানি, অন্যান্য সমস্ত শিরের বিষয়ও জানি। 'ভগবন, তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে আপনার সেই মন্ত্র প্রদান করুন।' বুদ্ধ বলিলেন—'আমার ন্যায় চীবর ধারণ করিলে শিক্ষা দিব।' বঙ্গীস ভাবিলেন—'যে কোন উপায়ে এই মন্ত্র শিক্ষা করিয়া আমি জম্বুদ্বীপে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ হইব।' তাই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'আপনি চিন্তা করিবেন না, ইহাতে আপনার বহু মঙ্গল সাধিত হইবে।' যখন বঙ্গীস বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজ্যা যাচ্ঞা করিলেন, তখন স্থবির নিগ্রোধকপ্প শাস্তার নিকটে উপস্থিত ছিলেন। শাস্তা তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিতে স্থবিরকে আদেশ দিলেন। তিনি প্রব্রজিত হইয়া শাস্তার নিকটে মন্ত্রস্বরূপ বত্রিশ অশুভ ভাবনা ও বিদর্শন কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিলেন। তিনি ভাবনা করিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন বঙ্গীস, শ্রমণ গৌতমের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছ কি?' তিনি বলিলেন—'মন্ত্র শিক্ষার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে।' আপনারা প্রস্থান করুন, আমার সঙ্গে আপনাদের কোন কাজ নাই। ব্রাহ্মণ বলিলেন—'বঙ্গীস, তুমি শ্রমণ গৌতমের মায়ায় আবদ্ধ হইয়াছ কি?' আমরা তোমার নিকটেই অবস্থান করিব, এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি তাঁহাদের প্রস্থানের পর অচিরে অর্হৎফল প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধ-দর্শনে আসিতেছেন, এমন সময় শাস্তাকে দেখিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, মহাসমুদ্র, সুমেরু পর্ব্বতরাজ, সিংহ, হস্তীনাগ প্রভৃতির সহিত বুদ্ধের উপমা প্রদর্শন পূর্ব্বক বহু প্রশংসা মূলক গাথা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ভগবান সঙ্ঘমধ্যে তাঁহাকে 'বিচিত্র কথক' আখ্যা প্রদান করিলেন। স্থবির অর্হৎ হওয়ার পূর্ব্বে ও পরে যেই গাথাগুলি ভাষণ করিয়াছেন, তাহা আনন্দ স্থবির প্রমুখ সঙ্গীতিকারক স্থবিরগণ তদনুরূপ ভাষণ করিয়াছেন—

নিক্খন্তং বত মং সন্তং * অগারস্মানগারিয়ং,
বিতক্কা উপধাবন্তি পগব্ভা কণ্হতো ইমে।

উগ্গপুত্তা মহিস্সাসা সিক্খিত দল্হ ধম্মিনো.[†]
সমন্তা পরিকীরেয্যুং সহস্সং অপলায়িনং।

সচেপি এত্তকা ভিয্যো আগমিস্সন্তি ইত্থিয়ো,
নেব মং ব্যাধয়িস্সন্তি ধম্মেসম্হি ‡ পতিট্ঠিতং।

‡ সক্খীহি মে সুতং এতং বুদ্ধস্সাদিচ্চবন্ধুনো.
নিব্বানগমনং মগ্গং তত্থ মে নিরতো মনো।

※ এবঞ্চে মং বিহরন্তং পাপিম উপগচ্ছসি.
তথা মচ্চু করিস্সামি ন মে মগ্গম্পি + দক্খসি।

অরতিং রতিঞ্চ পহায় সব্বসো গেহসিতঞ্চ বিতক্কং,
বনথং ন করেয়্য কুহিঞ্চি নিব্বনথো অবনথো সভিক্খু।

য়মিধ পঠবিঞ্চ বেহাসং রূপগতং জগতোগধং কিঞ্চি,
পরিজিয়্যতি সব্বমনিচ্চং এবং সমেচ্চ চরন্তি মুতত্তা।

উপধিসু জনা গধিতাসে দিট্ঠে সুতে পটিঘে চ মুতে চ,
এত্থ বিনোদয় ছন্দমনেজো য়ো হেত্থ ন লিম্পতি মুনি তমাহু।

* অথসট্ঠিসিতা সবিতক্কা পুথুজ্জনতায়ং অধম্মা নিবিট্ঠা,
ন চ বগ্গগতস্স কুহিঞ্চি নো পন দুট্ঠুল্লগাহী সভিক্খু।

দব্বো চিররত্তসমাহিতো অকুহকো নিপকো অপিহালু,
সন্তং পদমজ্ঝগমা মুনি পটিচ্চ পরিনিব্বুতো কঙ্খতি কালং।

* ব—অগারা অনাগারিয়ং, † ব—ধম্মিনো, ‡ ব—সক্খিং হি, ※ ব—এবমেতং, + ব—ট্ঠি।

মানং পজহস্‌সু গোতম, মানপথঞ্চ জহস্‌সু অসেসং,
মানপথম্হি সমুচ্ছিতো বিপ্পটিসারী হুৱা চিররত্তং ।

মক্খেন মক্খিতা পজা মানহতা নিরয়ং পপতন্তি,
সোচন্তি জনা চিররত্তং মানহতা নিরয়ং উপপন্না ।

নহি সোচতি ভিক্খু কদাচি † মগ্গজিনো সম্মাপটিপন্নো,
কিত্তিঞ্চ সুখঞ্চানুভোতি ধম্মদসোতি তমাহু তথত্তং ।

তস্মা * অখিলো পধানবা নীবরণানি পহায় বিসুদ্ধো,
মানঞ্চ পহায় অসেসং বিজ্জায়ন্তকরো সমিতাবী ।

কামরাগেন ডয্হামি চিত্তং মে পরিডয্হতি,
সাধু নিব্বাপনং ব্রূহি অনুকম্পায় গোতম ।

সঞ্ঞায় বিপরিয়েসা চিত্তং তে পরিডয্হতি,
নিমিত্তং পরিবজ্জেহি সুভং রাগূপসংহিতং ।

সঙ্খারে পরতো পস্স দুক্খতো মা চ অত্ততো,
নিব্বাপেহি মহারাগং মা ডয্হিত্থো পুনপ্পুনং ।

অসুভায় চিত্তং ভাবেহি একগ্গং সুসমাহিতং,
সতিকায়গতাত্যত্থু নিব্বিদা বহুলো ভব ।

অনিমিত্তঞ্চ ভাবেহি মানানুসয়মুজ্জহ,
ততো মানাভিসময়া উপসন্তো চরিস্সসি ।

তমেব বাচং ভাসেয্য য়ায়ত্তানং ন তাপয়ে,
পরে চ ন বিহিংসেয্য সা বে বাচা সুভাসিতা ।

† ব—মগ্গজিতো, * ব—অখিলো ইধ ।

পিয়বাচমেব ভাসেয্য যা বাচা পটিনন্দিতা,
যং অনাদায় পাপানি পরেসং ভাসতে পিয়ং।

সচ্চং বে অমতা বাচা এসধম্মো সনন্তনো,
সচ্চে অত্থে চ ধম্মে চ আহু সন্তো পতিট্ঠিতা

যং বুদ্ধো ভাসতি বাচং খেমং নিব্বানপত্তিয়া,
দুক্খস্সন্তকিরিয়ায় সা বে বাচানমুত্তমা।

গম্ভীরপঞ্ঞো মেধাবী মগ্গামগ্গস্স কোবিদো,
সারিপুত্তো মহাপঞ্ঞো ধম্মং দেসেতি ভিক্খুনং।

সঙ্খিত্তেনপি দেসতি বিত্থারেনপি ভাসতি,
সালিকায়ি'ব নিগ্ঘোসো পটিভানং উদীরয়ি।

তস্স তং দেসয়ন্তস্স ‡ সুণন্তি মধুরং গিরং,
সরেন রজনীয়েন সবণীয়েন বগ্গুনা;
উদগ্গচিত্তা মুদিতা সোতং ওধেন্তি ভিক্খবো।

অজ্জ পন্নরসে বিসুদ্ধিয়া ভিক্খু পঞ্চসতা সমাগতা,
সঞ্ঞোজনবন্ধনচ্ছিদা অনীঘা খীণপুনব্ভবা ইসী।

চক্কবত্তি যথা রাজা অমচ্চপরিবারিতো,
সমন্তা * অনুপয়্যেতি সাগরন্তং মহিং ইমং।

এবং বিজিতসঙ্গামং সত্থবাহং অনুত্তরং,
সাবকা পয়িরুপাসন্তি তেবিজ্জা মচ্চুহায়িনো।

* ব—সালিকায়েব, ‡ ব—সুণন্তা, * ব—অনুপরিয়েতি।

সব্বে ভগবতো পুত্তা পলাসেত্থ ন বিজ্জতি,
তণ্হাসল্লস্স হন্তারং বন্দে আদিচ্চবন্ধুনং।

পরোসহস্সং ভিক্খূনং সুগতং পয়িরুপাসতি,
দেসেন্তং বিরজং ধম্মং নিব্বানং অকুতোভয়ং।

সুণন্তি ধম্মং বিমলং সম্মাসম্বুদ্ধদেসিতং,
সোভতি বত সম্বুদ্ধো ভিক্খুসঙ্ঘপুরক্খতো।

নাগনামোসি ভগবা ইসীনং ইসি সত্তমো,
মহামেঘো'ব হুত্বান সাবকে অভিবস্সতি।

দিবাবিহরা নিক্খম্ম সত্থুদস্সন কম্যতা,
সাবকো তে মহাবীর, পাদে বন্দতি বঙ্গীসো।

উম্মগ্গপথং মারস্স অভিভুয়্য চরতি পভিজ্জখিলানি,
তং পস্সথ বন্ধনপমুঞ্চকরং, অসিতং'ব ভাগসো পটিভজ্জ।

ওঘস্স হি নিত্থরণত্থং, অনেকবিহিতং মগ্গং অক্খাসি,
তস্মিঞ্চ অমতে অক্খাতে, ধম্মদসা ঠিতা অসংহীরা।

পজ্জোতকরো অতিবিজ্ঝধম্মং, সব্বট্‌ঠিতীনং অতিক্কমদ্দ,
ঞত্বা চ সচ্ছিকত্বা চ, অগ্গং সো দেসয়ী দসদ্ধানং।

এবং সুদেসিতে ধম্মে, কো পমাদো বিজানতং ধম্মং,
তস্মা হি তস্স ভগবতো সাসনে, অপ্পমত্তো সদা নমস্সমনুসিক্খে।

বুদ্ধানুবুদ্ধ য়ো থেরো, কোণ্ডঞ্ঞো তিব্বনিক্কমো,
লাভীসুখবিহারানং, বিবেকানং অভিণ্হসো।

যং সাবকেন পত্তব্বং সত্থুসাসনকারিনা,
সব্বস্স তং অনুপ্পত্তং অপ্পমত্তস্স সিক্খতো।

মহানুভাবো তেবিজ্জো চেতোপরিয়কোবিদো,
কোণ্ডঞ্ঞো বুদ্ধদায়াদো পাদে বন্দতি সত্থুনো ।

নগস্স পস্সে আসীনং মুনিং দুক্খস্স পারগুং,
সাবকা পয়িরুপাসন্তি তেবিজ্জা মচ্চুহায়িনো ।

তে চেতসা অনুপরিয়েতি মোগ্গল্লানো মহিদ্ধিকো,
চিত্তং নেসং সমন্বেসং বিপ্পমুত্তং নিরূপধিং ।

এবং সব্বঙ্গসম্পন্নং মুনিং দুক্খস্স পারগুং,
অনেকাকারসম্পন্নং পয়িরুপাসন্তি গোতমং ।

চন্দো যথা বিগতবলাহকে নভে
বিরোচতী বীতমলোব ভানুমা,
এবম্পি অঙ্গীরস ত্বং মহামুনি
অতিরোচসি য়সসা সব্বলোকং ।

কাবেয়্যমত্তা বিচরিম্হ পুব্বে, গামাগামং পুরাপুরং,
অথদ্দসাম সম্বুদ্ধং সব্বধম্মানপারগুং ।

সো মে ধম্মমদেসেসি মুনি দুক্খস্স পারগূ,
ধম্মং সুত্বা পসীদিম্হ অদ্ধা নো উদপজ্জথ ।

তস্সাহং বচনং সুত্বা খন্ধে আয়তনানি চ,
ধাতুয়ো চ বিদিত্বান পব্বজিং অনগারিয়ং ।

বহূনং বত অত্থায় উপ্পজ্জন্তি তথাগতা,
ইত্থিনং পুরিসানঞ্চ য়ে তে সাসনকারকা ।

তেসং খো বত অথায় বোধিমজ্ঝগমা মুনি,
ভিক্খূনং ভিক্খুনীনঞ্চ যে † নিয়ামগতদ্দসা।

সুদেসিতা চক্খুমতা বুদ্ধেনাদিচ্চবন্ধুনা,
চত্তারি অরিয়সচ্চানি অনুকম্পায় পাণিনং।

দুক্খং দুক্খসমুপ্পাদং দুক্খস্স চ অতিক্কমং,
অরিয়ঞ্চট্ঠঙ্গিকং মগ্গং দুক্খূপসমগামিনং।

এবমেতে তথাবুত্তা দিট্ঠা মে তে যথাতথা,
সদত্থো মে অনুপ্পত্তো কতং বুদ্ধস্স সাসনং।

স্বাগতং বত মে আসি মম বুদ্ধস্স সন্তিকে,
সবিভত্তেসু ধম্মেসু যং সেট্ঠং তদুপাগমিং।

অভিঞ্ঞাপারমিপ্পত্তো সোতধাতুং বিসোধিতো,
তেবিজ্জো ইদ্ধিপত্তোম্হি চেতোপরিয়কোবিদো

পুচ্ছামি সত্থারমনোমপঞ্ঞং
দিট্ঠেবধম্মে যো বিচিকিচ্ছানং ছেত্বা
অগ্গালবে কালমকাসি ভিক্খু
ঞাতো যসস্সী অভিনিব্বুতত্তো।

নিগ্রোধকপ্পো ইতি তস্স নামং
তয়া কতং ভগবা ব্রাহ্মণস্স,
সোহং নমস্সং অচরিং মুত্যপেখো
আরদ্ধবীরিয়ো দল্হধম্মদস্সী।

† ব—নিয়ামগতদ্দসা।

তং সাবকং সক্ক মযস্তি সব্বে
অঞ্ঞাতুমিচ্ছাম সমন্তচক্খু,
সমবট্ঠিতা নো সবণায় হেতুং
তুবং নো সত্থা ত্বমনুত্তরোসি।
ছিন্দ নো বিচিকিচ্ছং ব্রূহিমেতং
পরিনিব্বুতং বেদয় ভূরিপঞ্ঞ;
মজ্ঝেব নো ভাস সমন্তচক্খু
সক্কো চ দেবান সহস্সনেত্তো।

যে কেচি গন্থা ইধ মোহমগ্গা
অঞ্ঞাণপক্খা বিচিকিচ্ছঠানা,
তথাগতং পত্বা ন তে ভবন্তি
চক্খু হি এতং পরমং নরানং।

নো চে হি জাতু পুরিসো কিলেসে
বাতো যথা অব্ভঘনং বিহানে,
তমোবস্স নিবুতো সব্বলোকো
জোতিমন্তোপি নপ্পভাসেয়্যুং।

ধীরা চ পজ্জোতকরা ভবন্তি
তং তং অহং বীর তথেব মঞ্ঞে,
বিপস্সিনং জানমুপাগমিম্হা
পরিসাসু নো আবিকরোহি * কপ্পং।

* ব—কপ্পং।

খিপ্পং গিরং এরয় বগ্গু বগ্গুং
হংসোব পগ্গয্হ সনিকং নিকূজ,
বিন্দুস্সরেন সুবিকপ্পিতেন
সব্বে'ব তে উজ্জুগতা সুণোম।

পহীনজাতিমরণং অসেসং
নিগ্গয্হ ধোনং পটিবেদয়ামি ধম্মং,
ন কামকারো হোতি পুথুজ্জনানং
সঙ্খেয়্যকারো'ব তথাগতানং।

সম্পন্নবেয়্যাকরণং তবেদং
সমুজ্জুপঞ্ঞস্স সমুগ্গহীতং,
অয়মঞ্জলি পচ্ছিমো সুপ্পণামিতো
মা মোহসি জানমনোমপঞ্ঞ।

পরোপরং অরিয়ধম্মং বিদিত্বা
মা মোহসি জানমনোম বীর,
বারিং য়থা ঘম্মনি ঘম্মতত্তো
বাচাভিকঙ্খামি সুতং পবস্স।

য়দত্থিকং ব্রহ্মচরিয়ং অচারী
কপ্পায়নো কচ্চি সতং অমোঘং,
নিব্বায়ি সো অনুপাদিসেসো
য়থা বিমুত্তো অহু তং সুণোম।

অচ্ছেজ্জি তণ্হং ইধ নামরূপে
তণ্হায় সোতং দীঘরত্তানুসয়িতং,

অত্তারি জাতিং মরণং অসেসং
ইচ্চব্রবি ভগবা পঞ্ঞসেট্ঠো।

এস সুত্বা পসীদামি বচো তে ইসি সত্তম,
অমোঘং কির মে পুট্ঠং ন মং বঞ্চেসি ব্রাহ্মণো।

যথাবাদী* তথাকারী অহু বুদ্ধস্স সাবকো,
অচ্ছেজ্জি মচ্চুনো জালং‡ ততং মায়াবিনো দল্‌হং।

অদ্দস ভগবা আদিং উপাদানস্স কপ্পিয়ো,
অচ্চগা বত কপ্পায়নো মচ্চুধেয়্যং সুদুত্তরং।

তং দেবদেবং বন্দামি পুত্তং তে দিপদুত্তম,
অনুজাতং মহাবীরং নাগং নাগস্স ওরসন্তি।

ইত্থং সুদং আয়স্মা বঙ্গীসো থেরো গাথায়ো অভাসিত্থা'তি।

আমি আগার হইতে বাহির হইয়া অনাগারে প্রব্রজিত হই, তখন এই নির্লজ্জ, হীন কামবিতর্কাদি আমার নিকট উপগমন করে। যেমন শিক্ষিত দক্ষ দ্বিসহস্র শক্তিশালী মহাধনুগ্রাহী উগ্রপুত্রগণ সহস্র পরিমাণ যুদ্ধে অপরাজিত হইয়া চারিদিকে বাণ নিক্ষেপ করিয়া থাকে, তেমন যদি তাহাদের চেয়েও বেশী রমণী আমার নিকট আগমন করে, তথাপি তাহারা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আমাকে কামবাণে নিপীড়ণ করিতে পারিবে না, কারণ আমি আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের প্রমুখাৎ এই নির্ব্বাণগামী মার্গ সম্বন্ধে শুনিয়াছি, সেই বিদর্শনমার্গে আমার মন নিরত হইয়াছে। হে ক্লেশমার, আমাকে এভাবে অশুভ ও বিদর্শনভাবনায় রত দেখিয়া তুমি গমন করিলে, আমার গমনমার্গ যেমন তুমি না দেখ, তেমন ভাবে আমি অন্তিম মৃত্যু

* সী—যথাকারী, ‡ ব—অন্তং।

লাভ করিব। 'অলঙ্কৃতা স্ত্রী দর্শনে উক্ত পঞ্চ গাথা ভাষিত।' নির্জ্জনবাসে উৎকণ্ঠা, পঞ্চকামগুণে রতি এবং সর্ব্বপ্রকারে পুত্রদার সংযুক্ত জ্ঞাতি বিতর্ক ও মিথ্যা বিতর্ক ত্যাগ করিয়া ভিতর-বাহিরের কোন বস্তুতে তৃষ্ণা উৎপাদন করিবেনা, তাদৃশ ভিক্ষুই নিতৃষ্ণ নির্ব্বিকার মধ্যে গণ্য হয়। এ জগতে যাহা কিছু ভূমি আশ্রিত, দেবলোকাশ্রিত, রূপজাত, ভবত্রয় ভূত আছে, সমস্ত জরাজীর্ণ হইবে, সমস্ত অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মা লক্ষণ যুক্ত. পণ্ডিতগণ বিদর্শন জ্ঞানে এইরূপ জ্ঞাত হইয়া অবস্থান করেন। জ্ঞানান্ধগণ স্কন্ধ উপাধিতে ও রূপে-শব্দে-স্পর্শে-রসে আসক্ত হইয়া থাকে, এই পঞ্চ-কামগুণের লালসা দূর কর, তাহা হইলে নিতৃষ্ণ হইতে পারিবে, যে এই পঞ্চকামগুণে তৃষ্ণা দ্বারা লিপ্ত না হয়, সেই মুনি নামে কথিত হয়। কেহ জ্ঞানান্ধ কারণে ষাটি প্রকার বিতর্ক আশ্রিত হইয়া অধর্ম্মে নিবিষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানীব্যক্তি যে কোন শাশ্বত-উচ্ছেদবাদ ও মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ করেন না; যিনি ক্লেশদোষে দূষিত বা মিথ্যা উপায়ে জীবন যাপনে রত নহেন. তাঁহাকেই ভিক্ষু নামে অভিহিত করা হয়। চিরকাল সমাহিত. অমায়াবী. নিপুণ, নিতৃষ্ণ, পণ্ডিত. শান্তপদলাভী মুনি সউপাদিশেষ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া কেবল অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ লাভার্থ সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। হে গৌতম শ্রাবক, নববিধ মান ত্যাগ কর. জাতি প্রভৃতি ও তদুৎপন্ন ক্লেশত্যাগে মানপথ নিঃশেষরূপে ত্যাগ কর, আমি মানপথে মূর্চ্ছিত হইয়া বহুকাল অনুতাপ করিতে করিতে পূর্ব্বে অর্হৎ হইতে পারি নাই; পরগুণ মর্দ্দনে মর্দ্দিত প্রজাগণ হতমান হইয়া নরকে উৎপন্ন হইয়া থাকে; হতমানী. নিরয় উৎপন্ন জনগণ চিরকাল শোক পাইয়া থাকে। মার্গদ্বারা বিজিত তৃষ্ণ, সদাচরণ সম্পন্ন ভিক্ষু কখনও শোক করেননা, তিনি বিজ্ঞ-প্রশংসিত কীর্ত্তি ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন, সেই সদাচরণ সম্পন্ন ভিক্ষুই ধর্ম্মদর্শী পণ্ডিত নামে কথিত হন। তদ্ধেতু পঞ্চচিত্তখিল হীন, বীর্য্যবান, পঞ্চনীবরণ ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত ভিক্ষু নববিধ মানকে অর্হৎ-

মার্গে নিঃশেষরূপে ত্যাগ করিয়া ক্লেশ উপশম করত ত্রিবিদ্য নামে কথিত হন। 'একদা স্থবির আনন্দ বঙ্গীস শ্রামণেরকে লইয়া নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, তথায় অলঙ্কার ভূষিতা রমণী স্থবিরকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিতেছেন, এমন সময় বঙ্গীস শ্রামণের তাঁহাদের রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া কাম জ্বালায় দগ্ধ হন, তাই স্থবিরকে বলিতেছেন।' আমার শরীর কামাগ্নিতে দহন করিতেছি, আমার চিত্ত দগ্ধ হইতেছে, হে গৌতম গোত্রীয় আনন্দ, দয়া করিয়া ইহাকে নির্ব্বাপনমূলক উপদেশ প্রদান করুন। অশুভ বিষয়ে শুভসংজ্ঞা উৎপাদন করিয়া তোমার চিত্ত জ্বালা করিতেছে, সেই শোভন কামরাগ সংযুক্ত নিমিত্ত পরিবর্জ্জন কর। সংস্কারধর্ম্মকে দুঃখ রূপে দর্শন কর, আত্মারূপে দেখিওনা, সেই মহাকামজ্বালাকে নিভাইয়া ফেল, পুনঃপুন চিত্তকে দহন করিওনা। অশুভভাবনায় চিত্ত একাগ্র ও সুসমাহিত করিয়া ভাবনা কর, তোমার কায়গতা স্মৃতি ভাবনায় চিত্ত ভাবিত হউক, দেহের প্রতি বাহুল্যভাবে উৎকণ্ঠিত হও। অনিত্যভাবনায় মনোযোগী হও, অগ্রমার্গানুক্রমে মানরূপ অনুশয়কে সমুচ্ছেদ কর, মানের দর্শন ও ত্যাগকাল উৎপন্ন হইলে তৎপর কামজ্বালাদির উপশম করিয়া বিচরণ করিতে পারিবে। যেই বাক্য প্রয়োগে নিজকে অনুতাপানলে উত্তপ্ত বা পীড়া প্রদান না করিবে, সেইরূপ বচনই বলিবে, অপরকে ভেদ করিয়া কষ্ট প্রদান করিবেনা, সেই মৈত্রীপূর্ণ বাক্যই উত্তম বাক্য। প্রিয় বাক্যই বলিবে, যেই বাক্য প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সুগৃহীত হয়, এমন বাক্য বলিলে যাহাতে অপরের অনিষ্টজনকরূপে গৃহীত না হইয়া প্রিয়ভাবেই গৃহীত হয়, তেমন মধুর বাক্য বলিবে। সত্য বাক্যই অমৃত বাক্য মধ্যে পরিগণিত, ইহা সনাতন বা প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্ম, পণ্ডিত সত্যার্থে ও ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত আত্মপর উভয়ার্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। বুদ্ধ যেই নিরুপদ্রব বাক্য বলেন তাহা নির্ব্বাণলাভার্থ বলিয়া থাকেন, সেই বচন সমূহই দুঃখের

অবসান করিবার পক্ষে উত্তম; গম্ভীরপ্রাজ্ঞ, মেধাবী, মার্গামার্গে সুদক্ষ মহাপ্রাজ্ঞ সারীপুত্র ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্ম দেশনা করিয়া থাকেন, পক্কআম্রের স্বাদ গ্রহণে শালিক পক্ষী যেমন মধুর নাদ করে, তেমন সারীপুত্র স্থবির সমুদ্রের বীচির ন্যায় উপর্য্যুপরি অনন্তজ্ঞানতরঙ্গ যোগে সংক্ষেপে ও সবিস্তারে দেশনা করেন। ভিক্ষুরা তাঁহার মধুর ধর্ম্ম দেশনা সাদরে শ্রবণ করিতে লাগিলেন; রমণীয়, কর্ণসুখদ মনোহর স্বরে প্রসারিত চিত্ত, আমোদিত ভিক্ষুগণ অবহিত চিত্তে শুনিতে লাগিলেন। অদ্য পঞ্চদশী উপোসথ দিনে বিশুদ্ধি প্রবারণা হেতু পঞ্চশত ভিক্ষু সমাগত হইয়াছেন, সকলে সংযোজন বন্ধন ছেদন করিয়াছেন; তাহারা ক্লেশদুঃখ ও পুনর্জন্মহীন ঋষি। যেমন চক্রবর্ত্তীরাজা চারিদিকে অমাত্য-পরিবেষ্টিত হইয়া সসাগরা মহী পর্য্যন্ত অবস্থান করেন, তেমন ক্লেশ সংগ্রাম বিজয়ী, সার্থবাহ বা অষ্টমার্গরথে সংসার কান্তার উত্তীর্ণকারী, অনুত্তর শাস্তাকে ত্রিবিদ্য মৃত্যুঞ্জয়ী শ্রাবকগণ পরিবেষ্টন করিতেছেন। সকলেই ভগবানের পুত্র, দুঃখশীলতা তাঁহাদের বিদ্যমান নাই, তাঁহারা তৃষ্ণাশল্য বিধ্বংশকারী আদিত্য বন্ধু বুদ্ধকে বন্দনা করিতেছেন। অকুতোভয়, বিরজ, নির্ব্বাণ ধর্ম্ম দেশক সুগতকে ও অপর সাড়ে বারশত ভিক্ষুকে পরিবেষ্টন করিতেছেন। সকলে সম্যক সম্বুদ্ধ দেশিত বিমল ধর্ম্ম শুনিতেছেন, ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত সম্বুদ্ধ অতিশয় শোভা পাইতেছেন। ভগবান নাগ নামে অভিহিত, তিনি বিপশ্বী বুদ্ধ হইতে সপ্তম ঋষির মধ্যে পরিগণিত, চারিদ্বীপ ব্যাপ্ত মহামেঘ তুল্য হইয়া তিনি শ্রাবকদিগকে ধর্ম্মামৃত বর্ষণ করিতেছেন। শাস্তার দর্শনাভিলাষী বঙ্গীস দিবা বিশ্রাম হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, হে মহাবীর, আপনার শ্রাবক বঙ্গীস ভবদীয় পদে বন্দনা করিতেছে। মারের সংসারাবর্ত্ত প্রসূত পথকে অভিভব করিয়া ও পঞ্চচিত্তখিলকে ভগ্ন করিয়া যিনি বিচরণ করিতেছেন, সেই বন্ধনমুক্ত, কোন বিষয়ে অনাশ্রিত বুদ্ধকে দেখ, তিনি 'সতিপট্ঠান' সূত্রকে বিভক্ত করিয়া ধর্ম্ম দেশনা করিতেছেন, কাম-ভব-দৃষ্টি-অবিদ্যা স্রোত হইতে নিস্তার করিবার

জন্য বহুবিধ কর্ম্মস্থান মার্গসম্বন্ধে তিনি বর্ণনা করিলেন, তিনি তথায় ধর্ম্মামৃত পান করাইলে ধর্ম্মদর্শিগণ মনোযোগের সহিত অবস্থান পূর্ব্বক শুনিতে পাইলেন এবং প্রদ্যোতকর ধর্ম্মকে সকলে অবগত হইয়া সকলের বিজ্ঞান স্থিতিকে অতিক্রম পূর্ব্বক নির্ব্বাণ দর্শন করিলেন. তিনি ধর্ম্মকে উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া ও প্রত্যক্ষ করিয়া দশার্দ্ধ বা পঞ্চবর্গীয়কে উত্তম ধর্ম্ম দেশনা করিলেন ; এমন সুদেশিত ধর্ম্ম যাঁহার জানা আছে, তাঁহার প্রমাদে কি প্রয়োজন ? তদ্ধেতু সেই ভগবানের শাসনে অপ্রমত্ত থাকিয়া সর্ব্বদা ত্রিবিধ শিক্ষা, বিদর্শন মার্গ পাটিপাটি শিক্ষা করিবেন ; বুদ্ধগণের মধ্যে অনুবুদ্ধ স্বরূপ, ইহকালে সুখবিহারীদের মধ্যে ও নিত্য ত্রিবিধ বিবেকলাভিগণের মধ্যে দৃঢ় বীর্য্যশালী যেই কোণ্ডঞ্ঞ স্থবির সমস্ত অপ্রমত্তভাবে শিক্ষাকারী ও শাস্তার আদেশ পালনকারী শ্রাবক কর্ত্তৃক যাহা পাওয়া উচিত, তিনি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন ; মহানুভব. ত্রিবিদ্য চিত্তবিষয়ে সুদক্ষ, বুদ্ধের দায়াদলাভী কোণ্ডঞ্ঞ স্থবির শাস্তার পদবন্দনা করিতেছেন ; ইসিগিলি পর্ব্বত পার্শ্বে কালশিলায় উপবিষ্ট, সর্ব্ব দুঃখের অতিক্রমকারী, ত্রিবিদ্য. মৃত্যুঞ্জয়ী শ্রাবকগণ পরিবেষ্টন করিলেন। মহাঋদ্ধিশালী মোদ্গলান স্বীয় চিত্তদ্বারা তাঁহাদের বিপ্রমুক্ত. উপাধিহীন চিত্তকে অনুসন্ধান করত অনুক্রমে বিভাগ করিতে লগিলেন। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন. সর্ব্ব দুঃখ অতিক্রমকারী, অনেক প্রকার গুণসম্পন্ন গৌতম মুনিকে শ্রাবকগণ পরিবেষ্টন করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্র যেমন মেঘবিহীন শারদীয় গগনে শোভা পায়, তেমন সূর্য্য যেমন বীতমল হইয়া নভোস্থলে শোভা পায় ; হে অঙ্গীরস মহামুনি, তুমি স্বীয় যশোবলে সর্ব্বলোককে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতেছে। 'চম্পারাজ্যে গর্গরা পুষ্করিণী তীরে উক্ত গাথা ভাষিত।' আমি পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে, পুরে পুরে কেবল কাব্য রচনা করিয়া বিচরণ করিতাম, তৎপর সমস্ত ধর্ম্মে পারদর্শী সম্বুদ্ধকে দর্শন করি, সেই সর্ব্বদুঃখ সমতিক্রমকারী মুনি আমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, ধর্ম্ম শ্রবণে আমি অতিশয় প্রসন্ন হই, বাস্তবিক

রত্নত্রয় আমাদের উপকারের জন্যই উৎপন্ন হইয়াছেন। আমি তাঁহার বচন শ্রবণ করিয়া পঞ্চস্কন্ধে বার আয়তন, আঠার ধাতু অবগত হওত অনাগারে প্রব্রজিত হই। যে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ বুদ্ধের আদেশ পালনকারী, সেই বহু জন-মানবগণের হিতার্থই তথাগতগণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন। যাঁহারা বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত নিয়ম মানিয়া চলেন, সেই ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের হিতার্থই মুনি সম্যক্‌সম্বোধি লাভ করিয়াছেন। পঞ্চচক্ষুম্মান আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধ-কর্তৃক প্রাণীদের অনুকম্পার্থে চারি আর্য্যসত্য সুদেশিত হইয়াছে। যথা—দুঃখ, দুঃখোৎপত্তির কারণ, দুঃখের অতিক্রম ও দুঃখ উপশমগামী আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই দুঃখ আর্য্যসত্যাদি অনন্যথাভাবে কথিত হইয়াছে, শাস্তা যেভাবে বলিয়াছেন, আমি ঠিক সেইভাবে দেখিয়াছি, বা জ্ঞাত হইয়াছি। আমি অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি বুদ্ধের উপদেশ অনুশাসনে প্রবিষ্ট হইয়াছি। আমার বুদ্ধ-সদনে গমন, সুগমন হইয়াছে, তাঁহার সবিভক্ত ধর্ম্মসমূহের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাতে আমি উপস্থিত হইয়াছি অর্থাৎ তাহা আমি লাভ করিয়াছি। আমি ষড়াভিজ্ঞা পারমীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার দিব্য শ্রোত্রজ্ঞান লাভ হইয়াছে, আমি ত্রিবিদ্যায়, ঋদ্ধিগুণে ও চিত্ত বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিয়াছি। 'পূর্ব্বোক্ত গাথা দশটি অর্হৎ হইয়া ভাষিত।' আমি মহাপ্রজ্ঞাধার শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহ জন্মে বিচিকিৎসা বা সন্দেহসমূহ ছেদন করিয়া অগালব বিহারে প্রসিদ্ধ, লাভ-সৎকার সম্পন্ন, উপশান্ত স্বভাব যেই ভিক্ষু দেহ ত্যাগ করিলেন, নির্ব্বাণদর্শী ভগবান তাদৃশ ছায়াসম্পন্ন নিগ্রোধ বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাণে প্রতিষ্ঠিত আরব্ধবীর্য্য নিগ্রোধকপ্প নামে অভিহিত করিলেন, আমি সেই আচার্য্যকে নমস্কার করিতেছি। হে সমন্ত চক্ষু শাক্য পুঙ্গব, আমরা সকলে সেই শ্রাবককে জানিতে ইচ্ছা করি। সম্যকরূপে অবস্থিত আমাদের প্রশ্নোত্তর শ্রবণের একমাত্র তুমিই হেতু, তুমিই অনুত্তর শাস্তা। হে ভূরি প্রাজ্ঞ, আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করুন, ইনি

পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত বলিয়া আমাদিগকে জ্ঞাপন করুন, হে সমন্ত চক্ষু, সহস্র নেত্র শক্র যেমন দেবগণের মধ্যে কোন বাক্য বলেন, তেমন আপনিও আমাদের মধ্যে ইহা বর্ণনা করুন। এ জগতে যাহা কিছু অজ্ঞানপক্ষীয় ও সন্দেহ স্থানীয় প্রধান মোহগ্রন্থি আছে, সেই সমস্ত তথাগতের দেশনাবলে বিধ্বংশ প্রাপ্ত হয়, কারণ নরগণের তথাগতই পরম চক্ষুস্বরূপ। বায়ু যেমন মেঘপটলকে বিধ্বংশ করে, তেমন শ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রবর ভগবান যদি ক্লেশমারকে বিধ্বংশ না করিতেন, তাহা হইলে সমস্ত জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হইয়া যাইত, এমন কি প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ সম্পন্ন সারীপুত্র প্রভৃতির প্রভাবও প্রকাশিত হইত না। ধীরগণই প্রজ্ঞালোক উৎপাদন করিয়া থাকেন, সেই কারণে হে ধীরপুঙ্গব বুদ্ধ, আমি তোমাকে প্রজ্ঞালোক স্বরূপ মনে করি। সমস্ত ধর্ম্মে অভিজ্ঞ কারণে তোমাকে জানিয়া আমরা তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, আমাদের এই পরিষদ মধ্যে নিগ্রোধকপ্প স্থবিরের বিষয় প্রকাশ করুন! যেমন সুবর্ণহংস খাদ্যান্বেষণে বিচরণ পূর্ব্বক বনগহনে হ্রদ দেখিয়া বক্রগ্রীবায় পক্ষ চালনা করত হৃষ্টচিত্তে শনৈঃ শনৈঃ মধুর কূজন করে, তেমন সুবিকল্পিত মহাপুরুষস্বরে নাতিশীঘ্র মনোহর বাক্য প্রকাশ করুন, আমরা অবিক্ষিপ্ত চিত্তে আপনার সুমধুর ধর্ম্মঘোষ শ্রবণ করিব। নিরবশেষ ভাবে জন্ম-মরণহীন, সর্ব্বপ্রকার বিহত পাপমূলক ধর্ম্মবাক্য বলিতে প্রার্থনা করিতেছি। পৃথগ্জন ও স্রোতাপন্ন প্রভৃতি তথাগতগণের সুচিন্তিত প্রজ্ঞাপূর্ব্বঙ্গম ক্রিয়া সম্বন্ধে জানিতে সমর্থ হয়। আপনার এই সুঋজু প্রজ্ঞায় সুগৃহীত বাক্য সুসম্পন্ন অর্থাৎ আপনার সমস্ত বাক্য অব্যর্থ, হে মহাপ্রজ্ঞ বুদ্ধ, আমি পুনরায় উপসংহারে কৃতাঞ্জলি-পুটে জ্ঞাপন করিতেছি :—এই নিগ্রোধকপ্প স্থবিরের গতি সম্বন্ধে জানিয়া আমাদিগকে অন্যথা বলিবেন না। হে মহাপ্রজ্ঞ বীর, লৌকিক-লোকোত্তর ভেদে সুন্দরাসুন্দর ও দূরাসন্ন চারি আর্য্যসত্যধর্ম্ম বিদিত হইয়া সর্ব্বধর্ম্মে আপনি অভিজ্ঞ, আমাদিগকে অন্যথা বলিবেন না। যেমন গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্মাক্ত

পিপাসিত পুরুষ জল পাইতে ইচ্ছা করে, তেমন আপনার বাক্য শুনিতে আমরাও আকাঙ্ক্ষা করি, এই প্রকার শ্রুতময় বৃষ্টি বর্ষণ করুন। নিগ্রোধকপ্প স্থবির যেই ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়াছেন, তাহা অমোঘরূপে বিদ্যমান কি? তিনি অনুপাদিশেষ, না সউপাদিশেষ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন? তিনি যে প্রকারে বিমুক্ত হইয়াছেন, তাহা আমরা শুনিতে চাই। 'পূর্ব্বোক্ত ১২টি গাথাদ্বারা স্থবির স্বীয় আচার্য্য স্থবিরের নির্ব্বাণবার্ত্তা বুদ্ধের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন,— তৎপর ভগবান প্রত্যুত্তরে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন।' এই নামরূপ ধর্ম্মে কামতৃষ্ণাদির স্রোত সুদীর্ঘকাল অনুসৃত থাকে, সেই তৃষ্ণাকে নিগ্রোধকপ্প স্থবির ছেদন করিয়াছে, সে তৃষ্ণাকে ছেদন করিয়া নিরবশেষরূপে জন্ম-মরণ উত্তীর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে, শ্রদ্ধাদি পঞ্চেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ ভগবান বঙ্গীস স্থবিরকে এই উত্তর প্রদান করিলেন। হে ঋষি সপ্তম, আপনার বচন শুনিয়া আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি, আমার প্রশ্নের উত্তর অমোঘভাবে প্রদান করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণ পরিনির্ব্বাপিত বলিয়া প্রকাশ করায়, আমাকে বঞ্চনা করেন নাই। বুদ্ধের শ্রাবক যাহা বলেন, তাহাই করেন; তিনি ত্রৈভূমিক আবর্ত্তে প্রসারিত মায়াবী মৃত্যুর সুদৃঢ় তৃষ্ণাজাল ছেদন করিয়াছেন। ভগবান অবিদ্যা তৃষ্ণাদির মূলকারণ জ্ঞানচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, বাস্তবিক ভগবান সঙ্গত বচনই বলিয়াছেন; কপ্পায়ণ সুদুস্তর মার রাজ্য নিশ্চয়ই অতিক্রম করিয়াছেন। হে দেবাতিদেব, দ্বিপদোত্তম, তোমাকে বন্দনা করিতেছি, বুদ্ধনাগের ঔরসে অনুজাত মহাবীর নাগ পুত্রকে বন্দনা করিতেছি।

আয়ুষ্মান বঙ্গীস স্থবির এই গাথাসমূহ আবৃত্তি করিলেন।

তত্রুদ্দানং

সত্ততিম্হি নিপাতম্হি বঙ্গীসো পটিভাণবা,

একোব থেরো নত্থঞ্ঞো গাথায়ো একসত্ততী'তি।

সপ্ততি নিপাতে একজন স্থবির ৭১টি গাথা ভাষণ করিয়াছেন।

সহস্সং হোন্তি তা গাথা তীণি সট্‌ঠি সতানি চ,
থেরা চ দ্বে সতা সট্‌ঠি চত্তারো চ পকাসিতা।
সীহনাদং নদিত্বান বুদ্ধপুত্তা অনাসবা,
খেমন্তং পাপুণিত্বান অগ্গিখন্ধা'ব নিব্বুতা'তি।

নিট্‌ঠিতা থের-গাথায়ো

এই স্থবির গাথা সমস্ত ১৩৬০টি, ২৬৪ জন স্থবির গাথাগুলি আবৃত্তি করিয়াছেন। অনাসব বুদ্ধপুত্রগণ সিংহনাদে এই গাথাগুলি আবৃত্তি করিয়া নিরাপদ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওত অগ্নিস্কন্ধ তুল্য নিবিয়া গেলেন।

স্থবির-গাথা সমাপ্ত

দুর্ব্বোধ্য শব্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অষ্টসমাপত্তি—চারিরূপাবচর ধ্যান ও চারি অরূপাবচর ধ্যান। ২পৃঃ

পঞ্চঅভিজ্ঞান -ঋদ্ধিবিধজ্ঞান, দিব্যশ্রোত্রজ্ঞান, পরচিত্তবিজাননজ্ঞান, পূর্ব্ব-নিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান ও দিব্যচক্ষুজ্ঞান, (বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের অভিজ্ঞা নির্দ্দেশে বিস্তৃত দ্রষ্টব্য) ঐ

সিনেরু—পালিতে সিনেরু পর্ব্বতের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থে সুমেরু পর্ব্বত দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ সিনেরু ও সুমেরু একার্থ-বাচক। পালিগ্রন্থে ৮৪ হাজার যোজন ইহার উচ্চতা নির্ণীত হইয়াছে। ৩পৃঃ

অর্হৎ—যিনি পাপরূপ অরিকে বিধ্বংশ করিয়াছেন, যিনি সংসাররূপ অরা বা পাখি বিহত করিয়াছেন, যিনি পূজার্হ ও যিনি প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার পাপচিত্ত পোষণ করেন না, তিনিই অর্হৎ নামে অভিহিত। এই অর্হত্ত্ব অশেখ পুদ্গল মধ্যে পরিগণিত, কারণ তাঁহার শিক্ষণীয় আর কোন বিষয় নাই। ঐ

শ্রাবকপদ—এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত ৮০ জন মহাশ্রাবক প্রমুখ অন্যান্য স্থবিরপুঙ্গবগণ এক এক জন বুদ্ধের নিকটে এক একটি বর বা উপাধি প্রার্থনা করিয়াছেন। বুদ্ধগণ সর্ব্বজ্ঞচক্ষে যাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দিয়া বলিয়াছেন—"তুমি অমুক বুদ্ধের সময়ে এই উপাধি বা শ্রাবকপদ প্রাপ্ত হইবে।" ইহা প্রধান প্রধান বুদ্ধ শিষ্যগণের বিশিষ্ট গুণ বিশেষ। ঐ

ব্রহ্মলোক--ত্রিপিটক গ্রন্থে ১৬টি রূপব্রহ্মপুরী ও ৪টি অরূপব্রহ্মপুরী। এই ২০টি ব্রহ্মপুরীর মধ্যে ৫টি শুদ্ধাবাস ব্রহ্মপুরী। এই শুদ্ধাবাসে অনাগামী

অর্থাৎ যাঁহারা আর দেব-নরলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন না, এমন মহাপুরুষগণ উৎপন্ন হন। অপর ১৫টি ব্রহ্মপুরী হইতে কর্ম্মফলে ব্রহ্মগণের পতন হয়। ঐ

তাবতিংস—ত্রিপিটক গ্রন্থে ৬ প্রকার স্বর্গের বর্ণনা আছে। তৎমধ্যে তাবতিংসটি দ্বিতীয় স্বর্গ, ইহা ইন্দ্রভবন। ইহাকে "ত্রয়োত্রিংশ" বা "ত্রয়োতিংশ"ও বলা হয়। কারণ "মঘবা" প্রভৃতি ৩৩ জন মহাপুরুষ নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ পুরাতন রাস্তা মেরামত, জঙ্গলাকীর্ণ স্থান পরিষ্কার ও ধর্ম্মশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্গগামী হন। সেই ৩৩ জনের পুণ্যস্মৃতি জড়িত "ত্রয়োতিংশ বা তাবতিংস" স্বর্গনামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ

স্রোতাপত্তি—পালিগ্রন্থে চারিমার্গ বলিলে, স্রোতাপত্তি মার্গ বা নির্ব্বাণ যাত্রার প্রথম রাস্তা বা সোপান বুঝায়, অর্থাৎ যিনি ধর্ম্মস্রোতে পতিত হইয়াছেন। কোন স্রোতাপন্ন এক জন্মে, কেহ দুই-তিন জন্মে, কেহ কেহ সাতজন্মে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, অষ্টম জন্ম তাঁহারা গ্রহণ করেন না। ৫ পৃঃ

ষড়েন্দ্রিয়—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন। ৬ পৃঃ

কায়দুশ্চরিত—প্রাণীহত্যা, চুরি ও পরদার লঙ্ঘন। ঐ

বাক্যদুশ্চরিত—মিথ্যা, পিশুন, পরুষ ও বৃথালাপ। ঐ

মনোদুশ্চরিত—লোভ, হিংসা, কর্ম্ম-কর্ম্মফলে অবিশ্বাস। ঐ

দেশনা—পালিগ্রন্থে দেশনা শব্দটির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। সুত্রপিটকে—দেশনা অর্থে ধর্ম্মোপদেশ, শাসন-অনুশাসন বাক্য বুঝায়। বিনয় পিটকে—দেশনা অর্থে পাপ খ্যাপন; দুইজন বা ততোধিক ভিক্ষুর মধ্যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন বুঝায়। ৭ পৃঃ

সপ্তবিশুদ্ধি—শীল, চিত্ত, দৃষ্টি, কঙ্খাবিতরণ, মার্গামার্গ জ্ঞানদর্শন, প্রতিপদা জ্ঞানদর্শন ও জ্ঞানদর্শন, (বিস্তৃত বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) ৮ পৃঃ

উত্তরকুরু—পালিগ্রন্থে সিনেরুপর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ববিদেহ, দক্ষিণদিকে জম্বুদ্বীপ, পশ্চিমদিকে অপর গোয়ান ও উত্তরদিকে উত্তরকুরু এই চারিদ্বীপ

বর্ণিত হইয়াছে। (আটানাটিয় সূত্র দ্রষ্টব্য) ৯ পৃঃ

ঋদ্ধি— চতুর্থধ্যানলাভী যোগী ইচ্ছা করিলে বিবিধ ঋদ্ধি বা অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে পারেন। তিনি একজন শত-সহস্রজন হইতে পারেন। পৃথিবী-পর্ব্বত ভেদ করিয়া জলের উপরে-ভিতরে ও গগনমার্গে যাতায়াত করিতে পারেন ইত্যাদি। (বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের "ঋদ্ধিবিধ নির্দ্দেশ" দ্রষ্টব্য) ৯ পৃঃ

দব্ব— মৃতদেহ পোড়ানের জন্য খুঁটি প্রোথিত করিয়া কাষ্ঠ সজ্জিত করা হয়, সম্ভবতঃ ছেলে সেই খুঁটিতেই আটকিয়া ছিল। তাই খুঁটির নামে তাঁহার নামকরণ হয়। "দব্বথম্ভ"। ৯ পৃঃ

ত্বক পঞ্চক— কেশ, লোম, নখ, দন্ত ও ত্বক শরীরস্থ এই পাঁচটি অশুচী পদার্থ স্মরণ করিবার জন্য নবপ্রব্রজিতদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ২০ পৃঃ

কর্ম্মস্থান— পালি গ্রন্থে কর্ম্মস্থান বলিলে যোগ, সমাধি, ভাবনা, পারমার্থিক চিন্তা, ধ্যান, সাধনা বুঝায়। ঐ

সকৃদাগামী— যিনি সংসারে সকৃৎ বা একবার মাত্র আগমন করিবেন। ঐ

উপসম্পদা— ভিক্ষুত্ব বা শ্রমণত্ব লাভ। ঐ

বস্তু—চীবর-আহার-শয্যাসন-ঔষধ এই চারি দ্রব্য। ১১ পৃঃ

লোকধর্ম্ম—লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা ও সুখ-দুখ এই আটটি। ঐ

ক্লেশক্ষয়— যাবতীয় তৃষ্ণার সমুচ্ছেদ সাধন 'কিলেসা'। ঐ

ধুতাঙ্গ— তৃষ্ণা বা আসক্তি ও লোভ ধুনিবার বা বিধ্বংশ করিবার কারণ। ধুতাঙ্গ ১৩ প্রকার, (বিশুদ্ধি মার্গ গ্রন্থে "ধুতাঙ্গ নির্দ্দেশ" দ্রষ্টব্য) ঐ

কায়গতাস্মৃতি— সমাধি প্রণালী বিশেষ। 'সতিপট্‌ঠান' সূত্রের 'কায়ানুপস্সনা' দ্রষ্টব্য। ঐ

বেস্‌সবণ— লোকপাল দেবতা। ১২ পৃঃ

ত্রিবিদ্যা— পূর্ব্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান, দিব্যচক্ষু জ্ঞান ও আসবক্ষয় জ্ঞান। অর্হতের অপর নামান্তর। ঐ

পচ্চেকবুদ্ধ— সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনের শেষভাগে তাঁহারা উৎপন্ন হইয়া থাকেন। তাঁহারা দুই অসংখ্যকল্প পারমিতা পূর্ণ করেন। সম্যকসম্বুদ্ধ একাকী উৎপন্ন হন, পচ্চেকবুদ্ধগণ একসঙ্গে সহস্রজনও উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ধর্ম্মপ্রচারের প্রতি তাঁহাদের উৎসাহ নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে দান দিলে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়। বুদ্ধ-বিদ্বেষী দেবদত্ত ও পিতৃহন্তা অজাতসত্তু অনাগতে পচ্চেকবুদ্ধ হইবেন। ১৩ পৃঃ

শরণ গ্রহণ— বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের আশ্রয় লওয়া। ঐ

কেশধাতু— বুদ্ধের শিরঃ কেশ।

ষড়াভিজ্ঞ— যাঁহারা ছয় প্রকার অভিজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। যথা— পূর্ব্ব-নিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান. দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ, পরচিত্ত বিজাননা, বিবিধ ঋদ্ধি ও আসবক্ষয় জ্ঞান। অর্হতের অপর নামান্তর। ১৫ পৃঃ

সঙ্ঘপূজা— বুদ্ধের শিষ্য ভিক্ষুদিগকে দান। ১৬ পৃঃ

বোধিপক্ষীয়— ৩৭ প্রকার সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রসূত ধর্ম্ম (বিভঙ্গ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) ২০ পৃঃ

উপাধ্যায়— যিনি ভিক্ষুত্ব প্রদান করেন, শ্রমণগুরু। ২৩ পৃঃ

কোণ্ড— বিদ্রূপ সূচক বাক্য। ২৫ পৃঃ

শলাকা— বর্ত্তমানে টিকেট দিয়া যেমন বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করা হয়, পুরাকালেও তেমন বংশ-শলাকাদ্বারা আবশ্যকীয় কার্য্যের ভোট লওয়া হইত। ২৬ পৃঃ

পাঁচটি নিম্নভাগীয় সংযোজন— সকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতানুষ্ঠান, কামবাসনা ও হিংসা বা ব্যাপাদ ২৭ পৃঃ

পাঁচটি উপরিভাগীয় সংযোজন— রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। ঐ

অষ্টাঙ্গিকমার্গ— সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসঙ্কল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম্মান্ত, সম্যক-আজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি ও সম্যকসমাধি। ৩৫ পৃঃ

শমথ— ৪০ প্রকার সমাধি বা কর্ম্মস্থান. (বিশুদ্ধিমার্গে বিস্তৃত বর্ণনা

দ্রষ্টব্য) ৩৬ পৃঃ

বিদর্শন—অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা এই ত্রিবিধ লক্ষণদ্বারা বিশেষরূপে দর্শন করা। ইহাও কর্ম্মস্থান ভাবনা বিশেষ। ঐ

কায় বিবেক—জনসঙ্ঘ হইতে একাকী দূরে বাস করা। ৪১ পৃঃ

চিত্তবিবেক—অষ্টসমাপত্তি লাভ করিয়া তৃষ্ণাকে বিনোদন করা। ঐ

উপধি বিবেক—নির্ব্বাণপদ লাভ করিয়া সংস্কার পুঞ্জের উচ্ছেদ করা।

পৃথগ্‌জন—মার্গফল অপ্রাপ্ত ব্যক্তি, মুক্তিমার্গ যাহারা পাইতে পারে নাই। তাহারা কল্যাণ ও অন্ধভেদে দ্বিবিধ। ৪২ পৃঃ

চারিযোগ—কাম, ভব, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যাযোগ চতুষ্টয়। ৪২ পৃঃ

লোকোত্তর সুখ—নির্ব্বাণ সাক্ষাৎ করিলেই লোকোত্তর সুখ লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ মার্গ-ফলভূত পরম জ্ঞান প্রাপ্তি। ৫০ পৃঃ

পঞ্চকামগুণ—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শগুণ। ৫১ পৃঃ

চতুর্ম্মহারাজিক—যুগন্ধর পর্ব্বতে অবস্থিত প্রথম স্বর্গ। ৫৩ পৃঃ

বেভার ও পণ্ডব—রাজগৃহে অবস্থিত পর্ব্বতদ্বয়। বর্ত্তমানে পণ্ডব পর্ব্বত উদয়গিরি ও বেভার পর্ব্বত বেভার গিরি নামে পরিচিত। ৫৭ পৃঃ

তপোদারাম—বেভার পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে অবস্থিত আশ্রম, বর্ত্তমানে যেখানে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ৬৪ পৃঃ

যমক প্রাতিহার্য্য—যমকভাবে বিসদৃশ অগ্নি ও জল সেই অলৌকিক শক্তি বা ঋদ্ধিপ্রভাবে শরীরের প্রত্যেক অংশ হইতে নির্গত হইয়া দশ সহস্র চক্রবাল-প্রান্তে পতিত হয় ও তথা হইতে আবার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তাই ইহার নাম যমকপ্রাতিহার্য্য। ৬৯ পৃঃ

সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম্ম—৪ স্মৃতি প্রতিষ্ঠা ৪ সম্যক চেষ্টা, ৪ ঋদ্ধি-পাদ, ৫ বল, ৫ ইন্দ্রিয়, ৭ বোধ্যঙ্গ ও ৮ আর্য্যমার্গ। ৮৯ পৃঃ

ব্রহ্মদণ্ড—ভিক্ষুদের যাবতীয় সংস্রব হইতে দূরে থাকিতে আদেশ করা। ঐ

চতুরার্য্যসত্য—দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধগামী উপায়, দুঃখাবসানে

মার্গসত্য। ৯০ পৃঃ

গন্ধকুটীর—ভগবানের সুবাসিত বাসগৃহ। ৯১ পৃঃ

ধর্ম্মসেনাপতি—সারীপুত্র স্থবিরের অপর নাম। ৯৬ পৃঃ

পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান এই পাঁচটিকে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ বলে। ১০৮ পৃঃ

চারি সম্যক চেষ্টা—অর্জ্জিত পুণ্যের সংরক্ষণ চেষ্টা, অলব্ধ পুণ্যের উপার্জ্জন চেষ্টা, উৎপন্ন পাপ ত্যাগের চেষ্টা ও অনুৎপাদিত পাপ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা। ১২২ পৃঃ

চারি স্মৃতি-প্রতিষ্ঠা—কায়, বেদনা, চিত্ত ও ধর্ম্মানুদর্শন। ঐ

নবলোকোত্তর ধর্ম্ম—স্রোতাপত্তিমার্গ ও ফল, সকৃদাগামী মার্গ ও ফল, অনাগামী মার্গ ও ফল, অর্হৎ মার্গ ও ফল এবং নির্ব্বাণ এই নয়টি। ১২৫পৃঃ

ষড়রশ্মি—নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, মঞ্জিষ্ঠা ও প্রভাস্বরবর্ণ। ১৪৪ পৃঃ

বর্ষকার—মগধরাজ বিম্বিসারের প্রধান মন্ত্রী। ঐ

পাষণ্ডদল—পরিব্রাজক সম্প্রদায়ের অন্যতম। ১৪৫ পৃঃ

ত্রৈভূমিক—কাম, রূপ ও অরূপভূমি সম্বন্ধীয়। ১৯২ পৃঃ

চারি প্রকার আসব—কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা আসব। পূর্ব্বসঞ্চিত তৃষ্ণাকে আসব, ইহ জন্মের আসক্তিকে তৃষ্ণা বা নন্দী বলে। ঐ

কুমীন—বংশ নির্ম্মিত মৎস্য ধরিবার পেটারা বিশেষ। ২৪৭ পৃঃ

পঞ্চবিধ সঙ্গ—কাম, দ্বেষ মোহ, মান ও মিথ্যাদৃষ্টি বা কর্ম্ম-কর্ম্মফলে অবিশ্বাস। ২৯০ পৃঃ

সংযোজন—কামরাগ, ভবরাগ, প্রতিঘ, মান, মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা, শীলব্রতাকর্ষণ, বিচিকিৎসা, ঈর্ষা, মাৎসর্য্য ও অবিদ্যা সংযোজন বা বন্ধন। ২৯২ পৃঃ

অনুপাদিশেষ—পঞ্চস্কন্ধের বিদ্যমানে যে তৃষ্ণাক্ষয় তাহা সউপাদিশেষ, অবিদ্যমানে অনুপাদিশেষ। ঐ

আর্য্যসন্তোষগুণ—চীবর ধারণে, পিণ্ডভোজনে, শয্যাসন পরিভোগে ও ঔষধ সেবনে যথালব্ধ, যথাবল এবং যথাসন্তোষগুণকে দ্বাদশ আর্য্যবংশ বা দ্বাদশ আর্য্যসন্তোষগুণ বলে। ২৯৭ পৃঃ

ক্রকচোপম সূত্র—মজ্ঝিম নিকায়ের মূলপণ্ণাসকে এই সূত্রের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ৩০০ পৃঃ

অবদাতকসিন—১৬ আঙ্গুল পরিমণ্ডলাকার স্থানে শ্বেতবর্ণ রং মাখিয়া ঐ মণ্ডল হইতে যোগী আড়াই হাত দূরে বসিয়া যেই সাধনা করেন, তাহাকে অবদাত কসিন বলে। ৩২৩ পৃঃ

বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা—নয়টি বুদ্ধগুণের মধ্যে যে কোনটিতে অবহিত হইয়া ভাবনা করাকে বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা বলে। ৩২৫ পৃঃ

পঞ্চনীবরণ—কাম, হিংসা, আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য-অনুতাপ ও বিচিকিৎসা।

সকায়দৃষ্টি—রূপকে আত্মভাবে দর্শন করা, আত্মাকে রূপভাবে দর্শন করা, আত্মাতে রূপ দর্শন করা, ও রূপে আত্মদর্শন করা. যেমন এই চারি প্রকারে রূপস্কন্ধকে দর্শন করা, তেমন বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধে চারি চারি প্রকারে দর্শন করা, ইহাকেই পঞ্চস্কন্ধে বিংশতি প্রকার সকায়দৃষ্টি।

ভুতরূপ ৪টি—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু।

বস্তুরূপ ৬ টি—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, হৃদয়।

ভাবরূপ ২টি—স্ত্রীভাব, পুম্ভাব।

জীবনীশক্তিরূপ ১টি—জীবিতেন্দ্রিয়।

আহাররূপ ১টি—ওজঃ।

পরিচ্ছেদরূপ ১টি—আকাশ।

বিজ্ঞপ্তিরূপ ২টি—কায়, বাক্য।

বিকাররূপ ৩টি—লঘুতা, মৃদুতা, কর্ম্মজ্ঞতা।

লক্ষণরূপ ৪টি—উপচয়, সন্ততি, জড়তা, অনিত্যতা।

এখানে 'ভাবরূপ' ২ টিকে একটি গৃহীত হইয়াছে, তাই ২৮ টি রূপ। তবে ৪টি ভূতরূপ, অবশিষ্ট ২৪টি উপাদানরূপ। এই ২৮টি রূপকে পূর্ব্বোক্ত ৪ সকায়দৃষ্টিদ্বারা গুণন করিলে রূপস্কন্ধ-সমবায়ে ১১২টি সকায়দৃষ্টি।

চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনঃ সংস্পর্শজ বেদনা ৬ টিকে সুখ-দুঃখ-উপেক্ষা এই ৩ টি বেদনাদ্বারা গুণন করিলে ১৮ টি বেদনা; এই ১৮ প্রকার বেদনাকে পূর্ব্বোক্ত ৪ সকায়দৃষ্টিদ্বারা গুণন করিলে বেদনাস্কন্ধে ৭২টি সকায়দৃষ্টি।

রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম্ম এই ৬টি সংজ্ঞাকে ৪ সকায়দৃষ্টি-দ্বারা গুণন করিলে সংজ্ঞাস্কন্ধে ২৪ টি সকায়দৃষ্টি।

অভিধর্ম্মে সংস্কার ৫০ প্রকার। উহা হইতে ১ টি চেতনা প্রধানভাবে গৃহীত হইলে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম্ম সঞ্চেতনা ৬ প্রকার। এই ৬ টি সংস্কারকে ৪ সকায়দৃষ্টিদ্বারা গুণন করিলে সংস্কারস্কন্ধে ২৪ টি সকায়দৃষ্টি।

চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনঃ এই ৬ টি বিজ্ঞানকে ৪ সকায়-দৃষ্টিদ্বারা গুণন করিলে বিজ্ঞানস্কন্ধে ২৪ টি সকায়দৃষ্টি। পঞ্চস্কন্ধে এই ২৫৬ প্রকার সকায়দৃষ্টি। ৪০৩ পৃঃ

নাম সমূহের অনুক্রমাণকা

স্থান সমূহের অনুক্রমণিকা